# INDEX

Day & Date — Page

## Tuesday, the 1st October, 1985



## Thursday, the 3rd October, 1985

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujwayanta Palace), Agartala, on tuesday, the 1st. October, 1985, at 11 A,M.

## PRESENT

Mr. Speaker (The Hon'ble Shri Amarendra Sharma) in the chair. the Chief Minister, 7 Other Members. and 39 Members.

## QUESTIONS & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার :** আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

**শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার— ১

**শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার— ১

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, বেহালাবাড়ী হাই স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে নিয়মিত ক্লাস করা হইতেছে না।

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে উক্ত স্কুলে যাহাতে নিয়মিত ক্লাস ও পড়াশোনা হয় তাহার জন্য আরও শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে কি না?

৩। ইহাও কি সত্য যে বেহালাবাড়ি হাইস্কুল হইতে ১৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে পার্শ্ববর্তী স্থানে আর কোন একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় নাই।

৪। যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত এলাকায় একটি একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে, বেহালাবাড়ী হাইস্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ বেহালাবাড়ী হাইস্কুলের কাছাকাছি আর কোন দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় নেই।

তৃতীয়তঃ উক্ত এলাকায় দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় কিনা সে সম্পর্কে সরকার পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখছেন কিন্তু এ জন্য আমি হাউসে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে যাচ্ছিনা।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে বেহালাবাড়ী হাইস্কুলটি কংগ্রেস আমলে স্থাপন করা হয়েছিল। সেই তখন থেকে সেখানে মাত্র ৬ জন শিক্ষক রয়েছেন : বর্তমান বৎসরে কতজন শিক্ষক পাঠানোর ব্যবস্থা সরকার করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, ৬ জন শিক্ষক রয়েছেন সেটা ঠিক নয়। প্রধান শিক্ষক সমেত সেখানে ৯ জন শিক্ষক রয়েছেন। তবে আমরা কিছু শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটা ফাইনেলাইজ হয়ে গেলে আমরা প্রয়োজনীয় শিক্ষক দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী সমীরদেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার। ৬।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার— ৬

প্রশ্ন

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে (১৯৮৬ ইং সনে) রাজ্যে আরও নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে আরো কয়টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

৩। খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত পূর্বগনকী গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনে জামটিলা গ্রামে নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

৪। না থাকিলে তাহার কারন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। ৮০টি।

৩। এখানে কোন প্রাথমিক স্কুল খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। কারণ এর দুই কিলোমিটারের মধ্যে আরো স্কুল রয়েছে। তবে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে যদি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখা যায় যে সেখানে আরেকটি প্রাথমিক স্কুল খোলার প্রয়োজন আছে তাহা হইলে সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, পরীক্ষা নীরিক্ষা করে যদি দেখা যায় যে সেখানে আরেকটি প্রাথমিক স্কুল খোলার প্রয়োজন আছে তবে সেখানে আরেকটি বিদ্যালয় খোলা হবে। আমি যতটুকু জানি যে জামটিলা গ্রামে যে অঞ্চল রয়েছে সেটা ট্রাইবেল এরিয়া। এবং এই স্কুলের দুই বা তিন K M কেন আরোও বেশী দূরত্বের মধ্যে কোন স্কুল নেই। ফলে এই এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে সরকার আরেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে. শুধু দুই বা তিন কিলোমিটারের প্রশ্ন নয়। যদি প্রয়োজন হয় তবে সেখানে আরেকটি স্কুল খোলা হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি ছড়ার এক পাড়ে হয়তো স্কুল রয়েছে কিন্তু অপর পাড়ে নেই ফলে অপর পাড়ের ছাত্রদের পড়াশোনার অসুবিধা হতে পারে ; সেজন্য ছড়ার দুই পাড়েই স্কুল খোলা হয়। কাজেই ২।৩ কিঃ মিঃ-এর প্রশ্ন নয় প্রয়োজন হলে সেখানে বিদ্যালয় খোলা যেতে পারে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে, ৮০টি প্রাথমিক স্কুল খোলার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন—এই ৮০টি স্কুলের মধ্যে এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে কতটি স্কুল খোলা হবে আর বাইরে কতটি স্কুল খোলা হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার. এখানে এই প্রশ্ন তোলা ঠিক নয় যে, এ, ডি, সি, এলাকাতে কত টি স্কুল খোলা হবে। আমরা শুধু আশিটি স্কুল নয় প্রয়োজন হলে আরো বেশী স্কুল খোলার ব্যবস্থা করব—আর সেটা এ, ডি, সি, এলাকা হতে পারে না, এ, ডি, সি, র-বাইরের এলাকা হতে পারে। যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানেই স্কুল খোলা হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে, নতুন স্কুল খোলা হবে সেটা কিভাবে করা হবে? যেমন অনেক গাঁও সভা রয়েছে যেমন অমরপুর মহকুমার পূর্ব-সরবং এই গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। এই এলাকার কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে আর কোন স্কুল নেই। তাছাড়া এই স্কুলও শিক্ষকের অভাবে ঠিকভাবে চলে না। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, শুধু এই সরবং গাঁওসভা কেন এরূপ অনেকগুলি গাঁও সভা রয়েছে যেখানে কোন বিদ্যালয় নেই। এখানে মাননীয় সদস্য যে এলাকার কথা বলেছেন সে একালায় শিক্ষক যেতে পারেন না মাননীয় সদস্যদের সমর্থন পুষ্ট উগ্রপন্থীদের ভয়ে ; এমন কি সেখানে কোন ট্রাইবেল শিক্ষকও যেতে চান

না। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তারা যেন ঐ সব এলাকাকে উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন। তাহলে সেখানে প্রয়োজন বোধে যে কোন সময়ে স্কুল খোলা যেতে পারে। ঐ এলাকায় টি, এন, ভি-এর উগ্রপন্থীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা আদায় করেন। তাহাদের চাহিদামত চাঁদা দিতে না পারলে তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেখায়। ফলে সেখানে কোন শিক্ষক যেতে পারেন না। একটা স্কুল খোলা কিছুই নয়। কিন্তু তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থার গেরেন্টি মাননীয় সদস্যদের দিতে হবে ;

শ্রী জহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ১৯৮০-র জুনের দাঙ্গার সময়ে যে সব কলোনী করা হয়েছিল সে সব কলোনীগুলিতে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য কোন প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়নি। কলোনীর বাসিন্দারা তাদের কলোনীতে স্কুল স্থাপন করবার জন্য জন্যে সরকারের নিকট অনেক আবেদন করেছেন কিন্তু সরকার কোন সাড়া দেন নি। সে সব স্কুলগুলিতে স্কুল খোলার কোন আশ্বাস সরকার দিতে পারেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তাহা তাহা অসত্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৯।

মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৯

## প্রশ্ন

১। বর্তমান ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় কোন ব্লকে কোন কোন হাই স্কুল ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের পাকা বাড়ি নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন ?

২। উক্ত সময়ের পানিসাগর হাইস্কুল ও পেঁচারথল হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের পাকা বাড়ি নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

## উত্তর

১। বর্তমান ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় যে সব হাই-স্কুল ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের পাকাবাড়ি নির্মানের কাজ সম্পন্ন হইবে বা চলিবে বলিয়া আশা করা যায় তাহাদের নাম :

| স্কুলের নাম | ব্লকের নাম |
|---|---|
| ১ বাইজালবাড়ী হাই স্কুল | খোয়াই। |
| ২। ভারত সর্দ্দার পাড়া ( চাম্পা হাউর ) হাইস্কুল। | ঐ |
| ৩। রতনপুর হাইস্কুল | ঐ |
| ৪। তুলা শিকড় রাজনগর হাই স্কুল। | ঐ |
| ৫। বলরাম কোবরা হাই স্কুল। | তেলিয়ামুড়া |
| ৬। পারা কলক হাইস্কুল। | ঐ |
| ৭। বীরেন্দ্র নগর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। | জিরানিয়া |
| ৮। জন্মেজয় নগর হাইস্কুল। | ঐ |
| ৯। চম্পকনগর হাইস্কুল। | ঐ |
| ১০। বড় কাঠাল হাইস্কুল | মোহনপুর |
| ১১। শিশুবিহার হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | আগরতলা শহর |
| ১২। মরাছড়া হাইস্কুল | সালেমা |
| ১৩। ছামনু হাইস্কুল | ছামনু |
| ১৪। ছৈলেংটা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | ঐ |
| ১৫। ময়নামা হাইস্কুল | ঐ |
| ১৬। ধুমাছড়া হাইস্কুল | ঐ |
| ১৭। পাপিয়াছড়া হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | কুমারঘাট |
| ১৮। চন্দ্রপুর হাইস্কুল | পানিসাগর |
| ১৯। দামছড়া হাইস্কুল | কাঞ্চনপুর |
| ২০। দুর্গারাম রিয়াং পাড়া হাইস্কুল | ঐ |
| ২১। পেচারতল হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | ঐ |
| ২২। সেকেরকোর্ট হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | বিশালগড় |
| ২৩। সিপাইজলা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | ঐ |
| ২৪। বক্সনগর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | মেলাঘর |
| ২৫। শালগড়া হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | মাতাবাড়ী |
| ২৬। সাউথ বাগমা সমতলপাড়া হাইস্কুল | ঐ |
| ২৭। নোয়াবাড়ী হাইস্কুল | ঐ |
| ২৮। মতাই হাইস্কুল | রাজনগর |
| ২৯। অম্পি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | অমরপুর |
| ৩০। তৈদু হাইস্কুল | ঐ |

| | |
|---|---|
| ৩১। নূতনবাজার হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল | ঐ |
| ৩২। রস্যাবাড়ী হাইস্কুল | ডম্বুরনগর |
| ৩৩। দেবদারু হাইস্কুল | বগাফা |
| ৩৪। গাম্বাং হাইস্কুল | সাতচাঁদ |
| ৩৫। কাঠালিয়া হাইস্কুল | মেলাঘর |

২। পেচারতল হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ ১৯৮৫-৮৬ইং সনে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পানিসাগর হাইস্কুলের জন্য এরূপ কাজ বর্ত্তমান বছরে হাতে নেওয়ার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—কাঞ্চনপুর ব্লকে আনন্দবাজার হাইস্কুল খুব দুর্গম এলাকার মধ্যে সেই হাইস্কুলের শতকরা ৯০ ভাগ উপজাতি ছাত্রছাত্রী পাড়াশুনা করে এবং ধর্মনগরের রাজবাড়ীতে আর একটা হাইস্কুল। এই দুটি হাইস্কুলে নাম এখানে নেই। আগামী বছর সেখানে পাকা বাড়ী নির্মাণের উদ্যোগ নেবেন কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—প্রয়োজনীয় অর্থ যদি পাই তাহলে করা যাবে।

শ্রীভানুলাল সাহা—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে লিষ্ট দিয়েছেন তাতে ৪০ শতাংশ স্কুলের জন্য পাকা বাড়ী করা যাবে। বাকী যে ৬০ শতাংশ হাইস্কুল রয়ে গেল তার জন্য এন, আর, ই, পি বা এস, আর, ই, পি, স্কীমে মাড ওয়াল তৈরী করে স্কুলগুলির ঘর করা যায় কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—এন, আর, ইপিতে স্কুল ইম্প্রুভমেন্ট, মেরামত ইত্যাদি কাজ করানো হয়। কিন্তু পাকা বাড়ী করা যায় না। যেহেতু সবগুলি স্কুল আমরা একসঙ্গে পাকা করতে পারছি না তখন কিছু কিছু মাড ওয়ালের ঘরও তৈরী করছি। যেমন বাইখোরাতে সুন্দর একটা মাড ওয়ালের সকুল ঘর আমরা তৈরী করছি। যেমন আনন্দবাজারের কথা বলেছেন—সেখানে ছাত্র সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু সেখানে একটা সুন্দর মাড ওয়ালের ঘর তৈরী করা যায়। কাজেই আমরা চেষ্টা করব যে এই সমস্ত ধরনের যেসমস্ত স্কুল আছে, হয়ত এক্ষুনি নূতন একটা ঘর তৈরী করতে হবে, সেই সব জায়গাতে এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি, এর মাধ্যমে আমরা ঘর তৈরী করতে পারি।

শ্রীনকুল দাস—শিক্ষা দপ্তর থেকে পি, ডবলিউ-কে টাকা দেওয়া হয় পাকা বাড়ী করার জন্য। সেই টাকা ২।৩ বছর পড়ে থাকে, খরচ হয় না। পি, ডবলিউ, ডি-র কিছু

কিছু অসুবিধা থাকতে পারে। সেগুলি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—এটা এই কোয়েশ্চানের সঙ্গে রিলেটেড নয়।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮।

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে দুই-দিন ছুটি দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে কবে নাগাদ ইহা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ ;— মাননীয় . অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্মচারীরা যাতে তাদের পারিবারিক কাজকর্ম করার সুযোগ পান এবং তাদের ব্রেন কালচার করতে পারেন এবং যাতে পেট্রোল এবং ডিজেল ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক রাজ্যে সপ্তাহে দুইদিন ছুটির ঘোষণা দিয়েছেন এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : — আমি বলেছি এখুনি আমরা করছি না। পরে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, এবং নারায়ণ দাস।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, কয়টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, কয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে ?

২। ঐ সকল বিদ্যালয়ের কয়টিতে ছাত্র ও ছাত্রীদের বসার জন্য টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাব-পত্র আছে এবং কয়টিতে নাই ?

৩। যে সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার মত টেবিল, চেয়ার ও বেঞ্চ নাই, সেই সব বিদ্যালয়ের ঐ সব বসার জিনিস বা আসবাব-পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ কর-

ছেন কি ?

৪। করে থাকলে, কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। নিম্ন বুনিয়াদী—১৯৬১টি, উচ্চ বুনিয়াদী—৩৫০টি, মাধ্যমিক—১৯৭টি এবং দ্বাদশ শ্রেণী—৯২ টি।

২। সকল বিদ্যালয়ে কম বেশী এসব জিনিস আছে, তবে কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম আছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। বর্তমান আর্থিক বৎসরেই কিছু কিছু আসবাব-পত্র ও বসার জিনিস দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

**শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ**: মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে আমারা মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই, যার ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে ছাত্র-ছাত্রীরা এমন কি শিক্ষকেরা শ্রেণীতে গিয়ে বসতে পারেন না, তাদেরও যেমন দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করাতে হচ্ছে, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদেরও দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করতে হচ্ছে। কাজেই কি কারণে এই স্কুলের প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাব-পত্র দেওয়া হচ্ছে না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী** স্যার, এখানে অনেকগুলি স্কুলে আছে, এগুলির প্রত্যেকটিতে কি আছে আর কি নেই, সেই সম্পর্কে জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যে সব স্কুলে আসবাব-পত্র নেই বা কম আছে অথবা পুরানো হয়ে গেছে বা ভেঙ্গে গেছে, অথবা স্কুল ঘরগুলি পুড়ানো হয়েছে, তাই আসবাব-পত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, এমন সংখ্যাও কম নয় মাননীয় সদস্যারা জানেন যে প্রতি বছরে বিশেষ একটা সময়ে অনেকগুলি স্কুল পুড়ে দেওয়া হচ্ছে, এই ধরণের অনেক ঘটনা ঘটছে, দরজা জানালাগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত কিছু রক্ষা করার জন্য প্রত্যেকটি স্কুলে নাইট গার্ড বা হোমগার্ড দেওয়া সম্ভব নয়, কারন এক একজন নাইট গার্ড রাখতে গেলে আমাদের মাসে তাকে ৫০০ থেকে ৫৫০ টাকা খরচ করতে হবে। কাজেই যেখানে যেখানে স্কুল আছে বা বিদ্যালয় আছে, সেখানকার লোকজনদেরই সেই সব স্কুলের টেবিল, চেয়ার বা অন্যান্য আসবাব-পত্র রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে। দ্বিতীয়ত আমরা যে এসব জিনিষ তৈরী করছি না, তা নয়, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি কম তৈরী হচ্ছে। কাজেই, আমরা এই ব্যবস্থাকে ডি-সেন্ট্রেলাইজড করতে চাই। যেমন ধরুন যে যে এলাকাতে এগুলির দরকার, সেখানে যেমন মিস্ত্রি আছে, তেমনি কাঠও আছে, তারা নিজেরা তাদের প্রয়োজনে এসব জিনিষ-পত্র তৈরী করে নিতে

পারবেন, এই দায়িত্ব তাদের স্থানীয়ভাবে নিতে হবে। বি, ডি, ও যদি সেই দায়িত্ব নিতে চান, তাহলে আমরা তাকেও এজন্য টাকা দেব যাতে সে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রগুলি সরবরাহ করতে পারেন। প্রাইমারী স্কুল যেগুলি আছে, সেগুলিতে আমারা সরকার থেকে বেঞ্চি দেই না। সেখানে স্থানীয় লোকজন শক্ত কাঠের খুঁটি পুতে তক্তা দিয়ে বেঞ্চের মত করে নেন, যাতে ছেলে-মেয়েরা সেগুলিতে বসে লেখা-পড়া করতে পারে, সেগুলির জন্য প্রায় জায়গাতে স্কুল কমিটি রয়েছে। এখন যে ব্যবস্থা আছে, তাতে সেগুলি তৈরী করে তারপর সরবরাহ করতে আমাদের কিছুটা সময় লাগবে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সব স্কুলে নাইট গার্ড দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এজন্য অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে, আমাদের মোহনপুর স্কুলে দুইজন নাইট গার্ড রয়েছে—তারা কি সন্ধ্যায় বা রাত্রির যে কোন সময় কখন যে পাহাড়া দেয়, তা আমরা বুঝতে পারি না। অথচ মাস-মাহিনা বেতনটা তাদের ঠিকই আছে। কাজেই তাদের কি কাজের জন্য এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? দ্বিতীয়তঃ বর্তমান বৎসরে আরও অনেক-গুলি প্রাইমারী স্কুল খোলা হবে এবং সেই সব স্কুলগুলিতে কর্মচারী বা শিক্ষকদের নিয়োগ করা হবে। কিন্তু যাদের শিক্ষকতার জন্য নিয়োগ করা হবে, যে উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হবে, তারা যদি কাজ করার মতো সুযোগ না পান অর্থাৎ তাদের বসার জন্য চেয়ার, ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চ ইত্যাদি না পান বা আসবাব-পত্র না পায়, তাহলে তো এসব স্কুলগুলি খোলার যে উদ্দেশ্য তাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই আমি জানতে চাইছি, স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র জরুরী ভিত্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ..স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন যে শিক্ষকদের বসার স্থান যদি না থাকে, তাহলে কি করে তারা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবেন, এটা সত্যি কথা। অনেক স্কুল আছে, যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় চেয়ার, টেবিল কম হলেও আছে, কিন্তু অনেক স্কুলে ব্লেকবোর্ড নেই, এটা যাতে তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে। আর শিক্ষক-দের বসার চেয়ার যাতে থাকে, তারও ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রী জওহর সাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বেঞ্চ দেওয়া হয় না। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে, প্রাথমিক স্তরে যে সব স্কুলগুলি আছে, সেগুলিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্লেক বোর্ড, তাও নেই এবং এই ব্লেকবোর্ড দেওয়ার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী...স্যার, আমি এসব প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়ে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য মাখন লাল চক্রবর্ত্তী

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী কোয়েশ্চান নং ৩৪

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী কোয়েশ্চান নং ৩৪

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। রাজ্যে বর্তমানে অংগনাদী সেন্টারের সংখ্যা কত (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)? | রাজ্যেবর্তমানে অংগনাদী সেন্টারের সংখ্যা ১০১৫ টি। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো : |

| প্রজেক্টের নাম | ব্লকের নাম | সেন্টারের সংখ্যা |
|---|---|---|
| রাজনগর আই, সি, ডি, এস, | রাজনগর | ৯২ টি |
| কুমারঘাট আই, সি, ডি, এস, | কুমারঘাট | ১১৪ টি |
| ছামনু আই, সি, ডি, এস, | ছামনু | ১০৫ টি |
| পানিসাগর আই, সি, ডি, এস, | পানিসাগর | ১০০ টি |
| জম্পুইজলা-টাকারজলা আই, সি, ডি, এস, | টাকারজলা | ৬৩ টি |
| তেলিয়ামুড়া আই, সি, ডি, এস, | তেলিয়ামুড়া | ১২১ টি |
| কমলপুর আই, সি, ডি, এস, | সালেমা | ১২০ টি |
| ডম্বুরনগর আই, সি, ডি, এস, | ডম্বুরনগর | ৫০ টি |
| কাঞ্চনপুর আই, সি, ডি, এস, | কাঞ্চনপুর | ৫০ টি |
| সাতচাঁদ আই, সি, ডি, এস, | সাতচাঁদ | ১১৫ টি |
| খোয়াই আই, সি, ডি, এস, | খোয়াই | ৮৫ টি |
| | মোট :— | ১০১৫ টি |

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ২। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া ব্লকে কয়টি অংগনাদী সেন্টার চালু আছে? | তেলিয়ামুড়া ব্লকে বর্তমানে ১২১ টি অংগনাদী সেন্টার চালু আছে। |
| ৩। উক্ত ব্লকে আরও অংগনাদী সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? | উক্ত ব্লকে আরও অংগনাদী সেন্টার খোলার পরিকল্পনা সরকারের আপততঃ নাই। |
| ৪। থাকিলে কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশ করা যায়? | প্রশ্ন উঠে নাই। |

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে সেন্টারের সংখ্যা জানালেন সেগুলি থেকে কি কি সুযোগ জনসাধারন পায় এবং এই সেন্টারগুলি পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ কিভাবে করা হয় ও সেন্টারের বাড়ী ঘর ইত্যাদি মেরামত কি ভাবে করা হয়?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই স্কীমটা হচ্ছে প্রধানত মা এবং অসুস্থ শিশুদের যত্ন নেওয়ার স্কীম। এবং এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা স্কীম। আমরা ক'টি ব্লকে এই স্কীমগুলি চালু করেছি—রাজনগর, কুমারঘাট, ছামনু, পানিসাগর, টাকারজলা, তেলিয়ামুড়া, সালেমা, ডম্বুরনগর কাঞ্চনপুর, সাতচাঁদ ও খোয়াই এই ক'টি ব্লকে আমরা চালু করেছি। এবং ফেজ বাই ফেজ আমরা প্রতিটি ব্লকে চালু করব। এর অর্থ বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দেওয়া হয়। এবং একটা নির্দেশ দেওয়া আছে যে এর জন্য ঘর মেরামত এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, থেকেও করা যেতে পারে।

শ্রী জওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে সেন্টারগুলির কথা বললেন যে ক'টি বুলকে চালু আছে এবং বাকী ব্লকগুলিতে এই রকম সেন্টার চালু করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা—থাকলে কবে নাগাদ চালু করা হবে? আর এই যে আই, সি, ডি, এস, স্কীম এই স্কীমে ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ এই দুই বছরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কত টাকা বরাদ্দ করেছেন জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি খোয়াই বুলকে ৮৫ টি সেন্টার চালু আছে বলে যে কথা জানালের এটা ঠিক নয় সেখানে ৮৫টি সেন্টার চালু নাই এবং যে ক'টি চালু নাই সেগুলি অবিলম্বে চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন তে যে সবগুলি সেন্টার চালু নাই—৭৮টি সেন্টার চালু আছে আর ৭টি সেন্টার চালু নাই। যেহেতু আমরা এর জন্য ১০০ টাকার বেশী দেতে পারি না এবং কাজটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থের উপর নির্ভর করেই এগুলিকে চালাতে হয়, কখন বন্ধ হয়ে যায় ঠিক নাই সেজন্য সেন্টারগুলি চালাবার জন্য. অনেক সময় কেউ আসতে চায় না। তবে মাননীয় সদস্যকে আমি বলছি যে, এই ৭টি সেন্টার আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খোলবার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :—. মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী সুধীর মজুমদার, জহর সাহা, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নকুল দাস, রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী জওহর সাহা :— কোয়েশ্চান নং ৪২

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড সট্যার্ড কোয়েশ্চান নং ৪২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ?

২। সত্য হইলে রাজ্য কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে আরও কত কিস্তি মহার্ঘভাতা পাওনা আছে এবং এই বকেয়া মেটাতে সরকারের কত অর্থের প্রয়োজন হইবে ?

৩। সরকার কর্মচারীদের ঐ বকেয়া মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

৪। প্রতি কিস্তি মহার্ঘভাতা প্রদানে রাজ্য সরকারের মোট কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় ?

৫। ১/৯/৮৫ইং তারিখ পর্য্যন্ত দ্রব্যের সর্বভারতীয় মূল্য সূচক কত ছিল এবং উপরোক্ত তারিখ পর্য্যন্ত সরকার কত মূল্য-সূচক পর্য্যন্ত কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রদান করেছেন ?

৬। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১/৯/৮৫ ইং পর্যান্ত সরকার কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বাবত রাজ্য সরকার কত টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পেয়েছেন তার হিসাব ?

উত্তর

প্রশ্ন ১, ২, ৩ :— অসংশোধিত বেতনের উপর কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ, দেওয়ার সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনক্রমে ২০০ পয়েন্ট মূল্য সূচকের সঙ্গে যুক্ত। রাজ্য সরকারের বেতনক্রম ১৯৮২ইং ১লা জানুয়ারী থেকে সংশোধিত হয়ে ৩৩৬ পয়েন্ট মূল্য সূচকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতনের উপর এখন ডি, এ, দেওয়া হচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ, দেওয়ার প্রশ্ন এখন আর উঠে না।

৪. আনুমানিক বাৎসরিক দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ হয় এক কিস্তির জন্য।

৫. ১৯৮৫ ইং-র ১লা সেপ্টেম্বর থেকে সর্বভারতীয় মূল্য সূচক এখনও জানা যায় নি। আগেই বলা হয়েছে মূল্য সূচক এখনও নির্ধারিত হয় নি। তাই প্রদত্ত মহার্ঘ ভাতার মূল্য সূচক এখনও বলা সম্ভব নয়।

৬. কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে রেভেনিউ গেপ মেটানোর জন্য গ্রানটস-ইন-অ্যাড দেন। ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৩-৮৪ এই পাঁচ বছরের রেভেনিউ গেপ মেটানোর জন্য ৭ম অর্থ কমিশন যে টাকা গ্রানটস-ইন-অ্যাড

হিসাবে রাজ্যকে দেন তার মধ্যে ১৯৭৭ ইং ১লা জানুয়ারীর পর মাত্র দুই কিস্তি ডি. এ. দেওয়ার জন্য মোট পাঁচ কোটি বিরাশি লক্ষ টাকা ধরা ছিল। ঠিক অনুরূপ ভাবে ৮ম অর্থ কমিশন ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ ইং এই পাঁচ বছরের রেভেনিউ গেপ মেটানোর জন্য রাজ্যকে যে গ্রানটস্ ইন অ্যাড দেবেন তার মধ্যে ১৯৮৩ইংর নভেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বভারতীয় মূল্য সূচকের ৫২০ পয়েন্ট পর্যান্ত ডি. এ. রাজ্য কর্মচারীদের দেবার জন্য মোট একশ বার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। ডি. এ. বাবদ প্রতি বছর দের টাকা বাৎসরিক রেভেনিউ গেপ মেটানোর জন্য যে গ্রানটস-ইন-অ্যাড কেন্দ্রীয় সরকার দেন তার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

উল্লেখ্য, ৩৩৬ পয়েন্ট সংশোধিত বেতনের খরচ তার উপর বর্তমান হারে ডি. এ. দিতে মোট যে টাকা ১৯৮৮-৮৯ পর্যান্ত খরচ হবে তার মোট দাম অর্থ কমিশনের। এই বাবদ প্রদত্ত মোট টাকার চাইতে রানুমানিক একশ ছয় কোটি টাকার মত বেশী।

মহারানী বিভু কুমারী দেবী : Mr. Speaker Sir, I would ask the Han ble Chief Minister that the Finance Commission has sanctioned Rs. 116 crores and 76 lakhs--out of which for the first instalment of the three D. A, allotmeat is Rs. 23 crores 95 Lakhs' This 23 crores 95 lakhs has not been disbursed. Since it was sanctioned for use form 1st April 1979 to 31st March 1984. It seems that the state Government is drawing interest on this amount for its unaccountable expenditure ( or adjustments ) will the Govt, let the House to know whether it is illegal—without taking consensus of the employees to keep the funds for its own use ? Can the employees appeal to the Ccuntry for intervention on the fundamental right to receive remuneration for their services ? Will this appeal of the employees prejudice their post ?

Is this the way rhey receprocate the amployees helpless -nessfor furthering their party's interest or is it greateful thanks for voting power ? Will the minister concerned give clarification on this important issue of fundamental right of the proletariat ? Proletariat nobody who sells his labour whether physical or mental communism --is not what it was otherwise so Hon'ble Chief Minister would not have turn the tables on those who had helped him to get a footing in Tripura.

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি তো বাংলা বুঝেন না। তাই এই ব্যাপারটা উনার মাথায় ঢুকছে না। এখানে বলা হয়েছে যে ভিত্তিটা হচ্ছে ২০০ পয়েন্ট প্রি রিভাইজড। বেতনটাকে রিভাইজড করে ৩৩৬ পয়েন্টে ভিত্তি করে দেওয়া হচ্ছে। এতে প্রত্যেক কর্মচারীর ডি, এ, বাড়ল। এটা বুঝা দরকার।

শ্রী জওহর সাহা :—পার্লামেন্টারী স্যার, ৭ম অর্থ কমিশন যে টাকাটা দিয়েছিল

সরকারী কর্মচারীদেরকে ডি, এ, দেওয়ার জন্য সেই টাকাটা কি সরকার কর্মচারীদের ডি, এ, বাবতে খরচ করেছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :– আমি এ ব্যাপারে উত্তরে বলেছি।

মি : স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তাঁর জবাবের মধ্যেই সব কিছু বলা আছে ।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেবার সিদ্ধান্ত কোন বছরের কত তারিখে নেওয়া হয়েছিল, এবং সেই বছরের পর থেকে এ পর্য্যন্ত কত কিস্তি মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে ?
শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্যদের এই কথা আমি বলতে চাই, আমরা সরকারে আসার পর থেকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অর্থমন্ত্রীর কাছে বামফ্রন্ট সরকারের তরফে বার বার অর্থের জন্য দাবী জানান হয়। তখন পর্য্যন্ত আমাদের কোন বেতন কমিশন বসেন নি, পেরিভিশান হয় নি। সেই সময়েই আমরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন যে প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে, সূচক সংখ্যা। কিন্তু আমরা যখন বেতন সংশোধন করলাম তখন ৩৩৬এ চলে এসেছি। ২০০ থেকে ৩৩৬ এর মধ্যে যে গ্যাপ সেই গ্যাপের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আর না দিলেও আমাদের দিতে হচ্ছে। এ জন্যে কত টাকা লাগবে সে হিসাব করে দেখবেন। প্রশ্ন এই নয়, দেব কি দেব না। মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই, আমরা দিয়ে যাব। টাকা আমাদের পেতে হবে। আমরা দু'টো দিয়েছে- আরো আমরা দেব। কিন্তু কেহ যদি বলেন, যেমন, মাননীয়া সদস্যা বললেন, হিজি বিজি। কারো মাথায় ঢুকবে কিনা সন্দেহ। আমার মাথায় ঢুকে নি। কাজেই আমি মাননীয়া সদস্যাকে বলতে চাই, আমি এত লেখা পড়া জানি না। কাজেই উনার মাথায় ঢুকতে পারি নি।

কিন্তু এটা বুঝতে হবে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, কতসূচকে গিয়ে আমরা বলতে পারব যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা কর্মচারীদের এত পাওনা হল। এর পরে আমরা যে বেতন কমিশন বসাব, নিশ্চয়ই আমাদের বসাতে হবে, তাদের কাছে আমরা তখন এটা দেব। তখনই তাঁরা নির্ধারণ করে দেবেন যে, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা আমার এইখানকার কর্মচারীদের বা এই সেকশান অব কর্মচারীদের এই দিতে হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, আমরা যখন প্রথম কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ, দিতে আরম্ভ করলাম— আমরা কোথা থেকে আরম্ভ করেছিলাম ? মাননীয় সদস্যরা জানেন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরই প্রথম দিতে শুরু করেছিলাম। কেন না, তারা সবচেয়ে গরীব অংশের কর্মচারী। এর ফলে যারা উপরতলার কর্মচারী আছেন তারা এখন বেশী পাচ্ছে। আর যারা

নীচের তলার কর্মচারী তারা এখন কম পাচ্ছে। কারণ, তারা আগেই পেয়ে গিয়েছিল। এইগুলি আমরা বেতন কমিশনের কাছে রাখব। তখন তারা এগুলির উপরে সিদ্ধান্ত নেবেন। বেতন কমিশন বসাতে বসাতে হয়ত আমাদের এক বছর সময় লাগতে পারে। তবে আমরা বসাব। যে প্রশ্ন আজকে কর্মচারীদের সামনে এসেছে তাতে বলতে চাই, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে হলে তার নানা এ নালিশ আছে, অনেক প্রশ্ন আছে সেগুলি সব আমরা বেতন কমিশনের কাছে রাখতে চাই যাতে তারা সব কিছু করতে পারেন। আমরা কোন কর্মচারীদের ফাঁকি দিতে চাই না। এই পর্যন্ত কোন ফাঁকি দিইও নি। মাননীয় সদস্যরা এখানে যা বলেছেন তা একেবারে বাজে কথা। এই সব অন্য রাজ্যে হয়। সেই জন্যেই ওরা এখানে তা বলেছেন। কিন্তু এই রাজ্যে তা হয় না। এই জাল জুচ্চুরি করার মত সরকার এখানে নেই। সরকারী কর্মচারীরা তা জানেন বলেই এই সরকারকে তারা ভালবাসেন। আমি আশা করব, খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই সব প্রশ্নের যেগুলি এখানে এসেছে তার সুরাহা করতে পারব।

শ্রী জওহর সাহা ;— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কতগুলি বকেয়া ডি, এ, পাওনা হয়েছে এবং সেগুলি কবে নাগাদ দেওয়া হবে?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— তাদের কোন বকেয়া পাওনা নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :— স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার নং—১৫০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫৯।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৫৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ইং সনের শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব ছাত্র-ছাত্রী দক্ষতার সহিত দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসা, কৃষি, কারিগরী ইত্যাদি বিষয়ে ত্রিপুরার জন্য নির্দিষ্ট কোটার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আবেদন করেছিলেন তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে এবং কোন্ পদ্ধতিতে মনোনীত করা হয়েছে।

২। উক্ত ব্যাপারে সরকারের গৃহীত পদ্ধতির বিরুদ্ধে উচ্চ শিক্ষার জন্য আবেদনকারী ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট কোন অভিযোগ করা হয়েছে কি?

৩। করা হতে থাকলে কি কি অভিযোগ করা হয়েছে,

৪। অভিযোগগুলি প্রতিকারের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি,

প্রশ্ন

৫। করে থাকলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন,

৫। কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে থাকলে তার কারণ কি,

৭। নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীগণকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় কিনা ?

উত্তর

১। তপশিলী জাতি উপজাতি সংরক্ষণ নীতি এবং মেধা ভিত্তিতে।

২। হ্যাঁ

৩। কয়েকজন ছাত্র সম্পর্কে ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা কিনা এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

৪। হ্যাঁ।

৫। মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশে কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

৭। জানা নাই।

মিঃ স্পীকার ;— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

## ANNEXURE "A" "B"

:: রেফরেন্স পিরিয়ড ::

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহার মহোদয়ের কাছ থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্যকে আহ্বান করিব তিনি দাঁড়িয়ে তার বিষয়টি উল্লেখ করিবেন।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে —

> "গত ২৬-৯-৮৫ইং বিধানসভার অন্যতম কর্মচারী শ্রী প্রমোদ রায়ের বিজয় কুমার চৌমুহনী (আগরতলা) সংলগ্ন বাসগৃহে হামলা তার পরিবারের প্রতি অশালীন ব্যবহার এবং বাড়ীর সংলগ্ন দোকানে অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এমনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগামী ৩রা অক্টোবর এই হাউসে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ৩রা অক্টোবর হাউসে বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটি পরীক্ষা করিয়া গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়-টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—স্যার, আমি আমার বিষয়টি উল্লেখ করছি—
"গভার্ণমেন্ট আর্ট কলেজ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুতি না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ কিকয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩রা অক্টোবর এ সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়েয় নিকট থেকে আরো একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা করিয়া গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী মতিলাল সরকার : স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে—

"৭ই জুলাই, ১৯৮৫ ইং ভোরবেলায় সোনামুড়া জুমেরঢেপায় নিজ বাড়ীতে সি, পি, আই (এম) উপপ্রধান অতুল ভৌমিক কতিপয় দুবৃত্ত কর্তৃক নিহত হওয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার : আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে

প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ৩রা অক্টোবর হাউসে বিবৃতি দেব।

Maharani Bibhu Kumari Devi :— Mr. Speaker Sir, yesterday the Hon'ble Chief Minister raised a point against me that I am attached with the T. N. V. As to this I want a personal explanation from the Hon'ble Chief Minister.

Shri Nripen Chakrabarty :— Sir, I did not intentionaly say that She is attached with the T. N. V. I am sorry for this comment.

Mr. Speaker : — I think the matter ends here.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ৩রা অক্টোবর হাউসে বিবৃতি দেবেন।

### দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

> "গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ইং মোহনপুর ব্লকাধীন ব্রাহ্মণপুষ্করিণী বাসিন্দা জয়কুমার দাস প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরণ সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগামী ৩রা অক্টোবর হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩রা অক্টোবর এ সম্পর্কে বিবৃতি স্বীকৃত হয়েছেন। আমি আরো একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য মহোদয়ার নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—

> "গত ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ইং এয়ারপোর্ট থানাধীন পটুনগর গ্রামের বাসিন্দা ঝর্ণা সরকার মধ্য রাত্রিতে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য মহোদয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে

এই দৃষ্টি আকর্ষণীর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগামী ৩রা অক্টোবর হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ৩রা অক্টোবর হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আজ আরো একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ণ দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—

"গত ১১ই জুন ১৯৮৫ ইং সোনামুড়া বিভাগে লক্ষনডেপা বাজারে স্বপন শীল, হরিপদ বৈষ্ণব এবং অর্জুন দেবনাথের খুনের ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগামী ৩রা অক্টোবর হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে আগামী ৩রা অক্টোবর হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

শ্রী জওহর সাহা :— *** *** ***

মিঃ স্পীকার :— আপনার এটা আমি এডমিট করিনি। অনেকগুলি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি আর দেবনাথ

শ্রী জওহর সাহা :— *** *** ***

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা এখানে যা বলেছেন তা কার্য্যবিবরণী থেকে এাকপাঞ্জণ করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা মহোদয় যা বলেছেন এ গুলি কার্য্য-বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

*** Expunged as ordered by the Chair.

মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী * * * Expunged as ordered by the Chair. নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ইং বিলোনীয়া মহকুমার এস, ডি, পি, ও, কর্তৃক রাজনগর বি, ডি, সি, র চেয়ারম্যানের উপর অশালীন আচরণ সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর আমরা বাঙ্গালীর একটি দল আসাম চুক্তির বিরোধীতা করিয়া ২৪ ঘন্টার ত্রিপুরা বনধের ডাক দেয়। বিলোনীয়া মহকুমা পুলিশ অফিসার শ্রী বি কে রায় মহাশয় বনধ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ কর্মচারীদের মোতায়েন করার দায়িত্বে ছিলেন। ঐ দিন বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পোস্টিং তদারকী করিয়া বেলা অনুমান ১০-৪৫ মিঃ সঙ্গে এস আই শ্রী দেবাশীস চৌধুরী ও অপর দুই কনষ্টেবল সহ সরকারী গাড়ীতে পুরান রাজবাড়ী হইতে রওনা হন। রাজনগর ও বড়পাথারী রাস্তার একটি স্থানে তিনি টি আর টি ২৮৭নং জীপ গাড়ী অস্বাভাবিক ভাবে যাত্রী বোঝাই করিয়া রজনগরের দিকে যাইতে দেখেন। ইহাতে তাহার সন্দেহ হয় যে, ঐ অবস্থায় যাত্রী নিয়া জীপটি যে কোন সময় দুর্ঘটনায় পড়িতে পারে। জীপের ছাদে প্রচুর যাত্রী বসা ছিল। এমনকি জীপের সঙ্গে সংযুক্ত ট্রেইলারেও প্রচুর যাত্রী বোঝাই ছিল। তিনি জীপটিকে থামান এবং জানিতে পারেন ঐ ট্রেইলারের কোন রেজিষ্ট্রেশন ছিল না। ইহা ভারতীয় মোটর যান আইন বিরোধী। অধিকন্তু ঐভাবে বিপদজনক অবস্থায় যাত্রী বহন করা ও মোটর আইন বিরোধী। শ্রী রায় তখন সমস্ত যাত্রীদের জীপের ছাদ হইতে নামিতে বলেন। কিন্তু ছাদের আরোহীরা নামতে নারাজ ছিলেন। তখন শ্রী রায় ছাদে চড়া যাত্রীগণ ও অন্যান্যদের বলিতে থাকেন তাহারা যেন ঐ ভাবে না যাইয়া গাড়ীর ভিতরে নিজেদের জায়গা করিয়া নেন। নচেৎ ঐ অবস্থায় অর্থাৎ ঐরূপ ভয়াবহ অবস্থায় তিনি গাড়ী চালাইয়া নিতে দিতে পারেন না। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে জীপের ছাদে চড়া যাত্রীরা নীচে নামিতে থাকেন। এই সময় জীপ গাড়ীর সামনের সিটে ড্রাইভারের সঙ্গে বসা জনৈক ভদ্রলোক এস ডি পি ও মহোদয়কে বলেন, জীপে চড়া যাত্রীরা তাহার সঙ্গের এবং অনুরূপ অবস্থায় জীপে চাপিয়া তাহাদেরকে যাইতে দিতে হইবে। তিনি তখন নিজেকে রাজনগর কেন্দ্রের বিধানসভার সদস্য শ্রী নকুল দাস বলিয়া জানান। পুলিশ অফিসার শ্রী নকুল দাস মহাশয়ের পরিচয় পাওয়ার পর পুনঃ পুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা করেন ঐভাবে জীপে যাত্রী বোঝাই করিয়া নেওয়া অত্যন্ত বিপদজনক এবং ঐ এলাকার রাস্তায় ড্রাইভার যে কোন সময় গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ

হারাইয়া ফেলিতে পারেন। এস ডি পি ও শ্রী রায় শ্রীনকুল দাস মহাশয়কে তাহার গাড়ীতে করিয়া রাজনগর পৌছাইয়া দিবেন বলিয়া জানান। শ্রী দাস তাহাতে রাজী হন না। তাহাদের মধ্যে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত তর্ক বিতর্ক হয়। পরে শ্রী দাস যাত্রীদের ছাদ হইতে নামিতে বলেন এবং তাহাদের নিজ নিজ জায়গা জীপের ভিতর ও টেইলারের মধ্যে করিয়া নিতে বলেন।

এই সম্পর্কে বিলোনীয়া থানায় ১৩-৯-৮৫ইং তারিখে ৪৫৫ নং জি ডি ভুক্ত করা হয়।

শ্রী সমীর দেব সরকার: পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর,

রাজনগর বি ডি সি র সভা ছিল এবং সেই সভায় যাওয়ার পর সাম্প্রদায়িক একটা শ্লোগান দেওয়া হয়, কারণ আমরা বাঙ্গালী সেদিন বন্ধ ডেকেছিল। বি ডি সি মিটিং-এ যাওয়ার পূর্বে পার্টি অফিস থেকে থানাতে জানানো হয় যে এখানে সমস্ত এম এল এরা এবং গাঁও প্রধানরা আটকে আছেন। তাই এম এল এ এবং গাঁও প্রধানদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্লক অফিস থেকে যেন গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয় এবং খবরটা যেন থানা কর্তৃপক্ষ ব্লকে জানিয়ে দেন। কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ জানান নি। সুতরাং তাঁরা নিজেরাই গাড়ী ভাড়া করে বি ডি সি মিটিং-এ যাবার উদ্যোগ নেন। পথিমধ্যে এস ডি পি ও গাড়ীটিকে থামান এবং রাজনগর বি ডি সির চেয়ারম্যান শ্রী নকুল দাস উনার পরিচয় দেন। কিন্তু পরিচয় দেবার পরও এস ডি পি ও গাড়ীর যাত্রীদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। এতে মাননীয় বিধায়ক আপত্তি করেন এস ডি পি ও উনাকেও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। এতে মাননীয় বিধায়ক এস ডি পি ওকে বলেন—আপনি আইন মাফিক ব্যবস্থা নিন কিন্তু অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছেন কেন ? কাজেই একজন বিধায়ককে চেনার পরও এস. ডি, পি, ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন, এই ঘটনাটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তথ্যে আছে কিনা, জানাবেন

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক। আমি মাননীয় বিধায়ক শ্রীনকুল দাস যিনি রাজনগর বি ডি সির চেয়ারম্যান তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি এই ধরেনের ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না, তার কারণ হচ্ছে একটা বন্ধের দিনে আমরা যেখানে বলছি যান বাহন চলবে, যেখানে বলছি টি আর টি সি চলবে সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান বা বি-ডি সির চেয়ারম্যান না থাকলে কি হবে, সেটা যে কোন লোকের পক্ষে বুঝা খুব সম্ভব। এমনি বন্ধ না থাকলে একটা জীপে বা একটা বাসে তিন তলায় যাত্রী নিয়ে নেয়। আমি একটা জীপে দেখেছি ৩৫/৪০ জনও ওঠে, কারণ উপায় নেই, মানুষকে যেতে হয়। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম না, তখন জীপে চড়েই সে সমস্ত জায়গায় যেতে হতো; তাই এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, এটা নিয়ে বাড়াবাড়ী করা ঠিক হয় না। সেই দিক থেকে আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি এই ধরণের ঘটনা যাতে আর না ঘটে এর দিকে মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য রাখবেন। এর থেকে কেউ যেন এটা মনে না করেন যে, আমরা বাঙ্গালী বন্ধকে সফল করার জন্য আমরা এই সমস্ত করলাম, সেটা যেন না

বলা হয়। 'আমরা বাঙ্গালী' দলের বিরোধীতা করেছি। সব জায়গায় 'আমরা বাঙ্গালীর' বন্ধের বিরোধীতার দিকে মানুষের মন আমরা লক্ষ্য করছি যে, সেদিন সাড়া দিয়েছিল। কাজেই আমাদের উচিত ছিল সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে আমরা আমাদের আইন-কানুন ইত্যাদি প্রয়োগ করি, সেদিকে যদি আমাদের কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে তার জন্য আমি দুঃখিত।

শ্রীভানু লাল সাহা—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, উক্ত পুলিশের আচরণের বিরুদ্ধে বিধায়কের কাছে যে বক্তব্য রেখেছেন এটাকে মনে রেখে বলতে চাই যে, পুলিশ দপ্তরের মধ্যে অধিকাংশ কর্মচারীরা সে দিন বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য একটা প্রসংশনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু উক্ত অফিসার বি কে রায় তার সংগে অন্য যারা ছিলেন তাঁরা যদি সেদিন উপস্থিত না থাকতেন, তাঁরা যদি সে দিন তাকে নিবৃত্ত না করতেন, সেই অফিসার এই বিধায়ককে সে দিন দৈহিক ভাবে নির্যাতন করতেন।

কাজেই এই অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার না থাকলে সেদিন কি দুর্ঘটনা ঘটে যেত, কারণ এই পুলিশ অফিসারের মধ্যে কিছু অফিসার আছেন যারা রাজ্যের মধ্যে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেওয়া ইত্যাদি করছেন এবং ঐ অফিসার তার কার্য্য পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমরা এটা চিহ্নিত করতে চাই যে, তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং এখানে আইন-শৃংখলাকে বিপন্ন করার জন্য অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই কাজ করেছেন। তাঁরা যদি সেদিন সেখানে উপস্থিত না থাকতো, তাহলে এতটা চরম পরিণতি ঘটত।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি আগেই বলেছি এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই যে বন্ধ ছিল, বন্ধে জেনারেলি গাড়ী-ঘোড়া চলে না, পাবলিক গাড়ী চলে না, সে দিন টি, আর, টি, সি, আসে নি আমি অপেক্ষা করেছি। ফিরে যাব সিদ্ধান্ত নিলাম, কারন বাড়ী থেকে ১৫ মাইল দূরে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে গাঁওসভার বিভিন্ন প্রধানরা এবং বিভিন্ন লোক সকলে মিলে একটা জীপ পেয়েছে, কিছু কর্মচারীও আছে যারা বিলোনীয়া থেকে যায়, স্বভাবতই জীপে ভীড় থাকবে। এছাড়া তো রাস্তাঘাটে এমন কোন দিন নেই যে বাস বলুন, জীপ বলুন ভীড় যে থাকে না, অভার লোড যে থাকে না, তা তো নয়? কিন্তু পরে আমি ঘটনাটা শুনেছি, যদিও আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না, ঘটনাটা বেদনাদায়ক এবং অত্যন্ত দুঃখজনক, এই রকম হওয়া ঠিক নয়। যে পরিস্থিতি সেখানে হয়েছে সে জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, তিনি ঘটনার তদন্ত নিশ্চয়ই করে দেখবেন কারন এই ধরনের ঘটনা তো মর্মান্তিক, লজ্জাজনক কথা যে একজন বিধায়ক আছেন তার সঙ্গে অন্যান্য কর্মচারীরা

আছেন, প্রধানরা আছেন, যদি এই ধরণের অপ্রীতিকর ব্যাপার হয় তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হবে ? এটা স্বাভাবিক কথাই, সুতরাং এটার আমি নিন্দা জানাচ্ছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি একটু অনুভূতির সঙ্গে তদন্ত করে দেখুন, যে এটা কিভাবে হলো, সে জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, বি, ডি, সির মিটিং নির্ধারিত তারিখে হয়। যেহেতু আমরা বন্ধ সমর্থন করি না, বি, ডি, সির মিটিং সেদিন ডাকা সঠিক হয়েছে, সঙ্গত হয়েছে। আমাদের দরকার ছিল বি, ডি, সির যারা মেম্বার, বিধায়ক, প্রধান তাদের সেই বি, ডি, সি মিটিং-এ পৌঁছানো, দরকার হলে গাড়ী রিকুইজিশ্যান করেও তাদের গাড়ীর ব্যবস্থা করা, এবং তাঁরা যাতে ঠিক মতো মিটিং করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। আমি দুঃখিত যে বিধায়ক সেদিন যেতে পারেন নি মিটিং-এ, টি, আর, টি, সিতে উঠতে পারেন নি। এর থেকে মনে হয় যে, আমাদের ত্রুটি কতখানি, যে আমরা সেখানে একটা বি, ডি, সির মিটিং হবে জানি তারপরও সেই বি, ডি, সির মিটিং-এর প্রধানরা কি করে যাবেন তার কোন ব্যবস্থা করা হলো না, কাজেই সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের ত্রুটি রয়ে গেছে। আমরা যদি চাইতাম যে বি, ডি, সি মিটিং হোক তাহলে পর এই ঘটনা ঘটতো না, কাজেই মাননীয় সদস্য এখানে যে কথা বলেছেন আমি এক মত, এই সব ব্যাপার আমাদের দেখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে।

শ্রী মতিলাল সরকার—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তিনি বন্ধের বিরোধীতা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই যারা সরকারী নীতিকে প্রয়োগ করেছেন সেই পুলিশ অফিসার বি, ডি, ও, সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করবেন, সেটা স্বাভাবিক কারণ। সরকারী দৃষ্টি-ভঙ্গী কখনও তো একটা রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গী নয় ? কিন্তু আমরা দেখলাম মিঃ বি, কে. রায় যার কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে উনি এর আগে একদিন বিলোনীয়ার মোটর শ্রমিকদের গিয়ে বলছেন যে, তারা যাতে যান-বাহন না চালায় ১১ তারিখে এবং এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, যেহেতু নির্দেশ না মেনে ওরা গাড়ী চালিয়েছেন বি, ডি, সির মিটিং চালু রাখার জন্য,

এই কাজটা এস, ডি পিওর দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল না। কারন তিনি বন্ধের সমর্থক ছিলেন। কাজেই সেখানে তার ব্যক্তিগত মত বা ব্যক্তিগত চিন্তা সরকারের কাজের মধ্যে প্রয়োগ করেছেন ফলে সরকারের যে সিদ্ধান্ত সেটাকে বানচাল করা চেষ্টা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ক্ল্যারিফিকেশান চাইছি সেটা হচ্ছে, সরকারের যে কর্তব্য এইগুলি না মেনে সেখানে একজন অফিসার অবমাননা করার জন্য, অপমান করার জন্য বি, ডি, সির চেয়ারম্যান, এবং গাঁও প্রধানকে সেটা করার জন্য এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন এবং বন্ধের বিরোধীতা করছে না। এই তথ্যগুলি তদন্ত করে দেখা হবে কিনা এবং ঐ অফিসারের শাস্তি বিধান করা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:- স্যার, আমি বলেছি এই ব্যাপারে সরকারের যেমন তথ্য পেলেন তা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবেন, এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা।

শ্রীনকুল দাস:—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা যখন সেই বি, ডি, সিতে যাব তার আগে আমরা বিলোনীয়া থানাকে জানাই যে, একটু রাজনগর থানাকে খবর দিন যাতে তারা ব্লকের ১টা গাড়ী পাঠান। ব্লককে বললে ব্লকের গাড়ী পাঠানো হবে এবং আমি সেখানে যাব। কাজেই আমি বলেছি রাস্তাঘাটে অসুবিধা হতে পারে, কোন প্ররোচনামূলক কাজ হতে পারে আপনারা সাহায্য করুন। এসকর্ট দিয়ে একটা ব্যবস্থা করুন। সমস্ত কিছু জানালাম তারপরও সাহায্য করলেন না এবং এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে এই ডি এস পিওর কথা ছিল শান্তিরবাজারে যাবেন। কিন্তু আমাদের গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উনি শান্তিরবাজারে না গিয়ে রাজনগরে যান। কাজেই এইটা কি প্রমানিত হয়না এস, ডি, ও, সাহেব শান্তিরবাজারে একা বসে আছেন, উনি এস ডি, ও সাহেবের সঙ্গে শান্তিরবাজার যাননি রাজনগর চলে যান। তাহলে কি বুঝা যায়না এইটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সমস্ত কাজ করছেন। সমস্ত প্রধানকে চিনতেন। বি ডি সিতে যাতে না যেতে পারেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা বা তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:- স্যার আমি বলেছি মাননীয় বিধায়ক এবং বি, ডি, সির চেয়ারম্যান যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন এইটা বিধানসভায় নিন্দা করা হয়েছে এবং এইরকম ঘটনা শুধু বিধায়ক না অন্য কারো ক্ষেত্রে যাতে এই দুর্ব্যবহার না করেন সেইজন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার:—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দেশ্য মূলকভাবে যেভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে মাননীয় বিধায়ক নকুল দাসকে জড়িয়ে তা যাচাই করে তুলে নেওয়া হবে কিনা, তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে, এইটা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে এইটা উস্কানীমূলক। এই ধরনের কোন মামলা আনার কোন ভিত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার:—আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ইং রাতে বীরচন্দ্র গাঁও-সভার সদস্য পি পি আই (এম) কর্মী কমরেড যতীন্দ্র রিয়াং এর নিজ বাসভবনে উপজাতি যুব সমিতির দুস্কৃতকারীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার বিগত ২০/২১/৮৫ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ১২টা হইতে ১২টা ৪০ মিঃ এর সময় দুস্কৃতকারীগণ আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র সজ্জিত হইয়া পশ্চিম মনু সাকিনের বীরবাহু রিয়াং এর পুত্র বীরচন্দ্র গাঁও সভার সদস্য সি পি আই (এম) কর্মী শ্রীযতীন্দ্র রিয়াং এর বাড়ী চড়াও হয়। দুস্কৃতকারীগণ শ্রীযতীন্দ্র রিয়াং এর ঘরে জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং শ্রীরিয়াংকে জোর পূর্বক ঘর হইতে টানিয়া বাহির করে এবং ঘরের বারান্দা একটি খুটির সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলে। তৎপর দুস্কৃতকারীরা দেশী বন্দুক দিয়া শ্রীযতীন্দ্র রিয়াংকে তাক করিয়া তিন রাউণ্ড গুলি ছুড়ে এবং শ্রীরিয়াং গুলিবিদ্ধ হন। তাহাকে গুলিবিদ্ধ করার পরে দুস্কৃতকারীরা শ্রীরিয়াং-এর বাড়ী হইতে ২৫০ টাকা এবং সোনার অলংকার ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্র (যাহার অনুমানিক মূল্য ৩০০০ টাকা) লুট করে এবং পলাইয়া যায়। খুণীদের গুলি শ্রী যতীন্দ্র রিয়াং-এর বক্ষে বিদ্ধ হয়। বাড়ীর অন্যান্য লোকজন আহত শ্রী রিয়াংকে ঐ রাত্রেই শান্তির বাজার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়া যান। হাসপাতালে যাওয়ার পথে রাত্র আনুমানিক ১ টায় শ্রী রিয়াং মারা যান। প্রথমেই এসে গুলি বিদ্ধ করা হয়। এতেই প্রমাণিত হয়। তারা ডাকাতি করতে আসেনি তাদের উদ্দেশ্যই ছিল শ্রী রিয়াংকে হত্যা করা। উক্ত ঘটনা বিলোনীয়া থানায় শ্রীমতি রিয়াং-এর অভিযোগ ক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫) (ক) ধারায় মোকাদ্দমা নং ১১(৯) ৮৫ নথিভুক্ত করা হয়। মোকদ্দমাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তদন্তের ভার বিলোনীযা সার্কেল ইনসপেক্টরের উপর ন্যস্ত হয়।

পুলিশ কিছু সন্দেহভাজন সম্পর্কে খবর জানিতে পারিয়াছেন। তদন্তের স্বার্থে তাহাদের নাম প্রকাশ করা সমিচীন হবে না। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ চেষ্টা করিতেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যতীন্দ্র রিয়াং সম্পর্কে জানাতে চাই মাননীয় সদস্যদের. তিনি আগে টি, ইউ. জে, এসের পক্ষ থেকে গাঁও প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর টি. ইউ. জে. এস. থেকে পদত্যাগ করে তিনি সি, পি, এমের সমর্থক এবং সি, পি, এমের সদস্য হন এবং সি. পি, এমের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচিত হন।

শ্রী নকুল দাস :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সেদিন ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় এ, ডি, সির সদস্য শ্রী রবীন্দ্র রিয়াং, এ, ডি, সির যুব সমিতির প্রার্থী দৈলটা রিয়াং তাদের বাড়ীতে কিছু অপরিচিত লোক ঢুকে। সেই খবর থানাতে দেওয়া হয়, আউট পোষ্ট যেটা আছে, মনু থানার আউট পোষ্টে যিনি ইন-চার্জ আছেন সেখানে না গিয়ে অন্য জায়গায় আসামীকে ধরতে হবে বলে বাইখোরায় চলে যান, একটা সুযোগ সৃষ্টিকরে দিয়ে যান, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এইটা খুবই দুঃখজনক যে এইদিন যেদিন শ্রীরিয়াং

খুন হয় সন্ধ্যার সময়েতে কিছু সি, পি, আই এম এর কর্মী তারা একটা খবর পান যে হত্যাকাণ্ডের জন্য লোকজন জড় হচ্ছে এবং তারা গিয়ে আউট পোস্টে খবর দিতে যায় কিন্তু পুলিশ অফিসার ইনচার্জ যিনি ছিলেন তিনি অফিশিয়েল কাজে বাইখোরায় চলে গিয়েছিলেন। যদি তাকে পাওয়া যেতে তাহলে এই হত্যা কাণ্ড ঘটতনা। এইটা খুবই দুঃখজনক। এরপর কোথায় কি ঘটনা হয়েছে বা কি মিটিং হয়েছে তা আমার কাছে তথ্য নাই।

শ্রীনকুল দাস:— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ১৩ এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর টি, এন এফের সম্মেলন হয় এবং এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় বর্তমানে এ, ডি, সির সদস্য শ্রীদাম পাল এবং প্রাক্তন এম, এল, এ, ব্রজমোহন জমাতিরা, যতীন্দ্র রিয়াং লক্ষীছড়ার গাঁওপ্রধান তাদেরকে খুন করা হবে।—

যতীন্দ্র রিয়াংকে খুনের মধ্য দিয়ে এই ঘটনা শুরু হয় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা। মনু বাজার যেদিন আক্রমণ হয় সেদিন কথা ছিল এ, ডি, সি,র সদস্য শ্রী শ্রীদাম পালকে আক্রমণ করবে এবং খুন করবে কিন্তু তাকে না পেয়ে যতীন্দ্র রিয়াংকে টার্গেট করা হয় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— মিঃ স্পীকার স্যার, মনু আউট-পোস্ট এলাকায় গত ২।৩ বছরে প্রায় ১৩ জন সি, পি এম, সমর্থক আক্রান্ত হয়েছে এবং তার থেকে এটা স্বাভাবিক যে সি, পি, এম, কর্মিরা টার্গেটেড হয়। অনেক জায়গায় তাদেরকে ধমকও দেওয়া হয়েছে এবং তারজন্য অনেকে বাড়ীতে থাকতে সাহস পাচ্ছেনা। তবে কোথায় মিটিং করে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেসব তথ্য পুলিশের কাছে নেই।

শ্রী নকুল দাস:— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. এ, ডি, সি, সদস্য রবীন্দ্র রিয়াং আগে উগ্রপন্থী ছিল। ১টা মেয়েকে জোর করে আটকে রেখে বিয়ে করেছে এবং তার নেতৃত্বে এসব হচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি এবং না থাকলে দেখা হবে কিনা জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে রবীন্দ্র রিয়াং এবং যতীন্দ্র রিয়াং-এর মধ্যে খুব একটা ভাল সম্পর্ক ছিল না। এর আগে যতীন্দ্র রিয়াং যখন পঞ্চায়েতে ছিলেন তখন রবীন্দ্র রিয়াং-এর জমির উপর দিয়ে জোর করে একটি রাস্তা করা হয় যতীন্দ্র রিয়াং-এর উদ্যোগে। এই তথ্য ঐ এলাকার লোকেরা আমার কাছে দিয়েছিল। এর পর থেকে রবীন্দ্র রিয়াং যতীন্দ্র রিয়াং-এর উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন, এই তথ্যও ঐ এলাকার মানুষ আমার কাছে জানিয়েছিলেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে যতীন্দ্র রিয়াং সি, পি' এমে যোগদান করার পর সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে বলে সেখানকার যারা সত্যিকারের সি, পি, এম করছেন তারা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। ১৯ তারিখ এই ঘটনার আগের দিন ব্রজ মোহন জমাতিয়ার বাড়ীতে মোহন লাল চৌধুরী, সুধীর দেবনাথ, একজন দাগী আসামী, বিশু দেববর্মা, দাগী আসামী ওরা একটা গোপন মিটিং করে যতীন্দ্র রিয়াংকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এমনিতে ব্যাপারটা দুঃখজনক, তার উপর বানানো কথা আরও দুঃখজনক। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করে বলব যে, যে খুন করে সে খুনী, অতএব যারা প্রকৃত দোষী তাদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে তারা যেন সাহায্য করেন। যারা মিটিং করেছে তারা অন্য জায়গার লোক। মাননীয় সদস্যদের বলব তাদের সাহায্যে প্রকৃত যারা খুনী তাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা হউক এবং খুনের আসামী হিসাবে বিচার হউক।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, যতিন্দ্র রিয়াং-এর হত্যা-কাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের ৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তারমধ্যে ২ জন জামিন পায়নি। সে ২ জনের মধ্যে বিরশিং দেববর্মা সি পি এমের লোক এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এরেস্ট হয়েছে তবে তারা কোন্ দলের লোক সে তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, ঐ এলাকাতে কিছুদিন ধরে খুন-ডাকাতি হচ্ছে কিন্তু ঐ সমস্ত ডাকাতদের গ্রেপ্তার করা হয় না। পুলিশের তরফ কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না যার জন্য এ সমস্ত সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে পারছে। আরেকটা দিকে আমরা দেখছি যে, শাসক শ্রেণীর জন্য আমাদের অনেক সমর্থকের জীবন নিরা-পত্তার অসুবিধা হয়ে পড়েছে। যতীন্দ্র রিয়াং-এর মৃত্যুর পর তার মৃত দেহ নিয়ে একটা মিছিল বের হয়, সে মিছিলে মাননীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরী ছিলেন। সে মিছিল থেকে সি, পি, এম, কর্মীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিল যে রবীন্দ্র রিয়াং ও আরও কয়েক জনকে বদলা হিসাবে খুন করা হবে। এভাবেই গুণধর রিয়াং নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। এভাবে শাসক শ্রেণীর ভূমিকাতে নিরীহ উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা খুন হচ্ছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন, সে ডাকাতির সঙ্গে এটার কোন সম্পর্ক নেই। এটা পরিষ্কার একটা হত্যাকাণ্ড। আর বাকী যেগুলি বলছেন সেগুলি সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "লেয়িং অব্ পেপার্স"।

"Laying of a copy of" the Tripura Housing Board (Amendment) Rules, 1985 as required under Sub-Section (3) of Section 45 of the Tripura Housing Bhard Act, 1979.

আমি এখন পূর্ত মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty :— Sir I beg to lay before the House copy of "The Tripura Housiug Board (Amendment) Rules, 1895" as required under Sub-Section (3) of Section 45 of the Tripura Housing Board Act. 1979.

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—

" Laying of a copy of" the Twelveth Annual Report's the Tripura Public Service Commission for the period from Aprill, 1983 to March 31, 1984" as required under clause (2) of Article 323 of the Constituion of India.

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রিপোর্টটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty :— Sir, I beg to lay before the House a copy of "The Twelth Annual Reports of the Tripura Public Service Commission for the period from April !, 1983 to March 31, 1984 as required under clause (2) of Article 323 of the Constitution of India.

গভার্ণমেন্ট বিজনেস ( লেজিসলেশান )

সরকারী বিল উত্থাপন

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Salaries and allowances of Minsters (Tripura) (Third Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 11 of 1985. ) উত্থাপন।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Salaries and Allowances

of Ministers (Tripura) (Third Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 11. of 1985." এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Third Amendment) Bill. 1985 (Tripura Bill No. 11 of 1985). এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

( মোশানটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়। )

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সভায় পেশ করা বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ করা

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ;— "The Tripura Shops And Establishments (Socond Amendment) Bill, 1895 (Tripura Bill No. 13 of 1985)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী সমর চৌধুরী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, The Tripura Shops and Establishments (Second Amentment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 13 of 1985) বিবেচনা করা হউক।"

স্যার, আমি এই এমেণ্ডমেন্ট বিলটি সভায় পেশ করে সামান্য কিছু বলতে চাই যে, কেন এটা আনা হলো।

স্যার, এই বিলটি হচ্ছে সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট। ১৯৭০ ইং সনে যে বিল পাশ করা হয়েছিল সেই বিলের উপর প্রথম এমেণ্ডমেন্ট আমরা এনেছিলাম ১৯৮২ইং সনে। এই সংশোধনী বিলটির মাধ্যমে আমরা মূল আইনের কয়েকটি সেকসনে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছি। বিভিন্ন দোকানে বা হোটেলে, যে সকল ইয়ং ছেলেরা কাজ করছে তাদের জন্য আম সেকসান ৮(এ)তে কিছু বেনিফিটস্ রেখেছি। এই আইনের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে এই অল্প বয়স্ক ছেলেরা যেন কোন দিন সাত ঘন্টার বেশী কাজ না করে এবং এক সপ্তাহে ৪০ ঘন্টার বেশী যেন তাদের কাজ করতে না হয়। এই আইনের আওতায় অল্প বয়স্ক মেয়েরাও পড়েছে। আগের আইনে শিশুদের ক্ষেত্রে আইনের সুযোগ কম ছিল কিন্তু আমাদের এই এমেণ্ডমেন্ট দ্বারা শিশুরা উপকৃত হবে।

আরেকটা হচ্ছে সেকশান ১১। এ আইনে বিভিন্ন ধরণের প্রিভিলেজ দেওয়া হয়েছে সেই প্রিভিলেজের মধ্যে রয়েছে লিভ বা ছুটি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা। আগের আইনে দোকান কর্মচারীরা প্রিভিলেজ লিভ পেত ৩০ ডেইজ এবং সিক লিভ পেত ৫৬ ডেইজ। এখন এই এমেন্ডমেন্ট এনে সেটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে—প্রিভিলেজ লিভ্-৪৬ ডেইজ এবং সিক লিভ—১১২ ডেজ। আগে দোকান কর্মচারীরা-শিশু কর্মচারীরা হোটেলে বা মিষ্টির দোকানে মালিকের অত্যাচার ইত্যাদি সহ্য করেও অতিরিক্ত শ্রম দিয়েও সে কোন ছুটি ভোগ করতে পারত না। কিন্তু আজকে তাদের সে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটা হলো অভার টাইম। আগে কর্মচারীরা অভারটাইম হিসাবে তাহাদের প্রতি ঘন্টায় মজুরীর দেড় গুণ মজুরী পেত, কিন্তু বর্তমান আইনে সেটা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়েছে। আগে মালিকরা নিজেদের খুশিমত বিনা নোটিশেই শ্রমিকদের বা কর্মচারীদের ছাটাই করে দিতে পারত। হয়ত বা কখনো তাদের এক মাসের বেতন দিয়ে দিত, কোথাও কিছুই দিত না। কিন্তু বর্তমান আইনে আর সেটা করা যাবে না। কোন কর্মচারীকে ছাটাই করতে হলে মালিককে নোটিশ দিয়ে রিজন দেখাতে হবে, কেন তাকে ছাটাই করা হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— আমার প্রস্তাব আমি এইভাবে আনছি যে তাকে নোটিশ দিতে হবে, যদি সে এক বছর বা তার চেয়ে বেশী দিন কাজ করে এবং তাকে সাফিসিয়েন্ট রিজন না দেখিয়ে ছাঁটাই করা চলবে না। তারপর রিজন শুধু মুখে বললেই চলবে না। রিটেন তাকে নোটিশ দিতে হবে। তার পর যদি সেটা সাফিসিয়েন্ট কজ প্রমাণিত না হয় তা হলে ফাস্ট ক্লাস মেজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়ার তার অধিকার থাকবে এবং সেখানে যদি প্রমাণ হয় যে, যে কজটা দেখানো হয়েছে সেটা সাফিসিয়েন্ট কজ নয় তা হলে ম্যাজিস্ট্রেটেট এই রকম ছাঁটাই করার জন্য মালিকের উপর দুই মাসের বেতন মাসিক হারে কমপেনসেশান হিসাবে তাকে দেওয়ার জন্য বলতে পারেন। এই ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্ত তার উপর কার্যকরী হবে। এছাড়ার নোটিশ যেদিন থেকে দেওয়া হয়েছে সেই দিন থেকে এক মাসের মধ্যে যদি সে এক মাস পূর্ণ হবার আগেই ফিজিক্যালী ছাঁটাই হয়ে যায় তাহলে যে কয়দিন বাকী থাকবে নোটিশের পিরিয়ড শেষ হবার সেই কয়-দিনের বেতন তাকে দিয়ে দিতে হবে কমপেনসেসান হিসাবে এবং এইভাবে পুরা মাসের বেতন তাকে দিতে হবে।

তারপর আমরা আর একটা সংশোধনী এনেছি। সেটা হল ভায়লেশান যদি হয়। মালিক যদি আইনের প্রভিশনকে অস্বীকার করেন তা হলে তার বিরুদ্ধে পানিশমেন্টের যে ব্যবস্থা, ফার্স্ট অফেনসের জন্য ৫০০ টাকা, সেকেণ্ড অফেনসের জন্য ১ হাজার টাকা। এটা অরিজিনেলে ছিল এবং সেখানে বিভিন্ন টেমপারিং এর জন্য ১ হাজার টাকা ফাইন অথবা তিন মাস জেল এটা সংশোধনীর মধ্যে এনেছি এবং এই সংশোধনীগুলি মূল আইনের

উপর দ্বিতীয় সংশোধনী হিসাবে এখানে দোকান কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আনা হয়েছে।

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে দোকান কর্মচারী কয়েক হাজার। শুধুমাত্র আগরতলা'তেই ৬ হাজার দোকান। ধর্মনগরে দেড় হাজার-এর উপর দোকান। একটা দোকানে একজন তো বটেই ৫।৭ জন কর্মচারীও থাকেন। । বড় বড় হোটেল আছে, বড় বড় দোকান আছে এবং এই সমস্ত দোকানগুলিতে যারা কাজ করে তাদের বিরাট সংখ্যক শ্রমিক অল্প বয়সী—১২ থেকে ১৬ বছরের। তারা অসহায়ভাবে কাজ করে। আমি হোটেলে খেতে গিয়ে দেখেছি, এক মাস আগে যে ছিল সে এক মাস পরে অন্য জায়গায় চলে গেছে। এমন কি পিঠের উপর কালো কালো দাগ পর্যন্ত দেখেছি। মালিক তার কাছ থেকে বাড়ীতে কাজ আদায় করার জন্য তাকে দেওয়া হচ্ছে একটা হাফ প্যান্ট এবং একটা গেঞ্জি। তাও ধোয়ার ক্ষমতা তার নেই; রাত্রে তাকে টেবিলের উপর, বেঞ্চির উপর তাকে শুয়ে থাকতে হয়। ঘুমাবার বিছানা নেই। জিজ্ঞাসা করেছি কেন, তুই কাজ করতে আসিস? সে বলে যে, বাবা মা-এর খেতে দেবার ক্ষমতা নেই। ১৯৭০ সনে এই আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু সেই আইনের মধ্যে রয়েছে কি? মালিক যে কোন মুহূর্তে তাকে ছাঁটাই করে দিতে পারে। তার কোন কিছু বলার অধিকার নেই। কর্মচারীদের সেফটি নেই। ঘরের মাল একটু এদিক ওদিক হলেই তাকেই বলবে চোর এবং তার উপর চলবে নির্মম অত্যাচার। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই আক্রমণ কমে যাচ্ছে। এখন তাদের ইউনিয়ন করার অধিকার দিয়েছে সরকার। ইউনিয়ন করে তারা গণতান্ত্রিক দাবী রাখছেন। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ করে দিয়ে তাদের অনেক বেশী সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কোর্টে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে তাদের আমরা কত বেশী সেফটি দিতে পারি এই সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে তারই উত্তর আমাদের এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি রিসেসের পরে বলার সুযোগ পাবেন।

The House stands adjourned till 2 P. M. today.

## AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী সমর চৌধুরী

শ্রী সমর চৌধুরী—স্যার, এই সংশোধনগুলি মূল আইনের প্রতিটি ধারার বক্তব্য-এর বিষয়ের সংগে পরিপূরক। আমরা গত কয়েক বছর এই আইনটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি এবং গণতান্ত্রিক দাবী দাওয়া সম্পর্কে যা ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে সেগুলি আমরা পুরোপুরি কার্যকরী করতে

চাইছি। এই কথা নিশ্চয় আমাদের নজরে আছে রাজ্যে যে সমস্ত ছোট ছোট দোকান আছে তাদের নানা সমস্যা আছে এটা ঠিক—এই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ফলে সারা ভারতবর্ষের অর্থনীতি আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে—ধনতান্ত্রিক পথে চলার কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি তার ফলে ঐ সমস্ত ছোট ছোট দোকানের মালিকেরা যে ভাল আছে এটা ঠিক নয়। তার অর্থ এই নয় যে সেই সব দোকানের কর্মচারী যারা, তারা তাদের অধিকার পাবে না, তাদের উপর সমস্ত বোঝা সৃষ্টি করে তাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে এই সব সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারবে না। স্যার, আমরা জানি যে এই ত্রিপুরাতে গত কয়েক বছর ধরেই সারা ত্রিপুরায়, রাজ্য সরকার ত্রিপুরার অর্থনীতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে সংগতি রেখে এই সব দোকানগুলি নিজেরা যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল, একেবারে নিচুতলার শ্রমিকদের অধিকারগুলি মেনে নিয়ে এই সব ছোট ছোট দোকানের মালিকেরা এগিয়ে আসবেন যাতে এই সমস্ত সমস্যার প্রতিরোধে তারা শক্তি অর্জন করতে পারে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এই আইনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই—এপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়ার সিদ্ধান্ত—যখনই কোন লোককে কাজে নিযুক্ত করা হবে তখনই তাকে এপয়েন্ট লেটার দিতে হবে সেকশান ১৮ অনুসারে। এটা আগে থেকেই আছে, সেই সেকশান ১৮'কে আমরা আরও বেশী কঠোরভাবে কার্যকরী করতে চাইছি। এবং আমরা আরও চাইছি যে সেকশান ১৭—সেখানে আইনের যে ব্যবস্থা আছে রেজিস্ট্রার রাখতে হবে রেকর্ড মেন্টেন করতে হবে নিয়োগ কর্তাকে—এগুলি আগে থেকেই আছে। তবে নূতন করে এটাকে আরও কার্যকরী করতে রাজ্য সরকার চাইছেন। স্যার, এই সব ব্যবস্থার সংগে বোনাস, এক্সগ্রেশিয়া—যেটি সারা ভারতবর্ষে চালু হতে চলছে—৮'৩৩ বোনাস এই আইন চালু হতে চলছে সেগুলি আমরা ছোট ছোট দোকান কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করার জন্য আমরা নজর রাখছি। এবং আমরা কর্মচারীদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে এপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া চালু করতে পেরেছি। আর তাছাড়া তাদের কাজের সময়ের ক্ষেত্রে—আমরা দেখেছি যে দোকানগুলি খোলা এবং বন্ধ করার কোন সময়-সীমা ছিল না। সেখানে আমরা দোকান খোলা এবং বন্ধ করার ক্ষেত্রে সময়-সীমা আমরা চালু করতে পেরেছি। আজকে আমরা তাদের মানুষের মর্যাদা যাতে পায় তার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। স্যার, ওদের যে সমস্ত প্রিভিলেজ লীভ এবং বক্সিক লীভ যেগুলি কমোটেড হবে সেগুলি ইন ক্যাশ পাওয়ার জন্য ওরিজিনাল আইনেই সে ব্যবস্থা আছে। এবং টার্মিনেশান হলে যে কমোটেড লীভের পাওনা সেগুলি হিসাব করে তাহা ইন ক্যাশ পাওয়ার ব্যবস্থা সেটা সেকশান ১১তেই আছে। সেটাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আরও এক্সটেণ্ড করে ব্যাপক অংশের একেবারে নীচুতলার মানুষদের আরও সুযোগ সুবিধা যাতে দেওয়া যায় তার জন্য এই আইনকে কিছু কিছু সংশোধন করা হয়েছে। স্যার, এই আইন লংঘনের ক্ষেত্রে সেকশান ৩ থেকে ১৩-র মধ্যে আছে—সেখানে তার জন্য বিচারের

ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেখানে দেখা যাবে যে এই আইন লংঘন করা হয়েছে তখনই পেনালটি কার্যকরী হবে। সে ক্ষেত্রে মিনিমাম ২০০ টাকা এবং সেটা বেড়ে ৫০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারবে। এবং সেকেণ্ড অফেনসের ক্ষেত্রে মিনিমাম ৩০০ টাকা এবং মেক্সিমাম ৩ মাস জেল অথবা ১ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড। এবং এর জন্য আপিল করার সুযোগ আছে। এই সব দিক বিচার বিবেচনা করে এই যে এমেণ্ডমেন্টগুলি আনা হয়েছে আমি আশা করব যে, এগুলি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর কুমার নাথ

শ্রী সমীর নাথ - মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী সমর চৌধুরী মহোদয় শ্রমিক অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সমস্ত এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেগুলি আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

আমরা লক্ষ্য করছি, বিগত দিনগুলিতে কংগ্রেস আমলে যে অবস্থা ছিল তার স্বাক্ষর এখনও আছে। এটা প্রত্যেকের জানা আছে প্রত্যেকটা দোকানে যে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ করছেন তাদের বয়স ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। তাদের উপর মালিক পক্ষ থেকে নির্যাতন জুলুমবাজী চলে আসছে কিন্তু এর কোন প্রতিবাদ করার সুযোগ তাদের ছিল না। এই বিলে তাদেরকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তারা সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করতে পারবে। তাদের যে বাঁচার অধিকার, তাদের গণতন্ত্রের যে অধিকার এই বিলের দ্বারা সেটা সুরক্ষিত হবে। সেই দিক থেকে এই বিলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমজীবী মানু-ষের পক্ষে উত্তম হবে। সমস্ত ভারতবর্ষে আমরা দেখছি এই শ্রমিক নির্যাতন চলছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এই দুই রাজ্যে তাদের স্বার্থ সুষ্টভাবে রক্ষিত হচ্ছে। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরী পায় না। প্রতিবাদ করলে তাদেরকে বিতারিত করা হয়। বিশেষ করে চাস্টলে যারা কাজ করে তাদের উপর মালিক জুলুমবাজী করে দিনে ১৫ থেকে ২০ ঘন্টা খাটায়। ভোর থেকে রাত্র দশটা-বারটা পর্যন্ত তাদের থাকতে হয়। প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ নই। এই বিল সেই সুযোগ করে দেবে। এই জন্য মাননীয় শ্রমমন্ত্রী যে বিলটা এখানে পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করার অল্প দিনের মধ্যেই এই বিলটা এনেছেন। এটা তার আন্তরিক প্রচেষ্টা বলে ধরে নিয়ে আমি এটাকে সমর্থন করছি। আমরা আশা করব শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের জন্য আরও উন্নত ধরণের

বাজ করবেন এবং এই বিলটাকে বাস্তবে কাজে লাগাবেন। এখানে ৩০ অভার-টাইম দ্বিগুণ করা হয়েছে, এক মাসের নোটিশ ইত্যাদি সংশোধনী করেছেন। এগুলি খুবই যুক্তি যুক্ত। কারন আমরা দেখছি দোকান কর্মচারীরা তারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৭/২০ ঘন্টা কাজ করে। এর জন্য অমানুষিক প্রিরিশ্রম তাদের করতে হয়। এই নির্যাতন থেকে শিশুদেরকেও রেহাই দেওয়া হয় না। কাজেই মাননীয় শ্রমমন্ত্রীকে প্রশংসা করছি এই বিলের জন্য। তাদেরকে আরও বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় কিনা আশা করি তিনি সেটা চিন্তা করবেন। তাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা, তাদের চাকুরীর নিশ্চয়তা দেওয়া যায় কিনা সেটা দেখা দরকার। আমি আশা করি এই বিল শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ করবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় শ্রম মন্ত্রী কর্তৃক আনীত "দি ত্রিপুরা শোপস অ্যাণ্ড এসটাব্লিশমেন্ট (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৮৫" কে সমর্থন করছি। এই বিলে যে সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে তার প্রত্যেকটি ধারা শ্রমিক স্বার্থের পক্ষে এবং শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করবে। সেই জন্য এটাকে সমর্থন করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, গোটা ভারতবর্ষে আমরা দেখছি, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ সেখানে শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য লড়াইয়ে ঝাপাইয়া পড়তে হয়। ভারতবর্ষ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ যেখানে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চলছে। এখানে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শিশু শ্রমিকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সংশোধনী এনেছেন। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের চিত্রটা কি? সেখানে দেখা যায় সারা ভারতবর্ষে প্রায় সাড়ে চার কোটি শিশু শ্রমিক।

ভারতবর্ষের ৬৮ কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে চার কোটি শিশু শ্রমিক। যাদের খাবার যোগাবার জন্য শ্রম করতে হয় তাদের বেশীর ভাগের বয়স ১২।১৩ বৎসর। তারা সাধারণতঃ হোটেল-রেস্টুরেন্টেই কাজ করেন। এমন কি এই শিশু শ্রমিকরা বাড়ীতে রান্নার কাজ করেন ভারতবর্ষের প্রতি ছয় জনের মধ্যে এক জন। সেটা ভারত সরকারের শ্রম দপ্তরের সমীক্ষা থেকে তা জানা গেছে। দোকানে যে সমস্ত কর্মচারী কাজ করে— যদিও আমরা জানি, সমাজ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, দাস শ্রমিক এখন আর নেই তথাপি প্রকৃত পক্ষে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এটা রয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে এই অবস্থার অবসান হয়েছে। আমরা এও দেখেছিলাম, দোকান কর্মচারীর সঙ্গে বাড়ীর চাকরের সঙ্গে কোন পার্থক্য ছিল না। চার ঘন্টা দোকানের কাজ করার পরে বাড়ীতে গিয়ে রান্নার কাজ থেকে শুরু করে কাপড় ধোয়া-বাসন মাজা সবই করতে হত। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছিলাম, দোকানের কর্মচারীদের কোন নিয়োগ পত্র দেওয়া হত না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আসার পরে তার পরিবর্তন হয়েছে।

এখন দেখা যায়, কথায় কথায় ছাঁটাই করা সম্ভব নয়। আগে কথাই যথেষ্ট ছিল। এখন ছাঁটাই করতে গেলে এক মাসের মজুরী অগ্রিম দিতে হয়। এখানে অ্যামেণ্ড-মেন্ট আনা হয়েছে, যাতে মালিক পক্ষ ইচ্ছা করলেই ছাঁটাই করতে না পারেন। তার জন্য উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে তারপর এক মাসের অগ্রিম মজুরী দিয়ে ছাঁটাই করা সম্ভব। অবশ্য সে কারণ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার জানিয়েছেন, কর্মচারীদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটি রাখতে হবে। কিন্তু কোন কোন মালিক তা মানছেন না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সামনের দরজা বন্ধ থাকলেও পেছনের দরজা দিয়ে শ্রমিক ঢুকিয়ে কাজ করান হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য ওভার টাইম দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না। এই প্রবণতা আমাদের মধ্যে এখনও আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার তার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই অবস্থা দূর করার জন্য ব্যবস্থা রেখেছেন। তাদের এটেনডেন্স পরীক্ষা করা. তাদের অভিযোগ পরীক্ষা করার জন্য শ্রম দপ্তরকে ঢেলে সাজান হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেখানকার অফিসাররা সেই কাজ করছেন না। অনেক ক্ষেত্রে বলা যায় কিছু সংখ্যক অফিসার বা কর্মচারী মালিকের সঙ্গে মিলে সরকারের এই প্রচেষ্টা বানচাল করার চেষ্টা করছেন। একটু আগেই আমি বলেছি, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যেখানে অর্থই বিশেষ শক্তির কারণ হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতবর্ষে আজ ৬০ কোটি কালো টাকা আছে। সেই টাকাকে বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা বামফ্রন্ট সরকারের নেই। কাজে কাজেই প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও এই কালো টাকার প্রভাব থাকবে না তা নয়। কাজে কাজেই এই দিকটিও আমাদের দেখেত হবে। ফাইনের ব্যবস্থার জন্য সংশোধনী এনেছেন। যাতে ফাইনের ক্ষেত্রে আরো কড়াকড়ি করার চেষ্টা করা যায়। এটা সত্যি অভিনন্দন যোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিযোগ করলে ১০।২৫ টাকার বিনিময়ে ইন্সপেক্টররা মালিকের সঙ্গে দেখা করে একটি ব্যবস্থা নিয়ে নেন। কিন্তু যারা অভিযোগ করেছেন সেই সব অভিযোগকারীর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন অনুভব করেন না। টাকার জন্যেই আজকে এত সব হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের আন্দোলনের সুযোগ আছে। এক সময় ছিল, যখন আন্দোলন করার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে কর্মচারীদের আন্দোলন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাম-ফ্রন্ট সরকারের দীপ্ত ঘোষণা, 'আমরা কর্মচারীর পক্ষে'। তার ফলেই দেখছি, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বোনাসের জন্য কোন দাবী নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যত্র এই দাবী দেখা যায়। কিন্তু এখানে চা শ্রমিক থেকে শুরু করে দোকান কর্মচারী সবাই বোনাস পেয়ে থাকেন। হয়ত, দর নিয়ে কিছুটা কষাকষি চলে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আরো দু'মিনিট সময় দিতে হবে। আমি এই বিলকে সমর্থন করতে গিয়ে এই অনু রোধ রাখব, যাতে এনফোর্সমেন্ট আরো বাড়ান যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য। আর শাস্তির দিকে নজর রাখার বিষয়টিও যেন গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। মাননীয়

স্পীকার স্যার, এখানে রেজিস্টার খাতাই রাখা হয় না। রেজিস্টার খাতা প্রতিটি দোকানে আছে কিনা সেটা তাদের দেখার দায়িত্ব এবং কর্তব্য। সরকার তা চাইছেন। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর কি সরকারী কর্মচারী কি দোকান কর্মচারী সবার মনে এক আশার সঞ্চার হয়েছে।

তাদের আন্দোলনে আরও বেশী শক্তি যোগাবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মেহনতী মানুষকে আমি এক মঞ্চে দেখতে চাই, শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীদেরকে একই মঞ্চে আমরা দেখতে চাই যাতে তাদের আন্দোলনের বুনিয়াদ আরও বেশী শক্তিশালী হবে এবং মেহনতী মানুষ আরও বেশী উৎসাহিত হবে। শ্রমিক-মালিকদের বিরোধের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলার কোন ব্যবস্থা আগের বিলে ছিল না, আজকের এই বিল শ্রমিকদের সেই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটাবে এবং তাদের স্বার্থ আরও বেশী রক্ষিত হবে। এই যে এমেণ্ডমেন্টগুলি আনা হয়েছে সমস্ত এমেণ্ডমেন্টগুলির শ্রমিকদের স্বার্থের পক্ষে। তাই এই এমেণ্ডমেন্টগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী " দি ত্রিপুরা শপস এ্যাণ্ড এস্টাব্লিশমেন্টস (সেকেণ্ডমেন্ট এমেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮৫, এনেছেন আমি এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এই বিলটিকে সমর্থন করে বলেছেন যে—বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-কর্মচারী মেহনতী মানুষের স্বার্থের পক্ষে। আমি বিগত সাত বৎসর ধরে তাদের কথা এবং কার্য্যকলাপের সঙ্গে বাস্তবিকই কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না, অনেক অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি কারণ কর্মচারীদের জন্য যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন, সে টাকা তাদেরকে বন্টন না করে নিজেদের পকেটস্থ করে রেখেছেন। সুতরাং তাদের বক্তব্যের সাথে তাদের কাজের কতটুকু সামঞ্জস্য আছে তা তাঁরা নিজেরাই জানেন। স্যার, এই শপস এ্যাণ্ড এস্টাব্লিশমেন্ট বিলটি ১৯৭০ সালে কংগ্রেস সরকার করেছে। কারণ কংগ্রেস চিরদিনই শ্রমিক মেহনতী মানুষদের পাশে ছিল, পাশে থাকবে এবং তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাবে। এটা আমার কোন মাঠের বক্তৃতা নয়, প্রকৃতভাবেই আমরা এটা করে আসছি এবং সবসময়ই করে যাব। স্যার, উনারা শ্রমজীবি মানুষদের নিয়ে মারাত্মক খেলা খেলছেন, তার পরিণতি আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখছি। সেখানে শত শত ইণ্ডাস্ট্রি ক্লোজড-আপ হয়ে আছে। ত্রিপুরাতেও একই অবস্থা চলছে। তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে শ্রমিকদের দরদের কথা বলে তারা শ্রমিকদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। শ্রমিকরা কিসের উপর বেঁচে আছে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং সেটা উনারা বুঝতে পারছেন এবং বুঝতে পারছেন বলেই আজকে জ্যোতি বাবু আমেরিকায় ঘোরাঘুরি করছেন, লণ্ডনে ঘোরাঘুরি করছে। পশ্চিমবঙ্গে

ইণ্ডাস্ট্রি করার জন্য এবং তাদেরকে আহ্বান করছেন—যে তোমরা পশ্চিমবঙ্গে ইণ্ডাস্ট্রি খোল,আমরা তোমাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেব। শ্রমিক আন্দোলনের নাম করে আজকে সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রিগুলিকে তারা লাটে তুলে দিয়েছেন, যার ফলে আজকে শত শত বেকার। যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখেছি লোকসভার নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার মানুষগুলোরকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে, অনেক তাবড় তাবড় নেতাকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছে শ্রমিক সমাজ। এই কথাটা আজকে তাদের উপলব্ধি করতে হবে। একদিকে শ্রমিকদের কল্যাণ, তাদের মঙ্গলের কথা যেমন আমরা চিন্তা করবো, অপর দিকে যে ইণ্ডাস্ট্রির উপর শ্রমিক বেঁচে থাকবে, যার উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মসংস্থান হবে, সেই ইণ্ডাস্ট্রির কথাও আমাদেরকে ভাবতে হবে। স্যার, আজকে যে বিলটি আনা হয়েছে তার প্রতিটি ধারা শ্রমিকদের স্বার্থে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে এই কথা ভাবতে হবে, যে সমস্ত শ্রমিকরা শপস এস্টাব্লিশমেন্ট করছেন, তাদেরকেও দোকানের প্রয়োজনীয় কর্মচারী রাখতে হয়। কাজেই সরকার যেন এই সমস্ত দোকানের উপর আইনের এমন কোন কঠোরতর ব্যবস্থা না নেন যাতে এই সমস্ত দোকান-গুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্রমিক তার কর্মসংস্থান হারায় এবং দোকানের মালিকের জীবিকাও নষ্ট হয়ে যায়। এই কথা বলে বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী :— মি: স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী দি ত্রিপুরা শপস এস্টাব্লিশমেন্ট (সেকেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৮৫" এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বলেছেন যে এই আইনটা ১৯৭০ সালে কংগ্রেস সরকার এনেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২ ইং সালে বামফ্রন্ট সরকার এটার উপর আবার সংশোধনী আনেন এবং ১৯৮৫ ইং সাল আবার সংশোধনী আনেন। এই সংশোধনীতে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বলেছেন যে এই আইনে শ্রমিকদের অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং ছাটাই সম্পর্কে তাদেরকে সুরক্ষিত করা হয়েছে, এই আইনে শ্রমিকদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেটা যদি দোকানের মালিক গণ না মানেন তাহলে মালিকদের প্রচুর শাস্তির ব্যবস্থা এই বিলে রাখা হয়েছে। কাজেই এটা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। এই বিলটির উপর ১৯৮২ ইং সনে সংশোধনী আনার পর প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সেটার উপর ১৯৮৫ ইং সনে আবার সংশোধনী আনা হয়।

সেখানে এই সমস্ত ধারাগুলি ছিল ছাটাই প্রস্তাব ইত্যাদি। তাই আমরা এটা ভালভাবে উপলব্ধি করেছি। এইবার যে সংশোধনী এসেছে মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করবো প্রশাস-নিক দিক দিয়ে তাতে আরও অগ্রগতি ঘটানো যায় তার জন্য সচেষ্ট হবেন। তবে সেটা বলতে গিয়ে আমরা এটা বলতে চাই যে ১৯৭৬ সালে কংগ্রেস আমলে যে বিল ছিল সেটা বিধানসভার ভিতরে ছিল, কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের দোকান শ্রমিকরা কি পেয়েছেন,

না পেয়েছেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ জানতেন না, তখন এই সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারনা ছিল না। এখন তো মজুরী, মাহিনা ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে, একটু দর কষাকষি হচ্ছে। পূর্বে কিন্তু কোন মজুরী, মাইনা ছিল না। তখন নিয়ম ছিল এই সমস্ত কর্মচারীরা পেটে ভাতে থাকবে অর্থাৎ পেটে ভাতে খাবে, কোন মাইনা দেওয়া হতো না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ছেলে হয়তো বেশী ভাত খায় তার জন্য তাকে ছাঁটাই করা হতো, অর্থাৎ যেহেতু বেশী ভাত খায় তার জন্য ছাঁটাই করা হবে, কে কম খাবে তাকে বের করে আন এই ছিল কংগ্রেস আমলের নিয়ম। এইগুলি আশা করি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাব থাকা সত্বেও আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, এখন আর কোন কর্মচারীকে পেটে ভাতে রাখা হয় না, তাকে মাইনাও দেওয়া হয়। বামফ্রন্ট সরকার, আমরা জানি না, প্রশাসনিক দিক দিয়ে কতটুকু অগ্রগতি ঘটাবেন তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে। আমরা একটা এক্সট্রা অগ্রগতি করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে "সমিতি"। দোকান শ্রমিকদের সমিতি করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেখানে তারা সমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কথায় কথায় ছাঁটাই করবে তার প্রতিরোধ করা হবে। তাই মনে হয় এখন আর কথায় কথায় ছাঁটাই করা যাবে না। তার জন্য আমরা দেখছি বাজার সমিতি বসে যায় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে এবং মালিককে বলে, আপনি যদি এই ধরনের ছাঁটাই করেন তাহলে আমরা এই দোকানে থাকবো না। সমিতির পক্ষে গভর্ণমেন্ট আছে, কিন্তু মালিকের পক্ষে নয়। সেটারই প্রতিফলন ঘটেছে আজকে সারা ত্রিপুরায়, তারই জন্য হয়েছে দোকান কর্মচারী সমিতি, রেস্টুরেন্ট কর্মচারী সমিতি, দিন মজুর কর্মচারী সমিতি, দোকান কর্মচারী সমিতি আমরা এইগুলি গঠন করে তাদের সমিতি করার অধিকার দিয়েছি সে জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আমরা অভিনন্দন জানাই। কাজেই এই বিল আমাদের কাছে বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে, তার জন্য আমরা দোকান কর্মচারীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই যাতে আরও শক্তিশালী হতে পারে এবং মালিকদের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারে তার জন্য নিশ্চয়ই আমরা প্রশাসনিক সহযোগিতা করবো। মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু এখানে যে নীতির কথা উল্লেখ করেছেন সেটা বলতে গেলে এখন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আজকে ভারতবর্ষের অবস্থা যে কি এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য শ্রীমতীলাণ সরকার সেটা বলেছেন যেটা আমাদের মুখের কথা নয়। বর্ত্তমান ভারত সরকারের শ্রম দপ্তরের যে কথা সেটার বিরুদ্ধে বড়োদা রিসার্চ শ্রম দপ্তর ইদানিং যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং আরও কিছু তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্য আমরা দেখেছি, এই যে কোটি কোটি প্রায় সাড়ে ৪ কোটি মানুষ এদের বয়স ১২ থেকে ১৫ বৎসরের মধ্যে, বেশী সংখ্যক শিশু। তারা চতুর্থ শতাংশ নিরক্ষর, তারা শিক্ষিত না। আর বাকীরা বোধ হয় কোন রকমে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষিত হয়েছেন। অন্য দিকে এর মধ্যে ১৫ শতাংশ আছে তারা ভিক্ষুক, ভিক্ষা করে খায়। কংগ্রেস আমলে শ্রমিকরা যে কাজ করতো তার কোন নির্দিষ্ট

সময় ছিল না। সারা দিন রাত্রি পরিশ্রম করার পর অপুষ্টিজনিত খাদ্যের অভাবে এরা এক অন্ধকার গহ্বরে পড়ে যেত। তারা শেষ পর্যন্ত কুকর্মে, কুকাজে লিপ্ত হতো, তার চুরি, ডাকাতি করতো এবং তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে যেত। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকে দেখুন জওহরলাল নেহেরুর ভারতের সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদ, ইন্দিরা গান্ধীর গরীবি হঠাও এবং এখন রাজীব গান্ধীর কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান। কম্পিউটারের মাধ্যমে এই যে শিশুরা কোন বোতামে টিপে এদের কাজে লাগাবে এটা আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন? গতকাল থেকে এই শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা হচ্ছে যে, কম্পিউটারের মাধ্যমে বর্তমানে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হবে। তাহলে আজকের দিনের শিশু আগামী দিনের যে ভবিষ্যত এই ভবিষ্যত তৈরী করার জন্য এই কম্পিউটারের কোন বোতাম টিপলে তারা শিক্ষিত হবে? যে সব শিশুরা আজকে অনাহারে, অর্ধাহারে ভিক্ষাবৃত্তি করে খাচ্ছে তাদের কোন পরিকল্পনাতে আনবেন? আমাদের বলতে লজ্জা হয় যে, একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে ৩৮ বছর পর বলা হয় যে, কংগ্রেস সরকার সব সময় গরীবের পক্ষে আছে। আমরা লজ্জিত, আমাদের স্বাধীনতার পরে, আমাদের থেকে বহু পরে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ চীন এখন কি অবস্থায় আছে। কাজেই এই সমস্ত বুলি দিয়ে এখন আর ঢেকে রাখা যাবে না ভারতবর্ষের মানুষের কাছে। তাই আমরা আওয়াজ তুলবো আগামী দিনে এই সমস্ত পচাগলা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে এই ত্রিপুরায় আগামী দিনের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বিল আগামী দিনে তারই একটা ইঙ্গিত বহন করছে। এই কথা বলে বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার: মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ত্রিপুরা সপ্স আণ্ড অ্যাসটাব্লিসমেন্ট (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৫, (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অফ ১৯৮৫) আলোচনায় অংশ নিয়ে আমি বলছি এইটা যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হত তাহলে এইটাকে সমর্থন করতে পারতাম। এই আইনগুলি ট্রেজারী বেন্চের সদস্যরা বক্তৃতা রাখার সময় বলেছেন গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর নির্ভর করেই এই আইনগুলি কার্যকরী করতে হয়। সেখানে যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই থাকে ১টা ঘটনা হলেই ১জন ইন্সপেক্টর মালিকের সঙ্গে কথা না বলে শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে। এটা কি ঠিক? একটা অফিসার ঘটনার পরে শ্রমিকের কাছ থেকে কথাটা শুনতে হবে, তার মালিকের কথাটাও শুনতে হবে, শুনে প্রয়োজন হলে সরকার মালিক শ্রমিক এই ৩ পক্ষ মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মালিকের কাছে গেলেই অপরাধ এই যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা প্রকৃত কল্যাণ আনতে পারে না। আমাদের সরকার শ্রমিকের

সরকার, এই কথাটা কি ঠিক হল মাননীয় স্পীকার স্যার? মালিক বলতে কিছু থাকবে না? ওরা যাবে কোথায়? এইটা ঠিক কথা হতে পারে না। একটা সরকার যদি শ্রমিকেরই সরকার হয় তাহলে বাকী অংশের যারা আছেন তারা কি সরকারের না? তাহলে আইনটা কিভাবে প্রয়োগ হবে? স্যার, এইখানে দেখা যায় অ্যামেন্ড-মেন্টে এই আইনগুলি যেগুলি করা হয়েছে সেগুলি যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা না হয় তাহলে শাস্তি পেতে হবে। এই যে আইনটা একটা হোটেলে কাজ করতে গেলে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় এটা ঠিক, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। এর মধ্যে এরা যাবে কি করে? ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে হলে পয়সার প্রয়োজন আছে। আজকে অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে সেটা দেখলাম না। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা সত্যি কথা, তাদের যদি টাকা জমানোর কোন স্কীম না থাকে, যেমন গ্রুপ ইন্সুরেন্স ইত্যাদি, যে কোন রকম স্কীমে যদি তাদের টাকা রাখা না হয় তাহলে এদের মঙ্গল করা যায়না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেসের আমলে ঠিকঠিকভাবে প্রয়োগ হয় নি ট্রেজারী বেঞ্চের অনেক সদস্যরা বলেছেন, এই কথাটা উঠা ঠিক নয়। কংগ্রেস গরীবের পাশে যদি না থাকত জমিদারী প্রথা বিলোপ হতনা, ব্যাংকও রাষ্ট্রীয়করন হতনা। এইগুলি শ্রমজীবী মানুষের কথা ভেবেই উনারা বলার আগেই, বহু আগে থেকেই এইটা শুরু হয়ে গেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে বা তার আগেই মনীষীরা এই আইনগুলি তৈরী করেছেন। এটা নতুন নয়। তবে এর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হচ্ছে। সময়ের প্রতি পদক্ষেপে যে কম্পিউটার-এর বেগে পৃথিবী চলছে সেখানে স্তরে স্তরে তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন সংশোধন করা দরকার। কাজেই এইটা শুধু বামফ্রন্ট সরকার চিন্তা করেন এইটা দলগত সংকীর্ণতা বলে মনে করি। শ্রম কল্যাণের জন্য এই যে আইনগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন সেটা সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করবেন এবং আরও চিন্তা করে এইটাকে প্রয়োগ করবেন, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন— ত্রিপুরা সপস অ্যাণ্ড অ্যাসটাব্লিসমেন্ট (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৫ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অফ ১৯৮৫) এইটাতে শিশু, বা যুবক শ্রমিকদের স্বার্থে অনেক কিছু আইন প্রনয়ন করেছেন। এইটা সমর্থন করা তখনই সম্ভব যদি এইটাকে কোন রাজনৈতিক চক্রান্তের স্বার্থে ব্যবহার না করা হয়। স্যার এইখানে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে। এইটা একটা জিনিস। কারণ আমরা শুনেছি যে মতিবাবু অনেক উদাহরন দিয়ে, মাখনবাবু অনেক ইতিহাস এখানে পাঠ করেছেন। তবে শ্রমিকদের জন্য আইন প্রনয়ন শুধু খাতার মধ্যে সীমিত থাকলেই চলবেনা, সেটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সেটাকে শ্রমিক দর নাম করে বড় লোকদের স্বার্থ যাতে টাকা পয়সা খরচ করা না

হয় এই প্রতিশ্রুতি যাতে এই হাউসে দেওয়া হয়? কারন শ্রমিক মজদুরদের স্বার্থে আমার সোনামুড়া মেলাঘরে ইটের ভাটটার কো-অপারেটিভ তৈরী করে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা লুটপাট করা হয়েছে। এইটা ত সত্যি। এইটা ত অস্বীকার করতে পারবেন না। শ্রমিকের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে অর্থ লুটপাট করেছেন। তাই আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে আপনারা আসল শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করবেন কিনা। যারা আসল ড্রাইভার তাদের মাটি কেটে ভাত খেতে হয়। আর ড্রাইভারের লাইসেন্স পায় কারা? যদি আপনারা শ্রমিকদের স্বার্থে করেন তাহলে আমরা সমর্থন করতে পারি কিন্তু আপনার স্বার্থে নয়। আজকে আমাদের শ্রমমন্ত্রী হোটেলে বসে উনি নাকি দেখেছেন ছোটছোট শিশুরা কাজ করছে এইটা অত্যন্ত সত্যি কথা। আমরা এত অধঃপতনে যাব কেন? এইটার সংশোধন করা প্রয়োজন। আজকে এখানে মাননীয় সদস্য মাখনবাবু গল্প করেছেন পূর্বেকার যা ছিল বামফ্রন্ট সরকার এসে যে উন্নয়ন করেছেন শ্রমিক কৃষক সবাইর স্বার্থে। কিন্তু এই কথা তিনি বললেন না যে, ৮ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার এসে ৮৩ শতাংশে মানুষকে গরীব সীমার নীচে নামিয়ে দিয়েছে। সবাই-এর স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে। আপনারা উন্নয়ন করেছেন, সমস্ত জায়গায় উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে কি উন্নয়ন করেছেন। উন্নয়ন করেছেন এম. এল, এ, বাবুকে হেড মাষ্টার করার জন্য। উন্নয়ন করেছেন হেডমাষ্টারকে রক্ষা করার জন্য সি, আর, পি আনবার জন্য। লজ্জা করে না। আপনি যে উদাহরণ দিয়েছেন মিঃ মতিলাল বাবু কর্মচারীদের দোষারোপ করে, আপনি আইন প্রয়োগ করতে পারেন না। কর্মচারীরা

শ্রী ভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার অবৈধভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাননি, বৈধভাবেই পেয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এইটা পয়েন্ট অফ অর্ডার হয়না। মাননীয় সদস্য আপনি বিলের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রী রসিকলাল রায় :— আমি বিলের প্রসঙ্গে বলছি, মাননীয় সদস্য মতিলাল বাবু যা বলেছেন তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছি, উনি বলেছেন কর্মচারীরা কালো টাকা নিয়ে খেলছে। আপনারা কর্মচারীকে পরিচালিত করতে পারছেন না। কর্মচারীদের পরিচালনা করার হিম্মত রাখুন। কালো টাকা কে করছে? কেন্দ্রীয় সরকার করছে না। আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন বক্সনগরে একটি বি, এস, এফ, ক্যাম্প ছিল।

বক্সনগরের কাছে যে বি, এস, এফ, ক্যাম্প ছিল সেখানকার বি, এস, এফ, ক্যাম্প তুলে দেওয়ার ফলে বহু জিনিষ পাচার হচ্ছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব্ অর্ডার এসেছে আপনি বসুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : - পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার,,

এটা তো দোকানের ব্যাপার, মাননীয় সদস্য তো মূল বিলের উপর আলোচনা করছেন না।

মিঃ স্পীকার :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার এক্সেপটেড।

শ্রী রসিক লাল রায় :— ছোট ছোট শিশু যারা ১২ বছর, তারা কাজ করছে। পিতা-মাতা যাদেরকে খাওয়াতে পারছেন না তাদের ব্যাপারে যদি বিলে থাকত তাহলে আমরা সমর্থন করতে পারতাম। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কোলে বিস্কুট কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। সেটা কি জ্যোতি বাবুর ছেলের জন্য নয়? এই ধরনের কাজ যাতে না হয়, ত্রিপুরার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যদি তাদের চক্রান্ত সীমিত রেখে মানুষের জন্য কাজ করেন তাহলে আমরা সমর্থন করতে পারতাম। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বিলটা উত্থাপিত হয়েছে আমি সেটাকে সমর্থন করি। এই বিল কংগ্রেস আমলে এসেছিল ১৯৭০-এবং আজকে সেটার উপর সংশোধনী আনা হয়েছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি আইন থাকলেও আইনের কিছু কিছু জায়গায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে। সপ্তাহের বন্ধের দিন ইন্সপেকটরের পরিদর্শন করার কথা এবং সপ্তাহের সেদিন দোকানও বন্ধ থাকে ঠিক, তবে সামনের এক দরজা খোলা থাকে আর দোকানের ভিতরে কর্মচারীরা কাজ করে. যেমন যার খাতা লেখার কথা সে খাতা লেখে, আর যার জিনিষ বা মালপত্র সাজানোর কথা সাজায়। কাজ ঠিকই বন্ধের দিন হয় কিন্তু ইন্সপেকশনের অভাবে ধরা পড়ে না। এ সম্পর্কে অভিযোগ একদম হয়না ঠিক নয়, অভিযোগ হয় কিন্তু অভিযোগ হলে কর্মচারীর পক্ষে নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দেয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যদি কোন কর্মচারী কোন অভিযোগ করে তবে মালিক তার বিরুদ্ধে মাল চুরি যাওয়া বা টাকা চুরি যাওয়ার ঘটনা তোলে এবং কৌশলে সেটা সেই কর্মচারীর উপর পড়ে এবং তাতে সে কর্মচারী ভবিষ্যতে আর কোন দোকানে কাজ করার সুযোগ পায় না, কারন আর কোন মালিক তাকে রাখেনা। কাজেই আরেকটু চিন্তা ভাবনা করে এই বিলটা আনা হলে ভাল হত। ত্রিপুরা রাজ্যে লিগেল কমিটি করে দেওয়া আছে, ইচ্ছা করলে যে কোন কর্মচারী বা লোক সেখানে বিচার প্রার্থী হতে পাবে। বিরোধী পক্ষের সদস্যারা বলছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইনটি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ হবে না। তাদের এই ধারণা ভুল। যেখানে সারা ভারতবর্ষে সাড়ে চার কোটি শিশু. যাদের বয়স হচ্ছে ১২ কি ১১. এই অল্প বয়সে শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই যেটা মাননীয় সদস্য

মতিলাল সরকার বলেছেন। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার গরীব সরকার, অতি ছোট সরকার তার ক্ষমতাও সীমিত। তবু এই সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে শিশুদের জন্য আইন করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ১৫ শতাংশ মানুষ ভিক্ষুক সে ভিক্ষুকদের জন্য কংগ্রেস সরকার কি করছে কেন্দ্রে বসে। ভারতবর্ষের মধ্যে আজকেও কাজ করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে পারেনি। বামফ্রন্টের ক্ষমতা সীমিত, তবুও এই সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে এই সরকার গরীব মানুষ, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতির পাশে দাঁড়ানোর জন্য উদ্যোগ ও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য আইন করা হয়েছে।

মিঃ চেয়ারম্যান ( শ্রী কেশব মজুমদার ) ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

( শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া অনুপস্থিত )

মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর লাল সাহা :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী যে বিল

"The Tripura Shops aud Establishments ( Second Amendment ) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 13 of 1985."

উত্থাপন করেছেন সে জন্য আমি উনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি ত্রিপুরার বঞ্চিত মানুষের স্বার্থে আগামী দিনে আরো দৃঢ় পদক্ষেপ আমরা নিতে পারব। তবে এই প্রসঙ্গে আমি এই কথা বলতে চাই যে, এই আইনটা শুধুমাত্র প্রনয়ন করলেই চলবে না। এইটাকে সাধারন মানুষের কাছে আমাদের পেঁৗছে দিতে হবে।

এইখানে এই বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ট্রেজারী বেঞ্চের অনেক সদস্য বলছেন যে, তারা নাকি এই বিলটি উৎথাপন করায় গর্ব বোধ করছেন। আমার একটা গল্প মনে হলো যে, একজন ভদ্রলোক তার বাড়িতে কিছু লোককে নিমন্ত্রণ করলেন খাবার জন্যে। যারা এই ভোজ সভায় পরিবেশন করছেন, তারা দেখে দেখে কিছু লোককে বেশী করে পরিবেশন করছেন। তাই যারা বেশী পেয়েছেন তারা এ পরিবেশকদের জন্য খুবই গর্ব বোধ করতে থাকেন। ঠিক তেমনি হয়েছে আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে। তাদের অবস্থা হয়েছে সেই পরিবেশক দল এবং ভোক্তাদের মতন। কে যে এই ভোজ সভার আয়োজন করেছেন তার জন্য কোন কৃতজ্ঞতা নাই। পরিবেশকদের জন্য কৃতজ্ঞতা। ঠিক তেমনি হয়েছে এই ক্ষেত্রেও। এই যে বিল আনা হয়েছে—এটা তৈরী হয়েছিল কংগ্রেস আমলেই। আর এখন বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন। তাতেই তাদের এত বাহবা। এভাবে আত্মসন্তোষ্টীয় মনোভাব না নিয়ে সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণে যাতে এই বিলটিকে প্রয়োগ করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। আপনাদের যদি এত দরদ থাকে শ্রমজীবি মানুষের প্রতি তাহলে

রজ্যের হাজার হাজার শ্রমজীবি কর্মচারীদের ডি, এ, এবং এ, ডি, এ,-এর বাবদ যে টাকা কর্মচারীদের পাওনা হয়েছে সে টাকা দিয়ে দিন না কেন ? আজকেই এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন আনা হয়েছিল কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটাকে বার বার এড়িয়ে গেছেন। সুতরাং এই জনদরদী সরকার যদি শ্রমজীবি কর্মচারীদের সব পাওনা মিটিয়ে দিতেন তাহলে রাজ্যের মানুষ তাদের বাহবা দিতেন।

কাজেই এই আইনটাকে যাতে সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রয়োগ করা হয় তারজন্য তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। কারণ আমরা দেখেছি অনেক সময় প্রশাসনিক দুর্নীতির জন্য সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় নি। কারণ আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন বি, ডি, সি, তে অনেক ইনস্পেকটার রয়েছেন। এই সব ইন্সপেকটাররা সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা টাকা পয়সার প্রকৃত দাবীদার তাদের সে টাকা না দিয়ে নিজেরা কিছু টাকা আত্মসাৎ করে সেটা অন্যকে পাইয়ে দিচ্ছে। সুতরাং প্রশাসনের এই সব দুর্নীতি আগে বন্ধ করতে হবে।

কাজেই এই আইনটা শুধুমাত্র এই বিধানসভায় পাশ করলেই চলবে না এটাকে যাতে সাধারণ মানুষের নিকট পেঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার : মি: স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী যে—
"The Tripura shops and establishments (second Amendment) Bill, 1985, (Tripura Bill No. 13. of 1985)"

উত্থাপন করেছেন সে বিলটিকে আমি পুরাপুরি সমর্থন করছি।
স্যার, এই বিলের আলোচনায় মাননীয় শ্রমমন্ত্রী যে সব জায়গায় মূল বিলের উপর এমেন্ডমেন্ট এনেছেন, তার কারণ দেখিয়েছেন আমি সে সব এমেন্ডমেন্টগুলিকে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করছি।

স্যার, এই বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্য মাননীয় শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার বলেছেন যে, এই ধরনের শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণে আইন কংগ্রেস আমলেই করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, সারা ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর কংগ্রেসই শাসন ক্ষমতায় ছিল। তাদের আমলেই রচিত হয়েছে ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের শিল্পনীতি। কিন্তু সে সকল আইন, সংবিধান, শিল্পনীতি রচিত হয়েছে কেবলমাত্র পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে। সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের জন্য নয়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার হলো শ্রমজীবি মানুষের সরকার। তাই এই সরকার শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন প্রনয়ন করছেন। যদি কংগ্রেস

আমলে রচিত ভারতের সংবিধানে, বা বিভিন্ন ধরনের শিল্পনীতিতে শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণে কোন আইন থাকত তবে আর বামফ্রন্ট সরকারকে এই বিধান সভায় শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণে কোন আইন বা সংশোধনী আনতে হতনা। আগে যে আইন এখানে প্রচলিত ছিল তাতে শ্রমজীবি দোকান কর্মচারীদের কোন স্বার্থ রক্ষিত হতো না। তাতে কেবলমাত্র মালিকদের স্বার্থ রক্ষিত হত। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার বাধ্য হয়েই শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণে এই সংশোধনী বিলটি এনেছেন।

—মাননীয় সদস্য সুধীর রঞ্জন মজুমদার বলেছেন কংগ্রেস শ্রমিকদের পক্ষে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাহলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কেন বেকার শ্রমিক এখনও রয়েছে? আজকে ত্রিপুরায় একটা গভর্ণমেন্ট আছে। এখানে তো কোন শ্রমিকের বেগার খাটতে হয় না। শ্রীমতী গান্ধী জীবিত থাকতে কি বেকার শ্রমিকের কথা বলেন নি? তিনি তো বলে ছিলেন বেগার শ্রমিক প্রথা আমি তুলে দেব। আজকে উত্তর প্রদেশে কি অবস্থা? এই জিনিষটা যদি মাননীয় সদস্যরা বুঝতে না পারেন তাহলে কোন দিন এরা বুঝতে পারবেন না। মাননীয় সদস্য মতি লাল সরকার বলেছেন যে, ওরা গিয়ে শুধু মালিকের পক্ষে কথা বলে চলে আসেন। অন্যায়টা এখানেই হয়। কারণ, মালিকদের কথা শোনার জন্য ভারতবর্ষে কোর্ট আছে, আইন আছে। কিন্তু শ্রমিকদের কথা শোনার জন্য কোন আইন নেই ভারতবর্ষে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইন আইন আছে। এখানে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রশাসন তৈরী হয়ে আছে। এই সরকারটা যখন বঞ্চিত শ্রমিকদের মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা করবেন সেটা তাঁরা বলবেন না যে, ভারতবর্ষের কি অবস্থা আছে। কারণ শ্রমিকদের শোষণ না করলে মালিকদের লাভ হয় না। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের আইন। কাজেই তাঁরা আপত্তি করছেন এই বলে যে, মালিকদের কথা শুনছেন না কেন? কাজেই মালিকেরা আগে যেখানে যেত সেই যাওয়াটা যাতে বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্রমিকদের স্বার্থ যাতে রক্ষা করা যায় তার জন্য এই প্রশাসন আইন করছেন।

শিশু শ্রমিকদের জন্যও এখানে প্রভিশান আছে। গোটা আরতবর্ষে আমরা দেখি যে ছোট ছোট শিশু শ্রমিকেরা দোকানে চলে আসে। মাননীয় রসিক বাবু বলেছেন যে শিশু শ্রমিকেরা যাতে দোকানে না যেতে পারে তার জন্য আইন করতে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে আইন পাশ করলেই তো হবেনা। আগেও তো রেল পথ সাব্রুম পর্য্যন্ত করার জন্য প্রস্তাব পাশ করেছি। কই রেল পথ তো সাব্রুম পর্যন্ত যায় নি। সুতরাং শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে আইন পাশ করলেই তো হবে না। রাজ্যের হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে তো আমরা এখানে কাগজ কল বানাতে পারতাম। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রেখেছেন। যার জন্য রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য আইন করতে পারেন না। তাদের শুধু একটা সুযোগ দিতে পারা যায়। কারণ আমরা জানি শ্রমিকরাই ত্রিপুরা রাজ্যের মালিক। সুতরাং শুধু আইন

দিয়ে হবে না। যে দিন শ্রমিকেরা গোটা ভারতবর্ষে সমাজ ব্যবস্থা পালটে দিতে পারবে সেদিন তারা কেন্দ্রে বসেই সমস্ত গরীব মানুষের কল্যাণে আইন প্রণয়ন করতে পারবেন। সেটা হওয়া উচিত ছিল ১৯৪৭ সালেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় তখন শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা সেখানে যায় নি। বড় লোকদের প্রতিনিধিরা গিয়েছিল। সেজন্য রাজ্যে একটুখানি সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আইন তৈরী করছেন। কাজেই শুধু যাতে শ্রমিকদের কথাই শোনা হয়, মালিকদের কথা শুনবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছেন। তাদের প্রতিটি কথা তারা শুনছেন। সুতরাং এই আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যাতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষিত হয় সেটা দেখার জন্য আবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী যে সংশোধনী বিল এখানে এনেছেন তার সমর্থনে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হল যে দোকান কর্মচারী সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যাকে আমরা বলি আন-অরগেনাইজড সেকটার। নিজেদের সংগঠিত করে নিজেদের দাবী আদায় করা এদের পক্ষে কঠিন যেমন করে কলকারখানার শ্রমিকেরা। এই শ্রমিকেরা সেটা করতে পারে না। সেজন্য সরকারকে সেই দিক দিয়ে নজর দিতে হয়। আমরা বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে এই অংশের শ্রমিকদের উপর নজর দিতে চাইছি এই জন্য যে, ত্রিপুরাতে তো এইরকম কল কারখানা নেই। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হয়ত ইটের ভাটায় ইত্যাদি জায়গায়। এই সমস্ত শ্রমিকদের শোষনের মাত্রা আংশিকভাবে হলেও যাতে সেটা বন্ধ করা যায়। শ্রম শক্তি চুরি করে যদি কিছু নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে মুনাফা হয় না। ৮ ঘন্টা কাজের দাবী অনেক আগে থাকতেই ছিল। কিন্তু আমাদের কি ৮ ঘন্টা কাজ হয়? এটাকে বাধা দেওয়ার জন্য যে বিপ্লব হয়েছিল ফরাসী দেশে তার থেকেই এই শ্রমিকদের কাজের সময় বেধে দেওয়া হয়েছিল। একটা শ্রমিক দুই পয়সা বেতন কম নিতে পারে। কিন্তু কাজের স্থায়িত্বটাও চাই। আমরা সরকারে আসার পর কনটিনজেন্ট, ডেইলী রেটেড, আর্ক চার্জ্ড, কত নামে যে কর্মচারী ছিল। যাদের আজকে নিতে ছিল, কাল তাদের ছেড়ে দিল। আমরা তো অনেক কমিয়েছি। আরও কমাবো। কাজের স্থায়িত্ব, যে যেখানে কাজ করুন না কেন, ভারতের কোথাও এটা নেই। বিরোধী পক্ষের কোন বিধায়ক কি একটি রাজ্যের কথাও বলতে পারবেন? পারবেন না। কৃষি কর্মী যিনি, তিনিও তার জন্য পারমেনেন্ট লেবার হবেন, সেই কাজের পর বুড়ো হয়ে গেলে, তাকে পেনসন ইত্যাদি দিতে হবে। এই ব্যবস্থা আছে কি ভারতে? বা অন্য কোথাও? এই যে ৫ বছর পর তাদের স্থায়ী করতে হবে, তাদের নির্দিস্ট বেতন দিতে হবে, ছুটি দিতে হবে, এমন কি বুড়ো হলে পেনসন দিতে হবে। কাজেই সিকিউরিটি অব সার্ভিস— যেখানে কোন দোকানে একটা লোক বছরের পর বছর কাজ করছে

তাকে তো মিনিমাম বেইস্ড ওয়েজ যেটা আমরা বলি, সেটা তো দিচ্ছেই না, উপরন্তু তার যে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, সেগুলিও ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না। কেনই বা দেবে? মালিক যে সে তো শোষণ করবে। আমরা কাউকে শাস্তি দিতে চাই না, কারণ শাস্তিটা দুঃখজনক। আজকে আমাদের আইন করতে হচ্ছে, শাস্তির ভয় দেখাতে হচ্ছে, যাতে মালিকেরাও তাদের শ্রমিকদের প্রতি গঠনমূলক দৃষ্টিভংগী নেয়। শাস্তি তো দেবে টাটা, বিড়লারা, যাতে ভয় করে আইন মানে। কিন্তু আমরা ভয় দেখিয়ে আইন মানাবার পক্ষে নয়, এটা বুঝতে হবে। অনেক ছোট ছোট দোকান আছে, কারো ছেলে স্কুলে পড়ে, সেও দোকান করে। আবার এমনও আছে যে কারো ২ জন কর্মচারী আছে, আবার এমনও আছে যে কেউ লক্ষ লক্ষ টাকার ব্লেক করছে, বাংলাদেশে জিনিসপত্র পাচার করছে, সংগে তাদের কর্মচারীরাও আছে, কিন্তু সেই সব কর্মচারীদের মালিকেরা সমান চোখে দেখছে না, যদিও তাদের দিয়ে মালিকেরা নোংরা কাজ কর্মগুলি করাচ্ছে, তাদের জন্যই এই আইন। আর যারা ছোট দোকানের মালিক তাদের সংগে জড়িত, তাদের জন্য এমন কোন আইন আমরা করছি না, যেটা অমানবিক হবে। আমরা করছি তাদের জন্য যারা শ্রমিকদের দিন রাত খাটাবে, আর নিজেরা ফুর্তি করবে, কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীদের একটু সময় দেবে না, তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। কারণ, যারা এক মাসের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে নেবে, তাদের সংগে আমরা কোন আপোষ করব না। ১০/১৫ টাকা জরিমানা করে কিছু হবে না, সেই সব মালিকদের আমরা বলতে চাইছি যে কঠোরভাবে তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা হবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই একটা বিষয়ে আমি পরিস্কার করে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে মাননীয় বিধায়ক শ্রী রসিকলাল রায়; আমরা জানতাম যে তিনি রসিকতা করেন, কিন্তু বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি এমন একটা বলে ফেললেন, যা অবাক করার মতো। তিনি বললেন, মানুষের কি কাজ নেই? নিশ্চয় মানুষের কাজ আছে যদি ভোট ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে তিনি দোষের কি দেখলেন? স্যার, কয়েক দিন আগে আমি যখন দিল্লীতে; তখন রাজস্থানের একজন কংগ্রেসী নেতা, তার বাড়ী থেকে ৩০/৩৫ জন বন্ডেড লেবার বের করা হয়েছে, তারা বছরের পর বছর, জেনারেশন আফটার জেনারেশন সেই নেতার বাড়ীতে বন্ডেড লেবার হিসাবে থেকে আসছে, সত্তর বছর হয়ে গেলেও তাদের ছেড়ে দেয়া হয় নি। স্যার, এটাকে আমরা কি বলব? এটাকেই তো আমরা ক্রিতদাস বলব। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যে ২০ দফা কর্মসূচী চালু করেছেন, তার ভিতরে এটাও একটি দফা। তিনি দাবী করেছিলেন যে দেশ থেকে ক্রীতদাস প্রথার নির্মূল করে ফেলবেন। কিন্তু এর পরেও দেখা যাচ্ছে যে সেই কংগ্রেস-এর বড় বড় নেতাদের বাড়ীতে বন্ডেড লেবার আছে, ক্রীতদাস আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরাতে

না হউক, ভারতের অন্যান্য জায়গায় ক্রীতদাস প্রথা থাকবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই আমি আশা করব, যে মাননীয় সদস্যও এখানে ক্রীতদাস সৃষ্টি করতে চাইবেন না। আমাদের এখানে অনেকগুলি কর্মচারী ইউনিয়ন আছে, যেমন মিষ্টান্ন কর্মচারী ইউনিয়ন ছাড়াও আরও অনেকগুলি কর্মচারী ইউনিয়ন আছে, তারা তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবে। কাজেই কাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করব ? সবার বিরুদ্ধে তো আইন প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সারা রাজ্যের মধ্যেই কর্মচারীদের তাদের দাবী দাওয়া আদায় করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

আমাদের ১৫ হাজারের মত দোকান কর্মচারী আছে, তাদের সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে, আর তাহলেই আমাদের প্রশাসন এবং কর্মচারী একত্র হয়ে ভবিষ্যতে আইনটাকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারব। শ্রমিকদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারও সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে একটা ভাল আইন নিশ্চয় করতে পারেন। আমি এই বিধানসভার মিটিং-এর পর কেন্দ্রে যিনি শ্রম মন্ত্রী আছেন, তাকে এই বিষয়ে চিঠি লিখব যে এই সব দোকান কর্মচারী, তারা প্রচণ্ড ভাবে শোষিত হচ্ছে, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে, কাজেই এমন একটা চমৎকার আইন করুন, যাতে এই সব শোষিত বঞ্চিত শ্রমিকেরা যাতে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার পেতে পারেন এবং আমরা আপনাদের সেই আইনকে এখানেও কার্য্যকরী করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর বিশেষ কিছু বলব না, কারণ মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয় তঁার জবাব দেবেন। কাজেই আমাদের প্রশাসন সব সময়ে এই সব দুর্বল শ্রেণীর যারা আছে, তাদের অধি-কার ও মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য সব সময়ে দৃষ্টি রাখবে এবং আইনকে যাতে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা যায়, সেই দিকেও দৃষ্টি রাখবে।

**শ্রীসমর চৌধুরী**—মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে, তারা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে, শ্রমিক সাধারনের জন্য, কর্মচারীদেব জন্য যে নীতি গ্রহণ করা হয় সেই নীতি গ্রহণ করে যারা মুনাফাবাজ, কালোবাজারী, তাদের সন্তোষ হতে পারে, সেজন্য আমার বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। স্যার, এই সরকার শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধু সরকার, এই সরকার জানে কি করে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করা যায়, কি করে মেহনতি মানুষকে শোষণ থেকে রক্ষা করা যায়।

তাদের কোন অসুবিধা হয় না। এতে শ্রমিকেরা মুনাফা করেন না। কাজেই মজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গত ৮ বছর এই বামফ্রন্ট সরকার কাজ করেছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকেরা সংগঠিত হচ্ছে তারা তাদের ন্যায্য দাবিগুলি আদায় করছেন। এবং লড়াই করে তাদের ন্যায্য অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত করছেন। এবং আমরা তাদের

সংগে সহযোগিতা করার জন্য সব সময় চেষ্টা করে চলছি। স্যার, শুধু এই সব শ্রমিকেরাই নয়—গ্রামের কৃষি শ্রমিকেরা তাদের জন্যও আমরা আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আজকে সারা ভারতবর্ষে বামফ্রন্টই একমাত্র সরকার যারা শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে চলছে এটা প্রমানিত। পরিকল্পনা কমিশন সার্টিফিকেট দিয়েছেন। কমিশন বলেছেন যে এই সব শ্রমিকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা এ কৃষি শ্রমিকদের জন্য এন, আর, ই, পি, মাধ্যমে "ফুড ফর ওয়ার্কের" মাধ্যমে তাদের জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থা এই সরকার করেছেন। আগে দেখা গেছে যে ত্রিপুরায় শ্রমিকদের দুই টা'কা আড়াই টাকা মজুরী দিয়ে সারা দিন তাদের খাটান হল, তাদের দিয়ে ধান কাটান হত। আর আজকেই এ' কায়েমী স্বার্থের লোকেরা বলে বেড়াচ্ছে যে বামফ্রন্ট আসার পর থেকে আর কাজ করবার জন্য শ্রমিক পাওয়া যায় না। আমরা এসে সেখানে তাদের মজুরী ১০ টাকা নিম্নতম মজুরী ধার্য্য করেছি। আর এখন শ্রমিকেরা আন্দোলন লড়াই করে কোন কোন জায়গায় ১৫ টাকা ২০ টাকা করে নিয়েছে। এবং আমাদের এই প্রচেষ্টা সেটা ত্রিপুরার ছোট ছোট মালিকের বিরোদ্ধে যাবে না, এতে তাদের ভয় পাওয়ার কোন কারন নাই। শ্রমিকেরা লড়াই করছে এ' যারা কায়েমী স্বার্থবাজ তাদের বিরোদ্ধে। আমাদের এই আইনে ফলে এ'সব ছোট ছোট দোকান মালিকদের কোন ভয়ের কারন নাই। স্যার, আমি সামান্য একটা ঘটনার কথা এই প্রসংঙ্গে বলছি—গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে সমস্ত রাজ্যের শ্রম মন্ত্রীদের একটা সম্মেলন হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রী মিঃ টি আনজাইয়া সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সেই সম্মেলন ভারতবর্ষের শিশু শ্রমিকদের রক্ষার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ বিল তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বলা হয় যে এই রকম একটা বিল করতে হবে। এবং সেখানে এই আলোচনাও হয়েছে যে আমরা আজ পর্য্যন্ত কত আইন করলাম, কিন্তু প্রকৃত শিশুদের জন্য আমরা কিছু করি নাই। গত ৩৮ বছর যাবত বহু সম্মেলন হয়েছে, এই বারই প্রথম এই রকম একটা আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজ্যের শ্রম মন্ত্রীরা সেখানে প্রশ্ন তুললেন এই শিশু শ্রমিকদের রক্ষার করার জন্য শুধু পরামর্শই নয় আমরা দেখতে চাই যে, এই সব শিশু শ্রমিকদের রক্ষার জন্য সত্যিকারের একটা পূর্ণাংগ আইন তৈরী হয়েছে। স্যার, আমাদের ক্ষমতা কতটুকু রাজ্য সরকারের কতটুকু ক্ষমতা আছে, তবু আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে গত ৮ বছর যাবত গ্রামের কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে আসছি। আমরা চাই জাতীয় শ্রমনীতি হউক। শ্রমিকদের মজুরীর ক্ষেত্রে একটা ন্যূনতম মজুরী কত হবে এটা ঠিক করা হউক। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে, আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার—সেখানে কংগ্রেস সরকার দীর্ঘদিন যাবত আছে। আজ পর্য্যন্ত জাতীয় শ্রম নীতি দেখতে পাচ্ছি না। সেখানে তারা শুধু কায়েমী স্বার্থের লোকদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদের মোকাবিলা করা হচ্ছে, এটা কে না জানেন। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি, ঐ জুট মিলগুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে ৮০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে তাদের কাজ

নাই। দাবী উঠেছে সারা ভারতবর্ষে যে, সেগুলি জাতীয়করন করতে হবে। পাটের ব্যবসার জাতীয়করণ করতে হবে। ঐ ট্যাক্সটাইল সেটাতেও জাতীয়করণের জন্য দাবী উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে চুপ। কেন চুপ? না, তারা মালিকদের জন্য। শ্রমিকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারই নিয়েছে। এবং সেই দৃষ্টি সামনে রেখেই এই আইনের সুযোগ সুবিধাগুলি শ্রমিকদের স্বার্থে যাতে আরও নির্দিষ্টভাবে রক্ষা করা যায় শ্রমিকদের আন্দোলনে ও লড়াইকে আরও শক্তিশালী করা যায় তার জন্য এই সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে। এবং আমি আশা করব যে এই হাউস সর্বসম্মতিক্রমে বিলটিকে গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Shops & Establishments (Second Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 13 of 1985)." বিবেচনা করা হউক"।

(সভায় প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়) আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি "বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৮ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক"।

( উক্ত বিলের ধারাগুলি ধ্বনি ভোটে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় )।

মি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।" (তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—দি ত্রিপুরা শোপস অ্যাণ্ড এসটাবলিশমেন্টস (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৮৫ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮৫), পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন আমি মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রী সময় চৌধুরী :— Mr. Speaker, Sri I beg to move that" the Tripura shops and Establishments ( Second Amendment ) Bill, 1985 ( Tripura Bill No. 13 of 1985 ), be passed".

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—"দি ত্রিপুরা শোপস্ অ্যাণ্ড এসটাব্লিশমেন্টস (সেকেণ্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ১৯৮৫ ( ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৮৫ ), পাশ করা হউক।" (তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং আলোচ্য বিলটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। )

মি: স্পীকার: সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো দি স্যালারী অ্যালাউনসেস অ্যান্ড পেনশন অব মেম্বারস অব দি লেজিসলেটিভ এসেম্বলি (ত্রিপুরা) (ফিফ্‌থ অ্যামেন্ড-মেন্ট) বিল, ১৯৮৫ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮৫) উথ্থাপন। আমি এখন মাননীয় পার্লিয়ামেন্টারী এফেয়ার্স মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটা সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশন মুভ করতে।

শ্রী অখিল সরকার:— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 10 of 1985)"

মি: স্পীকার:— এখন মাননীয় পার্লিয়ামেন্টারী এফেয়ার্স মিনিসটার কর্ত্তৃক উথ্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো—"দি স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাউনসেস অ্যান্ড পেনশন অব মেম্বার্স, অব দি লেজিসলেটিভ এসেম্বলি (ত্রিপুরা) (ফিফ্‌থ অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ১৯৮৫ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৮৫ এই সভায় উথ্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।', (তারপর মোশানটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলটি উৎথাপিত হয়)।

মি: স্পীকার:— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে সভায় পেশ করা বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

## SHORT DISCUSSION ON MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মি: স্পীকার: - সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো— সর্ট ডিসকাশন অন মেটার্স অব আরজেনটপাবলিক ইমপর্টেন্স। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলি মহোদয়। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—"গ্রামাঞ্চলে বর্ত্তমানে পানীয় জলের অভাবজনিত সমস্যা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য বসিত আলি মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রী সৈয়দ বসিত আলী:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেভাবে জনসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই জন্য আজকে বিধানসভায় আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব এনেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয় তো তিনি একটু বিরক্ত হতে পারেন। কারণ এই পানীয় জলের ব্যাপারে বার বার এসেম্বলিতে তিণি আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি আরও

বলেছিলেন যে, এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তর ত্রিপুরায় বার বার বন্যার ফলে বিশেষ করে কৈলাসহরের গ্রামেগঞ্জে গরীব মানুষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী এবং এবং বিরোধী দলনেতা তারা কৈলাসহরের মানুষের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। আমি কৈলাসহরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে জ্ঞাত করতে চাই যে, কৈলাসহরের শতকরা ৯০ জন মানুষ গরীব। গ্রামে পানীয় জলের অভাবে প্রচুর লোক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জানেন যে কৈলাশহর হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তাদের চিকিৎসার জন্য তিনি যেভাবে চেষ্টা করেছেন সেটা অত্যন্ত প্রসংশনীয়। আমি দেখেছি যেখানে টিউব-ওয়েল, রিংওয়েল থেকে মানুষ পানীয় জল সংগ্রহ করতে পেরেছে, সেখানে খুব কম লোকই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। যেখানে পানীয় জলের অভাব সেখানেই বেশী লোক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এই অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, কিছু দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, টিউবওয়েল ইত্যাদি মেরামত করতে হবে।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, কিছু দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ টিউবওয়েল রিং ওয়েল আছে তার অনেকগুলিই অকেজো অবস্থায় আছে। কিন্তু সেগুলি মেরামত করা যাচ্ছে না লোকের অভাবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই, গ্রামাঞ্চলে অনেক লোক আছে যারা এই সব মেরামতের কাজ করতে পারেনা। যদি সরকার থেকে তাদের কিছু মাসিক ভাতা দিয়ে মেরামত করানো হয়, তাহলে পানীয় জলের সমস্যা দূর করা যাবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একথা জানাবার পর মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এটা করা হবে বলে। কিন্তু প্রশাসনে গিয়ে বার বার অনুরোধ করা সত্বেও তাদের দিয়ে মেরামতের কাজ করান হয়নি। আজকে এইভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কথা অমান্য করা হচ্ছে। যার ফলে, পানীয় জলের সমস্যা কিছুতে দূর হচ্ছে না। এই সাথে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্র মীহোদয়কে অনুরোধ করব, অনেক গরীব পরিবার আছে আমাদের কৈলাসহর এলাকায় যাদের ছেলে মেয়েরা কিছুটা লেখা পড়া করেও কোন চাকুরী পায় নাই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই, যে সব গরীব যুবক যুবতী আছেন, যারা এই সব সামাজিক কাজে নিয়োজিত হতে চায়, তাদের মাসিক কিছু ভাতা প্রদান করে এই সমাজ সেবা করার কিছুটা সুযোগ দেওয়া হউক। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমি শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি যে, কৈলাসহর বাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির দিকে কিছুটা নজর দেবার জন্য। কারণ, এলাকাবাসীর বেশীর ভাগ লোকই খুবই

কষ্টের মধ্যে আছে বলে তারা কিছুটা সামাজিক অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আমরা পত্রিকায় উঠতে দেখেছি, কৈলাসহরে কালোবাজারীর ঢেউ উঠেছে। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, কেন এই কাজ হচ্ছে? আমি সাংবাদিকদের কোন দোষারোপ করছি না। কিন্তু বিষয়টি তাদের খতিয়ে দেখা উচিত। অনেক অসাধু লোকরাই এই সব খবর পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য বলেন, এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা বাধ্য হয়ে এসব খবর বলে থাকেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই, আমার এলাকার হাজার হাজার গরীব মানুষ তাদের প্রিয় সন্তানদের রক্ষা করার জন্য হয়ত কিছু অপরাধ করে থাকে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কারা? আমি বি এস এফ, সি আর পি, এবং সরকারের কাছে অনুরোধ করছি, কারা প্রকৃত অপরাধী তা খুঁজে বের করা দরকার। আমি জানি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব নয়। এর জন্য আমাদের সবার সহযোগিতা থাকা উচিত। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই, পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য সব রকমের সহযোগিতা সরকার আমাদের কাছ থেকে পাবেন। আমি দেখেছি, কৈলাসহরে কি পরিমান বেকার দিন দিন বাড়ছে। কাজে কাজেই পানীয় জলের সঙ্গে সঙ্গে বেকারদের জন্যও কাজের ব্যবস্থা অনতি বিলম্বে করা দরকার। আমার কাছে অনেকে এসে বলেন, আমাকে একটি সুইপারের চাকুরী দিন, নয়ত আমার প্রিয় সন্তানদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আমার এব্যাপারে কিছুই করার থাকে না একমাত্র চোখের জল ফেলা ছাড়া।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য পানীয় জলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বেকার সমস্যা, পাহাড়-নদী অনেক কিছুরই অবতারণা করছেন যা মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আমি মাননীয় চেয়ারম্যানের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রী বসিত আলী :— মাননীয় সদস্য কৈলাশহরের সদস্য সম্পর্কে অবহিত নন। আমি এখানে যে পাহাড়ের কথা বলছি, সেখানে মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এখানে ত্রাণের জন্য বলেছিলেন।

স্যার, যেখানে এই সমস্ত দিন মজুরেরা অনাহারে-অর্দ্ধাহারে আছে তাদেরকে ত্রাণ সামগ্রী দিতে হবে। তাদের সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও অবহিত আছেন। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন স্কুল ঘরগুলিকে দালান নির্মাণের একটা তালিকা প্রকাশ করেছেন। কৈলাশহরের টিলা বাজারের হাইস্কুলটিকে দালান নির্মাণের মঞ্জুরী দেওয়ায় আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু এই বারের গৃহ নির্মাণের তালিকায় এই স্কুলটির নাম না থাকার ফলে এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্ভোগের ভাগীদার হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মহোদয়ের নিকট আমার অনুরোধ, টিলা বাজারের হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই দিকে নজর রেখে

অবিলম্বে এই হাইস্কুলটির গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হোক।

চেয়ারম্যান (শ্রী কেশব মজুমদার) :- মাননীয় সদস্য, পানীয় জলের প্রতি আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখুন।

সয়দ বসিত আলী :— স্যার, পানীয় জলের সংকট ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে তীব্র আকার ধারণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে তাতে আছে এখানকার পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। বিশেষ করে কৈলাশহরে ক্রমাগত বন্যার ফলে পানীয় জলের সংকট সেখানে তীব্র। তাই সেখানে জরুরী ভিত্তিতে জনসাধারণের স্বার্থে নলকূপ খনন করা হোক এবং ভাঙ্গা নলকূপগুলিকে মেরামত করা হোক এবং যে সমস্ত বেকাররা এই সমস্ত কাজে আগ্রহী তাদেরকে নিয়োজিত করা হোক এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

চেয়ারম্যান শ্রী কেশব মজুমদার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী ফয়জুর রহমান :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলী মহোদয় পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে যে শর্ট ডিস্কাশন হাউসে এনেছেন আমি তার তীব্র বিরোধীতা করছি। স্যার, উনি পানীয় জলের সম্পর্কে একটা আলোচনা এনেছেন, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে উনি পানীয় জল সম্পর্কে কোন বক্তব্য না রেখে বাংলাদেশে কি পাচার হলো, কৈলাশহরে টিলা বাজারের হাইস্কুলটিকে বিল্ডিং নির্মাণ করা হল কিনা, এই সমস্ত আলোচনা করেছেন। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগে এই ত্রিপুরায় পানীয় জলের তীব্র সংকট ছিল। দুর্গম এলাকাগুলিতে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই সমস্যার অনেক নিরসন হয়েছে। এই ধর্মনগরের অধীন খেদাছড়া, চেলাগাং এবং আনন্দ বাজার এলাকাগুলিতে মার্ক, ২ টিউব ওয়েল খনন করা হচ্ছে, যাতে পানীয় জলের অভাব মোকাবিলা করা যায়। আগে যে সমস্ত টিউবওয়েলগুলি বসানো হয়েছিল সেগুলি বেশীদিন লাস্টিং করে না, অল্প দিনের মধ্যেই সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। মার্ক ২ টিউবওয়েলগুলি দীর্ঘদিন লাস্টিং করে এবং অনেক গভীরে খনন করা যায়। আজকে প্রতিটি ব্লকে মার্ক ২ টিউব ওয়েল বসানো হচ্ছে। এ ছাড়া দুর্গম অঞ্চলগুলিতে যে টিউবওয়েল লাস্টিং করে না সেখানে রিংওয়েল খনন করা হচ্ছে। ত্রিপুরাতে পানীয় জলের মোটেই সমস্যা নেই এই কথা আমি বলছি না, কোন কোন জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা আছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করতে হলেও তো প্রচুর টাকার দরকার। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই টাকা দেওয়ার দাবী করে বিধানসভায় আমরা যখন প্রস্তাব আমি তখন দেখা যায় এই কংগ্রেস ( আই ) দল এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি তার বিরোধীতা করেন। অথচ এখানে আবার পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আনেন। স্যার, আমি আমার আলোচনা আর দীর্ঘ করতে চাই না। এই শর্ট ডিস্কাশনটির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

চেয়ারম্যান ( শ্রী কেশব মজুমদার ) মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে উনার আলোচনা শুরু করান জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের সমস্যা অনেক দিনের সমস্যা এই কথা বললে বোধ হয় আত্মতুষ্টি হয় না। রিং-ওয়েল এবং টিউবওয়েল এই সমস্যার সমাধান কল্পেয়া বসানো হয়েছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, তার মধ্যে অধিকাংশই অবার নষ্ট! কিছু দিন আগে বিলোনীয়ার বগাফা ব্লকে বি, ডি, সির একটা মিটিং হয়েছিল সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত ছিলেন এবং আমিও ছিলাম। তিনি প্রতিটি গাঁও প্রধানকে ডেকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেছেন কতটা টিউব-ওয়েল সার্ভিসে আছে এবং কতটা নেই। বাস্তব অবস্থটা শুনে তিনিও দুঃখ প্রকাশ করেছেন শুধু বাগাফাতেই নয়, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই সমস্যা আছে। বিলোনীয়ার মাইছড়াতে ডিপ টিউব-ওয়েল সাকসেসফুল না হওয়ায় রিং-ওয়েলের খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিলাছড়িতে যে রিংওয়েলটি সরকার থেকে খনন করা হয় সত্যি কথা বলতে কি সেটা আনসায়েন্টিফিক।

আমাদের এই যে রিং-ওয়েল সত্য কথা বলতে কি, এই রিং ওয়েল যে কি ভাবে ব্যবহার করছে, বালতি ডুবিয়ে দাড় লাগিয়ে জল তুলছে সবই আনসাইন্টিফিক। পানীয় জলের পক্ষে ঠিক প্রসেস অনুযায়ী হচ্ছে না, বিজ্ঞান সম্মতভাবে হচ্ছে না। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে জলের মধ্যে আয়রন এবং ধাতব পদার্থের সংমিশ্রন আছে। যেটার জন্য দেখা যাচ্ছে যে এই জলটা যে প্রসেস-এ আমরা ব্যবহার করছি সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক নয়। এই সম্বন্ধে ডাক্তার বিশেষজ্ঞরা বিশেষ চিন্তা করছেন যে, পানীয় জল সম্পর্কে দেখা যায় যে ত্রিপুরায় পেটের রোগ বিশেষ করে আলচার, ক্যানসার রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। কিছু দিন আগে একটা জার্নালে আমি এই খবরটা দেখেছি। এখন এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলতে গেলে যা বাস্তবে হয়েছে আমি বামফ্রন্ট সরকার কিংবা কংগ্রেস সরকারের কথা বলছি না, সামগ্রিকভাবে যা আছে তাতে একটা ধারণা হয়েছে যে, এটার জন্য কোন মাষ্টার প্লান নেই। একটা টিউব-ওয়েল করতে গেলে সমস্ত কিছু ভেবে-চিন্তে করতে হবে, সুতরাং তার জন্য একটা পরিকল্পনা এমনভাবে নেওয়া উচিত যে ব্লক-ভিত্তিক বা গাঁও সভা ভিত্তিক একটা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করে এই জায়গাতে শুধু পানীয় জল কিভাবে দেওয়া যায় সেটার চেষ্টা করে ধীরে ধীরে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে এই পরিকল্পনাকে যদি বাস্তবায়িত করা যায়, তাহলে পানীয় জলের সুষ্ঠু সমাধান আমরা পেতে পারি। যদিও এক সঙ্গে সমস্ত পরিকল্পনা অর্থের দিক দিয়ে সম্ভব নয়, তাহলেও একটা প্ল্যান নিয়ে যদি আমরা না করি, বিক্ষিপ্ত ভাবে যদি করতে চাই তাহলে অনেক সময় পয়সা খরচ করেও কাজ সম্পূর্ণ হয় না। নানাহ কারণে শুধু যে টিউব-ওয়েলের দোষে জল পাই না তা নয়, টিউব-ওয়েলগুলি বসাতে ত্রুটি থাকে, এর মধ্যে ঠিকাদাররা

কিছু গোলমাল করে থাকে, ঠিক পাইপ টিউব-ওয়েল বসানো হয় না, হয়তো ৫টার জায়গায় ২টা দিচ্ছে এই রকম হয়। দেখা যায় অধিকাংশ টিউব-ওয়েলের মাথা নেই, গোরা আছে এবং সব কিছু মিলিয়ে আমরা এই অবস্থায় পৌঁছেছি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলছি, যেমন বিধানসভায় গতকাল আমার একটা প্রশ্ন ছিল গোরা নদীর ছড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। এই কাজের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে ধরা হয়েছে ২২ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। প্রথম বৃষ্টিতেই বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। তাই আপাতত: দৃষ্টিতে যা বুঝেছি সেটা হলো যে একটা বাঁধ দিতে হ্লে ৪/৫/৮ হাত নীচে থেকে তুলতে হয় ঠিক মাটির লেভেল ইট বসিয়ে দিতে হয়, কিন্তু এটা সাধারণ বৃষ্টিতে ভেঙ্গে গেছে। যদি প্ল্যান নিয়ে টিউব-ওয়েল বসাতে যাই এই রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে যে উদ্দেশ্য সেটা হয়তো সাকসেসফুল হবে না। আমরা বসাতে চাচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে চিরাচরিত সমস্যা সেই সমস্যা দূরীভূত হবে না। অতএব আরও দেখছি S. R. E. P. N. R. E. P-র মারফতে কাজ দিচ্ছে বিভিন্ন কাজ, এইসব কাজে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। হিসাবপত্রে নানান, কারচুপি, নানান কিছু অস্বীকার করার উপায় নেই। এটার মধ্যে দুর্নীতি নেই তাও নয় এই জন্য আমি বলছি এই পানীয় জলের সমস্যার সমাধান যদি করতে হয়, তার জন্য একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনা দিতে হবে গ্রাম স্তরে কিংবা বিভাগীয় স্তরে কিংবা বিভাগীয় স্তরে এইভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে।

( রেড লাইট )

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। আমাদের বিলোনীয়ায় ওয়াটার সাপ্লাই করবে, নানা জায়গায় দেখলাম স্তম্ভের মতো করে পাইপ দিশেছে, প্রায় কয়েক বছর হয়ে গেল কিন্তু সাপ্লাই আসে নি। আগে কিছু সরু পাইপ দেখতাম কিন্তু এখন পাইপের মাথাগুলি পড়ে আছে। পাইপ যেগুলি দেওয়া হয়েছে অব্যবহৃত থাকলে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন যদি পড়ে থাকে তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এই পাইপগুলি কি হচ্ছে/না হচ্ছে বলে কিছু লাভ নেই। তবে সব কথার শেও কথা হচ্ছে এটার জন্য একটা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হোক এবং তৈরী করে ত্রিপুরা রাজ্যের চিরাচরিত সেটা সমাধানের একটা রিরিকল্পনা নেওয়া হোক।

মি; স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিক লাল রায়—মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় ৩দস্য বসিত আলী পানীয় জলের সরকট সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে উপস্থিত করেছেন সেটা সত্যিই বিশেস প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সরকারকে ওয়াকিবহাল করার জন্য দেশের সংকট সম্পর্কে এ টা আলোচনা, সেই দেশের যে পানীয় জলের সংকট কোথায় কিভাবে হচ্ছে, সেটা কি ধরনের সং .ট এটা সরকারকে ওয়াকিবহাল করার জন্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে উপস্থিত করেছেন।

মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান এই সমস্যার বিরোধীতা করেছেন? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন বিরোদীতা করেছেন? কারণ আমাদের দেশে তথা ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের যে সংকট সে দিক দিয়ে হয়তো বলতে পারেন পূর্বে হয়তো ছিল কিন্তু যে টুকু ছিল বিগত সাত বছর ধরেই পানীয় জলের বিরাট সংকট।

বিগত ৭ বৎসরে পানীয় জলের অভাবের কারন হল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে গ্রামেগঞ্জে টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে সেগুলি কোথাও মেইনটেনেস করা হয়নি, সেগুলি অযত্নে নষ্ট হয়ে আছে। সেটা সরকারকে ওয়াকিবহাল করার জন্যই মাননীয় সদস্য বসিত আলী এইটা এনেছেন। একটি মাত্র কারন জলের অভাব। ১টি টিউবওয়েল মেরামত করা হয়নি। যদি আপনারা বলেন আমরা লোক রেখেছি, আমরা লক্ষ্য করেছি সেই লোকগুলি ঠিকঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। আমি মাননীয় স্পীকার স্যার লক্ষ্য করেছি, আমি কতগুলি গ্রামের নাম বলছি যেগুলি আমি বিধানসভায় আসার আগে ঘুরে এসেছি, যেমন মনাই পাথর. নির্বাপুর, ভবানীপুর, পাহাড়পুর, সোনারপুর, বেজীমারা, দক্ষিণ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামগুলি আমি ঘুরেছি, উত্তর অঞ্চলের সোনামুড়া, বক্সনগর, রহিমপুর, মাণিক্যনগর সব জায়গায় ঘুরেছি। কমলনগর থেকে আরম্ভ করে মতিনগর সব জায়গায় ঘুরেছি। আমি গিয়ে লক্ষ্য করলাম ১টি গাঁওসভায় যদি পূর্বেকার ৪২ টি টিউবওয়েল থাকেও আজকে ৫টি টিউবওয়েলও ১টি গাঁওসভায় চালু নেই। কি করে পানীয় জল পাবে তার জন্য সরকারকে ওয়াকিবহাল করছি। মাননীয় সদস্যদের জানা থাকা উচিত। এখন আমরা দেখে আসলাম কয়েকটা গ্রামে যে টিউবওয়েলগুলি অকেজো হয়ে আছে পূবে হয়ত জল পেত, আমি একটা রিপোর্ট সরকারের কাছে পৌঁছাচ্ছি যে বেশ কয়েকটা গ্রামের লোক মেয়েরা জলের কলসী নিয়ে বাংলাদেশের বি, ডি, আরকে খোশামোদ করতে হয়। ১ থেকে দেড মাইল ভেতরে ঢুকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। এইটা সরকারের ওয়াবিবহাল থাকা প্রয়োজন। এইটা কোন অভিযোগ নয়। এই সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন আছে। এইজন্য এই আলোচনা। আমি হতবাক হয়ে যাই, মাননীয় সদসারা কেন এইটার বিরোধীতা করলেন। তারপর আমরা লক্ষ্য করছি এইখানে আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মশাইকে জ্ঞাত করছি যে, একটি উদাহরণ স্বরূপ আমাদের এই সরকার যেটুকু বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করেছে সেই বিলি বন্টনের মধ্যে একটা বিরাট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বেজীমারা একটি গাঁওসভা, একটি একটি করে না বললে মন্ত্রী মশাই বুঝবেন না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী রসিকলাল রায় :— স্যার, আমি সময় বেশী নেব না, বেজীমারা গাঁওসভায় এখনকার সরকার টিউবওয়েল ১টা দিন ৩টা দিন আর ৫টাই দিন দিয়েছিলেন, আর আগে যা ছিল তাও ছিল কিন্তু দেখা গেল ১টি পাড়াতে ৫টি টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে আর একটি পাড়াতে যেটা এস, সি, কলোনী বেজীমারাতে সেখানে জলের কোন সংস্থান নেই। তাই আমি

বলছি আপনাদের চোখ নেই? এক গ্লাস পানীয় জলও তারা জোগাড় করতে পারে না। পানীয় জলের এইভাবে সংকট দেখা দিচ্ছে। আর একটা জিনিস আমি শহরে দেখেছি হয়ত সেটা মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর নাও হতে পারে পাবলিক হেলথে। পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য সোনামুড়া শহরে পাইপ ডিস্ট্রিবিউশান লাইন তৈরী হচ্ছে, আমি সেটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করছি দপ্তরের কর্মচারীরা হাইড্রেন তৈরী করতে গিয়ে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আলোচনার বিষয়বস্তু হল গ্রামাঞ্চলের পানীয় জল।

শ্রী রসিকলাল রায় :— আপনারা যেটাকে শহর বলছেন আমিত এটাকে গ্রামের থেকে উন্নত বলতে পারছি না। হাইড্রেন তৈরী করতে গায়ে দেখা যায় মেজারমেন্ট অনুযায়ী সেখানে পয়েন্টটা পড়ছে এক কংগ্রেসের বাড়ীতে। তার পাশেই ছিল এক সি, পি, আই, (এম)-র বাড়ী, সেখানেও তার বাড়ীর সামনে একটা লাইন দিতে হবে। সেখানে ১০০-১২৫ পরিবার. ১টা টেপ দিয়ে হয়না। ওরা ওদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য এই ব্যবস্থা এই ধরণের বৈষম্য চলছে। এই বৈষম্য দূর করার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। এই যে পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল আছে এগুলির মাথাগুলি খুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে যে দপ্তর আছে বলছে এইযে স্থানীয় দপ্তর আছে বা অফিস আছে তাদের উপর দিলে হবে না, আপনারা নজর নেওয়ার জন্য বলছি। মেস্তরী আছে, মেকার আছে বলে আমরা চীৎকার করি হয়ে যাবে, কিন্তু মানুষ জল পাচ্ছে না। এইযে অভিযোগগুলির তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যাতে ব্যবস্থা নিতে পারেন সেই অনুরোধ আমি রাখছি কারণ জলের সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। এই প্রস্তাবটি যে এনেছেন তাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার:— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য :— মি: স্পীকার স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলী যে প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছি। এই আলোচনা পানীয় জল সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য এই আলোচনা এনে উনি এই আলোচনা থেকে সরে গেছেন, সেখানে তিনি ছিলেন না এবং উনার আলোচনাটা ঠিক পানীয় জল সম্পর্কে ছিলনা। আমি মনে করি এই পানীয় জল সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আজকে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি ৩৮ বৎসর অতিক্রম করতে চলেছি। আমরা যদি সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকাই, আমরা ভারতবর্ষের দিকে যদি তাকাই আমরা ভারতবর্ষের বাইরে নই, ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যেই উপস্থিত। ভারতবর্ষের তাহলে দেখি ভারতবর্ষে গ্রাম হচ্ছে ৫লক্ষ ৮ হাজার। সেখানে আমরা লক্ষ্য করি এই গ্রামে বাস করে ৬০ কোটি মানুষ? তার মধ্যে ২ লক্ষ ৩০ হাজার গ্রামে কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। কি দুর্ভাগ্য। যেখানে ৫ লক্ষ ৮ হাজার গ্রাম সেখানে ২ লক্ষ

৩৬ হাজার গ্রামে পানীয় জলের সংকট। সেখানে কোন ব্যবস্থা নাই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তার সীমিত ক্ষমতা তার মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি চেষ্টা চলছে এবং সেখানে রিং-পয়েল, টিবৰওয়েল, ডিপ-টিউবওয়েল বসিয়ে গ্রামে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করার জন্য সেদিকে বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে যে টিউবওয়েল-গুলি বসানো হয়েছ সেগুলি অনেক নষ্ট হয়ে গেছে সেইদিকে আমাদের নিশ্চয়ই দায়িত্ব আছে। আমরা যারা বি, ডি, সির সদস্য রয়েছি আমরা মিটিং করি।

পপুলেশান ভিত্তিক দেওয়া হয়েছে। বি, ডি, সিতে তো মাননীয় সদস্যরা যান। তাঁরা যদি ৭৭ সনের হিসাবটা দেখেন এবং ৮৫ সনের হিসাবটা দেখেন তা হলেই এর জবাবটা তাঁরা পেয়ে যাবেন। পানীয় জল সারা ভারত বর্ষের সম্পদ। এর মধ্যে দিয়ে সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি লোক রোগাক্রান্ত হচ্ছে। সেখানে শ্রমের দিক দিয়ে যদি আমরা দেখি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পানীয় জলের যে পরিকল্পনা সেটাকে ছোট করে দেখলে চলবেনা। আজকে গোটা ভাবতবর্ষ থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা নয়। যে শ্রমের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে আমার ভারতবর্ষে, সম্পদ সেই দিক দিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রম দিবস হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে ছোট করে দেখা যায় না। এটা আমার মনগড়া তথ্য নয়। এটা ইণ্ডিয়ান সেমিনার ফব পাবলিক হেলথ থেকে দেওয়া হয়েছে। সেই দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্য আমরা গব করতে পারি যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জল সম্পদকে সংকটের মোকাবিলা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যত-টুকু ক্ষমতা তার আছে সেই ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে কিভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল গ্রামে পৌছে দেয়া যায় তার চেষ্টা করছেন এবং এ নিয়ে বি, ডি, সিতে আলোচনাও হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সেই দায়িত্ব থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সরে যেতে পারেন না। সুতরাং গ্রামের মধ্যে আরও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের দিকে সরকার আরও নজর দেবেন এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্যদের বলছি যে আমার কাছে আরও ৩ জনের নাম আছে যারা বলতে চান। কিন্তু সময় নেই। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনু-রোধ করব তাঁর বক্তব্য রাখতে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে এসেছে সেই ব্যাপারে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছ থেকে চেয়েছিলাম যে তাঁরা

গঠনমূলকভাবে এই সমস্যাকে হাউসের সামনে উপস্থাপিত করবেন। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় যেভাবে এখানে বক্তব্য রেখেছেন, এটা একটা বিকৃত তথ্য এবং হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি বলেছেন। মাননীয়া সদস্যা গৌরী ভট্টাচার্যা উল্লেখ করেছেন যে উনি তো দুই বছর আড়াই বৎসর ধরে তার কর্তব্য পালনের জন্য এম এল এ হিসাবে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকেন। সেখানে বামফ্রন্ট সরকার বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন এই ধরণের ঘটনা উনি এখানে না বলে হাউসের সামনে বলেছেন যে, আমরা বৈষম্যমূলক আচরণ করছি। এই ঘটনাটা কতটুকু সত্যি এটা নিশ্চয়ই আমার অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। তিনি কিভাবে এখানে কথাটাকে উপস্থিত করছেন আমি জানি না। তবে আমার একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা হচ্ছে ১৯৮৩ সনে ফ্লাডের সময়ে সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন এটা দেখার জন্য গিয়েছিলেন। তিনি বি ডি সি মিটিংয়ে যে অ্যাটিচিউড নিয়ে গিয়েছেন সেই অবস্থাতেই মিটিংয়ে আলোচনা করা যায় না সুষ্ঠভাবে। যাই হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে পানীর জল সম্পর্কে আমাদের কয়েকটা বাধা আছে কাজ করতে। যেখানে ডীপ টিউব-ওয়েলের মাধ্যমে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা থাকে সেখানে শর্টেজ অব ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর অসুবিধা আছে। দুই নম্বর হচ্ছে যে সময়ে আমাদের পাইপগুলি পাওয়ার প্রয়োজন—গত এক বছর যাবত আমরা কোন পাইপ পাই না। বার বার কেন্দ্রের কাছে লেখা সত্বেও উপযুক্ত পাইপ পাচ্ছি না। এর মধ্যে অনেক কষ্ট করে গৌহাটির সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করে টেণ্ডার দিয়ে কোটেশান দিয়ে আমরা পাইপ কিছুদিনের মধ্যে এনেছি এবং কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় পাইপ বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

আমি এই ব্যাপারে খুব দুঃখিত, কারণ পাহাড় অঞ্চলে আমরা সঠিক ভাবে পানীয় জলের পাইপ দিতে পারে নাই। তার কতগুলি কারণ আছে। যখন আমাদের রিংওয়েল কর্মচারীরা যায় বা টিউবওয়েলের কর্মচারীরা যায়, দেখা যায় অনেক সময় তারা ফিরে আসে। কালাবাড়ীতে রিংওয়েল করতে গিয়ে আমাদের কয়েক জন শ্রমিক উগ্রপন্থীদের হাতে খুন হয়েছে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে নদী নালা ছড়া ইত্যাদি কম। কাজেই গভীর নলকূপের মাধ্যমে, রিংওয়েলের মাধ্যমে জল দিতে পারার কিছু অসুবিধা আছে। তবুও বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯, ১০৯টি নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করেছি। স্বাভাবিকভাবে যন্ত্রপাতি নষ্ট হতে পারে। কাজেই অচল টিওবওয়েল—এটা অচল হওয়ার কথা নয়, কারণ নূতনভাবে আমরা টিউবওয়েল চালু করি। যাই হোক অচল টিউবওয়েল চালু করার জন্য প্রতিটি বিভাগে ট্রাইসাম এর মাধ্যমে প্রতিটি গাঁওসভায় অন্তত দুই জন করে মেকানিক দিয়ে—অভারসীয়ার দিয়ে সবগুলি করা যায় না। সেজন্য গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জন্য ট্রাইসামের মাধ্যমে ট্রেনিং দিয়ে করলে যাতে ১০।১৫ টাকা পেতে পারে সেই ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

কাজেই উদ্যোগ যেভাবে আমরা নিয়েছি সেইভাবে এই পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়ন করার চেষ্টা আমরা করেছি :

আমাদের আরেকটা অসুবিধা হলো— যে রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট দপ্তরে কোন রীগ মেসিন নেই কারণ উচু পাহাড়ে, উচু টিলাতে যখন আমরা টিউবওয়েল বসাতে যাই তখন সেখানে অনেক পাথর দেখা যায়। পাথর কেটে জলের লেয়ার পেতে অনেক কষ্ট হয়। তারজন্য অনেক সময় পি ডবলিউ ডি এর নিকট থেকে এই কাজগুলি আমাদের হাতে নিয়ে সেটা করবার চেষ্টা করছি।

আরেকটা হচ্ছে আমাদের এই সরকার কোথায় জম্পুই মংপোয়া লাংসাঙ এইখানে কোন নদী নেই, কোন ছড়া নেই, নেই কোন জলাশয়। সেখানে ডিপ টিউবওয়েল বা মাড টিউব ওয়েল কিছুই হতে পারে না। সেখানে আমরা বৃষ্টির জলকে কালেকসান করে সেখানে ষ্টোর করে জল বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া সমতল অঞ্চলের মধ্যে শুধু রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট দপ্তরই নয়, পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের সাহায্যে বিভিন্ন গাঁওসভায় নলকূপের ব্যবস্থা করেছি। সেগুলির কয়েকটি নাম বলছি –

জিরানিয়াতে -- ৯টি, মোহনপুরে — ২টি, মেলাঘরে— ৩টি, তেলিয়ামুড়া — ৫টি, খয়েরপুরে— ৯টি, ছামনুতে— ৪টি, ছালেমাতে— ৬টি, পানিসাগরে— ৭টি, কুমারঘাটে— ৯টি, মাতাবাড়ীতে— ১৪টি, বগাফাতে - ৭টি, সাঁতচান্দে— ৩টি, ডুম্বুরনগরে - ১টি, রাজনগরে— ৮টি, কাঞ্চনপুরে— ৪১টি।

এইভাবে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করছি।

আজকে এই হাউসে একজন বিরোধী দলের প্রবীন নেতা বলেছেন যে, এইখানে কোন মাস্টার প্লেন করে পানীয় জলের কোন শুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয় নি। মাস্টার প্লেন এর অর্থ আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য কি বুঝেছেন জানিনা— তবে মাস্টার প্লেন টিউবওয়েলের মাধ্যমে মেকসিমাম গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করা। এটার নাম হচ্ছে মাস্টার প্লেন। এর কোন অভাই নেই। এই ধরণের মাস্টার প্লেন আমরা রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট দপ্তরের সাহায্যে কুমারঘাটে, ফুলকাশিতে ২টা, পানিসাগরে ২টি, চারুবাসা— এবং রোয়াতে ২টি এবং বামনছড়াতে ১টি টিউবওয়েল করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্যারা এই পানীয় জল সম্পর্কে যতটা উদ্বিগ্ন আমরা তারচেয়ে বেশী সতর্ক যাতে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে পানীয় জল সরবরাহ করতে পারি। আর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে যেসব রোগের কথা বলেছেন যে, কুষ্ঠরোগ বা এই ধরণের মারাত্মক ব্যাধি নাকি এই পানীয়

জলের অভাবে হচ্ছে। আমি ডাক্তারও না সুতরাং আমি বলতে পারবনা এই কুষ্ঠ রোগ পানীয় জলের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্কযুক্ত তবে এটা বলতে পারি যে, আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই পানীয় জলের উৎসগুলিকে চালু রাখা যায়। এই উৎসগুলিকে রক্ষা করতে হলে আমাদের আরো অনেক কাজের দরকার। কাজেই এই যে পানীয় জল সম্পর্কিত প্রস্তাব এনে মাননীয় সদস্য শ্রীবাসিত আলী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন উনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এবং উনাকে এই কথা বলতে চাই যে, আমরা এই পানীয় জল সরবরাহ করবার জন্য সব সময় সতর্ক রয়েছি এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ; আলোচনা এইখানেই শেষ হলো। এই সভা আগামী ৩-১১০-৮৫ইং বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইলো।

## ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 4

Name of M. L, A, Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় কোন কোন হাইস্কুলের উপজাতি ও তপশীলি জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্রবাস আছে,

২। উক্ত ছাত্রাবাসগুলিতে বর্ত্তমানে কতজন ছাত্র-ছাত্রী ও পাচক আছে; (বিদ্যালয় ভিত্তিক ছাত্রবাসগুলির ছাত্র-ছাত্রী ও পাচকের হিসাব)

৩। এই সব ছাত্রাবাসে তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকার কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন?

## ANSWER

MINISTER IN-CHARGE : SHRI D. DEB.

১। ২০ টি; স্কুলের নাম সঙ্গীয় "ক" তালিকায় দেওয়া হইল।

২। ৬৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৩৮ জন পাচক আছে। স্কুল ভিত্তিক ছাত্রাবাসগুলির ছাত্র-ছাত্রী ও পাচকের হিসাব সঙ্গীয় "ক" তালিকায় দেওয়া হইল।

৩। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রাবাসের আবাসিক বৃন্দ দৈনিক ৫০০ (পাঁচ টাকা হারে বৎসরে সর্বমোট ৩০২ দিনের ষ্টাইপেণ্ড পাইয়া থাকে।

যে সমস্ত হাইস্কুলের সংলগ্ন ছাত্রাবাস আছে সেই সমস্ত হাইস্কুলের নাম এবং ছাত্রাবাস গুলির ছাত্র ছাত্রী ও পাচকের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

| ক্রমিক নং | হাইস্কুলের নাম | তপশীলি উপজাতি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | তপশীশি জাতি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | মোট | পাচকের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | ত্রিপুরা মোকশিক্ষালয় | ৭৫ | — | ৭৫ | ২ |
| ২। | কাতলামারা | ১৮ | — | ১৮ | ১ |
| ৩। | সেন্টা চাজস | ১২১ (বালক-৮৯)— (বালিক-৬২)— | | ১২১ | ৪ |
| ৪। | বড় কাঠালিয়া | ৩০ | — | ৩০ | ২ |
| ৫। | জম্পুই জলা | ৮ | — | ৮ | ২ |
| ৬। | বেহালা বাড়ী | ৩৯ | — | ৩৯ | ২ |
| ৭। | চন্দ্রপুর কলোনী | ১৫ | | ২৩ | ২ |
| ৮। | শিলাছড়ি | ২২ | = | ২২ | ২ |
| ৯। | কলসী | ১৫ | — | ১৫ | ২ |
| ১০। | ছামনু | ১৬ | — | ১৬ | ২ |
| ১১। | ময়নামা | ১৩ | — | ২৩ | ২ |
| ১২। | জম্পুই | ৫৬ ( বালক ৩৫)— (বালিক ২১ )— | | ৫৩ | — |
| ১৩। | লেদরাই দেওয়াম | ১৯ | ১ | ২০ | ১ |
| ১৪। | দামছড়া | ১২ | — | ১২ | ২ |
| ১৫। | দুর্গারাম রিয়াং পাড়া | ১৫ | — | ১৫ | ১ |
| ১৬। | দারচই খৃষ্টান | ৬৪ (বালক-৪৬) (বালিকা-১৮) | — | ৬৪ | ২ |
| ২৭। | করবুক | ৭৬ | — | ৭৬ | ৪ |
| ১৮। | হরিণা | ৪০ | — | ৪০ | ১ |
| ১৯। | মুহুরী পুর | ৯ | ৬ | ১৫ | ২ |
| ২০। | মড়াছড়া | ৮ | ৭ | ১৫ | ২ |
| | | ৬৭১ | ২২ | ৬৯৩ | ৩৮ |

Admitted Starred Question No. 22.

Name of **M. L. A.** :— Sri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State :—

১। ক) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কতকগুলি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আছে ?

খ) এরমধ্যে কতকগুলি চালু এবং কতকগুলি বন্ধ আছে, ( গাঁওসভাভিত্তিক হিসাব)

## ANSWER

Minister-in.charge :— Dy. Chief Minister. Sri Dasarath Deb.

১। ক) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৫৪০ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

১। খ) এরমধ্যে ১৩০১টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু এবং ২৩৯টি শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ আছে। (গাঁও-সভা ভিত্তিক চালু ও বন্ধ সেন্টারের হিসাব Annexwre'Aতে দেওয়া হলো )

## ANNEXURE—"A"

STATEMENT SHOWING NUMBER OF GAON SABHA-WISE ADULT LITERACY CENTRES UNDER THE WEST TRIPURA DISTRICT, AGARTALA.

| SL. No. | Name of Gaon Sabha, | No. of centres functioning | No. of centres non-functioning. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. | 3. | 4. |
| | **Teliamura Block (Kalyanpur).** | | |
| 1. | Tuichingraibari. | 2 | 1 |
| 2, | Sadrubari | 1 | 1 |
| 3. | Pachim Teliamura | 3 | 2 |
| 4. | Dakshin Pulinpur. | 2 | 1 |
| 5. | Mohanchara | 4 | 1 |
| 6, | Kamalnagar. | 2 | 2 |
| 7. | East Kalyanpur. | 3 | 1 |
| 8. | South Krishnapur. | 1 | 4 |
| 9, | Laxmipur. | 6 | 1 |
| 10. | West Teliamura. (R. F.) | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | East Teliamura (R. F.) | 1 | 3 |
| 12. | Dakshin Gokulnagar. | 2 | 3 |
| 13. | South Gokulnagar. | 2 | 2 |
| 14. | East Teliamura | 4 | 2 |
| 15. | Atharamura (R. F.) | 2 | 4 |
| 16. | East Laxmipur | — | 3 |
| 17. | South Pulinpur | — | 5 |
| 18. | South Gilatali. | 2 | 2 |
| 19. | Kalyanpur | 2 | 2 |
| 20. | West Kalyanpur. | 2 | 2 |
| 21. | East Kalyanpur. | — | 1 |
| 22. | Dwarikapur. | 3 | 1 |
| 23. | Santinagar. | 1 | 3 |
| 24. | Nunacherra. | 1 | 2 |
| 25. | Durgapur. | 1 | 3 |
| 26. | Maharanipur. | 1 | 2 |
| 27. | Tuisingbari. | — | 1 |
| 28. | Badlabari. | 2 | 2 |
| 29. | Ram Dayal Bari. | 2 | 1 |
| 30. | Gayamani. | 3 | 3 |
| 31. | Dakshin Ramchandraghat. | 5 | 2 |
| 32. | South Maharanipur. | 2 | 1 |
| 33. | Sri Ram Ghara. | 1 | 2 |
| 34. | Hawaibari. | 3 | — |
| 35. | South Krishnapur. | 5 | — |
| 36. | Kakrachera. | 3 | — |
| 37. | Brahmachhera. | 1 | — |
| 38. | Laxminarayanpur | 3 | — |
| 39. | East Kunjaban. | 9 | — |
| 40. | East Kunjaban. | 4 | — |
| 41. | Paglabari | 4 | — |
| 42. | Juigingrambari | 3 | — |
| 43. | Oilatali | 3 | — |

| Sl. No. | Name of Gaon Sabha. | No. of Centres functioning. | No. of Centres non-functioning. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | **Bishalgarh Block.** | | |
| 1. | Surjyamaninagar. | 1 | 3 |
| 2. | Bikramnagar. | 1 | 1 |
| 3. | Gopinagar. | 2 | 2 |
| 4. | Mohanpur. | 1 | 1 |
| 5. | Pekurjala. | — | 2 |
| 6. | Dayarampara. | — | 2 |
| 7. | Golaghati | 1 | 1 |
| 8. | Chandranagar. | 1 | 1 |
| 9. | Kanchanmala. | — | 3 |
| 10. | Champamura. | — | 1 |
| 11. | Gokulnagar. | 1 | 1 |
| 12. | Khash Madhupur. | 1 | 3 |
| 13. | Madhupur. | 3 | 1 |
| 14. | Kamalnagar. | — | 1 |
| 15. | Old Rajnagar. | 1 | 1 |
| 16. | Bishalgarh | 1 | 3 |
| 17. | Konaban | 1 | 1 |
| 18. | Jogal Kishore Nagar, | 1 | 1 |
| 19. | Uttar Charilam. | — | 2 |
| 20. | Brajapur | 1 | 1 |
| 21. | Pramode Nagar. | — | 1 |
| 22. | Amarendra nagar. | — | 1 |
| 23. | Bastali. | — | 3 |
| 24. | Sutarmura. | 2 | 1 |
| 25. | Amtali. | 1 | 1 |
| 26. | Pravapur. | 1 | 1 |
| 27. | Padmanagar, | — | 1 |
| 28. | Gajaria. | 1 | — |
| 29. | 3-4 No, Ward (Gakulnagar Gaon Sabha), | 1 | — |

| 1 | | 4 | 3 |
|---|---|---|---|
| 30. | Gopinagar Gaon Sabha. | 1 | — |
| 31. | Chandranagar. | 2 | — |
| 32. | Mohanpur. | 2 | — |
| 33. | Laxmibil, | 2 | — |
| 34. | Ishanchandranagar, | 2 | — |
| 35, | Nehalchandranagar. | 2 | — |
| 36. | Routhkhola. | 3 | — |
| 37. | Pusarpur. | 3 | — |
| 38. | Mohanpur. | 1 | — |
| 39. | Kamalasagar. | 2 | — |
| 40. | Krishnakishorenagar. | 2 | — |
| 41. | Ghaniamara, | 1 | — |
| 42. | Cheli Khola. | 1 | — |
| 43, | Madhuban. | 1 | — |
| 44. | Ratanpur, | 2 | — |
| 45. | Takarjala. | 3 | — |
| 46. | Madhya Ghania Mara. | 1 | — |
| 47. | Keddraichera | 2 | — |
| 48, | Jampaijala. | 3 | — |
| 49. | Sungkamabari | 3 | — |
| 50. | Latiacherra. | 1 | — |
| 51. | Bangshibari. | 1 | — |
| 52. | Guliraibari. | 2 | — |
| 53. | Rangamati. | 1 | — |
| 54. | Barjala. | 1 | — |
| 55. | South Charilam. | 1 | — |
| 56. | Lal Singhmura. | 1 | — |
| 57. | Amtali, | 2 | — |
| 58. | Ujjan Pathalighat. | 1 | — |
| 59. | Ramcharra. | 1 | — |

| Sl. No. | Name of Gaon Sabha. | No. of centres functioning. | No. of centres non functioning. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3, | 4. |
| | Bishalgarh Block. | | |
| 1. | Aralia. | 1 | — |
| 2. | Jogendranagar. | 3 | — |
| 3. | Srinagar. | 2 | — |
| 4. | Rajlaxminagar. | 2 | |
| 5. | Arundhutinagar. | 3 | — |
| 6. | Charipara. | 1 | — |
| 7. | Badharghat. | 2 | — |
| 8. | Pratapgarh, | 2 | — |
| 9. | Gajaria. | 1 | — |
| 10. | Annandanagar. | 1 | — |

| Sl. No. | Name of Gaon Sabha. | No. of Centres functioning. | No. of centres non-functioning. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Tulakuna. | 1 | 1 |
| 2. | Radhakishorenagar. | 2 | 1 |
| 3. | Laxmipur | 2 | 2 |
| 4. | Purba Barjala, | 2 | 1 |
| 5. | Belbari. | 2 | 1 |
| 6, | Meklipara | 2 | 1 |
| 7. | Patni. | 1 | — |
| 8. | Ranibazar. | 3 | — |
| 9. | Bidyanagar | | |
| 10, | Durganagar. | 2 | — |
| 11. | Majlishpur | 3 | — |
| 12. | Khayerpur. | 2 | — |
| 13. | East Noagaw. | 2 | — |
| 14. | Radhamohanpur. | 2 | — |
| 15. | Borakha. | 1 | — |
| 16. | Ramchandranagar. | 1 | — |

| 1 | 2 | | 4 |
|---|---|---|---|
| 17. | Dinabandhunagar. | 2 | — |
| 18. | Wakhinagar. | 2 | — |
| 19. | East Barjala. | 3 | — |
| 20. | Bankim Nagar. | 5 | — |
| 21. | South Joynagar. | 1 | — |
| 22. | Madhabbari. | 1 | — |
| 23. | East Debendranagar. | 3 | — |
| 24. | Joynagar. | 4 | — |
| 25. | Santinagar. | 1 | — |
| 26. | Champaknagar. | 2 | — |
| 27. | Janmejoynagar. | 2 | — |
| 28. | Jirania Khala. | 2 | — |
| 29. | Radhapur. | 2 | — |
| 30. | Ashighar. | 6 | — |
| 31. | Harbhanga. | 1 | — |
| 32. | RabiasardarPara. | — | — |
| 33. | Kengrai. | 3 | — |
| 34. | Din Kobra. | 2 | — |
| 35. | Kathiram. | 2 | — |

Statement Showing Gaon Sabha-wise Adlt literacy Centres under the West Tripura District, Agartala,

| Sl. No. | Name of Gaon Sabha. | No. of Centres functioning. | No. of Centres non-functioning. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Melaghar Block ( Sonamura and Baxanagar Sector ). | | |
| 1. | Jagat Rampur R. F. L. C. | — | 1 |
| 2. | N. A. C. Sonamura. | 4 | — |
| 3. | Rabindranagar. | 3 | — |
| 4. | Rangamatia. | 3 | — |
| 5. | Nirvoypur. | 5 | — |
| 6. | Paharpur | 5 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | Rahimpur. | 1 | — |
| 8. | Putia. | 2 | — |
| 9. | KalamCherra. | 3 | — |
| 10. | Bijoynagar. | 2 | — |
| 11. | Kalshimura | 2 | — |
| 12. | Annandanagar. | 2 | — |
| 13. | Maheshpur, | 2 | — |
| 14. | Nidaya, | 3 | — |
| 15. | Manaipathar, | 1 | — |
| 16. | Bhabanipur, | 2 | — |
| 17. | Dhanpur, | 3 | — |
| 18. | Sonamura. | 3 | — |
| 19. | N. C. Nagar, | 1 | — |
| 20. | Bejimara, | 1 | — |
| 21. | Kulubari. | 1 | — |
| 22. | Matinagar. | 1 | — |
| 23. | Baxanagar. | 1 | — |
| 24. | Veluarchar. | 1 | — |
| 25. | Khedabari. | 1 | — |
| 26. | Rahimpur. | 1 | — |
| 27. | K.K. Nagar. | 1 | — |
| 28. | Kathalia. | 1 | — |

Statement showing Gaon-Sabha adalt literacy centres under the West Tripura District, Agartala.

| Sl. No. | Name of Gaon Sabha. | No. of Centres functioning. | No. of Centres non-functioning. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3, | 4, |
| | Khowai Block ( Khowai, Hataktia, Bachaibari Sector ), | | |
| 1. | Hatakata. | — | 2 |
| 2. | Banbazar, | 2 | — |
| 3, | Asharambari. | 2 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | West Kabangchara. | 1 | — |
| 5. | East Laxmicherra. | 3 | — |
| 6. | West Laxmicherra | 3 | — |
| 7. | East Bachaibari. | 1 | — |
| 8. | West Bachaibari. | 2 | — |
| 9. | East Ningichera | 1 | — |
| 10. | West Champacherra. | 2 | — |
| 11. | East Champacherra. | 1 | — |
| 12. | Shikaribari. | 2 | — |
| 13. | East Ganaki | 4 | — |
| 14. | West Ganaki. | 1 | — |
| 15. | West Tebri. | 3 | — |
| 16, | East Ramchandraghat. | 4 | — |
| 17. | East Rajnagar, | 2 | — |
| 18. | West Rajnagar. | 3 | — |
| 19. | Taksia, | 6 | — |
| 20, | Jambura, | 2 | — |
| 21, | East Chebri, | 2 | — |
| 22, | West Singicherra, | 2 | — |
| 23, | Soutn RamChandraghat, | 2 | — |
| 24, | South Padmabil, | 4 | — |
| 25, | Bagabil, | 2 | — |
| 36, | Belchera. | 3 | — |
| 27, | Ratanpur, | 3 | — |
| 28, | Dakshin Padmabil, | 1 | — |
| 29, | Samatal padmabil, | 3 | — |
| 30, | Gour Nagar, | 3 | — |
| 31, | Dhanabil, | 2 | — |

Statement showing Gaon-Sabha adult literacy Centres under West Tripura Distritct, Agartala.

| Sl. No. 1. | Name af Gaon Sabha. 2. | No. of Centres functioning. 3. | No. of Centres non-functioning. 5. |
|---|---|---|---|
| | Melaghar Block. (Melaghar Sector ). | | |
| 1. | Chindrighar. | 4 | — |
| 2. | Bardowali. | 3 | — |
| 3. | Ghrantali | 2 | — |
| 4. | Kamrangatali. | 2 | — |
| 5. | East Nalchar. | 3 | — |
| 6. | Melaghar. | 3 | — |
| 7. | Mohanbhog. | 2 | — |
| 8. | Chandul. | 3 | — |
| 9. | Tuibandal. | 3 | — |
| 10. | West Nalchar. | 2 | — |
| 11. | Chowmohani. | 2 | — |
| 12. | Bagabasa. | 2 | — |
| 13. | Jomerdepha. | 2 | — |
| 14. | Laxman Depha. | 2 | — |
| 15. | Taichiling. | 3 | — |
| 16. | Khash Chowmohani. | 2 | — |
| 17. | Taksapara. | 2 | — |
| 18. | Shibnagar. | 3 | — |
| 19. | Durlavnarayan. | 2 | — |
| 20. | Urmai. | 3 | — |
| 21. | Tel Kajla. | 2 | — |
| 22. | Kamtali. | 2 | — |
| 23. | Rudhijala, | 3 | — |

Statement showing Gaon-Sabha adult literacy centres under West Tripura District, Agartala.

| Sl. No. | Name of Gaon Sabha. | No. of centres functioning. | No. of centres non-functioning. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Taranagar. | 5 | — |
| 2. | Bamutia. | 4 | — |
| 3. | Fatikcherra. | 2 | — |
| 4. | Bodhjungnagar. | 1 | — |
| 5. | Mohanpur. | 1 | — |
| 6. | Bijoynagar. | 1 | — |
| 7. | Kalkalia. | 1 | — |
| 8, | Laxmi Lunga; | 1 | — |
| 9, | Debendranagar. | 1 | — |
| 10. | Noagaw, | 1 | — |
| 11. | Surendranagar. | 2 | — |
| 12. | Barkathal. | 1 | — |
| 13. | Tamakari, | 1 | — |
| 14. | Chandrapur. | 3 | — |
| 15. | Domrakaidas. | 2 | — |
| 16. | Tuichamangkarai. | 1 | — |
| 17. | Ichanpur. | 3 | — |
| 18. | Meklibandh. | 2 | — |
| 19. | West Simna. | 4 | — |
| 20, | Sarath Chowdhurypara. | 3 | — |
| 21. | Balurbandh. | 2 | 9 |
| 22. | Mantala. | 1 | — |
| 23. | Kamukchera. | 2 | — |
| 24. | Sunkhala. | 1 | — |
| 25. | Kalachera. | 2 | — |
| 26. | Gandhigram. | 2 | — |
| 27. | Narshingarh. | 2 | — |
| 28. | Singarbil. | 5 | — |
| 29. | Lankamura. | 5 | — |
| 30. | Barjala. | 4 | — |

Statement showing numbers of Gaon-Sabha-wise Social Education Centres under the North Tripura District:

| Sl. No. | Name of Gaon-Sabha | Number of centres functioning. | Number of Non-functioning centres. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Kamalpur Blocks | |
| 1. | Malaya | 1 | — |
| 2. | Bilascherra. | 1 | — |
| 3. | Nowagaon. | 3 | — |
| 4 | Mayachari. | 2 | — |
| 5. | Halhali. | 6 | — |
| 6. | Maracherra. | 1 | — |
| 7. | Chotosurma. | 6 | — |
| 8. | Kuchainala. | 3 | — |
| 9. | Srirampur. | 2 | — |
| 10. | Bamarcherra. | 6 | — |
| 11. | Kalachari | 3 | 1 |
| 12. | Manikbhander. | 4 | — |
| 13. | Lambucherra. | 1 | — |
| 14. | Duraicherra. | 1 | — |
| 15. | Aparaskar | 2 | — |
| 16. | Panbua | 2 | — |
| 17. | Debicherra. | 2 | — |
| 18. | Chancup | 1 | 1 |
| 19. | Jamthum. | 2 | — |
| 20. | Mechuria | 3 | — |
| 21. | Kamalpur Notified Area | 3 | 1 |
| 22. | Salema. | 4 | — |
| 23. | Kachucherra | 6 | — |
| 24. | East Dalucherra. | 3 | — |
| 25. | West Dalucherra. | 1 | — |
| 26. | Mendhi. | 1 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27. | Avanga. | 4 | — |
| 28. | Dabbari. | 1 | — |
| 29. | Katalutma. | 1 | — |
| 30. | Baralutma. | 1 | — |
| 31. | East Nalicherra. | 5 | — |
| 32. | Balaram. | 2 | 1 |
| 33. | Kulai. | 2 | — |
| 34. | Kanchanpur | 2 | — |
| 35. | Lalchari. | 3 | — |
| 36. | Ambassa. | 1 | — |
| 37. | Jagannathpur, | 1 | — |
| 38. | Kamalcherra, | 2 | 1 |
| 39. | Sikaribari. | 1 | — |
| | | Chaumanu Block : | |
| 40. | Kathalcherra, | 2 | — |
| 41. | Kanchancherra. | 1 | — |
| 42. | Nalkanta. | 1 | — |
| 43. | Karamcherra. | 1 | — |
| 44. | West Masli. | 1 | — |
| 45. | East Masli, | 1 | — |
| 46. | North Dhumacherra | 1 | — |
| 47. | South Dhumacherra. | 2 | — |
| 48. | Jamircherra, | 1 | — |
| 49. | Mainama. | 3 | — |
| 50 | Chailengta. | 1 | — |
| 51. | Ganama. | 1 | — |
| 52. | Lalcherra. | 2 | — |
| 53. | Gobindabari. | 1 | — |
| 54. | Chaumanu. | 1 | 3 |
| 55. | Manikpur. | 1 | — |
| 56. | Natimanu. | — | 1 |
| | Total : | 21 | 4 |

Kailashahar Block :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57. | Deoracherra. | 6 | — |
| 58. | North Unakuti. | 1 | — |
| 59. | Latiapura. | 1 | — |
| 60. | Jalai. | 2 | — |
| 61. | Ichabpur. | 2 | — |
| 62, | Laxmipur, | 1 | — |
| 63. | Tilabazar | 2 | — |
| 64. | Gournagar | 2 | — |
| 65. | Kaulikura. | 2 | — |
| 66. | South Unakuti. | 1 | — |
| 67. | Coldharpur. | 2 | — |
| 68. | Chagabannagar. | 2 | — |
| 69. | Irani. | 1 | — |
| 70. | Kailashahar Notified Area, | 5 | — |

Kailashahar Block Contd :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71. | Bilaspur. | 3 | — |
| 72. | Jarailtali. | 2 | — |
| 73. | Chantail. | 3 | — |
| 74, | Singirbil. | 1 | — |
| 75. | Fultali. | 2 | — |
| 76, | Srirampur, | 2 | — |
| 77. | Rangrung. | 2 | — |
| 78. | Samrurpar. | 1 | — |
| 79. | Murticherra. | 1 | — |
| 80. | Jamtailbari. | 1 | — |
| 81. | Jagannathpur. | 1 | — |
| 82. | Dhanbilash. | 1 | — |
| 83. | Fatikrory. | 2 | — |
| 84. | Krishnanagar. | 2 | — |
| 85. | Radhanagar. | 1 | — |
| 86. | Ganganagar. | 1 | — |

| 1. | 2 | 3. | 4. |
|---|---|---|---|
| 87. | Fatikcherra' | 1 | – |
| 88. | Gakulnagar. | 2 | — |
| 89. | East Ratacherra, | 3 | — |
| 90. | West Ratacherra, | 3 | – |
| 91. | West Kanchanbari. | 1 | — |
| 92. | Masauli. | 1 | — |
| 93. | Laljuri. | 1 | — |
| 94. | Demdum. | 1 | — |
| 95. | Saidacherra, | 1 | — |
| 96. | Rajkandi. | 1 | – |
| 97. | Kumarghat. | 2 | — |
| 98. | Pabiacherra. | 4 | — |
| 99. | Darchai. | 1 | — |
| 100. | Deovelly. | 2 | — |
| 101. | East Kanchanbari. | 2 | — |
| 102. | Puiba Betcherra. | 1 | — |
| 103. | Betcherra. | 2 | — |
| 104. | Dudpur. | 2 | — |
| 105. | Sonaimuri. | 1 | — |
| 106. | Dakshin Unakuti. | 1 | — |
| | Total : | 89 | — |

Panisagar Block

| 1. | 2 | 3. | 4. |
|---|---|---|---|
| 107. | Dharmanagar Notified Area. | 8 | — |
| 108. | Ichailalchera. | 1 | — |
| 109. | Gobindapua. | 1 | — |
| 110. | Harua. | 1 | — |
| 111. | Kameswar. | 1 | — |
| 112. | Tangibari. | 1 | – |
| 113. | Balidhum. | 2 | 1 |
| 114. | Huplong. | 3 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 115. | Dewanpassa. | 2 | — |
| 116. | Baruakandi. | 2 | 2 |
| 117. | Chandrapur. | 4 | — |
| 118. | Raghna. | 1 | — |
| 119. | Bhagyapura. | 1 | — |
| 120. | Pratyekroy. | 1 | — |
| 121. | Sanicherra. | 1 | 1 |
| 122. | Ganganagar. | 2 | — |
| 123. | Panisagar. | 5 | — |
| 124. | Pekucherra. | 1 | — |
| 125. | Rowa. | 1 | — |
| 126. | Jalabassa. | 2 | — |
| 127. | South Padmabil. | 1 | — |
| 128. | North Padmabil. | 1 | — |
| 129. | Tilthai. | 3 | — |
| 130. | Rajnagar. | 2 | — |
| 131, | Dhupirband. | 1 | — |
| 132. | Bilthai. | 1 | — |
| 133. | Uptakhali. | 1 | 1 |
| 134. | Ramnagar. | 1 | — |
| 135. | Deocherra. | 1 | — |
| 136. | Churaibari. | 2 | — |
| 137. | Ichailalcherra. | 1 | — |
| 138. | Balicherra. | 1 | — |
| 139. | Kuriti. | 3 | 1 |
| 140. | Kadamtala. | 2 | — |
| 141, | Saraspur. | 4 | — |
| 142. | Ranibari. | 4 | — |
| 143. | Satsangam. | 1 | — |
| 144. | Brajendranagar. | 1 | — |
| | Total: | 27 | 7 |

Kanchanpur Block

| | | | |
|---|---|---|---|
| 145. | North Machmara. | 1 | — |
| 146. | South Machmara. | 1 | — |
| 147. | North Dhanichera. | 2 | — |
| 148. | Pecharthal. | 1 | — |
| 149. | Nalkata. | 1 | — |
| 150. | Karaichhera, | 1 | — |
| 151. | Nabincherra. | 1 | — |
| 152. | Damcherra. | 2 | — |
| 153. | Rahumcherra. | 1 | — |
| 154, | Hmunpui | 4 | — |
| 155 | Vanghmun. | 2 | — |
| 156. | Tlangsang. | 2 | — |
| 157. | Shbual. | 3 | — |
| 158. | Khedacherra. | 2 | — |
| 158. | Uttar Dasda. | 2 | — |
| 159. | Dakshin Dasda. | 1 | — |
| 160. | Tuisama. | 2 | — |
| 161. | Gachirambari. | 3 | — |
| 162, | Annada Bazar. | 2 | — |
| 163. | Kalapani | 3 | 2 |
| 164. | Vancarima. | — | 1 |
| 165. | Dasamanipara. | — | 1 |
| 166. | Uttar Laljuri. | 1 | — |
| 167. | Kanchanpur. | 4 | 2 |
| 168. | Dakshin Laljuri. | 1 | — |
| 169. | Satnala. | 2 | 1 |
| 170. | Purba Satnala. | 1 | — |
| 171. | Kanchancherra. | 1 | — |
| 172. | Uricherra | — | 1 |
| | Total | 47 | 8 |
| | GRAND TOTAL | 325 | 24+3400+43+24 |

## BAGAFA BLOCK

| Name of | Name of Gaon Sabha. | No. of Functioning Centres | No. of non-functioning. centre. |
|---|---|---|---|
| Bagafa Block. | 1. Santir Bazar Gaon Sabha. | 4 | 3 |
| | 2. Lawgang Gaon Sabha. | 11 | 1 |
| | 3. East Bagafa ,, ,, | 2 | 2 |
| | 4. Eaxmi Chara ,, ,, | 2 | 1 |
| | 5. East Charakbari ,, | 1 | 1 |
| | 6. Ratanpur Gaon Sabha | 6 | — |
| | 7. West Charakbai Gaon Sabha | 4 | 1 |
| | 8. Muhuripui R. F. ,, ,, | 2 | — |
| | 9. Kalashs Gaon Sabha. | 2 | 1 |
| | 10. Muhuripur Gaon ,, | 6 | — |
| | 11. West Pilak Gaon ,, | 4 | — |
| | 12. Maniram Para Gaon ,, | 3 | — |
| | 13. Uttar Jolaibari ,, ,, | 6 | — |
| | 14. Birendranagar ,, ,, | 3 | — |
| | 15. East Pilak Gaon Sabha | 5 | — |
| | 16. Jolaibari Gaon Sabha | 1 | — |
| | 17. Uttar Hichachara | 2 | — |
| | 18. South Hichachara. | 3 | — |
| | 19. Madhya Pilak ,, ,, | 5 | 2 |
| | 20. Birchandra Manu ,, | 3 | — |
| | 21. Patichari Gaon ,, ,, | 4 | — |
| | 22. Takmachara ,, ,, | 3 | — |
| | 23. Kathaliachara ,, ,, | 1 | 1 |
| | 24. Kanchannagar ,, ,, | 2 | — |
| | 25. Debipur ,, ,, | — | — |
| | 26. Gardang ,, ,, | 1 | 1 |

MATARBARI C. D. BLOCK.

| Name of the Block. | Name of the Gaon Sabha. | No. of Functioning centre | No. of Non-functioning centre. |
|---|---|---|---|
| Matarbari C.D. Block. | 1. Rajarbak Gaon Saba | 2 | — |
| | 2. Gakulpur ,, ,, | 2 | — |
| | 3. Dhaganagar ,, ,, | 2 | — |
| | 4. Khupilong East ,, | 2 | — |
| | 5. Khupilong West ,, | 1 | 1 |
| | 6. Chalgarh Gaon Sabha | 2 | — |
| | 7. Garganmura ,, ,, | 2 | — |
| | 8. Bagma ,, ,, | 1 | 1 |
| | 9. Bagabasa ,, ,, | 1 | 1 |
| | 10. Barabhaya ,, ,, | 1 | 1 |
| | 11, Amtali ,, ,, | 2 | — |
| | 12. Khilpara ,, ,, | 2 | — |
| | 13, Jamjuri ,, ,, | 2 | — |
| | 14. Kishoregang ,, ,, | 1 | 1 |
| | 15, Palatana ,, ,, | 2 | 1 |
| | 16. Dudpuskurini ,, | 2 | — |
| | 17. Ichachara ,, ,, | 2 | — |
| | 18, Kakraban ,, ,, | 2 | 1 |
| | 19. Kushamara ,, ,, | 2 | — |
| | 20. Shilghati ,, ,, | 1 | — |
| | 21. Rani ,, ,, | — | 1 |
| | 22. Rajnagar ,, ,, | 4 | — |
| | 23. Matarbari ,, ,, | 1 | 1 |
| | 24. Fulkumari ,, ,, | 2 | — |
| | 25. Uttar Maharain ,, | 2 | — |
| | 26. Brahmachara ,, ,, | 1 | 1 |
| | 27. Chandrapur Village | 3 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 28. | Chandrapur Gaon ,, | 1 | — |
| 29. | Murapara Gaon Sabha | 2 | — |
| 30. | Laxmipati Gaon Sabha | 2 | — |
| 31. | Killa Gaon Sabha | 2 | 1 |
| 32. | Uttar Brumura. | 2 | — |
| 33. | Chaigharia Gaon Sabha. | 2 | — |
| 34. | Pitra Gaon Sabha. | 2 | — |
| 35. | South Brajendranagar | 2 | — |
| 36. | Raiabari Gaon Sabha | 2 | — |
| 37. | Atharabhola Gaon Sabha | 2 | — |
| 38. | Kachigang Gaon Sabha | 1 | 1 |
| 39. | South Barmura ,, ,, | 1 | 1 |
| 40. | North Brajendranagar | 1 | 1 |
| 41. | Baishabari Gaon Sabha | 2 | — |
| 42. | Gangachara Gaon Sabha. | 1 | 1 |
| 43. | Kalaban Gaon Sabha. | — | — |
| 44. | Tulamura Gaon Sabha. | — | — |
| 45. | Duptali Gaon Sabha, | 1 | — |
| 46. | Shamukchara Gaon Sabha. | 1 | — |
| 47. | Purba Mirza ,, ,, | 2 | — |
| 48. | Mirza ,, ,, | 2 | — |
| 49. | Garjee Chara ,, ,, | — | — |
| 50. | Holakhet Gaon Sabha. | 2 | 1 |
| 51. | East Nogpaskurini ,, | — | — |
| 52. | Garjee Gaon Sabha. | 1 | — |
| 53. | Dakshin Moharani ,, ,, | — | — |
| 54. | Notified area, ,, ,, | 1 | — |

RAJNAGAR BLOCK

| Name of the Block. | Name of the Gaon Sabha, | No. of functioning centre. | No. of Non-functioning centre. |
|---|---|---|---|
| Rajnagar Block. | 1, Motai Gaon Sabha, | 4 | — |
| | 2, Devipur ,, ,, | 2 | 1 |
| | 3, Hrishyamuk ,, | 2 | 2 |
| | 4, Haripur ,, ,, | 2 | 1 |
| | 5, Mohininagar ,, | 1 | — |
| | 6. Kailashnagar Gaon Sabha. | 1 | — |
| | 7. Krishanagar Gaon Sabha. | 2 | — |
| | 8. Abhoynagar Gaon Sabha. | 5 | 1 |
| | 9, S, B, C Nagar ,, ,, | 4 | — |
| | 10, Sara Sima ,, ,, | 6 | — |
| | 11, Kalabaria ,, ,, | 2 | 1 |
| | 12, Ishan Chandranagar ,, | 3 | — |
| | 13, South Sonaichari Gaon Sabha, | 3 | 1 |
| | 14, North Sonpichari ,, ,, | 3 | — |
| | 15, U, B, C, Nagar Gaon Sabha, | 3 | — |
| | 16, West Peparia Khola ,, | 4 | — |
| | 17, Barpathari Gaon Sabha, | 4 | 1 |
| | 18, Paikhola Gaon Sabha, | 4 | — |
| | 19, Chittamara Gaon Sabha, | 3 | — |
| | 20, East Pepariakhola ,, | 2 | — |
| | 21, Kashari R, F, ,, ,, | 2 | — |
| | 22, Baspadua Gaon Sabha, | 3 | — |
| | 23, North Srirampur Gaon Sabha, | 4 | — |
| | 34, South Sree Rampur | 4 | — |
| | 25, Rangamura Gaon Sabha. | 3 | — |
| | 26. Radhanagar Gaon Sabha, | 2 | 1 |
| | 27, Kamalpur Gaon Sabha, | 3 | — |
| | 28. Rajnagar Gaon Sabh. | 3 | — |
| | 29. Notified area | 7 | — |

| Name of the Block. | Name of Gaon Sabha, | No. of functioning centre. | No. of non-functioning. centres. |
|---|---|---|---|
| Amarpur Block. | 1. Bampur Goan Sabha, | 1 | 3 |
| | 2, Rangamati" ,, | 4 | — |
| | 3. West Sarbong ,, | 2 | — |
| | 4. Birgang Goan Sabha | 2 | — |
| | 5. Rajkang Goan Sabha. | 2 | 2 |
| | 6. Kurmachara Goan Sabha | — | — |
| | 7. West Malbasa Goan Sabha. | 1 | — |
| | 8. East Malbasa Goan Sabha, | 1 | 1 |
| | 9. Paharpur Goan Sabha, | 2 | — |
| | 10. Dalak Goan Sabha, | 1 | — |
| | 11. West Duluma Goan Sabha, | — | 1 |
| | 12. Rang Kang Goan Sabha, | 2 | — |
| | 13. Debbari Goan Sabha, | 2 | — |
| | 14. Ekjanchara Goan Sabha, | 2 | — |
| | 15, Sonaichari Goan Sabha, | 2 | — |
| | 16. East Sarbong, | 1 | — |
| | 17. Cangia Goan Sabha, | 2 | — |
| | 18. Nutanbazar Goan Sabha, | 4 | — |
| | 19. South Chelagang, | 2 | — |
| | 20. North Chelagang, | 2 | 1 |
| | 21. Lebachera Goan Sabha, | 2 | 1 |
| | 22. South Karbuk, | 1 | 1 |
| | 23. East Karbuk | 2 | — |
| | 24, Lowgang Goan Sabha, | — | — |
| | 25. Jchachara Goan Sabha. | 2 | — |
| | 26. North E Kchani Goan Sabha, | 1 | 1 |
| | 27. South E. Kchari Goan Sabha, | 2 | — |
| | 28, West Manik Shadewan Goan Sabha, | 2 | — |
| | 29, West Karbuk Goan Sabha, | 1 | — |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| | 30. Patichari Goan Sabha, | — | — |
| | 31. East Manik Sha Dewan, | 1 | — |
| | 32. Dhanlekha Dewan. | 2 | — |
| | 33, South Taidu Dewau, | 1 | 1 |
| | 34, Ampinagar Dewan, | 2 | — |
| | 35. Baishyamanipara Dewan | 2 | — |
| | 36. Taidu, | 2 | — |
| | 37. West Taislong Dewan, | 2 | — |
| | 38. North Taidu Dewan, | 2 | — |
| | 39. Easr Duluma, Dewan, | 1 | — |
| | 40, Taidu depa Dewan, | 2 | — |
| | 41, Haripur | — | 2 |
| | 42, South Changang Dewan, | 1 | 1 |
| | 43. Ampi Khara Dewan, | 1 | — |
| | 44, Pulku | 2 | — |
| | 45, Uttar Songang Dewan, | 1 | 1 |
| | 46, Sechua Dewan, | 2 | — |
| | 47, Melchi Dewan, | 2 | 1 |
| | 48, Gamaichara Dewan, | 1 | 1 |
| | 49, East Taislong Dewan, | 1 | 1 |
| | 50, Gambuk Kewan, | 1 | 1 |
| | 51, Rambahadur Dewan, | — | — |

| Sl. No. 1. | Name of Gaon Sabha. 2. | No. of functioning. Centres 3. | No. of non functioning. Centres 4. |
|---|---|---|---|
| SATCHAND Block. | 1. West Jalefa Gaon Sabha. | 3 | 1 |
| | 2, West Jalefa. | 2 | 1 |
| | 3. Harina. | 3 | — |
| | 4. Mogrum Gaon Sabha. | 2 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Baishnabpur ,, ,, | 2 | — |
| 6. | Kabtali ,, ,, | 2 | 2 |
| 7. | Dulbari ,, ,, | 2 | 1 |
| 8. | East Sabroom ,, ,, | 2 | — |
| 9. | East Ludua ,, ,, | 3 | — |
| 10. | West Ludua ,, ,, | 3 | — |
| 11. | Bragendranagar ,, ,, | 1 | 1 |
| 12. | Bijoynagar Gaon Sabha. | 3 | — |
| 13, | West Sabroom ,, ,, | 1 | 2 |
| 14. | Harbatali ,, ,, | 1 | 1 |
| 15. | Uttam Bijoypur ,, ,, | 1 | 1 |
| 16. | Bishnupur ,, ,, | 3 | — |
| 17. | Betaga ,, ,, | 4 | 1 |
| 18. | Madhabnagar ,, ,, | 2 | 1 |
| 19. | Rupaichari ,, ,, | 3 | 1 |
| 20, | Kathalchari ,, ,, | 2 | 1 |
| 21. | Sindhuk Pathar Gaon Sabha. | 3 | 1 |
| 22. | Manu Bazar ,, ,, | 3 | — |
| 23, | Magurchara ,, ,, | 3 | — |
| 24. | Gauchand ,, ,, | 2 | — |
| 25. | Chalitachari ,, ,, | 4 | — |
| 26. | Sonaichari ,, ,, | 2 | 1 |
| 27. | Kaladepha ,, ,, | 1 | 2 |
| 28. | South Manu Bankul ,, | 3 | — |
| 29. | North Manu Bankur ,, | 3 | — |
| 30. | Chalita Bankur ,, | 2 | 1 |
| 31. | Garifa ,, ,, | 2 | — |
| 32. | Bagmara ,, ,, | 2 | 1 |
| 33. | South Bhuratali ,, ,, | 3 | — |
| 34. | North Buratali ,, ,, | 3 | — |
| 35. | Shakbari ,, ,, | 3 | — |
| 36. | Gardang ,, ,, | 3 | 1 |
| 37. | Chatakchari ,, ,, | 1 | 1 |

| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38. | Kalapania | ,, | ,, | 4 | — |
| 39, | Krishnanagar | ,, | ,, | 3 | — |
| 40. | Rajnagar | ,, | ,, | 3 | — |
| 41. | Taka tulshi | ,, | ,, | — | 2 |
| 42. | Srinagar | ,, | ,, | 3 | — |
| 43. | Amligat | ,, | ,, | 3 | — |
| 44. | Bagachatal | ,, | ,, | 2 | 1 |
| 45. | Ghorapada | ,, | ,, | 2 | 1 |
| 46. | Taichakma | ,, | ,, | 3 | — |
| 47. | Fulchari | ,, | ,, | 3 | 1 |
| 48. | Suknachari | ,, | ,, | — | 2 |
| 49. | Shilchari | ,, | ,, | — | 2 |
| 50. | Barbil | ,, | ,, | — | 2 |
| 51. | Notified Aroa. | | | — | — |

Admitted starred question No, 2).

Name of M. L. A.—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Social Education Department be pleased to state—

১। পানিসাগর ব্লক ও কাঞ্চনপুর ব্লকে মোট কতটি করে বালোয়ারী কেন্দ্র হয়েছে,

২। উক্ত কেন্দ্রগুলির কোনটিতে কতজন করে এস, ই, ডব্লিও এবং ভিলেজ মাদার রয়েছেন এবং কোন কেন্দ্রে নাই, এবং

৩। উক্ত এলাকায় যে সব বালোয়ারী কেন্দ্রে এস, ই, ডব্লিও এবং ভিলেজ মাদার নাই সেখানে না থাকার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Deputy Chief Minister, Shri Dasarat Deb.

১। পানিসাগর ব্লকে মোট ৭১টি এবং কাঞ্চনপুর ব্লকে মোট ৫টি বালোয়ারী কেন্দ্র রয়েছে।

২। কেন্দ্রগুলির কোনটিতে কতজন করে এস, ই, ডব্লিও এবং ভিলেজ মাদার রয়েছেন এবং কোন কেন্দ্রে নাই তার হিসাব Annexure -A-তে দেওয়া হলো।

৩। বালোয়ারী কেন্দ্র এস, ই' ডাব্লিও এবং ভিলেজ মাদার না থাকার কারণ—নতুন পদ সৃষ্টি করা হয় নাই।

ANNEXURE—A

LIST OF SOCLAL EDUCATION CENTRES UNDER PANISAGAR BLOCK & KANCHANPUR BLOCK NORTH TRIPURA AND ITS STAFF POSITION.

| Sl. No. | Name of Social Education Centre | No. of Social Education worker/Gram Sevika working in the centre. | No. of School Mother/Gram Laxmi working in the Centre. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PANISAGAR BLOCK. | | |
| 1. | Chandrapur | 3 | 2 |
| 2. | Nayapara No. 1 | 3 | 1 |
| 3. | Nayapara No. 2 | 3 | 2 |
| 4. | Dharmanagar Sub—Jail | 1 | |
| 5. | Ichailalchhara | 2 | |
| 6. | Gobindapur | 1 | |
| 7. | South Hurua | | 1 |
| 8. | Kameswar | 3 | 1 |
| 9. | Sabajpur | 1 | 1 |
| 10. | Raithanbari | 1 | 1 |
| 11. | Huplong | 2 | 1 |
| 12. | Dewanpasa No. 1 | 2 | 1 |
| 13. | Dewanpasa No. 2 | 2 | 1 |
| 14. | South Baruakanbi | | |
| 15. | Dwarjirhower | | |
| 16. | Kupatilla | 2 | 1 |
| 17. | Sakaibari | 5 | 1 |
| 18. | Huplong Kalikapur | 1 | |
| 19. | Huplong Upajatipara | 1 | 1 |
| 20. | Saminipara | 1 | 1 |
| 21. | North Baruakandi | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 22. | West Chandrapur (Pal para) 2" | | 1 |
| 23. | West Chandrapur (Sutradhar Para) | 3 | 1 |
| 24. | West Chandrapur (M. para) | 1 | 1 |
| 25. | Raghna | 3 | 1 |
| 36. | Sonererbasa | 3 | 1 |
| 27. | Ichai Nutanbazar | 3 | 1 |
| 28. | Sanicherra No. 1 | 1 | 1 |
| 29. | North Ganganagar | 2 | |
| 30. | South Ganganagar | 2 | 2 |
| 31. | Padmanpur | 3 | 1 |
| 32. | Dharmanagar Town | 3 | — |
| 33. | Rajbari | 3 | 2 |
| 34. | East Chandrapur | 3 | 1 |
| 35. | Sanichhera No. 2 | — | — |
| 36. | Panisagar | 2 | 1 |
| 37. | South West Panisagar | 1 | — |
| 38. | North West Panisagar | 1 | — |
| 39. | Agnipasa | 2 | 1 |
| 40. | Dalubari | 1 | 1 |
| 41. | Pekuchhera | 1 | — |
| 42. | Rowa | 1 | 1 |
| 43. | Jalabasa | 1 | 1 |
| 44. | Madhabpur | 1 | 1 |
| 45. | South Padmabil | 1 | 1 |
| 46. | North Padmabil | 1 | 1 |
| 47. | Uptakhali | 2 | 1 |
| 48. | Ramnagar | 1 | 1 |
| 49. | Deochhera Rupcharan | 1 | — |
| 50. | Tilthai | 2 | — |
| 51. | Betangi | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 52. | Bairagibari | 1 | 1 |
| 53. | Madhuban | 2 | 1 |
| 54. | Rajnagar | 1 | 1 |
| 55. | Krishnapur | 1 | 1 |
| 56. | Chandrapur | 1 | 1 |
| 57. | North Deochhera | — | — |
| 58. | Churabari | 1 | — |
| 59. | Tabengabasti | 1 | — |
| 60. | South Jalaibari | 1 | — |
| 61. | Bilichhera | 1 | — |
| 62. | Kurti | 1 | — |
| 63. | Kadamtala | 3 | 1 |
| 64. | Kalagangarpur | 1 | 1 |
| 65. | Saraspur | 1 | 1 |
| 66. | South Bargool | 1 | — |
| 67. | Bargool | 2 | 2 |
| 68. | Amtilla | 1 | — |
| 69. | Tarakpur | 1 | 1 |
| 70. | Ranibari | 1 | — |
| 71. | Pearichhera | 1 | — |
| 72. | South Pearichhera | 1 | — |
| 73. | Birajanagar | 1 | 1 |
| 74. | Sarala | 1 | — |
| 75. | Madhusudan Tea Estate | 1 | — |
| | KANCHANPUR LONGAI T. D. BLOCK. | | |
| 76. | Tarakadebi | 1 | — |
| 77. | Krishnatiila | 1 | — |
| 78. | Dhanichhera | 2 | — |
| 79. | Shantipur | 3 | — |
| 80. | Hemangini | 2 | — |
| 81. | Nalkanta | 1 | 1 |
| 82. | Karaichhera | — | 1 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|
| 83. | Nabinchhera | 1 | 1 |
| 84. | Pyarimohan Tirthamayi | 1 | 1 |
| 85. | Barahaldi | 1 | — |
| 86. | No. 3 Coloney | 1 | — |
| 87. | Tuisama | — | 2 |
| 88. | Hanumanbari | — | 1 |
| 89. | Uttar Gachirambari | 1 | — |
| 90. | Nutunbari | 1 | — |
| 91. | Babujoy Chowdurypara | — | 2 |
| 92. | Ananda Bazar | 1 | 1 |
| 93. | Kamakshyaput Nayanram | — | 2 |
| 94. | Sakhan Sermun | 2 | — |
| 95. | Sakhan Tlangsang | 1 | — |
| 96. | Saikarbari | — | — |
| 97. | Raimanipara | 1 | 1 |
| 98. | Subalpara | — | — |
| 99. | Setudwar | — | — |
| 100. | Shibbari | — | — |
| 101. | Narendranagar | — | 1 |
| 102. | Damchhera | — | 1 |
| 103. | Sundibasa Coloney | — | 1 |
| 104. | Vaisam | 2 | — |
| 105. | Hmaunchuan | 2 | — |
| 106. | Hmunpui | 2 | — |
| 107. | Tlaksih | 2 | — |
| 108. | Vanghmun | 3 | — |
| 109. | Behlianchip | 4 | — |
| 110. | Bangla | 2 | — |
| 111. | Tlangsang | 4 | — |
| 112. | Sabual | 5 | — |
| 113. | Phuldungsai | 4 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 114. | Kawnpui | 2 | — |
| 115. | Khedachhera | — | — |
| 116. | Laljuri | 1 | — |
| 117. | Lokeswari | — | 1 |
| 118. | Purba Urichhera | — | — |
| 119. | Vivekananda Memorial | 1 | — |
| 120. | Kanchanpur | 1 | — |
| 121. | Kanchanpur Model | 1 | 1 |
| 122. | Deshabandhu | 1 | — |
| 123. | Nimaichand | 1 | — |
| 124. | Jarihampara | 2 | — |
| 125. | Baikunthanath | 1 | — |
| 126. | Chandramohan Baidyapara | 1 | 1 |

Admitted Starred Question No. 40
Name of M. L. A. :—Sri Sudhir Ranjan Majumder,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে বিগত ২০-২-১৯৮৫ ইং তারিখে যে সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিম্ন-বুনিয়াদী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকা পদে উন্নতি পেয়েছেন তাহারা সকলেই ১৯৭১ইং সনে নিযুক্ত উক্ত বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকদের অপেক্ষা ৫০ টাকা থেকে ৭৫ টাকা পর্যন্ত বেশী মূল বেতন পাচ্ছেন।

২। সত্য হলে সরকার এই ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

Minister—In—Charge :— Answer Sri Dasarath Deb

১। এই সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগ সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগের হস্তগত হয়েছে।

২। অভিযোগগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No, 43

Name of M, L, A. Shri Sudhir Ranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister—in—Charge of the Education Department be Pleased to state—

১। বর্তমানে রাজ্য সরকার কতগুলি সিনিয়র বেসিক ও জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :-- SHRI D, DEB,

১। কোন সিনিয়র বেসিক ও জুনিয়ার বেসিক স্কুল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে না। তবে ৩৫টি জুনিয়ার বেসিক স্কুল যাহা হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত সেই সব হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ৩৫টি জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলির হিসাব রক্ষকের কাজ এবং বেতন ভাতা বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

Admitted Starred Question No. 70

Name of M. L. A. Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। আগামী ১৯৮৬ইং সনের শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

MINISTER-IN-CHARGE ANSWER SHRI D. DEB.

১। এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 84

Name of M. L. A. Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই ব্লকে ৮৫টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রের জন্য ১৯৮৩ইং সনে গৃহ নির্মান করা সত্বেও আজ পর্যান্ত সবগুলি চালু করা হয় নি ;

২। সত্য হলে কয়টি কেন্দ্র চালু করা হইয়াছে এবং আরও কয়টি এখনও চালু করা সম্ভব হয় নাই ;

৩। যে সমস্ত অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র এখনও চালু করা সম্ভব হয় নাই সেই কেন্দ্রগুলি কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৪। ইহাও কি সত্য যে উক্ত ব্লকে অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রগুলিতে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয় না ;

৫। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কবে নাগাদ উক্ত কেন্দ্রগুলিতে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৬। খোয়াই ব্লকে আরও অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Deputy Chief Minister, Shri Dasarath Deb.

১। হ্যাঁ।

২। ১৭টি কেন্দ্র চালু করা হইয়াছে এবং আরও ৮টি চালু করা সম্ভব হয় নাই।

৩। অতি সত্বর চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৪। ইহা সত্য নয়।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

৬। আপাততঃ এ ধরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

Admitted Starred Question No. 87

Name of M. L. A. Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.—

১। ১৯৮৫ইং সনের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত ? (বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SHRI D, DEB.

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস ভিত্তিক সম্বলিত "ক" তালিকায় দেওয়া হইল।

**"ক"—তালিকা**

**প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :**

| বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের নাম | প্রাইমারী/জুনিয়র বেসিক স্কুলের সংখ্যা | ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১। সদর "A" | ৩৯ | ১৪,৮০৩ | ৪৬০ |
| ২। মোহনপুর | ৯৭ | ১১,২৯৯ | ৩৬১ |
| ৩। বিশালগড় | ১৫৮ | ২৫৫,৭৫ | ৫০৩ |
| ৪। জিরানীয়া | ৯৫ | ১২,৫৭১ | ৩৮৯ |
| ৫। তেলিয়ামুড়া | ১২১ | ২৩,৫০৫ | ৩৮০ |
| ৬। খোয়াই | ৯৬ | ১০,০০৫ | ৪২৩ |
| ৭। সোনামুড়া | ১১১ | ১৪,২১৬ | ৩৭৭ |
| ৮। কমলপুর | ১৪০ | ১২,০৪২ | ৪৮৮ |
| ৯। কৈলাসহর | ১০৫ | ১১,৪৪১ | ৫১৩ |
| ১০। ছৈলেংটা | ১৪৫ | ৬,৫৯০ | ৩৮৪ |
| ১১। ধর্মনগর | ১১১ | ১৫,৪৫৭ | ৫৬১ |
| ১২। কাঞ্চনপুর | ১৩২ | ১০,৫২৫ | ৪৬৫ |
| ১৩। উদয়পুর | ১১৩ | ২১,২৭৭ | ৫৭৮ |
| ১৪। অমরপুর | ১৬৩ | ১৫,৬১৭ | ৫০০ |
| ১৫। শান্তির বাজার | ১০০ | ১০,৫৫৫ | ৪২৬ |
| ১৬। বিলোনীয়া | ১০১ | ১১,১৮০ | ৩৫১ |
| ১৭। সাব্রুম | ১৩৪ | ১১,৭৮২ | ৪১৭ |
| মোট— | ১,৯৬১ | ২,৪১,৪৫০ | ৭,৫৮০ |

Admitted Starred Question No. 94.

Name of M. L. A :— Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to State :—

১। রাজ্যে বর্তমানে জুনিয়র বেসিক, সিনিয়র বেসিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক আছে কি ?

২। যদি না থাকে তবে কোন কোন মহকুমায় কতগুলি জুনিয়র ও সিনিয়র বেসিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক নাই এবং

৩। উক্ত বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪। থাকিলে তাহা কবে পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

MINISTER-IN-CHARGE ANSWER SHRI D. DEB

১। কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের অভাব আছে ?

২। উত্তর সঙ্গীয় ক তালিকায় দেওয়া হইল।

৩। হ্যাঁ।

৪। শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

"ক তালিকা"

মহকুমা ভিত্তিক যে সমস্ত জুনিয়র সিনিয়র বেসিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক নাই নিম্নে দেওয়া হইল।

| মহকুমার নাম | প্রাইমারী-জুনিয়র বেসিক | সিনিয়র বেসিক | মাধ্যমিক |
|---|---|---|---|
| ১। সদর | ১৮২ | ৫৯ | ৩৮ |
| ২। খোয়াই | ১০৪ | ৩৩ | ৩২ |
| ৩। সোনামুড়া | ৮৭ | ২১ | ১২ |
| ৪। উদয়পুর | ৫২ | ১৬ | ২৩ |
| ৫। অমরপুর | ১০৫ | ১৫ | ১১ |
| ৬। বিলোনীয়া | ৭৬ | ২৫ | ৩০ |
| ৭। সাব্রুম | ৩৩ | ০৯ | ১১ |
| ৮। কমলপুর | ১০০ | ১৮ | ১৪ |
| ৯। কৈলাশহর | ১৫৬ | ২৮ | ৩৬ |
| ১০। ধর্মনগর | ১৫১ | ২৭ | ৩৩ |

Admitted Starred Question No. 109

Name of M. L. A. Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Education Department be Pleased to State—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে তপশীল জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও ছাত্রী আবাসে বৈদ্যুতিক পাখা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্যকারী হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : SHRI D. DEB.

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।

Admitted Starred Question No. 111,

Name of Member Shri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education Department be Pleased to state :—

১। তৈসামা আবাসিক দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে কি ?

২। যদি না হয়ে থাকে তা হলে কবে নাগাদ উক্ত গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ করে বিদ্যালয়ের কাজ চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। উক্ত বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য কত টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে. এবং

৪। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস বা হোস্টেল নির্মাণ করার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

৫। থাকিলে মোট কতজন ছাত্র ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১। তৈসামা আবাসিক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় নামে কোন আবাসিক বিদ্যালয় নাই।

তবে তৈদামায় পূর্ণ'ঙ্গ আবাসিক বিদ্যালয় নামে উচ্চ বুনিয়াদি স্তর পর্যন্ত একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গৃহের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে,

২। বর্তমান আর্থিক বছরে বিদ্যালয়ের কাজ চালু করা যাবে আশা করা যায় ;

৩। বিদ্যালয় গৃহ, ছাত্র ও ছাত্রী আবাস এবং স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের এষ্টিমেট মোট ২৭, ৮০, ২২০, ( সাতাশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত কুড়ি টাকা )।

৪। হ্যাঁ।

৫। ১০০ জন ছাত্র এবং ১০০ জন ছাত্রী।

Admitted Starred Question No, 113

Name of M. L. A, Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Educatiin Department be Pleased State—

১। ইহা কি সত্য যে, বিগত মে ১৯৮৫ইং সনের মে মাসের ঝড়ে বিশালগড় ব্লকাধীন মাগুব কিল্লা জুনিয়র বেসিক স্কুল গৃহটি সম্পূর্ণ ভূপতিত হয়েছে ;

২। সত্য হলে, উক্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় কিভাবে ক্লাশ করছে. এবং

৩। বর্তমান শিক্ষাবর্ষের মধ্যে স্কুল গৃহটি পুন নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE : SHRI D.DEB,—

১। হ্যাঁ,

২। এক কিঃ মিঃ দূরে বারোয়ারী সেন্টারে ক্লাশ নেওয়া হচ্ছে।

৩। হ্যাঁ আছে।

Admitted Starred Question No· 118

Name of M. L. A. Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education Department be Pleased to State—

১। বর্তমানে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে কর্মরত কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা স্নাতক ডিগ্রী থাকা সত্বেও স্নাতক Pay-Scale পাচ্ছেন না ;

২। উক্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের ভবিষ্যতে স্নাতক Pay-Scale দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। যদি থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ কার্য্যকর করা হবে ;

৪ : না থাকিলে তাহার কারণ ?

MINISTER-IN-CHARGE :— ANSWER SRI D. DEB.

১। ৪১৫ জন।

২। আপাততঃ এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সমস্ত শিক্ষক যে ধরনের পদে বহাল আছেন তিনি সেই পদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনক্রম পাবেন।

Admitted starred Question No 119

Name of M. L. A. :— Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

ইহা কি সত্য বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষকারা সম্মিলীতভাবে দাবী করা সত্ত্বেও উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি গঠণ করা হচ্ছে না ; এবং

২। ইহাত কি সত্য যে উক্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রশাসক বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে উদাসীন ,

৩। যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রশাসক পরিবর্ত্তন করিয়া নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নূতন পরিচালক সমিতির উপর বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : Shri Dasaratha Deb.

১। হ্যাঁ, বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি গঠণ করার বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি :

২। না, ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 120.

Name of M. L. A. :— Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to State—

১। ইহা কি সত্য আগরতলা পৌরসভা অন্তর্গত এলাকায় যে সমস্ত সরকারী বিদ্যালয় আছে তাহাতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত আছে;

২। যদি সত্য হয়, তবে আগরতলার বাহিরে যে সকল সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রয়োজন আছে সেই সব বিদ্যালয়ে বদলী না করার কারণ কি; এবং

৩। উক্ত অতিরিক্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের কবে নাগাদ প্রয়োজন অনুসারে আগরতলার বাহিরে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে বদলী করা হবে বলে আশা করা যায়;

৪। বর্ত্তমানে পৌরসভা এলাকায় সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে এখন কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন যাহারা চাকুরীতে যোগদান করার পর থেকে আজ পর্যান্ত আগরতলার বাহিরে বদলী হন নাই?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SRI D. DEB.

১। হ্যাঁ, এ ধরণের অধিকাংশ সরকারী বিদ্যালয়েই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন।

২। এ প্রশ্ন উঠে না, যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ধাপে ধাপে এ ধরণের অতিরিক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের আগরতলার বাহিরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রয়োজনমত বদলী করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

৩। ঐ

৪। ১২৫ জন।

Admitted starred Question No. 139

Name of Member :—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be Pleased to to state :—

১। ১৯৮৪-৮৪ইং সনে এবং ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ত্রিপুরার কতটি শিল্প কারখানার কতজন মালিক শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছেন এবং

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের কোন মহকুমায় কতজন শ্রম আইন লঙ্ঘনকারী মালিকদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে ?

MINISTER-IN-CHARGE OF THE LABOUR DEPARTMENT
SRI SAMAR CHOUDHURY

উত্তর :—

১। ১৯৮৪-৮৫ইং সনে মোট ১৫৬ টি শিল্পী কারখানায় ১৫৬ জন মালিক এবং ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ১০৭ টি শিল্প কারখানায় ১০৭ জন মালিক শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছেন।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে উদয়পুর মহকুমায় মোট দুই জন শ্রম আইন লঙ্ঘনকারী মালিকদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 158,
Name of M. L. A. Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minster-in-Charge of the Education Department be Pleased to State—

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমায় মেলাঘড়ের নিকটবর্তী খিলমুড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ১৯৮৫ইং সনের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বিদ্যালয় চলাকালীন বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে দুইজন শিক্ষক শ্রী নিরঞ্জন পাল রায় ও শ্রী চন্দন বর্ম্মন এর মধ্যে মারামারির ঘটনা সংঘটিত হয় ;

২। যদি সত্য হয় তবে এই মারামারির ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারন কি ; এবং

৩। এই ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক কোনরূপ তদন্ত করা হয়েছে কি ;

৪। যদি করা হয়ে থাকে তবে তাহার ফলাফল ; এবং

৫। না করা হয়ে থাকলে তাহার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SHRI D. DEB

১। ১-৫নং উত্তর :— সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘরের নিকটবর্তী খিলামুড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে—খিলমুড়া বিদ্যালয়ে নহে। পশ্চিম জিলার বিদ্যালয় উপশিক্ষা অধিকর্তার তদন্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে বিগত

২৫/৭/৮৫ইং অনুমানিক ২-৩০ মিনিটের সময় সোনামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন খিলামুড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রী চন্দন বর্ম্মণ ৫ম ঘন্টার পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ঘরে প্রবেশ করিলে, প্রধান শিক্ষক তাঁহাকে শ্রেণী কক্ষে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। উক্ত সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের অপর সহকারী শিক্ষক শ্রী নিরঞ্জন পাল রায় শ্রী বর্ম্মণকে তাঁহার কথোপকথন বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করিলে, শ্রী বর্ম্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং শ্রী নিরঞ্জন পাল রায়কে একটি ভাঙ্গা কাঠের টুকরা দ্বারা আচমকা মাথায় আঘাত করিলে মাথা ফাটে ও রক্ত ঝড়িতে থাকে এবং সাথে সাথে নিরঞ্জন বাবু ও চন্দন বাবুর উপর ঝাপিয়ে পড়েন এবং বুকে কামড় দেন৮ এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর উভয়েই অচৈতন্য হইয়া পড়িলে উপস্থিত শিক্ষকগণ তাঁহাদের মেলাঘড় হাসপাতালে পাঠান। পরিশেষে তাঁহারা উভয়েই উভয়কে সোনামুড়া থানায় অভিযুক্ত করেন. ফলে তাঁহাদের দুইজনকেই থানায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তাঁহারা জামিনে মুক্ত হন।

আরও প্রকাশ যে বিগত ১২।৮।৮৫ইং সোনামুড়া টি, জি, টি, এ শাখা কর্ত্তৃক উক্ত ঘটনার মীমাংসা হয় এবং বর্ত্তমানে তাঁহারা উভয়েই সোনামুড়া থানা হইতে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 171

Name of M. L. A. Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State—

১। বর্ত্তমানে রাজ্যের কয়টি সরকারী দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে নির্বাচিত অথবা সরকার মনোনীয় পরিচালনা কমিটি আছে।

২। আগরতলা শহরস্থিত উমাকান্ত একাডেমি, বোধজং বয়েজ হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, মহারাণী তুলসীবতী ( ১২শ ) বালিকা বিদ্যালয়, বি, কে, গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, বাণী বিদ্যাপীঠে ইত্যাদি সমূহে উক্ত কমিটি আছে কি না, এবং

৩। না থাকিলে তার কারন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১। কোন দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত কোন পরিচালনা কমিটি নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। পরিচালনা কমিটি গঠণের নিয়মাবলী বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 173

Name of M. L. A. Shri Monoranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের যে সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সিনিয়রটির ভিত্তিতে গ্রেডে-শন প্রথা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SHIR D. DEB.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 185.

Name of M. L. A. Shri Monoranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরায় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে কে কে নিযুক্ত আছেন;

২। উক্ত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে প্রতি মাসে সম্মানিক ভাতা দেওয়া হয় কিনা;

৩। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে তাহা কবে থেকে চালু করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in charge :—Dy. Chief Minister, Shri Dasarath Deb.

১। ত্রিপুরায় সমাজকল্যান পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন শ্রীমতী মঞ্জুলিকা বসু ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন শ্রীমতী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা।

২। হ্যাঁ, তাঁহাদিগকে মাসে মাসে সম্মানিক ভাতা দেওয়া হয়।

৩। এই ভাতা ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ইং হইতে চালু হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 203.

Name of M. L. A. Shri Monoranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ১৯৬৪ সনের পূর্বে অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা মারা গিয়েছেন তাহাদের পরিবারদের পেনসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Minister-in-charge of the Finance Department :—Chief Minister,

ANSWER

১। হ্যাঁ, আছে।

২। এ ব্যাপারে যথাবিহিত নির্দেশ ২১/৯/৮৫ তারিখে দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Quettion No. 207,

Name of M. L. A.:— Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be pleased to state : –

১। বর্তমানে রাজ্যে বারোয়ারী বিদ্যালয়গুলিতে স্নাতক ডিগ্রী ধারী শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা কত,

২। উক্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের তাদের শিক্ষার মান অনুযায়ী পদোন্নতি ও পেস্কেল দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় !

ANSWER

Minister-in-Charge :— Dy, Chief Minister :— Shri Dasarath Deb

১। বর্তমানে রাজ্যে বারোয়ারী বিদ্যালয়গুলিতে স্নাতক ডিগ্রী ধারী শিক্ষক ও শিক্ষকার সংখ্যা— ১৫০ জন।

২। হ্যাঁ, উক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩। উচ্চ বেতনক্রমে পদোন্নতির জন্য কোটা অনুযায়ী স্নাতকদের মধ্যে থেকে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে এ পর্য্যন্ত ২৮ জনকে ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No, 208,

Name of M, L. A:— Shri Ratimohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। সারা রাজ্যে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকাতে কয়টি হাই স্কুল, কয়টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, কয়টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় হয়েছে, এবং

২। উদয়পুর মহকুমায় উক্ত স্বশাসিত জেলা পরিষদের এলাকায় কয়টি হাই স্কুল আছে,

৩। উক্ত হাইস্কুলগুলির মধ্যে কতগুলি হাইস্কুলকে বর্তমান আর্থিক বছরে পাকা বাড়ী করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন, এবং

৪। যদি পরিকল্পনা না থাকে তবে তাহার কারণ কি?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। ৬০টি হাই স্কুল, ১১৯টি উচ্চ বুনিয়াদী, ১০৪৬টি নিম্ন বুনিয়াদী / প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে।

২। ৫টি হাই স্কুল আছে।

৩। ২টি।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 211

Name of M. L. A :— Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

১। বর্তমানে রাজ্যে মোট কয়টি কক বরক স্কুল আছে ;

২। ঐ সব বিদ্যালয়গুলিতে কোন কোন শ্রেণীতে কি কি বিষয়ে কক বরক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ?

ANSWER

MINISTER— IN-CHARGE : SHRI D. DEB

১। কক বরক বিদ্যালয় বলতে কোন পৃথক বিদ্যালয় নেই। কতগুলি নির্বাচিত বিদ্যালয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে কক বরক ভাষার মাধ্যমে বর্তমানে পাঠদান করা হচ্ছে। অনুরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৯৭টি।

২। ঐ সব বিদ্যালয়ে—

১) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে—গণিত ও কক বরক ভাষা

২) তৃতীয় শ্রেণীতে —কক বরক সাহিত্য, গণিত, সমাজ বিদ্যা, বিজ্ঞান

৩) চতুর্থ শ্রেণীতে —কক বরক সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত সমাজ বিদ্যা, ও বিজ্ঞান।

Admitted Starred Question No. 212

Name of M.L. A :— Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State—

১। ত্রিপুরায় একটি আইন কলেজ স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি?

২। যদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI. D. DEB.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 215

Name of M. L. A. Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state-

১। বর্তমানে অমরপুর মহকুমার হাইস্কুল, করচুক রইস্যাবাড়ী হাইস্কুল ও গণ্ডাছড়া হাইস্কুলে মোট শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত? (স্কুল ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : SHRI D. DEB

| ১। স্কুলের নাম | শিক্ষক সংখ্যা | ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| রইস্যাবাড়ী হাইস্কুল | ৮ জন | ১৪৮ জন |
| কর বুক হাই স্কুল | ১৩ জন | ৪৬০ জন |
| গণ্ডাছড়া হাইস্কুল | ১৩ জন | ৪৪০ জন |

Admitted Starred Question No. 320

Name of Member :— Shri Rasiklal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য সোনামুড়া মহকুমার খাস চৌমুহনী স্কুল মাঠের একটি অংশ একটি পরিবার বে আইনীভাবে দখল করিয়া বসবাস করিতেছে।

২। সত্য হইলে উক্ত জবর দখলকারী পরিবারকে উচ্ছেদ করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি; এবং

৩। না হইলে তাহার কারণ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। হঁ্যা।

২। হঁ্যা।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 225

Name of M. L. A. Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে খেলা ধূলার জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ আছে কি;

২। যে, সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন মাঠ নেই সেই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খেলা ধূলার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :- SHRI D. DEB

১। রাজ্যের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ আছে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠের সুবন্দোবস্ত নাই।

২। যে সব স্কুলে খেলার মাঠ নাই তাদের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী অন্যান্য সরকারী বা বেসরকারী বিদ্যালয়ের মাঠে বা গ্রামবাসীর সহযোগিতায় ফাঁকা জমিতে খেলাধূলার সাময়িক ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 227

Name of Member :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। কৈলাসহর বিভাগে Tila Bazar High School এর উন্নয়নকল্পে নূতন দালান গৃহ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীনে আছে কিনা ;

২। থাকিলে উক্ত গৃহের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb

১। কৈলাসহর বিভাগে টিলাবাজার হাইস্কুলের জন্য পাকা গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব আছে।

২। কবে নাগাদ উক্ত গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইবে তাহা এখন বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 231

Name of M. L. A. Shri Syed Bansit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to slate—

১। ক) কৈলাসহর বিভাগে রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশন (RKI) এ অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত, (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের Hostelটি ভগ্ন অবস্থায় আছে;

৩। সত্য হইলে Hostel এর পুরাতন গৃহ অপসারণ করে নূতন গৃহ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকার বাহাদুরের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১। রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশনের শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ট শ্রেণীর | ছাত্র | ছাত্রীর | সংখ্যা | —৭২ জন |
| ৭ম ,, | ,, | ,, | | —৫৫ ,, |
| ৮ম ,, | ,, | ,, | | —৫২ ,, |
| ৯ম ,, | ,, | ,, | | —৮৩ ,, |
| ১০ম ,, | ,, | ,, | | —৭৯ ,, |
| ১১শ ,, | ,, | ,, | | —১৪৬ ,, |
| ১২শ ,, | ,, | ,, | | —১৫১ ,, |
| | | | | ৩৬৮ জন |

২। হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

৩) এই ধরণের কোন প্রস্তাব নাই। তবে সম্প্রসারণ ও নূতন ছাত্রবাস নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 236

Name of M. L. A. Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত বড়জলা জে. বি. স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

২। উক্ত স্কুলে কোন ককবরক শিক্ষক আছেন কিনা ;

৩। যদি থাকে তাহলে ককবরক পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষক দেওয়া হয় কিনা এবং

৪। লাটিয়াছড়া হাই স্কুল ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষকের সংখ্যা কত ?

৫। উক্ত শিক্ষকদের মধ্যে কতজন গ্রেজুয়েট এবং

৬। ঐ স্কুলে কোন ককবরক শিক্ষক আছেন কি না ?

MINISTER-IN-CHARGE ANSWER SHRI D. DEB.

১। শিক্ষক সংখ্যা— ৪ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৯৩ জন ?

২। নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। শিক্ষক সংখ্যা— ৬ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা— ৩২৫ জন।

৫। ২ জন।

৬। হ্যাঁ, ১ জন কক্‌বরক শিক্ষক আছেন।

Admitted Starred Question No. 238

Name of M. L. A. Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ে কক বরক-এ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য এ যাবৎ পাঠক্রম (curriculam) তৈরী করে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ইচ্ছুকদের আহ্বান জানানো হয়েছে কিনা ;

২। হলে কোন্ কোন্ পত্রিকায় কোন্ কোন্ তারিখে তা বিজ্ঞপ্তি হয়েছে ? এবং

৩। না হলে কিসের ভিত্তিতে কাদের উপর এই সমস্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB,

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। কক বরক ভাষায় বর্তমান লিখিতরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং পাঠ্যপুস্তক রচনায় ও পাঠ্যপুস্তক অনুবাদে দক্ষ ও আগ্রহী লেখকদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 242

Name of M. L. A. Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Eduoation Department be pleased to state.—

১। বর্তমানে রাজ্যের বালোয়ারী কেন্দ্রগুলিতে মোট কতজন শিশু পাঠরত আছে, এবং

২। রাজ্যে শিশু শিক্ষার বার্ষিক অগ্রগতির হার কত ;

৩। উপরিউক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে কতগুলি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব দেখা যায়?

ANSWER

Minister-in-charge :—Deputy Chief Minister, Shri Dasarath Deb.

১। বর্তমানে রাজ্যে ১১৭৫ টি বালোয়ারী কেন্দ্রে মোট ৪৫,৭০১ জন শিশু পাঠরত আছে।

২। বালোয়ারী কার্যক্রম যেহেতু প্রথাগত শিক্ষন সূচী বহির্ভূত তাই এই সম্পর্কিত মূল্যায়ন আপাততঃ হয়নি। কিন্তু বছরে প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিশু ৬ বয়সে বালোয়ারী ছেড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখী হয়।

৩। সর্বমোট ১১৭৫ টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮৬টি বালোয়ারী কেন্দ্রে সমাজ শিক্ষা কর্মী দেওয়া যায়নি।

Admitted Starred Question No. 247

Name of Member: Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister—in—Charge of the Labour Employment Department be Pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ব্লক-ভিত্তিক কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

১। বিভিন্ন ব্লকে কর্মসংস্থান, কর্ম নিয়োগের সংবাদ সরবরাহ এবং বেকারদের সহায়তার জন্য প্রাথমিক স্তরের কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। স্কীমে এই সকল কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার কথা সরকারের বিবেচনা রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 254

Name of M. L. A:— Shri Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

১। কৈলাসহর মহকুমায় শহরের উপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যানগর উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠেরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট কত?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রায়ই চুরি যাওয়ার ফলে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে ?

৩। সত্য হইলে উক্ত স্কুলে চুরি বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

MINISTER-IN-CHARGE ANSWER SHRI D. DEB

১। ৩০১ জন।

২। আংশিক সত্য।

৩। এক জন নাইট গার্ড আছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষকেও যথা সময় জানানো হয়।

Admitted starred question No, 258

Name of Member—Shri Kali Kumar Deb Barma

Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরও কয়েকটি আবাসিক স্কুল খোলা হচ্ছে এবং

২। সত্য হইলে তার সংখ্যা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SHRI D, DEB.

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে একটি আবাসিক স্কুল খোলার প্রস্তাব আছে।

২। একটি

Admitted Starred Questions No. 270

Name of M. L. A. :--Sri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State –

১। রাজ্যে মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি।

২। থাকিলে কতদিনের মধ্যে তাহা করা হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

MINISTER—IN—CHARGE Shri Dasarath Deb.

১। না, রাজ্যে মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 282

Name of Member :— Shri Mati Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Law Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এপর্য্যন্ত গোহাটি হাইকোর্টে ত্রিপুরার কয়টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে ?

২। এর মধ্যে কয়টি মামলা পাঁচ বছরের অধিক সময় ধরে চলছে এবং

৩। যাতে মামলাগুলি আরো দ্রুত সমাধান করা যায়, এজন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উত্তর

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধীন
৩।

ADMITTED ASSEMBLY STARRED QUESTION NO.284

Name of the Member :—Shri Mati Lal Sarkar. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Election Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরায় মোট কয়টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল আছে :

২। এর মধ্যে স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত দল ত্রিপুরায় কয়টি আছে :

A N S W E R

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborti, Chief Minister

১ নং প্রশ্নের উত্তর— ত্রিপুরা রাজ্যে ইলেকশন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত মোট ৯টি রাজনৈতিক দল আছে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর— উপরোক্ত ৯টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের মধ্যে Revolutionary Socialist Party এবং Tripura Upajati Juba Samity স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত রাজনৈতিক দল।

Admitted Starred Question No. 289.

Name of M. L. A. :— Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমার ফুলবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসা, কৈলাশহর মহকুমার টিল্লাবাজার সিনিয়র মাদ্রাজ সোনামুড়া মহকুমার দাওধারানী সিনিয়র মাদ্রাসাকে হাই-মাদ্রাসায় উন্নত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE Shri Dasaratha Deb

১। না, এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

Admitted Starred Question No. 293.

Name of M. L. A. Shri Mati lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে সারা ত্রিপুরায় প্রয়োজনের তুলনায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকের অভাব আছে এরূপ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?

২। এদের মধ্যে কয়টি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় অবস্থিত?

৩। রাজ্যে যে সব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বেশী সেখান থেকে বদলী করে অন্যান্য বিদ্যালয়ের ঘাটতি পূরণ না করার কারণ কি?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১। মাধ্যমিক— ৮৬টি ও উচ্চ মাধ্যমিক— ৩৯টি

২। ৬০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৭টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৩। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী শিক্ষক আছে সেই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে প্রয়োজন ভিত্তিক বদলী করিয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. :—295.

Name of M. L. A. :—Narayan Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত দুর্লভ নারায়ন গাঁও সভার কোছ-মুড়ায় একটি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র উক্ত এলাকার গ্রামবাসীর উদ্যোগে খোলা হইয়াছে.

২। যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

৩। পরিকল্পনা থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

Minister-in-charge :—Dy. Chief Minister : —Shri Dasarath Deb.

১। ইহা সরকারের জানা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—301

Name of M. L. A. Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লক অধীন পুরান বাড়ী জে বি স্কুলের শিক্ষক মহাশয়-গণ রীতিমত স্কুলে উপস্থিত থাকেন না.

২। যদি সত্য হয় তবে সরকার প্রতিকারকল্পে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত বিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনের তুলনায় আসবাব পত্রের সংখ্যা খুবই কম ?

৪। যদি সত্য হয় তবে আসবাব পত্রের অভাব মেটানোর জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না।

## ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :—SHRI D. DEB.

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রয়োজনের তুলনায় আসবাব পত্রের সংখ্যা কিছু কম আছে।

৪। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No, 302.

Name of Member :— Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Labour Department be Pleased to State—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কিত কোন আইন বা বিধি আছে কিনা;

২) ঐ আইন সঠিকভাবে কার্যাকরী হচ্ছে কিনা;

৩) যদি হয়ে থাকে তবে তা কিভাবে কার্য্যকরী হচ্ছে;

৪) এ সম্পর্কে শ্রমিকদের বঞ্চনার কোন অভিযোগ ছিল কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ; রাজ্যে নিম্নতম মজুরী আইন ১৯৪৮ ইং দ্বারা শ্রমিকদের মজুরী নির্দ্ধারিত করা হয়;

২) সরকার আইন কার্য্যকরী করায় সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছেন।

৩) ত্রিপুরাতে ৭টি এমপ্লয়মেন্টে যথা-ইট-ভাট্টা, চা-বাগান বিড়ি শ্রমিক, মটরশ্রমিক, গৃহ ও রাস্তা নির্মাণ, কৃষিশ্রমিক এবং দোকান ও সংস্থায় নিম্নতম মজুরী আইন ধার্য্য করা হয়েছে।

৪) কিছু কিছু অভিযোগ ছিল এবং থাকে। শ্রম পরিদর্শক'রা অভিযোগগুলির মীমাংসা করে থাকেন এবং মীমাংসা না হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনে ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় নিষ্পত্তি করা হয়।

Assemble Admitted Starred Question No' 309.

Name of Member: Shri Diba Ch. Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be Pleased to State—

১) ইহা কি সত্য যে আমবাসা Social Education District Inspector অফিস তহবিলের হাজার হাজার টাকার হিসাব District Inspector দিতে পারছেন না;

২) সত্য হইলে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

ANSWER

Minister-in-Charge: Dy. Chief Minister, Shri Dasarath Deb.

১) District Inspector হাজার হাজার টাকার হিসাব দিতে পারেন না—ইহা সত্য নয়।

২) প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 311.

Name of M. L. A. Shri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-Chanrge of the Education Department be Pleased to State—

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় "Kok Borak" স্কুলগুলিতে "কক্‌বরক" ভাষায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা নেই;

২) সত্য হইলে তার কারণ; এবং

৩) ভবিষ্যতে কক্‌ বরক ভাষায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE:— SHRI D. DEB.

১) সত্য নহে:

২) প্রশ্ন উঠেনা;

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 312

Name of Member — Shri Diba Chandra Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

১) ইহা কি সত্য যে Director of School Education, Planning Section-এর letter No. F 8 ( 6-71)-DSE/82/dated 15th July, 1983 and letter No. 1-281/TW PLG/MISC. 83 dt 1.7-83 অনুযায়ী কাঁঠাল ছড়া টি এস সি হাইস্কুলে উপজাতী ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মানের জন্য ২ (দুই) লক্ষ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা Estimate হওয়া সত্বেও আজ পর্য্যন্ত ছাত্রাবাস নির্মানের কাজ আরম্ভ হয় নি ?

২) সত্য হইলে তাহার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge : — Shri D. Deb.

১) হাঁ। তবে দুই লক্ষ ষাট হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকার এস্টিমেট হইয়াছে।

২) অর্থাভাব হেতু।

Admitted Starred Question No. 327

Name of M. L. A. Shri Naryan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

১) সোনামুড়া মহকুমার চন্দনমুড়া হাই স্কুলটিতে বর্তমানে কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন ?

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত স্কুলের গৃহটি সংস্কার ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষিকার অভাবে নিয়মিত ক্লাশ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না ,

৩) সত্য হইলে কবে নাগাদ উক্ত স্কুলের গৃহটি সংস্কার করে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় , এবং

৪) চন্দনমুড়া হাই স্কুলে এবং খাস চৌমুহনী হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৫) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১) ৭ জন।

২) আংশিক সত্য।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

৪) হ্যাঁ।

৫) যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি।

Admitted Starred Question No. 353

Name of M. L. A. Shri Kali Ku ar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to State.

১। ইহা কি সত্য তেলিয়ামুড়ায় দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং

২। সত্য হইলে আগামী শিক্ষা বর্ষে উক্ত কেন্দ্র খোলা হবে কি?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১। সত্য নহে,

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No :— 361.

Name of Member — Shri Tarani Mohan Sinha

will the Hon'b'e Minister-in-Charge of the Law Department be Pleased to State.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্ন আদালতে মোট কয়টি মামলা বিচারাধীন আছে? এবং

২। তন্মধ্যে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর—এর পূর্বে দায়ের করা কয়টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে তার সংখ্যা?

ANNEXURE—"B"

১। উত্তর

( তথ্য সংগ্রহাধীন )

২।

Admitted Unstarred Question No. 1

Name of M. L. A. Shri Bidya Chandra Deb Barma.

will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to State—

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট কতটি হাই স্কুল ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন এবং কতগুলিতে নাই। ( স্কুলগুলির নাম সহ তাহার হিসাব। )

২। বর্তমানে ১৯৮৫-৮৬ইং সনের চলতি আর্থিক বৎসরে যে সমস্ত হাইস্কুল ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নাই সেই সমস্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৩। থাকিলে কবে নাগাদ নিযুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৪। খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত বেহালাবাড়ী ও বাচাই বাড়ী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক আছে কি :

৫। না থাকিলে উক্ত স্কুলগুলিতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে কিনা ;

৬। না হইলে আমার কারণ ;

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১। ৫৪টি হাইস্কুলে ৫৪টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন ও ১৩৬টি হাইস্কুলে এবং ৩৭টি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নাই। ( স্কুলের নাম সম্বলীয় "ক" এবং "খ" তালিকা দেওয়া হইল )

২। হ্যাঁ।

৩। ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৪। বেহালা বাড়ী হাইস্কুলে একজন হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেওয়া হয়েছে ; হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সমপদ মর্যাদা সম্পন্ন বাচাইবাড়ী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক দেওয়া হয় নাই।

৫। বাচাইবাড়ী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে যখন প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদগুলি পূরণ করা হবে।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

'ক' তালিকা

যে সমস্ত হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন সেই সমস্ত স্কুলের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

সদর মহকুমা

১। কামালঘাট হাই স্কুল
২। জম্পুইজলা হাই স্কুল
৩। নন্দন নগর হাইস্কুল
৪। জয় নগর হাই স্কুল
৫। নবগ্রাম হাই স্কুল
৬। সুরেন্দ্র নগর হাই স্কুল
৭। ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয়
৮। বড় কাঁঠাল হাইস্কুল
৯। কলা গাছিয়া হাইস্কুল
১০। মান্দাই বাজার হাই স্কুল
১১। আড়ালিয়া হাই স্কুল
১২। সুতার মুড়া হাই স্কুল
১৩। কোবরা খামার হাই স্কুল
১৪। গামছা কোবরা হাই স্কুল
১৫। যোগেন্দ্র নগর হাই স্কুল
১৬। মধুবন কাঠালতলী হাই স্কুল
১৭। রাণীর গাঁও হাই স্কুল
১৮। কোনাবন (West) হাই স্কুল
১৯। কামান মুড়া হাই স্কুল
২০। ধলেশ্বর হাইস্কুল
২১। বড়জলা হাইস্কুল
২২। মধ্যভুবন বন হাইস্কুল
২৩। আমতলি হাইস্কুল
২৪। ধারিয়াথল হাইস্কুল
২৫। নিউ কুঞ্জবন টাউন শীপ
২৬। উপেন্দ্র বিদ্যাভবন
২৭। চম্পকনগর হাইস্কুল
২৮। পুরাতন আগরতলা
২৯। বাপুজী বিদ্যামন্দির
৩০। ইন্দ্রনগর হাইস্কুল
৩১। শঙ্করচার্য্য বিদ্যালয়তন
৩২। সখীচরণ বিদ্যানিকেতন

খোয়াই মহকুমা

১। মোহর ছড়া হাইস্কুল
২। বেহালাবাড়ী হাইস্কুল
৩। সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ

কমলপুর মহকুমা

১। মরাছড়া হাইস্কুল

### কৈলাসহর মহকুমা

১। দলুগাঁও হাইস্কুল
২। টিলা বাজার হাইস্কুল
৩। মনুঘাট হাইস্কুল

### ধর্মনগর মহকুমা

১। দামছড়া হাইস্কুল
২। জম্পুই হাইস্কুল
৩। দুর্গারাম রিয়াংপাড়া হাইস্কুল
৪। লেদরাই দেওয়ান হাইস্কুল
৫। চন্দ্রপুর হাইস্কুল
৬। বাগান হাইস্কুল
৭। শ্রীভূমি হাইস্কুল

### উদয়পুর মহকুমা

১। সাউল বাগমা সমতল পাড়া হাইস্কুল
২। জামজুরি হাইস্কুল
৩। গঙ্গাছড়া হাইস্কুল
৪। গর্জি বাজার হাইস্কুল
৫। হরিয়ানন্দ বালিকা"
৬। গামারিয়া হাইস্কুল

### সাব্রুম মহকুমা

১। হরিনা হাইস্কুল
২। শিলাছড়ি হাইস্কুল

যে সমস্ত হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন সেই সমস্ত স্কুলের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

### সদর মহকুমা

১। উমাকান্ত একাডেমী
২। এন, টি, গার্লস
৩। বাণী বিদ্যাপীঠ
৪। অরুন্ধতী নগর
৫। বীরেন্দ্রনগর
৬। মোহনপুর
৭। বোধজং গার্লস
৮। মহেশরীপুর
৯। বিশ্রামগঞ্জ
১০। অভয়নগর
১১। বি, কে, গার্লস
১২। সুখময়
১৩। চারিপাড়া
১৪। আনন্দ নগর
১৫। শিশু বিহার
১৬। অফিসটিলা
১৭। রাণীর বাজার বিদ্যামন্দির
১৮। করই মুড়া
১৯। ঈশানচন্দ্র নগর পরগনা
২০। বড়দোয়ালী
২১। প্রাচ্য ভারতী
২২। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন
২৩। মহাত্মাগান্ধী
২৪। প্রগতি বিদ্যাভবণ
২৫। স্বামী দয়ালানন্দ
২৬। রামঠাকুর পাঠশালা (বালক)
২৭। রামঠাকুর পাঠশালা (বালিকা)

খোয়াই মহকুমা

১। খোয়াই বয়েজ
২। চেবরী
৩। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন
৪। বিবেকানন্দ

সোনামুড়া মহকুমা

১। এন সি ইনস্টিটিউশন
২। মেলাঘর

উদয়পুর মহকুমা

১। কে বি ইনস্টিটিউশন
২। ত্রিপুরা সুন্দরী
৩। রমেশ হাইয়ার সেকেণ্ডারী

বিলোনীয়া মহকুমা

১। ঋষ্যমুখ হায়ার সেকেণ্ডারী
২। বিলোনীয়া গার্লস
৩। বড় পাথরী
৪। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ

সাব্রুম মহকুমা

১। সাব্রুম হাইয়ার সেকেণ্ডারী
২। জোলাইবাড়ী

অমরপুর মহকুমা

১। অমরপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী
২। নূতন বাজার

ধর্মনগর মহকুমা

১। বি, বি, ইনস্টিটিউশন
২। কাঞ্চনপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী
৩। ধর্মনগর গার্লস
৪। দীননাথ নারায়নী বিদ্যামন্দির

কৈলাশহর মহকুমা

১। আর, কে, ইনস্টিটিউশন
২। কাঞ্চনবাড়ী হাইয়ার সেকেণ্ডারী
৩। রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৪। ফটিকরায়

কমলপুর মহকুমা

১। কুলাই হাইয়ার সেকেণ্ডারী
২। হরচন্দ্র ,, ,,

যে সমস্ত হাইস্কুল প্রধান শিক্ষক নাই সেই সমস্ত স্কুলের নাম নিয়ে দেওয়া হইল—

সদর মহকুমা

১। শ্রীনগর গাবর্দী হাইস্কুল
২। মধুবন ডুকলী
৩। রাম নগর
৪। কামান মুড়া
৫। টাকার জলা ( সাউথ )
৬। ব্রজ পুর
৭। পূর্বলক্ষ্মী বিল
৮। বড়জলা বীণাপানি
৯। পশ্চিম গকুলনগর
১০। বিশালগড় হাইস্কুল
১১। চাম্পামুড়া
১২। পেকুয়ার জলা
১৩। জন্মেজয় নগর
১৪। মধুমালা
১৫। দুর্গা চৌধুরী পাড়া

১৬। লাটিয়া ছড়া
১৭। বেলবাড়ী
১৮। লক্ষ্মীছড়া রামকৃষ্ণ
১৯। ঢাকা বাড়ী
২০। রাধা নগর
২১। চান্দ পুর
২২। নূতন নগর গার্লস
২৩। কাতলামারা হাইস্কুল

## খোয়াই মহকুমা

১। নর্থ গীলাতলী ( রতিয়া )
২। বাইজল বাড়ী
৩। বলরাম কোবরা
৪। সিঙ্গী ছড়া
৫। আম্পুরা বাজার
৬। ভারত সর্দার পাড়া ( চাম্পা হাওয়ার )
৭। লালছড়া গার্লস
৮। রতন পুর
৯। তুই চিন্দ্রাই বাড়ী
১০। তুলাসিকার বাজনগর
১১। বৃন্দাবন
১২। বাচাই বাড়ী
১৩। বরমা ছড়া
১৪। গৌরাঙ্গ টিলা
১৫। ঘীলাতলী বাজার
১৬। আশারামবাড়ী
১৭। মহারাণী পুর
১৮। বীরচন্দ্র পুর
১৯। জামবাড়ী
২০। নংজু ওলেফা হাইস্কুল
২১। সুতাং ছড়া
২২। বজ্র নারায়ণ পাড়া

## কমলপুর মহকুমা

১। বড়লুতমা হাইস্কুল
২। কমলপুর মাদ্রাসা হাইস্কুল
৩। মহারাণী
৪। উজান চানকাপ
৫। শ্রীধাম পুর

## সোনামুড়া মহকুমা

১। বড় নারায়ণ হাইস্কুল
২। খাস চৌমুহণী ,,
৩। মেলাঘর গার্লস
৪। নিদয়া
৫। কাঠালিয়া
৬। সোনামুড়া গার্লস
৭। কলম ছড়া
৮। নলছড়
৯। সোনামুড়া মডেল
১০। চন্দন মুড়া
১১। রবীন্দ্র নগর

## কৈলাসহর মহকুমা

১। জয়গণ্ডি হাইস্কুল
২। বিদ্যানগর
৩। করম ছড়া
৪। ছামনু
৫। ধুমাছড়া
৬। ময়নামা
৭। মাছলী ছড়া
৮। কাঁঠাল ছড়া টি, এম, সি,
৯। শ্রীরামপুর
১০। বেত ছড়া
১১। ফটিক রায় গার্লস
১২। ভদ্রপল্লী পাড়া হাইস্কুল
১৩। ধন বিলাস

১৪। রাতা ছড়া
১৫। কৈলাসহর গার্লস
১৬। কৈলাসহর মডেল
১৭। কুহিনা কুড়া
১৮। ভারচুই খ্রীষ্টান হাইস্কুল

### ধর্মনগর মহকুমা

১। পানি সাগর হাইস্কুল
২। পদ্মবিল
৩। কালাছড়া
৪। সাসঙ্গম হাই
৫। জয়নগর
৬। আনন্দ বাজার
৭। ভাটি মাছমারা
৮। গঙ্গা নগর হাই
৯। রাজবাড়ী গার্গস
১০। প্রত্যেক রাই হাই
১১। দেওছড়া হাই
১২। সাতনালা হাই
১৩। জলে বাসা

### উদয়পুর মহকুমা

১। তুপা মুড়া হাইস্কুল
২। পালাটানা হাইস্কুল
৩। জলেমা বাড়ী ,,
৪। পিতরা ,,
৫। নোয়া বাড়ী
৬। শীলঘাটি
৭। চন্দপুর কালোনী
৮। গকুল পুর কলোনী
৯। খীল পাড়া
১০। ফাইভ জুয়েলস

### বিলোনিয়া মহকুমা

১। মোতাই হাইস্কুল
২। মুহুরী পুর ,,
৩। আলয় ছড়া ,,
৪। সারা সীমা ,,
৫। ওয়েস্ট বগাফা
৬। অভয় নগর
৭। দেবদারু
৮। ইস্টকলা বাড়ী
৯। কুকি ছড়া
১০। কলসী
১১। রাজ নগর কলোনী
১২। পাই খোলা
১৩। পুরান রাজবাড়ী
১৪। লক্ষ্মী ছড়া
১৫। পশ্চিম পিলাক
১৬। নীহার নগর
১৭। রাঙ্গা মুড়া
১৮। ঈশানচন্দ্র নগর
১৯। কৃষ্ণ নগর
২০। শান্তির বাজার

### অমর র মহকুমা

১। করবুক প জ্ঞহাম হাই
২। রাঙ্গা মাটি
৩। রইস্যা বা ী
৪। গণ্ডাছড়া
৫। তুইদু বাড়ি হাই
৬। মালবাসা ,,
৭। ঢেলা গাঙ ,,

সাব্রুম মহকুমা

১। ব্রজেন্দ্র নগর হাই
২। মনুবংকুল
৩। চাতক ছড়া
৪। গারধাং
৫। সাত চাঁদ
৬। মাধব নগর
৭। ২নং জলেফা

যে সমস্ত হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নাই সেই সমস্ত স্কুলের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

সদর মহকুমা

১। বি, কে, বয়েজ হাইয়ার সেকেণ্ডারী
২। রেশম বাগান ,,
৩। সিপাহী জলা ,,
৪। তালতলা ,,
৫। ঈশান পুর ,,
৬। চড়িলাম ,,
৭। পল্লী মঙ্গল ,,
৮। সেকের কোট ,,
৯। বিশাল গড়

খোয়াই মহকুমা

১। তেলিয়া মুড়া
২। কল্যাণ পুর
৩। খোয়াই গালস্

সোনামুড়া মহকুমা

১। বক্স নগর হাইয়ার সেকেণ্ডারী

উদয়পুর মহকুমা

১। উদয়পুর গালস্ হাইয়ার সেকেণ্ডারী
২। কাকড়া বন ,,
৩। মিরজা ,,
৪। শালঘড়া ,,
৫। চন্দ্র পুর ,,

বিলোনীয়া মহকুমা

১। বি, কে, ইনষ্টিটিউশন
২। বগাফা আশ্রম হাইয়ার সেকেণ্ডারী
৩। বাইখোরা

সাব্রুম মহকুমা

১। মনু হাইয়ার সেকেণ্ডারী
২। সাব্রুম গালস্
৩। শ্রীনগর হাইয়ার সেকেণ্ডারী

অমর পুর মহকুমা

১। অমরপুর গালস্
২। অম্পিনগর

ধর্মনগর মহকুমা

১। কদমতলা হাইয়ার সেকেণ্ডারী
২। পদ্মপুর ,,
৩। বলি থৈ ,,
৪। পেচারথল ,,

কমলপুর মহকুমা

১। কমলপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী
২। কে, সি, গালস্ ,,
৩। হালাহালি ,,
৪। সালেমা ,,

কৈলাসহর মহকুমা

১। কৈলাসহর গালস্
২। পাবিয়া ছড়া
৩। ছৈলেংটা

Admitted Starred Question No:— 9

Name of M. L. A.: — Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be pleased to State:—

১। রাজ্যে ১৯৭৭ইং সন পর্যান্ত সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মোট কতটি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র চালু ছিল এবং বর্তমানে ঐরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা কত?

২। এই সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বর্তমানে কতজন সমাজ শিক্ষাকর্মী (এস. ই. ডব্লিও) এবং গ্রামলক্ষ্মী (ভিলেজ মাদার) কর্মী নিযুক্ত আছেন,

৩। ইহা কি সত্য এই সব সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করার জন্য কোন Feeding centre নেই।

৪। সত্য হইলে তাহার কারণ, এবং

৫। তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এলাকাসহ রাজ্যের সমস্ত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের ফিডিং সেন্টার চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৬। ব্লক ভিত্তিক ধার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য সমাজ শিক্ষা দপ্তরের ব্লক ভিত্তিক কোন কার্যালয় বা কর্মকর্তা আছে কি,

৬। না থাকলে তাহার কারণ।

## ANSWER

Minister in-Charge :— Deputy Chief Minister, Sri Dasaratha Deb.

১। ১৯৭৭ইং সন পর্যান্ত রাজ্যে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মোট ৫২৫টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র চালু ছিল। বর্তমানে এইরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা ১১৭৫টি।

২। বর্তমানে এস, ই, ডাব্লিওর সংখ্যা—১৫০৭ এবং গ্রামলক্ষ্মী ও ভিলেজ মাদারের সংখ্যা—৯২১

৩। সব কেন্দ্রে ছিলনা। প্রতিদিন পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হত ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার স্কীম থেকে। কাজেই সেই তহবিলের দ্বারা সর্বত্র পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া সম্ভব ছিলনা।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

৫। হ্যাঁ।

৬। না।

৭। পূর্ব হইতেই ছিলনা।

Admitted Unstarred Question No. 11

Name of M. L. A :— Shri Samir Deb Sarkar
Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৮৫ সালের জুনমাস পর্যান্ত রাজ্যের কোন ব্লকে কতটি বিদ্যালয় গৃহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে রাজ্যের কোন ব্লকে কত টাকার সম্পদ (শিক্ষণ বিভাগের) নষ্ট হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : SHRI D. DEB

১। উত্তর সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া হইল।

২। উত্তর সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় দেওয়া হইল।

১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৮৫ সালের জুন মাস পর্যান্ত রাজ্যের কোন ব্লকে কতটি বিদ্যালয় গৃহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

| ক্রমিক নং | ব্লকের নাম | ১৯৭৮ | ১৯৭৯ | ১৯৮০ | ১৯৮১ | ১৯৮২ | ১৯৮৩ | ১৯৮৪ | ১৯৮৫ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | আগরতলা টাউন | — | — | ১ | — | — | ১ | ১ | — | ৩ |
| ২। | মোহনপুর | ১ | | ২ | — | ৩ | ১ | ১ | — | ৯ |
| ৩। | জিরানিয়া | ২ | ৩ | — | ৩ | ৭ | ৫ | ৩ | ৭ | ২৭ |
| ৪। | তেলিয়ামুড়া | — | ২ | ২ | ১ | ০ | ৬ | ৭ | ৪ | ২৬ |
| ৫। | খোয়াই | — | ১ | ২ | ১ | ৮ | ৬ | [illegible] | ২ | ২৬ |
| ৬। | বিশালগড় | — | — | — | ১ | — | ১৩ | ১২ | ৪ | ৩০ |
| ৭। | মেলাঘর | — | — | — | ২ | ৫ | ৭ | ১ | ৪ | ১৯ |
| ৮। | কৈলাসহর | — | ৩ | — | ১ | ৩ | — | ১ | — | ৮ |
| ৯। | কমলপুর | — | — | ১ | ৬ | ১৬ | ৫ | ১৩ | ৩ | ৪০ |
| ১০। | ধর্মনগর | — | ১ | ১ | — | — | ১ | ১ | — | ৪ |
| ১১। | কাঞ্চনপুর | — | — | — | — | ৩ | ৩ | ৪ | ১ | ১১ |
| ১২। | ছামনু | — | — | ২ | ২ | ১ | ১ | — | ২ | ৮ |

| | ৭৮-৭৯ | ৭৯-৮০ | ৮০-৮১ | ৮১-৮২ | ৮২-৮৩ | ৮৩-৮৪ | ৮৪-৮৫ | ১-৪-৮৫ ইং হইতে ৩০-৬-৮৫ পর্যন্ত | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৩। মাতাবাড়ী | ৬ | ১০ | ১৪ | ১২ | ১০ | ১০ | ৭ | — | ৬৯ |
| ১৪। বগাফা | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৪ | ১০ | ৩ | ১ | ৩৭ |
| ১৫। সাতচাঁদ | ৯ | — | — | — | ৩ | ১ | ৮ | — | ২১ |
| ১৬। রাজনগর | ১ | ২ | ১ | ২ | ১ | ১ | ৩ | — | ১১ |
| ১৭। অমরপুর | ৬ | ৭ | ১১ | ১১ | ১০ | ১১ | ১২ | ২ | ৮১ |
| ১৮। ডম্বুরনগর | ২ | ২ | ৪ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | — | ১৮ |

অগ্নিকাণ্ডের ফলে রাজ্যের কোন ব্লকে কত টাকার সম্পদ শিক্ষণ বিভাগের নষ্ট হয়েছে নিম্নে দেওয়া হইল

| ক্রমিক নং ব্লকের নাম | কত টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে |
|---|---|
| ১। আগরতলা টাউন | ১,২৭,২৩৯.০০ |
| ২। মোহনপুর | ২,৩২,০০০.০০ |
| ৩। জিরানিয়া | ৫,৯৪,১৬৪.০০ |
| ৪। তেলিয়ামুড়া | ৫,৩৬,৯৩৭.০০ |
| ৫। খোয়াই | ৭,৯০,৩৫৭.০০ |
| ৬। বিশালগড় | ১৬,১৬,৭১১.০০ |
| ৭। মেলাঘর | ১০,৯৪,৪২৪.০০ |
| ৮। কৈলাসহর | ১,৭৭,৫৩৪.০০ |
| ৯। কমলপুর | ৭,০৬,৭০০ ০০ |
| ১০। ধর্মনগর | ২,৫৭,৫১২.০০ |
| ১১। কাঞ্চনপুর | ৩,৬০,১০০.০০ |
| ১২। ছামনু | ৬৫,০০০.০০ |
| ১৩। সাতাবাড়ী | ৩৬,১০,০০০০০ |
| ১৪। বগাফা | ৩,১০ ০০০.০০ |
| ১৫। সাত চাঁদ | ২,৬৯,০০০.০০ |
| ১৬। রাজনগর | ১,৩৭ ৬১৭.০০ |
| ১৭। অমরপুর | ৭,৫১,৭০০.০০ |
| ১৮। ডম্বুর নগর | ১১,৫৬০.০০ |

Assembly Admitted Un-Starred Question No. 17

Name of the member : Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Labour and Employment Department be Pleased to State : —

প্রশ্ন

ক) ১৯৮৫ইং-এর ৩০শে জুন পর্যন্ত রাজ্যে সর্বমোট রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা কত ?

খ) এদের মধ্যে কতজন তপশীলি জাতি এবং কতজন তপশিলী উপজাতি ভুক্ত,

গ) সর্বমোট বেকারের মধ্যে কতজন মাষ্টার ডিগ্রীধারী, কতজন গ্র্যাজুয়েট, কত-জন মেট্রিক বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ ; আলাদা আলাদা হিসাব );

ঘ) ১৯৮৫ইং সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত উক্ত রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারদের মধ্যে কতজন চাকুরীর বয়ঃসীমা অতিক্রম করেছে এবং

ঙ) ঐ সকল বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কোনরূপ ব্যবস্থা নিবেন কি না ?

MINISTER-IN-CHARGE OF
LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT : Shri S. Chaudhury

উত্তর

১৯৮৫ইং-এর ৩০শে জুন পর্য্যন্ত রাজ্যে সর্বমোট রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা ৯৪,৭৯৯ জন।

খ) এদের মধ্যে তপশীলি জাতি ৪,১১০ জন, তপশীলি উপজাতি ৪,২৭০ জন।

গ) সর্বমোট রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৪,৭৯৯ জন বেকারের মধ্যে মাষ্টার ডিগ্রীধারী ৪১৮ জন জন, গ্র্যাজুয়েট ৮,৫৬০ জন, মেট্রিক বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ ৪৩,০১২ জন আছে।

ঘ) ১৯৮৫ইং সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারের মধ্যে ২,৭৯০ জনের চাকুরীর বয়সসীমা অতিক্রম করেছে।

ঙ) হ্যাঁ।

Admitted Unstarred Question No. 22

Name of M. L. A. :—Sri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণীর Final পরীক্ষায় রাজ্যের কতজন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছিল ( পৃথক হিসাব )

২। উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় কতজন কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ; ( পৃথক পৃথক হিসাব )

৩। উক্ত পরীক্ষা সমূহে পাশের হার পূর্বের দুই বৎসরের তুলনায় কম না বেশী ;

৪। পাশের হার কম হলে তার কারন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SHRI D. DEB

১। ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণীর Final পরীক্ষায় ত্রিপুরা মাধ্যমিক পর্ষদে যথাক্রমে ২০,৩০২ জন ও ১০,২৪৯ জন ছাত্র ছাত্রী অংশ নিয়েছিল।

২। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সব মোট ১৯২ জন প্রথম বিভাগে, ৯১৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে ৫,০৪৭ জন তৃতীয় বিভাগে এবং পাশ বিভাগে ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় সব মোট ১০৭ জন প্রথম বিভাগে, ৫২৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৩,০৫৪ জন পাশ বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৩। উক্ত পরীক্ষায় সমূহে পাশের হার পূর্বের দুই বৎসরের তুলনায় কম।

৪। পরীক্ষায় পাশের হার করার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পাশের হার কমার কারন জানা যাবে

Admitted Unstarred Question No 28

Name of M. L. A. Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state-

১। রাজ্যে ১৯৮৫ সনের জুলাই মাস পর্যান্ত সময়ে নিয়মিত এবং অনিয়মিত শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত; ( বিশ্ব বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক প্রাথমিক ও ককবরক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার যে পৃথক হিসাব )

২। ১৯৮৫ সনের জুন মাস পর্যন্ত নূতনভাবে কতজন শিক্ষক শিক্ষিকাকে কাজে নিযুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছিল)

৩। এদের মধ্যে কতজন কাজে যোগ দিয়েছিল।

৪। বর্তমানে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে কতটি শিক্ষক শিক্ষিকার পদ খালি আছে, (বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব)

৫। রাজ্যের কতটি বিদ্যালয় দু'জন এবং কতটি বিদ্যালয় মাত্র ১ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে (বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব)

৬। উক্ত বিদ্যালয় সমূহে কবে নাগাদ আরও শিক্ষক নিযুক্তি করা হবে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE — SHRI. D. DEB.

১। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ২৫ জন, মহাবিদ্যালয় স্তরে—৪৫৯ জন, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে—২,৬৪০ জন, দ্বাদশমান স্তরে— ৩,৭৯১ জন মাধ্যমিক স্তরে—২,৩০৫ জন প্রাথমিক স্তরে—৭৫৬৭ জন এবং ককবরক স্তরে ১৬০ জন শিক্ষক আছেন।

২। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ১ জন এবং বিদ্যালয় স্তরে ১৪৯৭ জনকে

৩। ১৪৮৭ জন ;

৪। ৩১ ৭-৮৫ইং তারিখ পর্যন্ত ১,০৮৮টি পদ খালি আছে (যেহেতু বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস ভিত্তিক পদগুলির মঞ্জুরী হয় নাই সেহেতু বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস ভিত্তিক সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নহে)

৫। সঙ্গীয় 'ক" তালিকায় দেওয়া গেল :

৬। যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি নিযুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

"ক" তালিকা

রাজ্যের বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক
এক-শিক্ষক ও দুই-শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলের সংখ্যা

| ক্রমিক নং | বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস | | | এক-শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুল | দুই-শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | সদর 'এ' | — | — | — | — |
| ২। | বিশালগড় | — | — | ২ | ২৭ |
| ৩। | জিরানিয়া | — | — | ৩ | ১২ |
| ৪। | মোহনপুর | — | — | ৩ | ১৯ |
| ৫। | তেলিয়ামুড়া | — | — | ২ | ১৭ |
| ৬। | খোয়াই | — | — | ১৩ | ১৫ |
| ৭। | সোনামুড়া | — | — | ১ | ৩৪ |
| ৮। | কমলপুর | — | — | ৪ | ৪৩ |
| ৯। | ছৈলেংটা | — | — | ১০ | ৬৭ |
| ১০। | কৈলাসহর | — | — | ৯ | ৩৭ |
| ১১। | কাঞ্চনপুর | — | — | ১০ | ৫৬ |
| ১২। | ধর্মনগর | — | — | ৫ | ২৪ |
| ১৩। | উদয়পুর | — | - | ৫ | ১৬ |
| ১৪। | অমরপুর | — | — | ৯ | ৫৯ |
| ১৫। | শান্তির বাজার | — | — | ৬ | ২৮ |
| ১৬। | বিলোনীয় | — | | ১ | ৩৪ |
| ১৭। | সাব্রুম | — | — | ১০ | ৭২ |
| | | | মোট :— | ৯৩ | ৫০ |

Admitted Un-starred question No. 30

Name of M. L. A:— Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Education Department be pleased to state—

১। ১৯৮৩ইং হইতে ১৯৮৫ইং-এর জুন মাস পর্যন্ত জুনিয়র, সিনিয়র ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বুক গ্রান্ট বাবত কত টাকা দেওয়া হয়েছে ( বিদ্যালয়ের স্তর ভিত্তিক বৎসরের পৃথক পৃথক হিসাব )।

২। ইহা সত্য ১৯৮৫ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যালয়ে বুক গ্রাণ্ড দেওয়া হয় নাই।

৩। সত্য হইলে তাহার কারন ?

**MINISTER-IN-CHARGE** **ANSWER**

১। ১৯৮৩ ইহতে ১৯৮৫ইং-এর জুন মাস পর্য্যন্ত জুনিয়র, সিনিয়র ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বুক গ্র্যাণ্ড বাবত সর্বমোট খরচের হিসাব বৎসর ভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক) ১৯৮৩-'৮৪ ইং—৬.৩৬৭২০/৭৫ পয়সা।

খ) ১৯৮৪-'৮৫ইং—৫,৬৪,৫০৭/১৫ পয়সা।

গ) ১৯৮৫ইং-এর জুন পর্যন্ত ১০১,২৫৭/৯০ পয়সা

প্রকাশ থাকে যে, নিম্নলিখিত দপ্তর প্রধানগণ বিদ্যালয় স্তর ভিত্তিক হিসাব দেয় নাই বিধায় বিদ্যালয় স্তর ভিত্তিক হিসাব উপরে প্রদত্ত হয় নাই।

১। বিদ্যালয় পরিদর্শক, সাব্রুম।

২। বিদ্যালয় পরিদর্শক, শান্তির বাজার।

৩। বিদ্যালয় পরিদর্শক, কাঞ্চনপুর।

৪। বিদ্যালয় পরিদর্শক, উদয়পুর।

৫। বিদ্যালয় পরিদর্শক, ছৈলেংটা।

এতব্যতীত সকল দপ্তর প্রধানগণ বিদ্যালয় স্তর ভিত্তিক বৎসরের পৃথক পৃথক হিসাব দিয়েছেন। তদানুযায়ী বিদ্যালয় স্তর ভিত্তিক বৎসরের পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| | জুনিয়র | সিনিয়র | মাধ্যমিক |
|---|---|---|---|
| ক) ১৯৮৩-'৮৪ইং | ৩,১০,৭০০/— | ১.১৪,০২২/৮৫ | ৩০,২৯৮/ ৫ |
| খ) ১৯৮৪-৮৫ইং | ২,২৫,৫৬০/৭৫ | ৬৪,১০০/২৫ | ৪০,৭৩৬/৪০ |
| গ) ১৯৮৫ইং জুন পর্য্যন্ত | ৩৫,৪৪৫/৭০ | ১১,২৩১/৫৫ | ৩,১৩৭/৬০ |

২। হ্যা :— ইহা আংশিক সত্য।

৩। ১৯৮৫-৮৬ইং সনের জন্য বুক গ্রাণ্ডবাবদ বার্ষিক বরাদ্দ 8-7-85ইং ৫,০০,০০০/=টাকা পাওয়া গিয়েছে। উক্ত টাকা ইতিমধ্যে সম্যক ব্যয়িত হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 31

Name of M. L. A. Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister—in–Charge of the Education Department be Pleased to state—

১। বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ইং হইতে ১৯৮৫ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত কোন কোন মহকুমায় কতগুলি উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল ' ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব )

২। এর মধ্যে কয়টি ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ কেমন হইয়াছে এবং কয়টির কাজ এখনও শেষ হয় নাই ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ) ;

৩। ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনবাড়ীর হাই স্কুলের ছাত্রবাসটির নির্মাণের কাজ অর্ধ। সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে „

৪। সত্য তাহার কারণ ?

ANSWER

MINISTER— IN-CHARGE SHI D. DEB

১। ৫৯টি। মহকুমা ভিত্তক হিসাব সঙ্গীয় "ক"র তালিকায় দেওয়া গেল।

২। উত্তর সঙ্গীয় "খ" তালিকায় দেওয়া গেল।

৩। আংশিক সত্য।

৪। নির্মাণের কাজ শতকরা ৭০ ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে। বাকী কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে শেষ করার জন্য পূর্ত বিভাগ ঠিকাদারকে বিশেষভাবে চাপ দিয়েছেন।

"ক" তালিকা

১৯৭৮ইং হইতে ১৯৮৫ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে মহকুমা ভিত্তিক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা

| ক্রমিক নং | মহকুমার নাম | উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন তপশীলি জাতি/তপশীলি উপজাতি বালক/বালিকা ছাত্রাবাসের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। | ধর্মনগর | |
| ২। | কৈলাসহর | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩। কমলপুর | — | — | ৫ |
| ৪। খোয়াই | — | — | ৫ |
| ৫। সদর | — | — | ১০ |
| ৬। সোনামুড়া | — | — | ২ |
| ৭। উদয়পুর | — | — | ৬ |
| ৮। অমরপুর | — | — | ৮ |
| ৯। বিলোনীয়া | — | — | ৫ |
| ১০। সাব্রুম | — | — | ৩ |
| | | মোট= | ৫৯ |

"খ" তালিকা

| ক্রমিক নং | মহকুমার নাম | ইতিপূর্বে ছাত্রাবাসের সংখ্যা | নির্মিত হইতেছে এমন ছাত্রাবাসের সংখ্যা | নির্মাণ করা হবে এমন ছাত্রাবাসের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ধর্মনগর — | ১ | ৩ | ২ |
| ২। | কৈলাসহর — | ১ | ৩ | ৫ |
| ৩। | কমলপুর — | -- | - | ৫ |
| ৪। | খোয়াই — | — | ২ | ৩ |
| ৫। | সদর — | — | ২ | ৮ |
| ৬। | সোনামুড়া — | — | — | ২ |
| ৭। | উদয়পুর — | ১ | ১ | ৪ |
| ৮। | অমরপুর — | ১ | ৩ | ৪ |
| ৯। | বিলোনীয়া | - | — | ৫ |
| ১০। | সাব্রুম | — | ৯ | ২ |
| | | ৫ | ১৪ | ৪০ |

Admitted Unstarred Question No. 42

Name of member — Shri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to state :—

১। সাতনালা, দশদা ও গাছিরাম পাড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল এবং আনন্দ বাজার হাই স্কুলের জন্য পাকা ঘর নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তবে তারা কবে নাগাদ নির্মান করা হবে বলে আশা করা যায়. এবং

৩। যদি না থাকে তবে তার কারন ?

ANSWER

Minister-in-charge:— Shri D. Deb.

১। দশদায় তুর্গারাম রিয়াং পাড়া হাই স্কুলের পাকা ঘর নির্মান করিবার জন্য প্রস্তাব আছে। সাতনালা হাইস্কুল ও আনন্দবাজার হাইস্কুল এবং গাছিরাম পাড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুলের জন্যে পাকা ঘর নির্মানের এরূপ কোন প্রস্তাব বর্তমানে নাই।

২। তুর্গারাম রিয়াং পাড়া হাই স্কুলের জন্য পাকা ঘর নির্মাণের কাজ বর্ত্তমান ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়। কবে নাগাদ কাজ শেষ হবে তাহা কখনই বলা সম্ভব নয়।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব বশত: সাতনালা হাইস্কুল ও আনন্দ বাজার হাইস্কুল এবং গাছিরাম পাড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুলের জন্য পাকা ঘর নির্মানের প্রস্তাব হাতে নেওয়া এখনো সম্ভব হয় নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 49

Name of M. L. A. Shri Jawhar lal Saha / Shri Monaranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। মিড-ডে-মিল স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ২০শে জুলাই পর্যান্ত রাজ্যের কতগুলি বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল চালু আছে এবং এতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে (প্রত্যেকটি মহকুমার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনের বিদ্যালয়গুলির পৃথক পৃথক হিসাব)।

২। উক্ত মিড-ডে-মিল বন্টনের ব্যাপারে এ পর্যান্ত কতগুলি দুর্নীতির অভিযোগে কয়টি বিদ্যালয়ের কতজন শিক্ষককে দোষী সাবাস্ত করা হয়েছে: (বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। উক্ত ব্যাপারে এ পর্যান্ত যদি কোন তদন্ত করা না হয়ে থাকে তবে তার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :– SHRI D. DEB,

১। ১৮২৪টি বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনের বিদ্যালয়গুলির পৃথক পৃথক হিসাব পরে দেওয়া হইবে ।

২। এ পর্যন্ত কোনও শিক্ষক দোষী সাব্যস্ত হন নাই ।

৩। তদন্ত কার্য্য চলিতেছে ।

Assembly Admitted Un-Starred Question No. 54

Name of M. L. A. Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.—

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র গৃহ, আসবাবপত্র ও সমাজ শিক্ষা কর্মী ইত্যাদি না থাকায় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ বন্ধ হয়ে আছে ।

২। যদি সত্য হয় তবে ১৯৮৫ ইং সনের ২৫শে জুলাই পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আছে এইরূপ সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা কত ; (মহকুমা ভিত্তিক সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের হিসাব)।

৩। ইহাও কি সত্য যে এমন অনেক সমাজ শিক্ষা কর্মী আছেন যাহারা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে কাজ না করা সত্বেও নিয়মিত বেতন দেওয়া হচ্ছে ,

৪। সত্য হলে, এরূপ সমাজ শিক্ষা কর্মীর সংখ্যা কত ;

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— Dy. Chief Minister SHRI D. DEB.

১। আংশিক সত্য। আসবাব পত্রের অভাবে কোন সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ নেই, তবে সমাজ শিক্ষা কর্মীর অভাবে কিছু কিছু সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ আছে ।

২। রাজ্যে ১৯৮৫ সালের ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট ৫৬টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ আছে (মহকুমা ভিত্তিক সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল)।

| মহকুমার নাম | বন্ধ কেন্দ্রের সংখ্যা |
|---|---|
| ১। সদর— | ৫টি |
| ২। সোনামুড়া— | ১টি |
| ৩। কমলপুর | ৫টি |
| ৪। কৈলাসহর— | ৪টি |
| ৫। ধর্মনগর— | ১৫টি |
| ৬। উদয়পুর— | ৮টি |
| ৭। বিলোনীয়া— | ৩টি |
| ৮। সাব্রুম— | ১টি |
| ৯। অমরপুর— | ১৪টি |

৩। ইহা সত্য নহে। কাজ না করেও বেতন নেন এমন কর্মী নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Untarred Question No· 56

Name of M. L. A, Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education department be Pleased to State—

১। ১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ ইং সনে সরকারী খরচায় কি কি খেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোন কোন সংস্থা ত্রিপুরার বাহিরে কোন কোন রাজ্যে খেলতে গিয়েছিল।

২। উক্ত সময়ে ত্রিপুরার বাহিরে কোন কোন রাজ্যের কোন কোন সংস্থা কি কি খেলায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ত্রিপুরায় এসেছিল।

৩। রাজ্যের খেলা ধূলার মান উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন; এবং

৪। এই ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকার হতে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য হয় কিনা।

৫। যদি করা হয়ে থাকে তবে তাহার পরিমান কত?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE :— SHRI D. DEB

১। ১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ আর্থিক বছরে সরকারী খরচায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে যে সংস্থা ত্রিপুরার বাহিরে যে যে রাজ্যে গিয়েছিল বর্ষভিত্তিক হিসাব পরিশিষ্ট (ক) (১) (২) (৩) ও (৪) এ দেওয়া হল।

২। উক্ত সময়ে যে রাজ্য ত্রিপুরায় যে যে খেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এসেছিল তাহা পরিশিষ্ট (খ) তে দেওয়া হল।

৩। খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য যে ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ।

ক) বিদ্যালয় স্তরে খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য অধিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদকে অধিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করিয়াছে যাহাতে ক্রীড়া পর্ষদ গাঁও সভা স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় স্তর পর্যন্ত গ্রামীন ক্রীড়া ও মহিলা ক্রীড়াকেও উন্নত মানে ব্যক্ত করিতে পারে। তাহাছাড়া খেলার উপর কোচিং ক্যাম্প করার জন্য অধিক আর্থিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ক্রীড়া পর্ষদ পর্যায়ক্রমে ইহার অনুদানের অর্থ বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকেও দিয়ে থাকে।

গ) আগরতলা স্তরে ও জেলা সদরে স্টেডিয়াম করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন।

ঘ) আগরতলা শহরে একটি আধুনিক সুইমিং পুল করার উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন। তাহাছাড়া প্রত্যেক নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি মহকুমার স্তরে খেলাধূলার উন্নয়নের অর্থ খরচ করে থাকে।

ঙ) বিদ্যালয় স্তরে মাঠের উন্নয়নের জন্য সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে অর্থের বরাদ্দ রেখেছেন।

৪। — হ্যাঁ — ।

৫। গ্রামীণ ও মহিলা ক্রীড়া বাবৎ ১৯৮৩ সনে ২৩,৮০০'০০
১৯৮৪ সনে ৩৪,৮০০,০০

সুইমিং পুল ও গাঁও সভাগুলিতে মাঠ নির্মান কল্পে ৪,৪৫,০০০'০০

| সংস্থার নাম | খেলার নাম | যে যে রাজ্যে গিয়েছিল | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ১৯৮১-৮২ | ১৯৮২-৮৩ | ১৯৮৪-৮৫ | ১৯৮৫-৮৬ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের অনুমোদিত সংস্থা | | | | | |
| ১। ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক সংস্থা | জাতীয় জিমন্যাস্টিক জুনিয়র ও সিনিয়র | দিল্লী | জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশ | ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক) | |
| ২। ত্রিপুরা এথলেটিক সংস্থা | এথলেটিকস্ | কলকাতা | ক্রস কান্ট্রি আগরতলা | জাতীয় ক্রস কান্ট্রি জলন্ধর | জব্বলপুর |
| ৩। ত্রিপুরা ফুটবল সংস্থা | ফুটবল | জুনিয়র জাতীয় পণ্ডিচেরী | জাতীয় জুনিয়র (গোয়া) | মাদ্রাজ জোড়হাট (আসাম) | |
| ৪। ত্রিপুরা ভার উত্তোলন সংস্থা | ভার-উত্তোলন | বম্বে (মহারাষ্ট্র) | উড়িষ্যা | উদয়পুর রাজস্থান | |
| ৫। ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন সংস্থা | ব্যাডমিন্টন | গান্ধীনগর (গুজরাট) | আগরতলা (ত্রিপুরা) | কোটা (রাজস্থান) | |
| ৬। ত্রিপুরা ভলিবল সংস্থা | ভলিবল | কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) | | বরিশা (পশ্চিমবঙ্গ) | |
| ৭। ত্রিপুরা টেবিল টেনিস সংস্থা | টেবিল টেনিস | ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ) | আগরতলা (ত্রিপুরা) | (১) শিলং (আসাম) (২) কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) | |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮। ত্রিপুরা খো খো সংস্থা | খো খো | হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ) | (১) ভদ্রেশ্বর (পশ্চিমবঙ্গ) (২) পুরী (উড়িষ্যা) | প্রভনগর (অন্ধ্রপ্রদেশ) | |
| ৯। ত্রিপুরা সাঁতার সংস্থা | সাঁতার | কানপুর (উত্তর প্রদেশ) | (১) ত্রিবান্দ্রাম (কেরালা) | (১) বম্বে (মহারাষ্ট্র) | (১) কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) |
| ১০। ত্রিপুরা হ্যাণ্ডবল সংস্থা | হ্যাণ্ডবল | দিল্লী | (১) দিল্লী | (১) কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ কুইলন (কেরালা) | (২) লক্ষ্ণৌ — |
| ১১। ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং সংস্থা | দেহ সৌষ্ঠভ | কোয়েম্বাটোর (মাদ্রাজ) | জয়পুর (রাজস্থান) | হাওড়া (পশ্চিম বঙ্গ) | — |
| ১২। ত্রিপুরা পাওয়ার লিফ্‌টিং সংস্থা | পাওয়ার লিফটিং | নাগপুর (মহারাষ্ট্র) | এলেপেৎ (কেরালা) | (১) জামসেদ পুর (বিহার) (২) দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ) | — — |
| ১৩। ত্রিপুরা বাস্কেটবল সংস্থা | বাস্কেটবল | ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ) | — — | (১) নওগাঁ (আসাম) (২) কটক (উরিষ্যা) | — |
| ১৪। ত্রিপুরা কাবাডি সংস্থা | কাবাডি | — | — | মাদাক (অন্ধ্রপ্রদেশ) | |

| ১ | | ৩<br>৮২—৮৩ | ৪<br>৮৩—৮৪ | ৫<br>৮৪—৮৫ | ৬<br>৮৫—৮৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫। ত্রিপুরা দাবা সংস্থা | দাবা | — | আহমেদাবাদ (গুজরাট) | টেনালী (অন্ধ্রপ্রদেশ) | — |
| ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ প্রেরীত | খো খো কাবাডি | ত্রিবান্দ্রাম (কেরালা) | দেওঘর (বিহার) | ভিওয়ানি (হরিয়ানা) | — |
| | এথলেটিকস্ | — | নেল্লোর (অন্ধ্র) | মীরাট (উত্তর প্রদেশ) | — |
| | ফুটবল ভলিবল জিমনাস্টিকস হ্যান্ডবল | — | — | শ্রীকাকুলাম (অন্ধ্র প্রদেশ) | |
| | মহিলা ক্রীড়া উৎসব সাঁতার, এথলেটিকস টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, খো খো কাবাডি ভলিবল হ্যান্ডবল, জিমনাস্টিকস | দিল্লী | গান্ধীনগর (গুজরাট) | — | — |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| শিক্ষা বিভাগের শারীর শিক্ষা ও যুব কর্মসূচী দপ্তর প্রেরীত | জাতীয় স্কুলক্রীড়া প্রতিযোগিতা | | | | |
| | ১। শরৎকালীন (১ম পর্ব) | গান্ধীনগর (গুজরাট) | ভূপাল | | |
| | ২। ,, (২য় পর্ব) | কলিকাতা | — | | |
| | ৩। শীত কালীন (১ম পর্ব) | বিলাসপুর | — | | |
| | ৪। ,, (২য় পর্ব) | নূতন দিল্লী | ত্রিবান্দ্রাম | | |
| | ৫। মিনি প্রতিযোগিতা | নাগপুর | গৌহাটি | | |
| | ৬। সি, কে নাইডু, ক্রিকেট | জলন্ধর পাঞ্জাব | লক্ষ্ণৌ | | |
| | ৭। সুব্রত মুখার্জী ফুটবল | নূতন দিল্লী | নূতন দিল্লী | | |
| | ৮। গঙ্গাবক্ষে সাঁতার প্রতিযোগিতা | মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ) | মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ) | | |

| সন | খেলার নাম | যে যে রাজ্য ত্রিপুরায় এসেছিলেন |
|---|---|---|
| ১৯৮২-৮৩ | সর্বভারতীয় দাবা 'B' গ্রুপ | অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, গোয়া, গুজরাট হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয় মণিপুর, ওরিষ্যা, পণ্ডিচেরী, পাঞ্জাব রাজস্থান, তামিলনাড়ু উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, সি পি এ আই, সি আর পি এফ, সি আর এস বি |
| | 'A' গ্রুপ | পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওরিষ্যা, বিহার, মণিপুর এবং সি আর পি এফ। |
| ১৯৮৩-৮৪ | সর্বভারতীয় গ্রামীণ খেলা ফুটবল, ভলিবল, জিমন্যাস্টিক, হ্যাণ্ডবল | আসাম, মণিপুর মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ বিহার, ওরিষ্যা উত্তরপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা, তামিলনাড়ু, গোয়া, দিল্লী, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ। |
| | টেবিল টেনিস, | তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর, বিহার, মধ্য প্রদেশ, ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ। |
| | বেডমিন্টন | মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ। |
| ১৯৮৪-৮৫ | — | — — — |
| ১৯৮৫-৮৬ | — | — — — |

Admitted Starred Question NO. 72

Name of M. L. A. :— Shri Jahar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Social Education Department be Pleased to State :—

১। I, C. D. S. এ পর্যন্ত রাজ্যের কোন কোন ব্লকে চালু করা হয়েছে ?

২। ১৯৮২ সালের মার্চ মাস হইতে ৮৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে? (বছর ও ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। গত ৫ ( পাঁচ ) বছর উক্ত স্কীমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা বরাদ্দ করেছিলেন ? ( বছর ভিত্তিক হিসাব )

ANSWER

Minister-in-Charge :— Dy. Chief Minister, Shri Dasarath Deb

১। এ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে নিম্নলিখিত ব্লকে I, C, D, S, চালু করা হয়েছে।

১। ছামনু, ২। ডম্বুরনগর, ৩। তেলিয়ামুড়া, ৪। পানিসাগর, ৫। কাঞ্চনপুর, ৬। সাতচাঁদ, ৭। রাজনগর, ৮। টাকার জলা-জম্পুইজলা, ৯। খোয়াই

১০। কমলপুর ( সালেমা ) ১১। কুমারঘাট।

২। বছর ও ব্লক ভিত্তিক খরচের তালিকা ১৯৮২ সালের মার্চ হতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত এই সঙ্গে Annexure-'A' তে জুড়ে দেওয়া হল।

৩। গত পাঁচ বছরের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ উক্ত খাতে বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

| | |
|---|---|
| ১৯৮০-৮১— | ১৩, ০৬, ০০০ , ০০ |
| ১৯৮১-৮২— | ২০, ৫৪, ০৪৮ . ০০ |
| ১৯৮২-৮৩— | ১১, ৬৭, ৪৯৬ , ০০ |
| ১৯৮৩-৮৪ — | ৪৭, ২৫, ৮৬২ ' ০০ |
| ১৯৮৪-৮৫ — | ৩৭, ১২ ০৭৮ ' ০০ |
| | ১,৩৭,৭৩, ৪৮৪ . ০০ |

ANNEXURE-A.

CHHAMANU I. C. D. S. PROJECT

STATEMENT OF ITEM-WISE EXPENDITURE ( YEAR-WISE )

| SL. | Items, | 1982-83 | 1983-84. | 1984-85 | Upto 31.8.85. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | 3, | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Salaries of staff including honorarium. | 3,28,732'77 | 3,33,493'79 | 3,81.768'19 | 2,02.364'61 |
| 2. | Wages, | 3,277'00 | 3,811'50 | — | — |
| 3. | TA, of staff | 6.797'30 | 7,018'35 | 13,160·52 | 3,061·[illegible] |
| 4. | office expenses. | 5,172'18 | 3,299'37 | 4,409'00 | 4,160·35 |
| 5. | P,O,L, | 19,001'86 | 29,275'50 | 21,984'67 | 18,827'81 |
| 6. | O.T. | 271·50 | 159,00 | 160'50 | 552'00 |
| 7. | Contingency of Anganwadi Centre. | 32,103'88 | 14,417'80 | 16,593'55 | 7,498'95 |
| 8. | Repair/reconstruction of Anganwadi Centre. | — | — | 9,830'00 | 400'00 |
| 9. | Honorarium of Class-III staff. | — | — | 200'00 | — |
| | Total :— | 3,95,256'79 | 3,94475'31 | 4,51,106'16 | 2,36,865'12 |

ANNEXURE 'A'

DUMBURNAGAR I. C. D. S. PROJECT,

STATEMENT OF EXPENDITURE ( YEAR-WISE & ITEM-WISE ).

| Item. of expenditre. | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | Ist April to 31st August 1985 |
|---|---|---|---|---|
| 1, Salary of staff & Honrarium of Anganwadi Workers & Helpers. | 2.185'65 18. | 2,11,148'84 | 2,02,390'00 | 1,02,000'59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. Contingency of Anganwadi Cen'res' | 6'966'52 | 5,170'23 | 817'25 | 3,132'80 |
| 3. Cost of POL & maintenance of vehicle. | 30,211'27 | 13,764'25 | 19,618'75 | 2,071'87 |
| 4' Contingency at Project Level. | 5,003'59 | 4,036'04 | 2,914'04 | 2,362'60 |
| 5. T. A. | 3,017'00 | '42'25 | 5,085'30 | — |
| 6, Furniture. | 1,523'20 | — | — | — |
| 7. Printing charges of Health Card. | 4,951'25 | — | — | — |
| 8. Stationery & postage etc. | 14,956'14 | — | — | — |
| Total. | 2,81,29'14 | 2,39,168'61 | 2,30,906'24 | 1,10,596'86 |

ANNEXURE 'A'

TELIAMURA ICDS PROJECT

STATEMENT OF YEAR WISE AND ITEM-WISE EXPENDITURE.

| Item of expdr. | 1982-83 | 83-84 | 84-85 | 1st April to 31st August 1985 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Salary of staff including Hon rarium of. A/W & helpers' | 3,77 524'45 | 3,653 05'55 | 4,25058'95 | 2,30,294'50 |
| 2. Office contin gency including pos age stamp etc. | 11185'23 | 7222'89 | 4959'75 | 2,331'25 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | T. A. | 8137·75 | 16,057·80 | 18,406·60 | 7,290·90 |
| 4. | Cost of POL & maintenance of vehicle. | 14,414·58 | 17,715·80 | 21,881·59 | 8,651·45 |
| 5. | Contg. of Anganwadi Centre. | 17,155·88 | 15,280·34 | 14,079·05 | 6,025·55 |
| 6. | Printing & others. | 6,000·00 | | 1,350·50 | — |
| 7. | Furniture, | 1,932·00 | 1,425·60 | — | — |
| 8. | Construction of Arganwadi Centre. | — | 15·000·00 | — | — |
| 9. | Equipment of Anganwadi Centre. | — | 835·20 | — | — |
| 10. | House Rent. | — | — | 810·00 | 1,640·00 |
| | Total. | 4,36,649·89 | 4,38,940·18 | 86,506·44 | 2,56,233·65 |

PANISAGAR I. C. D. S. PROJECT

STATEMENT OF ITEM-WISE EXPENDITURE (YEAR-WISE)

| Sl. No. | Items. | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | Upto 31.8.85. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Salaries of staff including honorium. | 3,19,730'25 | 3,49,616'05 | 3,82,918'40 | 2,08,933'10 |
| 2. | T. A. of staff. | 5,905'40 | 15,033'75 | 12,887'00 | — |
| 3 | Office expenses. | 5,699'84 | 4,294'05 | 6,196'02 | 2,507'75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. P, O, L. | 12,998'58 | 30,578'85 | 17,847'50 | 261'00 |
| 5. Contingency of Anganwadi Centre. | 15,459'80 | 19,839'90 | 10,394'58 | 1,288'05 |
| 6. Printing and other expenditure. | 6,055'00 | — | — | — |
| 7. Construction of Anganwadi Centre. | 70,154'55 | 7,500'00 | — | — |
| 8. Publicity. | — | 2,515'80 | — | — |
| 9. Freight cherge, | — | 1,597'00 | — | — |
| 10. Furniture. | — | 1,993'00 | — | — |
| Total :— | 4,36,093'12 | 4,32,969'00 | 4,30,573'50 | 2,12,.89'00 |

KANCHANPUR ICDS PROJECT

STATEMENT OF ITEM-WISE EXPENDITURE ( YEAR-WISE ).

| Sl No | Items | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | Upto 31.8.85. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Salary of staff including honorarium. | 15,322'90 | 1,16,518'05 | 2,16,000'00 | 1,12,348'55 |
| 2. | Travelling Allowances. | 645'15 | 2,373'85 | 7,000'00 | 3,3a3'65 |
| 3. | Furniture. | — | 1,47.'65 | 2,000'00 | — |
| 4. | Contingency to Anganwadi Centre. | — | 9,739'00 | 6,086'00 | 2,930'00 |
| 5 | Office contingency. | 2,03 '.0 | 6,279'65 | 4,534'90 | 2 608'80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. P. O. L. | — | 4,261'70 | 15,097'62 | 3'915'40 |
| 7. Add I. D.A. os Angan wadi wcrkers. | — | 15,581'70 | 17,920'10 | 6,630'00 |
| 8. Exgratia. | 300'00 | 5,600'00 | 9,000'00 | — |
| 19. Printing Hea lth | 3,000'00 | — | — | — |
| 10. Eguipment for Angan wadi Centre. | — | 10,134'50 | — | — |
| 11. Livaries. | — | 393'80 | — | — |
| 12. Construclion of Anganwadi Centre | 15,000'00 | — | — | — |
| 13. Cost of one Jeep and one Trailor. | 1,03.109'43 | — | — | — |
| 14, Type-writer machine. | 5,071'20 | — | — | — |
| 15. Duplicating machine. | 4,927'35 | — | — | — |
| Total :— | 2,37,106'73 | 1,71,580'00 | 2,77,689'60 | 1,29,896'40 |

ANNEXURE 'A'

SATCHAND ICDS PROJECT

STATEMENT OF YEAR-WISE AND ITEM-WISE EXPENDITURE.

| Item of expenditure: | 1983-84 | 1984-85 | 1st April 1985 to 31st August 1985. |
|---|---|---|---|
| 1. Salary of staff. including Honorarium of Anganwadi Workers & Helpers. | 1,37,531'18 | 2,85,377'18 | 2,91,932.01, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. T. A | 3,982'65 | 12,306'70 | 4,872'30 | |
| 3. Contingency at Proje -ct Level. | 2,995,5'95 | 15,030'12 | 4,201'55 | |
| 4. Cost of PoL & maintenance of vehicle. | 7,016'72 | 16,848'85 | 4,591'68 | |
| 5. Contingency of Angaowadi centres. | — | 16,06280 | 3,202'63 | |
| 6. Furni ture. | 190'00 | 6,999'08 | — | |
| 7. Equipments for | 57,349'75 | — | — | |
| Anganwadi centres. | — | 45.000'00 | — | |
| Total— | 2,08'966'62 | 3,77,625'62 | 2,11,8000'14 | |

| Item of exbenditure | Jampaijala I. D. D. S. Project, |
|---|---|
| 1. Pay & allowances of staff inciuding Hons A/ws Helpers. | 14,497'94 |
| 2. T.A .Office expenses. | 4,488'00 |
| 3. Office expenses | 5,327'09 |
| 4. Conts. of A centres. | |
| 5. Conts. of A/centres | 94,500'00 |
| 6. Furniture | 4,507'00 |
| 7. Equipments for A/centres. | 36,116'48 |
| Total : | 1,59;436'51 |

| | 1984-85 |
|---|---|
| 1. Pay & allowarces of staff includiog Hons. of A/ws/Helpersi | 2,09,100'00 |
| 2. T.A. of staff | 7,5000'00 |
| 3. Office expenses. | 3,000'00 |
| 4. C nt.g of A/centre, | 9,450'00 |

| Item of expenditure | Rajnagar I. C. D. S. Project. |
|---|---|
| 5. P.O L. | — |
| 6. Furniture | 7,000·00 |
| 7. Construction of A/Centre. | 27,000·00 |
| 8. Iron Safe | — |
| 9. Equipments for A/Centres. | 63,000·02 |
| 10. Type-writting machine & Duplicating machine. | 10,000·00 |
| Total : | 3,36,150·00 |

| | 1st APril to 31st August, 1985. |
|---|---|
| 1. Pay & Allowances of staff including Hons. of A/Ws/ Helpers. | 1,15,910·00 |
| 2. Contg. of A/Centres. | 4,188·50 |
| 3. Cost of P. L. O. | — |
| 4. Office expenses. | 2,792·02 |
| 5. T. A. of staff, | 2,380·00 |
| | 1,25,271·42 |
| 6. Cost of one jeep with tail or | 1,05,601·02 |
| | 2,2,30,872·44 |

1983—84.

| | |
|---|---|
| 1. Pay & allowances of staff including Hons. of A/Ws Helpers. | Rs. 65,501·20 |
| 2. T. A. of Staff. | Rs. 961·40 |
| 3. Office expenses | Rs. 2,592·00 |
| 4. Contg. of A/Centres. | Rs. 1,245·30 |
| 5. Construction of A/Centres. | Rs. 99,000·00 |
| 6. Furniture. | Rs. 3,965·50 |
| 7. Equipments for A/Centres: | Rs. 51,337·74 |
| Total : | Rs. 2,23,600 00 |

1984-85

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pay & allowances of staff including Hons. of A/Ws/ Helpers. | Rs. 2,11,017'52 |
| 2. | T.A. of staff. | Rs. 7,391'70 |
| 3. | Office expenses. | Rs. 2,965'90 |
| 4. | Contg. of A/Centres. | Rs. 9,448'65 |
| 5. | Cost of P.O.L. etc. | Rs. 16,955'84 |
| 6. | Furniture | Rs. 7,000'00 |
| 7. | Construction of A/Centres. | Rs. 39,000'00 |
| 8. | Iron safe. | Rs. 9,927'28 |
| 9. | Equipments for A/Centres. | Rs. 26,002'83 |
| 10. | Contg. of other expenditure | Rs. 1,094·80 |
| 11 | Type-writer machine & Duplicator machine. | — |
| 12. | Filters. | Rs. 9,960'00 |
| | Total : | Rs. 3,41,672'92 |

1st April '85 to 31st August, 1985

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pay & allowances of staff including Hons. of A/Ws/Helpers | Rs. 1,87,202'36 |
| 2. | Contg. of A/Centres. | Rs. 3,693·50 |
| 3. | Cost of P.O.L. | Rs. 10,622'92 |
| 4. | Office expenses. | Rs. 625·75 |
| 5. | T. A. of staff. | Rs. 2,082'30 |
| | Total : | Rs. 2,04,226'30 |

KHOWAI ICDS PROJECT.
STATEMENT OF YEAR-WISE AND ITEM-WISE EXPENDITURE.

| Item of Expenditure. | 1984-85. | 1st April 1985 to August 31st 19 5 |
|---|---|---|
| 1. Salary of staff including Honorarium of Anganwadi Workers & Helpers. | 1,47,386.99 | 1,34,549'77 |

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 2. | Contingency at project Level. | 2,998·29 | 1,727,30. |
| 3. | Contingency of Anganwadi Centres | 8,028·65 | 2,150·00 |
| 4. | Furniture. | 6,936·18 | — |
| 5. | Equipment for Anganwadi Centtes. | 70,947·50 | — |
| 6. | Office eyuipments including Typewriter's machine, Duplicator machine & Steel Almirah, Iron safe. | 25,963,72 | — |
| 7. | Cost of one Jeep with Tailors. | | 1,05,601·02 |
| | Total | 2,62,261·33 | 2,41,028·09 |

ICDS PROJECT, KAMALPUR (SALEMA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1, | Salary of staff including Honorarium of Anganwadi Workers & Helpers. | 14,159·45 | 88 532·95 |
| 2. | Contingency at Project Level. | 2,999·25 | 1,149·60 |
| 3. | Contingency of Anganwadi Centres. | 17,349·61 | 3,53·00 |
| 4. | T, A. | 761·61 | 79·40 |
| 5. | Furniture. | 7000·00 | — |
| 6. | Construction of Anganwadi Centres. | 4500·00 | — |
| 7. | Other expenses | — | 9,044·00 |
| 8. | Cost of one Jeep with Tailors. | — | 1,05,601·02 |
| | Total— | 45,7699·91 | 2,07,969·97 |

The Projects started Functioning from 1984 85.

## ICDS PROJECT KUMARGHAT
## STATEMENT OF YEAR-WISE & ITEM-WISE EXPENDITURE.

| Iteme of expenditure. | 1984-85. | 1st April 1985 to 31st August 1985. |
|---|---|---|
| 1. Salary of staff including Honorarium of Anganwadi Workers & Helpers. | 1,07,753·20 | 24,938·65 |
| 2. Contingency at Project Level. | 4,984·70 | 901·20 |
| 3. Contingency of Anganwadi Centres. | 17·402·95 | 4,325·90 |
| 4. T.A. | 1,913·65 | 1,619·90 |
| 5. Furniture | 6,974·00 | — |
| 6. Equipment for Ananwadi Centres. | 1,14,947·00 | — |
| 7. Other Expenditure. | 20,782·60 | 12,169·65 |
| 8. Cost of one Jeep with Tailors | — | 1,05,601·02 |
| Total.— | 2,74,818·10 | 2,49,487·32 |

The Project started sunctioning since 1984-85.

## ITEM OF EXPENDITURE

| Item of Expenditure | Chhaumanu ICDS Project March, 1982 | Panifagar ICDS Project March, 1982 |
|---|---|---|
| Salary of staff including hnns of AWS and Helpers | Rs. 46,920·25 | Rs, 9,382·50 |
| Cost of P.O.L. | Rs. 5,882·98 | — |
| Printing Charges. | Rs. 2,113·39 | Rs. 1,149·55 |
| Contingency of Project level | Rs. 265·00 | Rs. 931·02 |
| Contingency of AW Centres | Rs. 2,405·60 | — |
| Reconstruction of centre, | Rs. 100·00 | — |
| Furnitures, | Rs. — | Rs. 50,219·50 |
| Cloth. | Rs. — | Rs. 11,348·65 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Books, | Rs. — | Rs. 83,830·22 |
| TOTAL : | Rs. 57,687·22 | Rs: 10,800·00 |

| Item of Expenditure, | Domburnagar ICDS Project Maroh, 1982. | Teliamura ICDS Project March, 1982 |
|---|---|---|
| Salary of staff including hons. of AWs and Helpers. | Rs. 14,293·24 | Rs. 54,072·40 |
| Cost of P.O.L. | Rs. 11,814·19 | Rs. 1,876·00 |
| T.A. | Rs. 215·00 | Rs. 2,574·35 |
| Equipments for AW Centre. | Rs. 55,695·64 | Rs. — |
| Construction of AW Centre. | Rs. 2,844·25 | Rs. — |
| Construction of AW Centre. | Rs. — | Rs. 3,000·00 |
| Furnitures. | — | Rs. 998·80 |
| Contingency of Praject level. | Rs. — | Rs. 3,189·47 |
| TOTAL :— | Rs. 74,862·23 | Rs. 65,711·02 |

Admitted Unstarred Question No. 73

Name of M. L. A. Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State—

১। অমরপুর মহকুমার ডম্বুরনগর ব্লক অন্তর্গত কয়টি হাইস্কুল জে, বি স্কুল, ও এস, বি, স্কুল আছে; এবং

২। ঐ সকল স্কুল গুলির মধ্যে কয়টি স্কুলের গৃহ নেই ; এবং

৩। উক্ত ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যেকটি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১। হাই স্কুল—২টি, জে, বি, স্কুল—৪১ টি ও এস, বি স্কুল ২টি আছে ;

২। ১৩ টি;

৩। সঙ্গীয় "কি" তালিকায় দেওয়া গেল।

অমরপুর মহকুমার ডম্বুরনগর ব্লক অন্তর্গত স্কুলের নাম, শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

| ক্রমিক নং | স্কুলের নাম | ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বালক | বালিকা | মোট সংখ্যা | শিক্ষকের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | গণ্ডাছড়া হাই স্কুল | ৪৪০ | ২৭১ | ৭১১ | ১৩ |
| ২। | রইস্যাবাড়ী ,, | ১০২ | ৪৫ | ১৪৭ | ৮ |
| ৩। | জগবন্ধু পাড়া এস, বি | ৮১ | ২৬ | ১০৭ | ৬ |
| ৪। | রতনমণি ,, | ৬০ | ১৬ | ৭৬ | ৩ |
| ৫। | জগবন্ধু চিত্রাবাড়ী জে, বি, | ১৮ | ১১ | ২৯ | ২ |
| ৬। | কররইছড়া ,, | ৬ | ২ | ৮ | ৪ |
| ৭। | পূর্ব রাইমা ,, | ২৪ | ১০ | ২৪ | ১ |
| ৮। | পশ্চিম গণ্ডাছড়া ,, | ২১ | ১৬ | ৩৭ | ১ |
| ৯। | গীরা চন্দ্র রোয়াজা ,, | ৫৭ | ১৮ | ৭৫ | ২ |
| ১০। | তই চাকমা কলো ,, | ১৪ | ৫ | ১৯ | ১ |
| ১১। | চিত্রাজারি কলো ,, | ১৭ | ৮ | ১৫ | ৪ |
| ১২। | তুরব জয় ,, | ২৮ | ৫ | ৩৩ | ২ |
| ১৩। | উল্টাছড়া কলো ,, | ৩৭ | ২১ | ৫৮ | ২ |
| ১৪। | সোম্বাজয় ,, | ১৪ | ৪ | ১৮ | ২ |
| ১৫। | ধনঞ্জয় চৌ, পাড়া ,, | ১৬ | ৭ | ২৩ | ১ |
| ১৬। | ওয়ানিসা পাড়া ,, | ৪০ | ১০ | ৫০ | ১ |
| ১৭। | কর্ণ কিশোর রোয়াজা ,, | ৩৯ | ৪ | ৪৩ | ১ |
| ১৮। | কামিনী চাকমা ,, | ৩৭ | ৬ | ৪৩ | ২ |
| ১৯। | পঞ্চ রতন ,, | ৪১ | ১০ | ৫১ | ২ |
| ২০। | ভগীরত রোয়াজাপাড়া ,, | ৪০ | ২ | ৪২ | ২ |
| ২১। | কমলাশ্রম ,, | ২৩ | ৫ | ২৮ | ২ |
| ২২। | বৈশ্যারাম পাড়া ,, | ৩৯ | ৫ | ৪৪ | ৩ |
| ২৩। | নবাদা রোয়াজা পাড়া ,, | ৪৫ | ১৭ | ৬২ | ২ |
| ২৪। | নতুন দলপতি ,, | ৩৩ | ১২ | ৪৫ | ৩ |
| ২৫। | মনচাঁদ রোয়াজা পাড়া জে, বি, | ২৭ | ২১ | ৪৮ | ২ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৬। | নবদ্বীপ বোয়াল্লা পাড়া | ,, | ১৭ | ১৫ | ৩২ | ২ |
| ২৭। | মনোরঞ্জন দাস পাড়া | ,, | ১৭ | ১৮ | ৩৫ | ২ |
| ২৮। | পূর্ব বোলং বাসা | ,, | ৩০ | ১৭ | ৪৭ | ২ |
| ২৯। | মাছকুম বাড়ী | ,, | ২৬ | ১১ | ৩২ | ২ |
| ৩০। | রাধনগর বাজার | ,, | ৪৮ | ৪৩ | ৯১ | ৩ |
| ৩১। | মাণিমণি পাড়া | ,, | ৩৭ | ২২ | ৫৯ | ৪ |
| ৩২। | গণ্ডাছড়া | ,, | ২০২ | ১১২ | ৩১৪ | ৬ |
| ৩৩। | হরিপুর | ,, | ৬৯ | ৩৮ | ১১৭ | ৩ |
| ৩৪। | লক্ষ্মীপুর | ,, | ২৯ | ১৫ | ৪৪ | ২ |
| ৩৫। | ধলাঝাড়ি | ,, | ২৫ | ৯ | ৩৪ | ২ |
| ৩৬। | সুকরাই ছড়া | ,, | ১৭ | ৪ | ২১ | ২ |
| ৩৭। | পশ্চিম পত্তাছড়া | ,, | ৬৮ | ৩১ | ৯২ | ৪ |
| ৩৮। | বোয়াল খালি | ,, | ৬১ | ১৫ | ৭৬ | ৪ |
| ৩৯। | মানা কুমার | ,, | ৯৮ | ৬২ | ১৬০ | ৬ |
| ৪০। | সোয়ারাম কারবারী | ,, | ৪১ | ১৩ | ৫৪ | ২ |
| ৪১। | নারিকেল কুঞ্জ | ,, | ৫ | ৩ | ৮ | ৩ |
| ৪২। | জয়চন্দ্র পাড়া | ,, | ২৬ | ৮ | ৩৪ | ১ |
| ৪৩। | গিরিশ চন্দ্র কারবারী | ,, | ৯৭ | ১৩ | ১১০ | ২ |
| ৪৪। | পুরণ দলপতি | ,, | ১৮ | ৭ | ৩৫ | ২ |
| ৪৫। | দেবী চরণ চৌধুরী | ,, | ৩৩ | ৩ | ৩৬ | ৪ |

Admitted Un-starred Question No 74

Name of M. L. A. :— Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be pleased to state—

১। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে রাজ্যে কোন ব্লকে কতটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ( Adult literacy Centre ) আছে,

২। ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্লকে কতজনকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করে শিক্ষিত করে তোলেছেন ( বৎসর ভিত্তিক হিসাব )

৩। রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষার বার্ষিক গড় কতজনকে শিক্ষিত করে তুলেছেন ( কেন্দ্র ভিত্তিক হিসাব )

৪। ঐ সব শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে কতটির নিজস্ব বিদ্যালয় গৃহ আছে ও কতগুলির নিজস্ব গৃহ নাই ?

ANSWER.

MINISTER-IN-CHARGE :— DY. Chief Minister : Shri Dasarath Deb.

১। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে কোন ব্লকে কতটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ( Adult litaracy Centre আছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো।

| জিলার নাম | সমষ্টি উন্নয়নের নাম | | বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের নাম। |
|---|---|---|---|
| পশ্চিম ত্রিপুরা | খোয়াই | — | ৮০টি |
| | তেলিয়ামুড়া | — | ১৫২টি |
| | জিরাণীয়া | — | ৮০টি |
| | মোহনপুর | — | ৬৭টি |
| | বিশালগড় (টাকারজলা সাবব্লক) | — | ৮৫টি |
| | মেলাঘর | — | ১৩৮টি |
| | | | ৬০২টি |

| জিলার নাম | সমষ্টি উন্নয়নের নাম | | বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের নাম। |
|---|---|---|---|
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | মাতাবাড়ী | — | ৮২টি |
| | অমরপুর | — | ৭৫টি |
| | বগাফা | — | ৮৬টি |
| | রাজনগর | — | ৯০টি |
| | সাতচাঁদ | — | ১১৫টি |
| | | | ৪৪৮টি |
| উত্তর ত্রিপুরা | সালেমা | — | ৫২টি |
| | ছামনু | — | ১১২টি |
| | কুমারঘাট | — | ৬১টি |
| | পানিসাগর | — | ১০১টি |
| | কাঞ্চনপুর | — | ৬ |
| | | | ৩৩৬টি |

( মোট ১৩৮৬ টি কেন্দ্র )

১। ব্লক ভিত্তিক কোন ব্লকে কতজনকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো।

| | ১৯৭৮-৭৯ | ৭৯-৮০ | ৮০-৮১ | ৮১-৮২ | ৮২-৮৩ | ৮৩-৮৪ | ৮৪-৮৫, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খোয়াই ব্লক | ৫০ ৮৫৬ | ৫১৮ | ৫১০ | ৩৪৬ | | ৫২৫ | ৩৫১ |
| তেলিয়ামুড়া ব্লক | ১৭১৬ | ১৬৭১ | ৯১৮ | ১০৩৪ | ৫৭৪ | ৯০৫ | ৫৭৯ |
| জিরানীয়া ,, | ৯০০ | ৮১১ | ৪১৩ | ৫৭৮ | ৩২৯ | ৫০০ | ৩১৬ |
| মোহনপুর - | ৭৬০ | ৬৮৫ | ৪৪৩ | ৪৯৪ | ২৮৭ | ৪২০ | ২৯৪ |
| বিশালগড় ,, | ১০৬০ | ৯৫৫ | ৫৭৩ | ৬৭৪ | ৩৭৪ | ৫৮৩ | ২৮৪ |
| মেলাঘর ,, | ৮৭০ | ৭৬৬ | ৪৯১ | ৬২৮ | ৩১৪ | ৪৭১ | ৪২৫ |
| Total of West Tripura | ৬,২৫৬ | ৫,৬০৪ | ৩,৭৭৮ | ৩,৯৬৮ | ২,১২৩ | ১,৩১০ | ২,০৬৯ |

| | ১৯৭৮-৭৯ | ৭৯-৮০ | ৮০-৮১ | ৮১-৮২ | ৮২-৮৩ | ৮৩-৮৪ | ৮৪-৮৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মাতাবাড়ী ব্লক | — | ২১৬ | ৫৭৭ | ৩৮৭ | ২৫১ | ৪১০ | ৩১১ |
| বগাফা ,, | — | ১৮৭ | ২৮৫ | ২৫১ | ১৮১ | ২৫১ | ৪০৩ |
| অমরপুর | — | ১৮৯ | ৫৭২ | ৪১০ | ২৬৭ | ৪৪২ | ৪৯৭ |
| রাজনগর | — | ২৬১ | ৭৭৪ | ৩৭৫ | ১৩১ | ৩২৯ | ১৯৯ |
| সাতচাঁদ | — | ৩১৬ | ৫৯০ | ৬২৭ | ৩৫৩ | ৫৮১ | ৪৬৮ |
| Total of South Tripura, | | ১২৬৯ | ২৩৯৮ | ২০৫১ | ১৫৯১ | ২০১৩ | ১৯৭১ |

| ব্লকের নাম | ১৯৭৯-৮০ | ৮০-৮১ | ৮১-৮২ | ৮২-৮৩ | ৮৩-৮৪ | ৮৪ ৮৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সালেমা | ২৮১ | ৩০৭ | ৩১০ | ৩৪০ | ৩২০ | ৩৬০ |
| ছামনু | — | — | — | — | — | — |
| কুমারঘাট | ৬৬২ | ৭১২ | ৭১০ | ৭৪৮ | ৬৯৬ | ৭২৬ |
| পানিসাগর | ৩৩৬ | ৩৮৬ | ৩৯৫ | ৪১৫ | ৪১৯ | ৪৫৯ |
| কাঞ্চনপুর | ৫৩৮ | ৫২৫ | ৪৬৫ | ৪৭৫ | ৪৫৪ | ৪৭০ |
| Total of North Tripura- | ১৮১৭ | ১৯৩০ | ১৮৮০ | ১৯৮৬ | ১৮৮৯ | ২০১৫ |

৩। রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে গড়ে বিশ জন মত বয়স্ক নিরক্ষর পাঠ গ্রহন করেন।

৪। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের কোন নিজস্ব গৃহ নেই। সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে, ক্লাব ঘরে, স্কুল ঘরে পঞ্চায়েত অফিসে, কোথাও কারোর বৈঠকখানা ইত্যাদিতে ক্লাশ হয়ে থাকে।

Admitted Un-starred question No. 79

Name of M. L. A:— Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Education Department be pleased to state—

১। বর্তমানে রাজ্য সরকার পরিচালিত এবং সরকারের অনুদান প্রাপ্ত কয়টি মাদ্রাসা স্কুলের কতজন শিক্ষককে যোগ্যতা অনুসারে Pay scale ( বেতন ক্রম ) দেওয়া হইয়াছে ? ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ) এবং

২। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কয়টি মাদ্রাসা স্কুলের কতজন শিক্ষককে উক্ত Pay Scale ( বেতনক্রম ) দেওয়া হয় নাই ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব )

৩। ত্রিপুরা রাজ্যে তিনটি জেলায় তিনটি হাই মাদ্রাসা স্কুল স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI. Dasarath DEB.

১। রাজ্য সরকার পরিচালিত কোন মাদ্রাসা নাই। সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত ১৭টি মাদ্রাসা। মক্তবের ১৮ জন শিক্ষককে যোগ্যতা অনুসারে Pay Scale মঞ্জুর করা হইয়াছে। ( ধর্মনগর ৩টি এবং কৈলাসহর-১১টি )

২। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যে সমস্ত মাদ্রাসা এখনও সরকারী স্বীকৃতি পায় নাই সেই সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষককে Pay Scale দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

৩। তিনটি জেলায় তিনটি হাই মাদ্রাসা স্থাপনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No: 87

Name of Member : Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be Pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থ বর্ষে এই পর্যন্ত রাজ্যের মোট বরাদ্দ অর্থের কত অংশ ব্যয়িত হয়েছে ( দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ) ?

২। রাজ্যে বাজেটের মোট অর্থের কত অংশ কর্মচারীদের বেতন ভাতা ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হয় এবং কত অংশ জনকল্যাণের জন্য ব্যয় হয় ?

( Replied by the Chief Minister )

উত্তর

১। এবং ২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 3rd October, 1985

The HOUSE met in the Assembly, House ( Ujjwayanta Palace ) Agartala at 11' A. M. on Thursday, the 3rd October, 1985.

## PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the chief Minister, Minister., 8( Eight ) other Ministers and 39 Members.

## QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলির পাশে সদস্যদের নাম উল্লেখ করা আছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬,

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর থেকে গৌহাটি পর্যন্ত সরাসরি পেসেঞ্জার ট্রেন চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করেছেন কি ?

২। যদি করা হয়ে থাকে, তাহলে তার ফলাফল ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। গত ২০/৪/৮৫ ইং তারিখে জেনারেল ম্যানেজার, এন, এফ, রেলওয়ে এক পত্র যোগে জানিয়েছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পরিবহণের বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া, লামডিং বদরপুর পাহাড় সেকশনে অতিরিক্ত ট্রেন চলাচল সম্ভব নহে।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ধর্মনগর থেকে গৌহাটি গামী পেসেঞ্জার ট্রেন বর্তমানে নেই এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রণালয় আশ্বাস দিয়েছেন গৌহাটি থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন চালানো হবে। কাজেই এই পেসেঞ্জার ট্রেনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে রাজ্য সরকার যোগাযোগ করবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, আমি বলেছি যে রেল দপ্তর জানিয়েছে যে এখান থেকে সরাসরি ট্রেন চালানো সম্ভব নয়, কারণ তা করলে এই পাহাড়ী সেকশনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র পরিবহন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। তবে এখন ধর্মনগর থেকে লামডিং পর্যন্ত দুইটি ট্রেন চলাচল করে, আমরা কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরকে অনুরোধ করেছি যে, এটাকে যেন গৌহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা থেকে যে সব যাত্রী ট্রেনে যায়, তারা প্রথমে বদরপুর গিয়ে, তারপর শিলচরে যায়, আবার সেখান থেকে গৌহাটি যায়। এই অবস্থায় গৌহাটি যেতে হলে রাস্তায় রাস্তায় যাত্রীদের উঠানামা করতে হয়, যেটা খুবই অসুবিধা জনক। আবার কোন কোন সময় যাত্রীদের সময় মত ট্রেন চলাচল না করার জন্য স্টেশনে স্টেশনে পড়ে থাকতে হয়, যদিও যাত্রীদের থাকার জন্য সেই রকম কোন সুবিধা সেই সব জায়গাতে নেই। কাজেই ত্রিপুরার যাত্রীদের এসব অসুবিধার কথা চিন্তা করে এসব জায়গায় কোন রেস্ট হাউস করার ব্যবস্থা অথবা সরাসরি রেল চালিয়ে যাত্রীদের অসুবিধা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য রাজ্য সরকার থেকে অনুরোধ করা হবে কিনা. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, করেসপনডিং ট্রেন পাওয়ার জন্য যাত্রীদের অনেক জায়গাতেই বসে থাকতে হয়, এটা শুধু এখানেই নয় অন্যত্রও আছে। আর সেজন্যই আমরা ওদেরকে বলেছি অন্ততঃ লামডিং থেকে গৌহাটি পর্যন্ত সরাসরি রেল চালাবার যাতে ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত এর কোন উত্তর দেয় নি।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা :—স্যার, এর আগেও এই বিধানসভায় অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে যাতে ধর্মনগর থেকে লামডিং পর্যন্ত লাইনটাকে ব্রড গেজ লাইনে পরিণত করা হয়। কাজেই আমি জানতে চাইছি যে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেছেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটা সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে, আমি তার উত্তর দিতে পারব। তবে ওরা নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে গৌহাটি পর্যন্ত ব্রড গেজ লাইন চালু করেছেন, এটা আমাদের জানা আছে।

শ্রীজহর সাহা :—ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগের অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করে যে কয়টা ট্রেন চলে, সেগুলি যাতে নিয়মিত চলাচল করে, সেই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কোন যোগাযোগ করেছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর আমি প্রথমেই দিয়ে দিয়েছি নানা কারণে ট্রেন লেইট হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯।

শ্রীখগেন দাস :—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯,

প্রশ্ন

১। বর্তমান বছরে বন্যায় কয়টি গবাদি-পশু ও কতজন লোক মারা গিয়েছে তার সংখ্যা ?

২। গবাদি-পশু মারা যাওয়ার ফলে যে সকল কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের কোন্ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমান বছরের বন্যায় মোট ১০ জন লোক মারা গিয়াছে। আর মৃত গবাদি পশুর সংখ্যা ২৮ টি।

২। বন্যার ফলে যে সকল কৃষক পরিবারের গবাদি—পশু মারা গিয়াছে, সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারকে নিম্নলিখিত ভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিধান হইয়াছে :—

ক) প্রতি গবাদি পশুর জন্য ৫০০ টাকা।

খ) একের অধিক গবাদিপশুর জন্য সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— যে সকল পরিবারে লোক মারা গিয়াছে, তাদের পরিবারকে কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :—পরিবারের একজন লোক মারা গেলে, সেই পরিবারকে ৫ হাজার টাকা আর পরিবারের একাধিক লোক মারা গেলে সেই পরিবারকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীসয়দ বসিত আলি :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত বছরের বন্যায় কুমারঘাট এবং কৈলাশহর-এর বিভিন্ন গাওসভায় মোট কতটি পরিবারের গবাদি পশু মারা গিয়েছে এবং মোট কতজন লোক মারা গিয়েছেন এবং তাদের কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস : আমি উত্তরে বলেছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২৮টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে, আর ১০ জন লোক মারা গিয়েছেন। আর ক্ষতি পূরণ যেটা দেওয়া হয়েছে, তা আমরা ৩টি জেলাতে ভাগ করে দিয়েছি। যেমন পশ্চিম ত্রিপুরাকে দেওয়া হয়েছে ১১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, উত্তর জেলাকে দেওয়া হয়েছে ২২ লক্ষ ৫০

হাজার টাকা আর দক্ষিণ জেলাকে দেওয়া হয়েছে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এখন পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের কি পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তার হিসাব এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যাদের গবাদি পশু মারা গিয়েছে, একটির জন্য ৫০০ টাকা এবং একাধিক গবাদি পশুর জন্য সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা সাহায্য দেওয়ার যে কথাটা বলেছে. সেটা ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়ার কথা। অর্থাৎ সরকার দেবে ৫০০ টাকা আর ব্যাংক ঋণ হিসাবে দেবে ৫০০ টাকা। কিন্তু এই সাহায্যও এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা পান নাই, যদিও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কাজেই এই আর্থিক সাহায্য এত দেরী হওয়ার কারণ কি, তা তদন্ত করে তাড়াতাড়ি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস—স্যার, মাননীয় সদস্য, গত বছরের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে যে, ব্যাংকের সঙ্গে লিংক আপের কথা বলেছেন, এটা ঠিকই। কিন্তু এই বছরে যেটা দেওয়া হচ্ছে, এটা ব্যাংকের সংগে আমরা লিংক আপ করিনি। ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা যাতে সরাসরি আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন, সেজন্য আমরা প্রত্যেক জেলা শাসককে এই টাকাটা ভাগ করে দিয়েছি এবং তিনি সেটা সঠিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিলি বণ্টন করবেন।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :—স্যার, ১৯৮৩-৮৪ সালে যে বন্যা হয়েছিল, তার জন্য সরকার যে ক্ষতি পূরণের টাকা দিয়েছেন বলে বলেছেন, সেটা আজ অবধি ক্ষতিগ্রস্তদের লোকদের দেওয়া হয় নি এবং দেওয়া হবে কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। তাই এই বছরে বন্যার জন্য সরকার যে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন, সেটা যাতে সঠিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্তরা পান তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—স্যার, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, কাজেই নূতন করে প্রশ্ন করলে, আমি এর জবাব দেব। তাছাড়া আমি তো বলেছি যে আমরা এবারে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা যাতে সরাসরি আর্থিক সাহায্য পান, সেই ব্যবস্থা করেছি। আগের বছরের মতো ব্যাংকের সঙ্গে লিংক আপ করার কোন প্রশ্ন এবারে নাই।

মি: স্পীকার :—শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৪৮

শ্রীখগেন দাস : কোয়েশ্চান নং ৪৮

## QUESTIONS & ANSWERS

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য মোট কত টাকা আর্থিক সাহায্য করেছেন তার হিসাব (বছর ভিত্তিক)।

২। উক্ত টাকার মধ্যে কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার বিবরণ।

উত্তর

১। ১৯৮৪ ৮৫ইং আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বন্যা ত্রাণে ২,৫৯,০০,০০১ টাকা (দুই কোটি উনষাট লক্ষ এক টাকা) এবং বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ১,১৫,০০,০০০ টাকা (এক কোটি পনর লক্ষ টাকা) পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯৮৫ ৮৬ইং আর্থিক বছরে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ৬৯,০০,০০০ টাকা (উন সত্তর লক্ষ টাকা) ইহা ছাড়া আরও ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি টাকা) বন্যা ত্রাণের জন্য অগ্রিম অনুদান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে।

২। ১৯৮৪-৮৫ইং সনে ২,৩২,৬৯,৭৮০,৫৫ পয়সা (দুই কোটি সাইত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশ আশি টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা) বন্যা ত্রাণে এবং ১,১৫,০০,০০ (এক কোটি পনর লক্ষ টাকা) বন্যা নিয়ন্ত্রনে খরচ হইয়াছে।

১৯৮৫ ৮৬ইং আর্থিক বছর এ পর্য্যন্ত মোট টা: ৫২,৮৭,৫৩৫,৪০ প: (বাহান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত পইত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা) সরকার বন্যাত্রাণের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এছাড়াও ১৯৮৫-৮৬ইং সনের বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ৬৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে সেই টাকাও পূর্ত দপ্তরের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ১৯৮৪-৮৫ সালে আমার কাছে অভিযোগ এসেছে যে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে এবং তাদের নামে টাকা সেংশানও হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে অনেকেই—বিশেষ করে খয়েরপুর এলাকার অনেকেই সেই টাকা এখনও পর্য্যন্ত পায় নাই। এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে যে বন্যা হয়েছে তার জন্য এখন পর্য্যন্ত কেউ ক্ষতিপূরণ হিসাবে কোন টাকা পায় নাই, এর কারণ জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় সদস্যের প্রথম প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি যে আমরা নির্দেশ দিয়েছি টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য। দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে এই সম্পর্কে আমরা এস, ডি, ও. এবং ডি, এম, কে নির্দেশ দিয়েছি তাঁরা যেন ইনকোয়ারী করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানিয়েছেন ১৯৮৫-৮৬ সালে বন্যা

নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। কিন্তু মোহনপুর ব্লকের অনেকেই এই জন্য দরখাস্ত দিয়েছেন বিশেষ করে ত্রিশঘরিয়া গ্রামটি ধ্বংস হওয়ার পথে, সেই গ্রামটি রক্ষার জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮৫-৮৬ সালের আর্থিক বছরের জন্য ৬৯ লক্ষ টাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পি ডাবলিও, ডি, র বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করেছি। মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব, তিনি যেন এই ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেন।

শ্রী মাখন-লাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরের জন্য বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের ব্যাপারে যে কথা বলছেন—এই বন্যায় এই রাজ্যের কত ক্ষতি হয়েছিল এবং রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কত টাকা দাবি করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবী পূরণ করেছেন কি না ?

শ্রী খগেন দাস :—স্যার, আমরা ১৯৮৪-৮৫ সালে ১১ কোটি ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছিলাম এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ৬, কোটি ৮৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা খরচ করার অনুমতি দিয়েছে, তার মধ্যে এক চতুর্থাংশ রাজ্য সরকারের এবং তিন চতুর্থাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের। ১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য আমরা চেয়েছি ৬ কোটি ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা—এর জন্য কেন্দ্র থেকে টিম গত ১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট ত্রিপুরা ভিজিট করে গিয়েছে। তবে অগ্রিম আমাদের এক কোটী টাকা দিয়েছে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য জওহর সাহা

শ্রী জওহর সাহা—কোয়েশ্চান নং ৫৮

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ৫৮

প্রশ্ন

১. রাজ্যে নোটিফায়েড এলাকাগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটি এখন পর্যন্ত গঠন না করার কারন কি ?

২. কবে নাগাদ তথায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায় ?

৩. নোটিফায়েড এলাকায় নির্বাচনী এলাকা নির্দ্ধারন, ভোটার তালিকা প্রনয়ন এবং নির্বাচনী বিধি প্রনয়নের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে তার বিবরণ ?

উত্তর

প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারেই সরকার মনোনীত সদস্য দ্বারা বর্তমান নোটিফায়েড

এরিয়া কমিটিগুলি গঠন করা হইয়াছে। নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত কমিটিগুলি গঠন করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

নোটিফায়েড এলাকাগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এখনো কোন সিদ্ধান্ত বা সময়সূচী নির্দ্ধারণ করা হয় নাই।

প্রচালিত বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধিত ধারাটি নোটিফায়েড এলাকায় বলবত্ত না হওয়ায় নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ ভোটার তালিকা প্রনয়ন ও নির্বাচনী বিধি প্রনয়নের কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী জওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়াগুলি নির্বাচনের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে এবং বিগত অধিবেশনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচন করা হবে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে নোটিফায়েড এলাকাগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করিতে হইবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। আমার প্রশ্ন হল নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে আদৌ নির্বাচন হবে কি না বা হইলে কবে নাগাদ নির্বাচন হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার:—স্যার, আমি এই কথা স্বীকার করি না যে, আমি এই বিধানসভার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে নোটিফায়েড এরিয়াতে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হবে। এবং আমরা নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে কখন নির্বাচন হবে সেই ব্যাপারে এখন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ১৯৩২ সালের কথা, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজকে আট বছর অতিবাহিত হয়েছে। মুখে এত গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছেন কিন্তু আট বছর সরকার প্রতিষ্ঠিত থেকেও ঐ এলাকাগুলিতে ইলেকশন না করানোর উদ্দেশ্যটা কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যকে স্মরণ করে দিতে চাই যে এ দেশে ৩৮ বছর কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে, অথচ এই সরকার এই ব্যাপারে ইলেকশনের কোন ব্যবস্থাই করে নি। আর বামফ্রন্ট সরকার তো মাত্র আট বছর হয়েছে সরকারে এসেছে। এখানে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে ২২/২৩ বছর কংগ্রেস সরকার কোন ইলেকশন করে নি। একজন এ্যাডমিনিসট্রেটর বসিয়ে কাজ চালিয়েছে। আমরা আসার পর দুই তিন বার ইলেকশন করেছি।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে নোটিফাইড এলাকা ঘোষণা করে এই সমস্ত এলাকারউন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছেন। কাজেই এই নোটিফায়েড এলাকায় ইলেকশন করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কি ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মি: স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির হাতে দিচ্ছি। আমি বলেছি যে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট, ১৯৩২ সংশোধিত ধারাটি নোটিফায়েড এলাকায় বলবত না হওয়ায় ইলেকশন করা যায় নি।

মি: স্পীকার :—শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৬, ইনফরমেশন কালচারেল এফেয়ার্স অ্যানড টোরিজম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৬।

প্রশ্ন

১) আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রটির প্রচার শক্তি বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন কি না এই মর্মে রাজ্য সরকারের নিকট কোন তথ্য আছে কি না ?

২) থাকিলে ঐ প্রচার শক্তি কতটুকু বৃদ্ধি করা হবে এবং কবে পর্যন্ত ঐ কাজ কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নেবেন রাজ্য সরকারকে তা অবগত করিয়েছেন কিনা ?

৩) ত্রিপুরায় কোন সাব রেডিও সেন্টার খোলার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়েছেন কিনা ইহা রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি না ?

৪) খোলা হলে কোথায় খোলা হবে এবং কবে পর্যন্ত তার কাজ কেন্দ্রীয় সরকার আরম্ভ করবেন তা রাজ্য সরকার জানেন কি না ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) জানা নেই। না।

৩) হ্যাঁ।

৪) বিলোনীয়া ও কৈলাশহর মহকুমার শান্তিরবাজার ও কুমারঘাটে। কবে কাজ আরম্ভ হবে জানা নাই।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরায় যে প্রচার কার্য্য চলছে তাতে দেখা যায় ধর্মনগর এবং কৈলাশহরে রেডিও থাকলে সংবাদ শুনা যায় না। ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র একবার সংবাদ প্রচার করা হয়। কাজেই ২৪ ঘন্টার মধ্যে আরেকবার সংবাদ প্রচার করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার:—এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। রাজ্য সরকারের কিছুই করার নেই।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্থানীয় সংবাদ দশ মিনিট পড়া হয়। তার মধ্যে পাঁচ মিনিট বহিঃরাজ্যের সংবাদ প্রচারেই চলে যায়। আমরা দেখেছি স্বশাসিত জেলা পরিষদের ইলেকশনের সংবাদ প্রচার ঠিকভাবে হয় নি। কারণ সময়ের অভাব। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী প্রচার ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল। এই জাতীয় প্রচার এখানে চলছে। কাজেই এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :—এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। রাজ্য সরকারের কিছু করার নেই।

সৈয়দ বসিত আলী:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আকাশবানী আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। কিন্তু কৈলাশহরবাসী অন্ধকারেই থাকে। কারণ সংবাদ শোনা যায় না। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্য সম্পর্কে সেখানকার জনসাধারণ কিছুই জানতে পারেন না। সেই জন্য কৈলাশহরবাসীর স্বার্থে আলাদা সাব-সেনটার খোলার জন্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন কি না?

শ্রী অনিল সরকার : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি, কৈলাশহর, বিলোনীয়া মহকুমার শান্তিরবাজার ও কুমারঘাটে সাব সেন্টার খোলার কথা বলেছেন। তবে কবে কাজ আরম্ভ হবে তা জানা নেই।

মিঃ স্পীকার : শ্রী বিধুভূষণ মালাকার :

শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার : ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭।

মি; স্পীকার : অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : মাননীয় স্পীকার স্যার অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং ১০৭।

প্রশ্ন

১। ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এ ত ত্রিপুরা সরকারের কোন গাড়ী ইন্সুর করা হয়েছে কিনা।

২। করা হয়ে থাকলে কোন বিভাগের কতটি গাড়ী তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব।

৩। সরকারের কতটি গাড়ী অ্যাকসিডেন্ট এর ফলে উক্ত কোম্পানী থেকে এখন পর্যন্ত মোট কত টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

৪। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার এফ, এফ, ডি. এ, র গাড়ী অ্যাকসিডেন্ট-এর ক্ষতিপূরণ বাবত কোন টাকা উক্ত সংস্থা থেকে পাইতেছে না।

৫। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। মোটর ভেহিক্যালস্ অ্যাকট-এর ৯৪ (২) ধারা অনুযায়ী সরকারী কোন গাড়ী ইনস্যুরেন্সের আওতায় আসে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৪। হ্যাঁ, ইহা কি সত্য।

৫। বিষয়টি এখনও ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পরে তারা এক একবার এক একটি পদ্ধতির কথা বলে থাকেন? এও কি ঠিক যে, তাদের কোন সঠিক পদ্ধতি নেই ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, অ্যাকসিডেন্টের কেসগুলি দেরী হয়। জেনারেলি গাড়ীগুলি ইনস্যুরেন্স করা থাকলে তাদের কোম্পানী থেকে লোক আসে এনকোয়ারী করার জন্য। এই ক্ষেত্রেও কোম্পানী থেকে একজন সার্ভেয়ার পাঠান হয়েছে।

মিঃ স্পীকার : শ্রী লেন প্রসাদ মালসই।

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই : কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০

মিঃ স্পীকার : কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নং ১১০।

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে কাঞ্চনপুর পর্যন্ত সরাসরি ডেইলি টি. আর টি, সি বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি।

২। যদি থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা যায়।

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারণ।

৪। ইহা কি সত্য ধর্মনগর, কৈলাশহর এবং ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর রাস্তায় টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু থাকা সত্বেও বর্তমানে নিয়মিত যাতায়াত করছে না।

৫। সত্য হলে উক্ত স্থানে টি, আর, টি, সি, বাস নিয়মিত চালু রাখার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। আগরতলা হইতে কাঞ্চনপুর পর্যন্ত ডেইলি বাস চালু করার পরিকল্পনা আপাততঃ কর্পোরেশনের নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। টি, আর, টি, সি, বাসের সংখ্যা কম থাকার দরুন দৈনিক সার্ভিস চালানো সম্ভব নহে।

৪। ধর্মনগর—কৈলাসহর এবং ধর্মনগর—কাঞ্চনপুর রাস্তায় নিয়মিতভাবে বাস চলাচল করে, তবে কোন কোনদিন চালু বাসের স্বল্পতার জন্য বাস চালানো সম্ভব হয় না।

৫। সাধারণত নিয়মিতভাবে বাস সার্ভিস চালু রাখা হয়।

শ্রী সেন প্রসাদ মালসই :— আগরতলা থেকে কাঞ্চনপুরে—শুধুমাত্র সপ্তাহে তিনদিন টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চলে। আমরা জানি, টি, আর, টি, সি,-তে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই এমনিতে তো ক্ষতিই হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদিন টি, আর, টি, সি, চললে আর কতটুকু ক্ষতি হবে ? কাজেই চালু না রাখার কারণ কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, ক্ষতি হচ্ছে এটা ঠিক কথাই। তবে আমি মূলত বাসের অভাবে কথাই এখানে বলেছি। এটা ঠিক, কাঞ্চনপুর বিচ্ছিন্ন এলাকা। এর পরে গাড়ী আসলে আমি নজর রাখব, যাতে কাঞ্চনপুরে বাস ডেইলী দেওয়া যায়।

শ্রী সেন প্রসাদ মালসই :— ধর্মনগর থেকে কাঞ্চনপুর টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু আছে। কিন্তু প্রায়ই সে সার্ভিস বন্ধ থাকে। এখনও বন্ধ আছে। কাজেই সরকার এ ব্যাপারে কোন নিয়ম চালু করবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি বলেছি, এগুলি আমি দেখব।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি, বর্তমানে ধর্মনগর থেকে কাঞ্চনপুর যে বাস সার্ভিস চালু আছে তা কাঞ্চনপুর আগরতলা দিয়ে দৈনিক চালু করিয়ে সেখানকার এলাকাবাসীর অসুবিধা দূর করার কথা চিন্তা করবেন কি? কারণ, কাঞ্চনপুর থেকে পেচারথল এসে অনেক সময়ই আগরতলায় আসার কোন গাড়ী পাওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মনগরে এসে আগরতলার অনেক গাড়ীই পাওয়া যায়।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— কাঞ্চনপুর—ধর্মনগর বাস সার্ভিস রয়েছে। এছাড়া, আগরতলা থেকে সপ্তাহে তিনদিন সরাসরি বাস সার্ভিস চালু আছে। আমরা নূতন গাড়ী আনছি, তাছাড়া আশা করছি, শীতের মধ্যে ব্রীজের কাজও শেষ হয়ে যাবে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের আমি বলতে চাই, তখন ডেইলী বাস সার্ভিস করার জন্য চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মতিলাল সাহা।

( অনুপস্থিত )

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭।

মিঃ স্পীকার :— কোশ্চোন নাম্বার ১২৭।

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চন নাম্বার—১১৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্য শব্দকর, বাদ্যকর, নট্ট, কপালী, ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলিকে তপশীলি জাতির অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। শব্দকর, বাদ্যকর, নট্ট, কপালী ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলিকে তপশীলি জাতিভূক্ত করার বিষয়টি ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব রাখা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার গত ৫-৮-৮৫ ইং তারিখে চিঠিতে জানাইয়াছেন যে বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস ; -এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর আগেও বহুবার ত্রিপুরার এই বিধান সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করছেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, এই বিষয়টি নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের উপর দোষারোপ করে বলা হচ্ছে, রাজ্য সরকার বিষয়টির স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, নৃপেন বাবু জবাব দিন, জবাব চাই ইত্যাদি ইত্যাদি কথা ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারই স্থির করবেন। এখন কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন কি, দেবেন না তা আমি বলতে পারছি না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ;—যেহেতু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা হবে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার :—আজ ছয় বছর যাবৎ প্রতি বিধানসভায় এই ব্যাপারে দাবী করা হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিষয়টি পাঠান হয়। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তই নেন নি। তবে মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে ২/১ টি চিঠি লেখা হয়ে থাকে মাত্র। হাউসের চিন্তা ভাবনা যাতে অবিলম্বে কার্যাকরী হয় সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনুরোধ জানান হবে।

সৈয়দ বসিত আলী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয় এর প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, তপশীলি জাতিভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে। আমাকে রাজ্য সরকারের নিকট থেকে একটা বই দেওয়া হয়েছে, তাতে আমি দেখেছি শঙ্খকর ও কাপালীদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার সিডিউল কাষ্ট বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং তাদেরকে তপশীল জাতিভুক্ত করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :- স্যার, এটা যদি হয়ে থাকে এবং মাননীয় সদস্য যদি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন তাহলে আমি খুশী হব। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে নেই।

মি: স্পীকার :—শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৭৯ স্যার!

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৭৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৮০ইং হইতে ১৯৮৫ইং সনের ১৫ই আগষ্ট পর্যান্ত টি আর টি সির বিভিন্ন দুর্নীতি রোধ করার জন্য ভিজিলেন্স সেল এর বাবদ মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে, এবং

২) উক্ত সময়ে টি আর টি সি যে আয় করিয়াছে তাহা হইতে এই ভিজিলেন্স সেলের জন্য খরচ করা হইয়াছে কিনা?

উত্তর

১) টি আর টি সি তে ভিজিলেন্স সেল নামে কোন সেল নাই। তবে টি আর টি সি সিকিউরিটি এ্যাণ্ড ভিজিলেন্স অফিসার পদে একজন নিযুক্ত আছেন। তিনি প্রধানত: সিকিউরিটি বিষয় দেখা শোনা করেন।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে অফিসারটিকে দুর্নীতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে, তার জন্য এ বাবদ কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং কত দূর ধরা হয়েছে এবং সেগুলি কি ধরনের মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, ভিজিলেন্স অফিসারের বেতন ভাতা বাবদ এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে এ তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে ৮৫ইং সনে যে কয়টি কেস ধরা হয়েছে সেগুলি আমি এখানে বলছি—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri Anup Kr. Datta, Helper | Theft case on 3. 5. 85 ( Now under suspention) |
| 2. | Shri Nani Gopal Das, Helper | Theft ease on 21 4. 85 ( Under suspension ) |
| 3. | Enqury about Reserve Trips of Bus Services operated on 10.3.85 from C. B. D. ( Traffic ). Krishnanagar. | Report Submitted. |
| 4. | Report on non-schedule trips as Road Test up to Bishalgarh. | Investigated & report submitted on 13.8.85. |
| 5. | Physical verification of Fucl Pump at Krishnagar and Checking of records. | Report Submitted on 27.7.85. |
| 6. | Enquiries about Reserve Trips at C.B.D. (T) on 9.5.85. | Report submiited on 15.5.85. |
| 7. | Enquiry on discripencies of accounting system of Lubricants and maintenances ef records in the job card. | Report submitted 28.6.85. |
| 8. | Enquiry about maintaining ledgers of C. B. D. (Mech) stores. | Report submitted on 30.3.85. |

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই টি আর টি সি, দুর্নীতির একটা আখড়া হওয়ার ফলে প্রতিটি বাস রীতিমত মেরামত করা হয় না এবং বর্ষাকালে বাসগুলির ভিতর ছাতা মেলে বসেতে হয় এবং সীটগুলিও উধাও হয়ে গেছে, অথচ কর্তৃপক্ষ ভাড়া

ঠিক মত নিচ্ছেন। এই দুর্নীতির ফলে কতজনকে কি ধরণের শাস্তি দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :– স্যার, এ সম্পর্কে স্পেসিফিক প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব। আর ভিজিলেন্স সেল সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তাতে আমি বলেছি যে এখানে ভিজিলেন্স সেল নাই, তবে ভিজিলেন্স অফিসারের পদে একজন নিযুক্ত আছেন। আর আমাদের একটা এনফোর্সমেন্ট উইং আছে। এটা ১৯৮৩ ইং সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ১৯৮৫ইং সালের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত ২২,৭৪৬ জন বিনা টিকিটের যাত্রীকে ধরেন এবং তাদের কাছ থেকে ৬৪, হাজার ৭৪ টাকা ৩৮ পয়সা ভাড়া আদায় করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভিজিলেন্স অফিসারের কাছে এখন কতটি কেস পেণ্ডিং অবস্থায় আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, আমি তো এই বছরের হিসাব দিয়েছি। স্পটে এন-কোয়ারী করে এগুলি করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :– শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—কোয়েশ্চান নং ২২৪ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ২২৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) সোনামুড়ায় প্রস্তাবিত টাউনহল নির্মানের স্থান নির্ধারিত হয়েছে কি,

২) হয়ে থাকলে উক্ত শহরের কোন স্থানে তাহা নির্মাণ করা হবে, এবং

৩) নির্মানের কাজ এখনও শুরু না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১) হঁ্যা

২) সোনামুড়া সাব—স্কেইলের পূর্বপার্শ্বে প্রস্তাবিত টাউন হল নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

৩) উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে বিলম্ব হওয়ায় এখন কাজ এতদিন শুরু করা যায় নাই। এখন টেণ্ডার ইনভাইট করা হয়েছে এবং টেণ্ডার পাওয়ার পর সেগুলি আমরা এখন স্ক্রুটিনি করছি।

শ্রী রসিকলাল রায়:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কিছু দিন আগে সোনামুড়াতে টাউন-হলের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। যদি হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে এটা বাতিলের হওয়ার কারণ কি এবং ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের প্রস্তাব স্থানীয় প্রতিনিধিকে জানানো হয়েছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার:—স্যার আমার এখানে যে রেকর্ড আছে তাতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল বলে কোন রেকর্ড নাই, তবে আমি খবর নিয়ে দেখব। তবে পরপর দুইটি স্থান ঠিক করা হয়েছিল। একটা স্থান নদীর ধারে ঠিক করা হয়েছিল, কিন্তু তার ফাউণ্ডেশানের প্রচুর টাকা লাগে বলে বাদ দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় যে স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছিল সেটা সুইটেবল না হওয়ার বাদ দেওয়া হয়, তারপর ৩য় এই জায়গাটি আমরা ঠিক করেছি।

শ্রী রসিকলাল রায়:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সাব-জেইলের ষ্টাফ কোয়ার্টার—গুলির জন্য নিকটস্থ জায়গা গুলি কি অধিগ্রহন করা হবে বলে আশা করা যায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার:—স্যার, এটার জবাব আমি এক্ষনি দিতে পারছি না। কারন যে তথ্য আমার কাছে তাতে এই জায়গাটি আইডেনটিফাই করা হয়েছে যে ওখানে করা হবে। তবে এ সম্পর্কে আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রী রসিকলাল রায়—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি এই উত্তরটা এখনও পাই নি মাননীয় মাননীয় মন্ত্রী-মহাশয়ের নিকট থেকে। আমি বলেছিলাম স্থানীয় প্রধানকে ভিত্তি স্থাপনের জন্য জানানো হয়েছিল কিনা? শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন রেকর্ডের মধ্যে নেই, আমি খোঁজ করে দেখবো।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসৈয়দ বাসীদ আলী -।

সৈয়দ বাসিত আলী—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার ২২৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার -মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার। ২২৬।

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর হইতে আগরতলা ও ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের জন্য কতগুলি টি আর. টি. সি যাত্রীবাহী বাস চালু অবস্থায় ?

২। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর, কুমারঘাট ও আগরতলার মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীগণ সময়মত টি. আর. টি. সি. বাস না পাওয়ায় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেছেন,

৩। সত্য হইলে, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কিনা?

উত্তর

১। প্রতিদিন কৈলাশহর হইতে একটি বাস আগরতলায় আসে এবং একটি বাস আগরতলা হইতে কৈলাশহর যায়।

ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের জন্য মোট ৫৭টি টি. আর. টি, সি যাত্রীবাহী বাস চালু আছে।

২। এই ধরনের ঘটনা কখনও ঘটে থাকতে পারে কিন্তু এইা কমন ফিচার না। সার্ভিস নিয়মিত করার জন্য অতিরিক্ত নূতন বাস রাস্তায় নামানোর চেষ্টা হইতেছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

সৈয়দ বসিত আলী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কৈলাশহরের সব অংশের মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সেটা জানা আছে এবং এটাও জানা আছে যে আমরা আর দরিদ্রতার বোঝা সইতে পারছি না ইহা সত্বেও ...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে না।

সৈয়দ বসিত আলী :—স্যার, আমি বলছি কৈলাশহর টু ধর্মনগর, কৈলাশহর টু কুমারঘাট এবং কৈলাশহর টু আগরতলা যে বাস চালু আছে যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন,—সময় মতো না যাওয়া বা বাসগুলি এত নিম্নমানের যে দুর্ভোগের তার পরিসীমা নেই সুতরাং আমি সেই ক্ষেত্রে কৈলাশহর—বাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি যে আগরতলা টু কৈলাশহর, ধর্মনগর কুমারঘাট যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার জন্য। যদি করে থাকেন তা হলে কবে পর্যন্ত কার্যকরী হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, আমি দেখবো নূতন বাস বাড়ানো যায় কিনা। তাছাড়া এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কৈলাশহরের যাত্রীরা যাতে ডাইরেক্টলি আগরতলায় আসতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এখন একটা করে প্রাইভেট বাস ডেলী যাচ্ছে আর একটা করে আসছে যাতে যাত্রীদের সুবিধা হয়।

শ্রীভানুলাল সাহা : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এটা জানা আছে কিনা, আগরতলা, কৈলাশহর, ধর্মনগরগামী বাস সিডিউ্যলড্ টাইমে অনেক সময় ছাড়ে না এবং নির্দিষ্ট যে ড্রাইভার সে দিন কোন আকস্মিক ছুটি নেয় সে সময় দেখা যায় ঘন্টার পর ঘন্টা যাত্রীদের বসে থাকতে হয় বিকল্প ড্রাইভার দেবার জন্য এবং এই যদি ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে এই গুলিকে দূরীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটা ঠিক কখনও কখনও যথা সময়ে ড্রাইভার এবং কনডাক্টার আসে না, হয়তো বা কখও দেরী হয়ে যায়। এইগুলি যাতে না হয় তার জন্য এডমিনিস্ট্রে-টিভ মেজার নেবার জন্য চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড নাম্বার ২৩৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সড়ক পরিবহন নিগমে চাকুরীতে তপঃ উপজাতি ও তপঃ জাতির জন্য সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ ও কার্যকরী করা হচ্ছে না,

২। সত্য হলে, এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কতজন আছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :– স্যার, এই তথ্য এখানে নেই। টোটাল এমপ্লয়িজ ৮২৪ জন এখন আছে। তবে মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য বলছি যে টি,আর,টি,সি, চালু হওয়ার পর থেকে লেফট্ ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট আসার আগে পর্য্যন্ত ৩৭৪ জন জেনারেল, সিডিউ্যলড্ ট্রাইবস্ ৬ জন, সিডিউ্যলড্ কাষ্ট ১৬ জন। আমরা আসার পরে জেনারেল ৭৫৭ জন, সিডিউ্যলড্ ট্রাইবস্ ৫০ জন এবং সিডিউলড্ কাষ্ট ৪৭ জন। আমাদের গভর্ণমেন্ট আসার আগে জেনারেল ৪জন প্রমোশন পেয়েছিলেন, সিডিউল্যাড্ ট্রাইবস ২ জন এবং সিডিউল্যাড্ কাষ্ট ১ জন। আমরা আসার পরে জেনারেল ১৬৬ জন প্রমোশন পেয়েছেন, সিডিউল্যাড্ ট্রাইবস ২৩ জন প্রমোশন পেয়েছেন। সিডিউল্যাড্ কাষ্ট ৪৭ জন প্রমোশন পেয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯২।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯২।

প্রশ্ন:

১। ১৯৮০ সাল হইতে ১৯৮৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত মৎস্য দপ্তর কর্তৃক ডম্বুর জলাশয় থেকে কত পরিমান মাছ সংগ্রহ করা হয়েছে, (বছর-ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত সংগৃহীত মাছগুলি রাজ্যের কোন কোন স্থানে কি কি সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে ?

| বৎসর | মাছের পরিমান (কিলোগ্রাম) |
|---|---|
| ১৯৮০-৮১ | ১,৯৩,৪০১ |
| ১৯৮১-৮২ | ২,৪৬,৬৪০ |
| ১৯৮২-৮৩ | ৯০,৮৭৩ |
| ১৯৮৩-৮৪ | ১,২৪,৫৬৩ |
| ১৯৮৪-৮৫ | ৪১,১২২ |
| ১৯৮৫-৮৬ (আগষ্ট পর্যন্ত) | ৫,৪৩৩ |
| | মোট ৭,০২,০৩২ |

উত্তর:

১। ১৯৮০-৮১ ইং সন থেকে ১৯৮৫ইং সনের আগষ্ট পাস পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয় থেকে সংগৃহীত মাছের বৎসর ভিত্তিক পরিমান এইরূপঃ-

২। ১৯৮০-৮১ইং সনে ডম্বুর জলাশয়ের মাছ প্রধানতঃ আগরতলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাজারে বিক্রী করা হয়েছে।

১৯৮১-৮২ইং সন থেকে বর্ত্তমান ১৯৮৫-৮৬ইং সন পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয়ের মাছ ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর মাধ্যমে ডম্বুর জলাশয় এলাকা ও আগরতলার বাজারগুলিতে বিক্রি করা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার :—আর আধা মিনিটেরও কম সময় আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, প্রথম দিকে প্রায় ২ লক্ষ, আড়াই লক্ষ পর্যন্ত হয়েছে, ৮৪-৮৫ সালে ৪১ হাজারের মতো হয়েছে এবং ৮৫-৮৬ সালে ৫ হাজার এইভাবে কম পাওয়ায় পিছনে কারণগুলি কি খতিয়ে দেখা হবে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী : —স্যার, আমরা ইতি মধ্যে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং খতিয়ে দেখেছি প্রধানতঃ এই মাছ ধরা নিয়ে কিছু কিছু বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে যেটা সেই এলাকার মধ্যে কে কোন এলাকায় ধরবে, ট্রাইবেল না নন্‌ ট্রাইবেল এই সমস্ত প্রশ্ন ছিল সাম্প্রদায়িক উস্কানি এবং উগ্রপন্থীদের কাজকর্ম আমাদের মাছ ধরার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি হয়ে দাড়িয়েছে।

মিঃ স্পীকার—যে সমস্ত তারকা চিহ্নত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি ANNEXURES 'A" & "B"

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার :— আজকে যেহেতু শেষ দিন। নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও অন্য কিছু দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। আজকের কার্যসূচীতে ৫টি রেফারেন্স পিরিয়ড নোটিশ আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয়া সদস্যা মহারাণী বিভু দেবী। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :-"

"Infultration of Bangladesh labourers at Sonamura and engagement of them in works at the cost of local labourers."

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, বাংলাদেশী শ্রমিকদের সোনামুড়ায় অনুপ্রবেশ এবং স্থানীয় শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে বাংলাদেশীদের মজুরীর কাজে নিয়োগ করা সম্বন্ধে কোন খবর নাই।

একটি মোবাইল টাক্স ফোর্স ক্যাম্প সোনামুড়ায় মোতায়েন আছে। ১৯৮৫ই জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ইং ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সর্বমোট ৭১ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫জন হিন্দু এবং ৬৬ জন মসুলমান।

Maharani Bibhu Kumari Debi :— Point of clarification sir, the Hon'ble Chief Minister, while he was moving the resolution on Assam accord, has stated that he has given special instruction to the authority concerned to keep watch that no-body from Bangladesh and Assam could enter into Tripura without any valid documents and authorities. Will the Chief Minister clarify as to how the labourers from Bangladesh have been

entering into Tripura and there by distressing the local labourers being employed at Sonamura ? Can the Chief Minister ensure gaurantee that the Bangladehees foreigners who are living in Assam and entering into Tripura are not procuring the Citizenship cetificates ? What precautionary measure the Govt, has been taken to stop the infiltration both in the border and in the administration ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: স্যার, বর্ডার রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বি, এস, এফের। বর্ডার ক্রস করে আসার পরে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। মাননীয় সদস্যা হয়ত জানেন না যে ত্রিপুরার কতটুকু বর্ডার আছে। সেই বর্ডারটা ন্যাচারেলী বাউণ্ডারী নেই। এবং মাননীয় সদস্যা নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারেন যে ৪ দিকে নদী বেষ্টিত এবং পাহাড় বেষ্টিত এই রকম বর্ডার নেই। বাড়ীর অর্ধেকও বর্ডারের মধ্যে পড়েছে এরকম আছে। ৮৩০-৪০ কিলোমিটার বর্ডার। ভারতের কোন রাজ্যে নেই এই রকম পরিবেষ্টিত। এই ক্ষেত্রে এইখানে যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা খুবই সামান্য। এবং মাননীয়া সদস্যা দেখেছেন, তাদের প্রত্যেককেই বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোবাইল টাস্ক ফোর্স খুব সুন্দর ভাবে কাজ করছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিন্তু জানুয়ারী থেকে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৭১ জন ডেপুটেড হয়েছে ফ্রম সোনামুড়া, হোল ষ্টেইটে কতজন ডেপেটেড হয়েছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে এর উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র দাস। বিষয়বস্তু হল :— 'গত ২৫/৯/৮৫ইং তারিখে আগরতলা এম, বি, বি কলেজ চত্বরে র‍্যাগিং—এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ছাত্রের মধ্যে বোমাবাজির ফলে শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে আতংক ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, গত ২৫/৯/৮৫ইং তারিখ সকাল ১০-৩০ মিঃ হইতে ১০-৪৫ মিঃ এর মধ্যে এম, বি, কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রী অংকুর গুপ্ত এবং অন্যান্য ছাত্ররা টি, আর, টি, সি বাসে করিয়া এম, বি, বি, কলেজ বাস ষ্টপে পৌঁছিলে ২নং ছাত্রাবাসে ২০/২৫ জন ছাত্র এম, বি, বি, কলেজের ১ম বর্ষের কিছু ছাত্রকে কিল ঘুষি মারে ও বোমা ফাটায়। ফলে শ্রী অংকুর গুপ্তের ডান হাতে আঘাত লাগে। তাহাকে কলেজ-এর হস্পিটালে ফাষ্ট এইড দেয়া হয়।

এই ঘটনাটি গত ২৫/৯/৮৫ইং তারিখ সকাল ১০-৫০মি: শ্রী অসীম সাহা নামক এম,বি,বি, কলেজের একজন ছাত্র পুলিশকে জানাইলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসিয়া অবস্থা আয়ত্বে আনেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে এম-বি-বি কলেজের ২নং ছাত্রাবাসের কিছু সংখ্যক ছাত্র ঐ কলেজের নূতন আগত ১ম বর্ষের ছাত্রদের উপর র‍্যাগিং করিলে এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে এম-বি-বি কলেজের প্রবীন ছাত্র ও কলেজ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ এই বৎসর নবাগত ছাত্রদের উপর কোনপ্রকার র‍্যাগিং যাহাতে না করা হয় সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও এম-বি-বি কলেজের ২নং ছাত্রাবাসের প্রবীন ছাত্ররা এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি করে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রদের সহিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তি শৃংখলা স্থাপনে সক্ষম হন। ২নং ছাত্রাবাসের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা আনুমানিক ৫০ জন।

এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে সেইহেতু শিক্ষা অধিকর্তা সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রদের আবেদনমূলে আগামী ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কলেজ ছুটি ঘোষণা করেন এবং ছাত্রাবাসও বন্ধ করিয়া দেন।

ঘটনাটি এম-বি-বি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রী অংকুর গুপ্তের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/৩৪১/৩২৫ ধারায় পূর্ব আগরতলা থানায় মোকদ্দমা নং ২৮(৯)'৮৫ নথিভুক্ত করা হয়। আসামীরা পলাতক আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা খুব দুঃখর্জনক যে এই বর্বরোচিত প্রথা একসময়ে শিক্ষিত লোকেরাই চালু করেছিল। এবং তা কংগ্রেস আমলে সমস্ত কলেজগুলিতে রমরমা হয়ে দখল করেছিল। আমরা তা বন্ধ করার চেষ্টা করছি। এমনও অবস্থা দেখেছি, রক্ত ঝরছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে. তারপর সাহস করে পুলিশকে বলতে পারছেনা। কারণ তাহলে তার পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তার হোস্টেলে থাকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অনেক অভিভাবক এসে আমার কাছে কান্নাকাটি করেছেন/এইসব বর্বরোচিত প্রথা চালু থাকার ফলে অনেক ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্টে হয়ে যাবে। আমরা প্রতি বৎসরেই ছাত্রদের কাছে আবেদন করি, ছাত্ররা যে এই আবেদনে সাড়া দেয় না তা না, ছাত্ররা সাড়া দেয়। কিন্তু কিছু এই ধরণের সমাজবিরোধী কি করে কলেজে ঢুকে যায় এবং হোস্টেলে আশ্রয় নেয় সেটা নিশ্চয়ই সরকারকে দেখতে হবে এবং এইটা যদি বন্ধ না হয় তাহলে খুবই দুঃখজনক হবে, হয়ত হোস্টেলগুলিকে ঠিকমত চালু রাখা সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যেই আমরা এই সম্পর্কে স্তরে স্তরে আলোচনা করেছি। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবককে আমি অনুরোধ করব যাতে হোস্টেলগুলি খোলা রাখা যায়, যাতে কলেজে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে তার জন্য সরকারের সাথে সহযোগিতা করেন। এইসব রোজ একটা বোমা, পটকা বিভিন্ন

ধরণের খুন খারাপি ছাত্রদের সংগে সংঘর্ষ, শুধু ছাত্র আর ছাত্র সংঘর্ষ না, কলেজের ভিতর থেকে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন এলাকায় মধ্যে আক্রমণ করা এইগুলি বন্ধ করতে হবে। শুধু পুলিশ দিয়ে এগুলি বন্ধ করা যায় না। ছাত্ররা, অভিভাবকরা যদি সহযোগিতার মনোভাব না থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে দুঃখজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন এই ধরণের অমানবিক ঘটনার ফলে বহু প্রতিভাবান ছেলে শিক্ষা থেকে সরে যাচ্ছে। তার জন্য যারা এই ধরণের আচরণ করেন তাদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা বা তাদের কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায়না তা না, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কলেজ থেকে তাকে বের করে দেওয়া যায়, হোস্টেলগুলি থেকে বের করে দেওয়া যায়। ২-১টা ক্ষেত্রে করতে গিয়ে আমরা দেখেছি সংগে সংগে ছাত্র অভিভাবক তারা কোর্টে যায়। কোর্টের থেকে আদেশ নিয়ে আসে তাতে সরকার খুব বিব্রত বোধ করেন। জনসাধারণের মধ্যে জনমত গঠন করাই হচ্ছে তাদের একমাত্র শাস্তি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে উল্লেখ করেছেন র‍্যাগিং নাকি কংগ্রেস আমলে চালু হয়েছে কিন্তু আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকারের এই ৭ বছর ধরিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেক্‌নিক্যাল কলেজ প্রভৃতিতে চলে আসছে, এ সম্পর্কে সরকার কি ভূমিকা নিয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ ২নং হোস্টেলে বহু ঘটনা হয়েছে, বিশেষ করে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের প্রাধান্য সেখানে রয়েছে। তারফলে আশপাশ এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে ১ নং হোস্টেলকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২নং হোস্টেলের বহু ঘটনা অতীতেরও রয়েছে। আমরা দেখেছি যখনই এ ধরণের কোন ঘটনা হয় তখনই এ ধরণের ঘটনার মূলে না গিয়ে সরকার হোস্টেল বন্ধ করে দেন। তাই এ ব্যাপারে একটা বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা বিশেষ করে ২ নং হোস্টেলের এ ধরণের ঘটনা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুব দুঃখের যে মাননীয় সদস্য শ্রী মজুমদার আমাকে বাধ্য করছেন কিছু কথা বলতে। স্যার, ওরা যদি ওদের ছাত্র সংগঠনের এসব দাগী সমাজ-বিরোধীদের না তাড়ান তাহলে কিছুই করার থাকেনা। স্যার, ইন্জিনিং কলেজের কিছু ছাত্র নেতা যারা এন. এস. ইউ. আই. বলে পরিচিত তারা আমার কক্ষে গিয়ে যা করেছেন আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে ৬০ বছরের মধ্যে

দেখি নাই। ওরা কথায় কথায় লাফ দিয়ে আমার সামনে আসতে চায়, কিন্তু তারপরে বাইরে গিয়ে কাগজে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী নাকি তাদের সঙ্গে আশালীন ব্যবহার করেছেন। স্যার, এসব ছেলে যদি কোন সংগঠনে থাকে বিশেষ করে যদি এস. এফ. আই, তে থাকে তাহলে আমি তাদেরকে ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেব। কিন্তু তারা এন. এস. ইউ. আই-তে আশ্রয় পাচ্ছে। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি তদন্ত করে দেখুন। আমি এন. এস. ইউ. আই—এর কিছু ছাত্রকে অনুমতি দিয়েছি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, কিন্তু তারা কি ব্যবহার করেছেন। যদি আপনি আপনার এই ছাত্র সংগঠনের ভিতর থেকে এদেরকে না তাড়ান তাহলে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাবেনা।

মিঃ স্পীকার :—গত ১-১০-৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়বস্তু হল—"গভার্ণমেন্ট আর্ট কলেজ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে"।

আমি এখন শিক্ষা মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দিতে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা গভার্ণমেন্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রী সুমঙ্গল সেনের কাছ থেকে জানা যায়, ত্রিপুরা আর্টিষ্ট এসোশিয়েশান নামে একটি সংস্থা গত ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে আর্ট কলেজে লাগাতর ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহণ করে। আর্ট কলেজের কিছু প্রাক্তন ছাত্র এই এসোশিয়েশানের সভ্য বলে জানা যায়। প্রিন্সিপালের কাছ থেকে কোনও অনুমতি না নিয়ে তারা কলেজের ক্লাসে ঢুকে লাগাতর ধর্মঘট সম্পর্কে প্রচার শুরু করে। কলেজের নিয়মিত ছাত্ররা অভিযোগ করে যে এইসব প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের ভয় দেখায়—ধর্মঘট না করলে পা ভেঙ্গে দেবে। ঘাড়ের উপর মাথা থাকবেনা। কলেজের নিয়মিত ছাত্ররা এতে উত্তেজিত হয়ে উঠে। দুপক্ষের অল্প-স্বল্প সংঘর্ষ বাধে। প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য অধ্যাপকরা সেটা থামিয়ে দেন। বাহিরে থেকে আনা ধর্মঘট প্রচারকারী ছাত্ররা চলে যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই একদল দুস্কৃতকারী অল্প বয়সের ছেলে যাদের মধ্যে ধর্মঘট আহবানকারী প্রাক্তণ ছাত্ররাও ছিল। আর্ট কলেজে লাঠি, দা, রড ইত্যাদি নিয়ে ঢুকে ভাঙ্গচুর ও মারধোর শুরু করে। প্রিন্সিপালের টেলিফোন চুরমার করে। টেবিলের কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে। জানালার কাঁচ ভাঙ্গে একটি মহিলা চতুর্থ শ্রেণী কর্মীর মুখে চড় মারে, অবস্থা আয়ত্বে আনতে পুলিশ ডাকতে হয়। প্রিন্সিপাল পরে দুই বিবাদমান দলকে নিয়ে আপোস মীমাংসার চেষ্টা করেন। দুই পক্ষ দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রিন্সিপাল কলেজ বন্ধ করার প্রস্তাব

দেন, কারণ তাঁকেও নানা রূপভাবে ভয় দেখান হচ্ছে বলেন এবং নিয়মিত ছাত্ররা ধর্মঘট সমর্থন না করায় তাদেরও মারধোর করার হুমকি দেওয়া হয় নেপথ্যে। আঞ্চলিক দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে কলেজ ১৩-৯-৮৫ ইং পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। ২১-৯-৮৫ তারিখে আর্ট কলেজে একটি শান্তি সভা ডাকা হয়। সেখানে শিক্ষা বিভাগের এবং স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষেপ পক্ষ থেকে আর্টিস্ট এসোশিয়েশানকে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের শান্তি রক্ষার আবেদন করা হয়। ধর্মঘট যারা করতে চায় না তাদের উপর বল প্রয়োগ না করতে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু আর্টিস্ট এসোশিয়েশানের নেতৃস্থায়ীরা (সজল চক্রবর্তী প্রমুখ) জানান তারা বল প্রয়োগ করবেনই। পিকেটিং করবেই, তাতে তাদের যাই হউক না কেন। নিয়মিত ছাত্ররা সেই সভায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে জানায়। এই অবস্থায় আঞ্চলিক ছাত্র সংঘর্ষ এড়াতে কলেজ ৭-১০-৮৫ ইং পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে একটু বলে রাখছে যে আর্ট কলেজে সমস্ত ছেলেরা লেখা পড়া করে তারা পাঁচ বছর পরে বেড়িয়ে যায় লেখা পড়া শেষ করে। তাদেরকে এই রাজ্যের মধ্যে সরকারী চাকুরী দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। কারণ আর্ট কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য শিক্ষা দপ্তরের চাকুরীর কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা তাদেরকে চাকুরী প্রোভাইড করতে চাই এবং সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি এটাকে একটা সাবজেক্ট হিসাবে গণ্য করার জন্য। সেজন্য আমরা যা ব্যয় করব তা যেন দেওয়া হয়। আমাদের রাজ্যে এসব আর্টিস্ট ছাত্ররা কোন রমক চাকুরীর সুযোগ পাননা। আমরা তাদের বলেছি যে, আমরা তাদেরকে ২৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি, কিন্তু এসবের কাজ আমাদের রাজ্যে সীমিত।

মাননীয় ছাত্রদের শুধু দু এক জন নয়, অনেক ছাত্রই রয়েছেন যাদের কর্মসংস্থান করা যায় নি। পুরানো ছাত্রদের যারা পাশ করেছেন তাদের মধ্যে চার জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে এবং পোস্ট ভেকেন্ট হবে তখনই আমরা তাদের চাকুরী দেব। আমি ছাত্রদের অনুরোধ করছি তারা যেন সরকারকে সাহায্য করেন যাতে করে কলেজের কাজকর্ম আবার শুরু করা যায়।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আর্টস্ কলেজ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৪ জনকে যারা আর্টস্ কলেজ থেকে পাশ করেছে তাদের চাকুরী দিয়েছে, এটা ঠিক নয়। রাজ্য সরকার তাদের চাকুরী দেন নি। সে চাকুরী দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার- এদের রাজ্য সরকার চাকুরী দিয়েছেন।

**শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—** তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বাকি যারা পাশ করে বসে আছে তাদের চাকুরী দেবার কোন স্কোপ্ নেই। কিন্তু আমি এটা মানতে পারছি না। কারণ আমি জানি যে, শিক্ষা দপ্তরে এবং কৃষি দপ্তরে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে অনেক পোষ্ট ভেকেন্ট রয়েছে সেগুলি কোন অজ্ঞাত কারণে যে পূরণ করা হচ্ছে না তা আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই এজন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকার তাদের প্রতি যে বি-মাতৃ সুলভ মনোভাব নিয়েছেন সে কারণেও তাদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আমি জানতে চাই যে, এই সমস্ত খালি পদগুলি পূরণ করার জন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

দ্বিতীয়তঃ এই কলেজে যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে দেবব্রত ঘোষ নামে একজন ছাত্রকে প্রিন্সিপাল কয়েকজন ছাত্রকে উস্কানী দিয়ে তাকে মারধোর করেছে। এই ছাত্রটি একটি কেনটিনে বসে ছিল। তখন প্রিন্সিপালের নির্দেশে কয়েকজন ছাত্র সেখানে গিয়ে তাকে মারধোর করেছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি না?

**শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে, আমরা তাদের প্রতি বি-মাতৃ সুলভ আচরণ করেছি। কাজেই তারাই যখন তাদের আসল মা তাহলে তারা দিল্লীকে বলুন না, যে তাদের জন্য যেন চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেন। তারপর আমি বলতে চাই যে, মাননীয় সদস্য যদি শিক্ষা দপ্তরে বা অন্য কোন দপ্তরে কোন পোষ্ট খালি আছে তা দেখাতে পারেন তাবে আমি তাদের অবশ্যই সে পোষ্টে নিয়োগ করব।

**মিঃ স্পীকার :—** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। গত ১/১০/৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হলো : | "গত ২৬/৯/৮৫ ইং বিধানসভার অন্যতম কর্মচারী শ্রী প্রমোদ রায়ের বিজয় কুমার চৌমুহনী (আগরতলা) সংলগ্ন বাসগৃহে হামলা, তার পরিবারের প্রতি অশালীন ব্যবহার এবং বাড়ী সংলগ্ন দোকানে অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে।"

**শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—** মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ২৬.৯.৮৫ ইং তাং সন্ধ্যার সময় আনুমানিক ৬.৩০ মিঃ এডভাইজার চৌমুহনীর সর্বশ্রী ১) মধু দেববর্মা, ২) কৌশিক রায়, ৩) প্রভাস নন্দী ৪) প্রনব চক্রবর্তী ৫) প্রদীপ চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন যুবক

বিজয় কুমার চৌমুহনীস্থ শ্রী প্রমোদ রায়ের ছেলে শ্রী শংকর লাল রায়ের বাক্সোলের দোকানে আসিয়া পূর্বদিনের একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তর্কাতর্কি করিতে করিতে ঐ দোকানের দুইটি কাঁচের বোয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই ঘটনার কথা বিজয় কুমার চৌমুহনীস্থ পাড়ার ছেলেরা প্রতিশোধ নিতে আসিলে এডভাইজার চৌমুহনীর উপরোক্ত ছেলেরা চলিয়া যায়। ঐ দিনই আনুমানিক রাত্র ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে এডভাইজার চৌমুহনীর ৪০/৫০ জন যুবক দা. লাঠি, বোমায় সজ্জিত হইয়া বিজয় কুমার চৌমুহনীস্থ শ্রী প্রমোদ রায়ের ছেলে শ্রী শংকর লাল রায়ের দোকানে ও সংলগ্ন বাড়ীতে হামলা করিয়া ভাংচুর করে এবং ঐ দোকানে আগুন লাগাইয়া দেয়। উক্ত ঘটনা শ্রী শংকর লাল রায়ের লিখিত অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯। ৪২৭/৩৮০/৪৩৬ ধারায় পশ্চিম আগরতলা থানায় ৩৯ (৯) ৮৫ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

উপরোক্ত ঘটনায় পুলিশ কৃষ্ণনগর কালী বাড়ী রোডের শ্রী রবীন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে শ্রী স্বপন চক্রবর্তীকে বিগত ২৭/৯/৮৫ ইং গ্রেপ্তার করেন ও আদালতে প্রেরণ করেন। উক্ত আসামী ঐ দিনই আদালত হইতে জামিনে ছাড়া পান। অবশিষ্ট দুস্কৃতিকারীরা পলাতক আছেন।

উক্ত ঘটনার তদন্তে জানা যায় যে, উপরোক্ত ঘটনার পূর্বে কোন একদিন এডভাইজার চৌমুহনীর জনৈক ছেলেকে উপরোক্ত মোকদ্দমার বাদী শ্রী শংকর লাল রায় তার দোকানের সামনে চড় থাপ্পর মারে। কারণ ছেলেটি নাকি জনৈকা মেয়ের সাথে অশালীন ব্যবহার করিয়া ছিল। ঐ ব্যাপারে এডভাইজার চৌমুহনীর শ্রী রূপক নন্দী এবং কতিপয় ছেলে বিজয় কুমার চৌমুহনীস্থ শ্রী শংকর লাল রায়ের দোকানে আসিয়া তর্কাতর্কি করে ও দোকানের সামান্য ক্ষতি সাধন করে। উক্ত ঘটনার ব্যাপারে শ্রী শংকর লাল রায় অথবা তাহার পিতা শ্রী প্রমোদ রায় কোন অভিযোগ পশ্চিম থানায় নথীভুক্ত করেন নাই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া প্রকাশ পায়।

দুর্বৃত্তদের আক্রমণে শ্রী শংকর লাল রায় সামান্য আহত হন এবং তাহাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি চিকিৎসা নিতে রাজী হন নাই। এই ঘটনায় শ্রী শংকর লাল রায়ের ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ২,০০০ টাকা।

ঘটনার পর হইতে ঐ এলাকায় শান্তি মিটিং করা হয় এবং পুলিশ টহল ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে। ও তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা: পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, গত ২৫শে সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ২৬শে সেপ্টেম্বর যে সংঘবদ্ধ হামলা হয়ে গেল তাতে পুলিশ নিস্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ২৬ তারিখ সন্ধ্যা সাতটার সময় যখন

একটি পুলিশ পেট্রোল পার্টি সেখানে যায় তখন বিজয়কুমার চৌধুরীর বাসিন্দারা পুলিষকে সেখানে স্থায়ী একটি পিকেট বসাবার অনুরোধ করেন কিন্তু পুলিষ তাদের কথামত সেখানে কোন পিকেট বসায়নি। তারপর যখন রাত্রে সে সংঘবদ্ধ হামলা চলছে তখন নিকটের জনপদ পত্রিকা অফিস থেকে পশ্চিম থানায় ফোন করে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পুলিশকে যখন আসবার অনুরোধ করা হল তখন পুলিশ অফিসার নাকি তাদের বলেন যে, থানাতে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ না থাকায় তাদের পক্ষে আসা সম্ভব নয়। এর অর রাত্রে শ্রী প্রমোদ রায়ের আহত স্ত্রী এবং মেয়ে যখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং পুলিশ যা যাবার কথা জানায় তখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দ্দেশে পুলিষ সেখানে যায়। এ সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মি: স্পীকার স্যার, আমি এই অভিযোগ পেয়েছি এবং পুলিশকে নির্দ্দেশ দিয়েছি উহা তদন্ত করবার জন্য।

শ্রী ভানুলাল সাহা : পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, পুলিশের এই যে, বক্তব্য থানাতে পুলিশের সংখ্যা যথেষ্ট নয় এটা কি সত্যি না কোন ঘটনায় না যাবার জন্য এটা বলা হয় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি/

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে অামাদের পুলিশের সংখ্যা খুবই কম এবং সেটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায়। যখনি কোন জায়গায় একটা ইনসিডেন্ট হয় তখনি সংগে সেখানে পুলিশ ক্যাম্প বসাতে হয়, কারণ অন্যান্য রাজ্যে এই রকম দুটি সম্প্রদয়ে এক সঙ্গে বসবাস করে না। এখানে যেমন বাঙালী আর ট্রাইবেল। কাজেই এই সব কারণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে পূর্ব থানা এলাকায় বিস্তীর্ণ জাশগায় এবং আগরতলাতে আরও দুটি থানা আমরা করবার সংকল্প নিয়েছি এবং দুটি থানা যদি হয় তা হলে আবশ্যক মত আমরা পুলিশ রাখতে পারব। ভেহিকেলস্ আমাদের কম আছে। কাজেই ভেহি-কেলস্ রাখতে হবে এবং যথেষ্ট সংখ্যক অফিসার রাখতে হবে। কাজেই ভেহিকেলস্ অফিসার এবং কনস্টেবল, এই সমস্ত বাড়িয়ে যাতে সব সময় পুলিশ উপস্থিত রাখা যায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা—আসন্ন দুর্গা পূজায় যে কোন সময়ে ক্লাবে ক্লাবে সংঘর্ষ হতে পারে চাঁদা কালেকশান ইত্যাদি নিয়ে। এই ঘটনাকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় পুলিশের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন, বিষয়টা পূজার ব্যাপার এবং চাঁদার জুলুম খুবই বেদনাদায়ক। . মাননীয় সদস্যরা জেনে থাকতে পারেন যে ইতিমধ্যে কয়েকটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেগুলি আমরা জনসাধারণকে জানিয়ে দিয়েছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে একটা মৎস্যজীবি জীপ দুদিন আগে মেলাঘর থেকে আগরতলা আসছিল। তাকে মেলাঘরের বিশ্ববন্ধু ক্লাবের ছেলেরা থানায় তাদের কাছ থেকে ১০১ টাকা নিয়ে নেয়। তারা বলেছে যে আগে আমরা মাছ বিক্রি করে নিই তারপর চাঁদা দেব। কিন্তু সেটা তারা শুনবে না। সেই বিলোনীয়া বনকর ঘাট থেকে স্বর করে আগরতলা পর্যন্ত এক একটা জীপ ট্রাকের মালিক কত যে চাঁদা দিচ্ছেন। তারপর সরকারী কর্মচারী, তারা তাদের নিজের পাড়ায় চাঁদা দিতে পারেন। কিন্তু অন্য পাড়া থেকে এসেও তাদের কাছে চাঁদা চাওয়া হয়। তারপর ব্যবসায়ীরা ডেপুটেশান দিয়েছেন যে আমাদের বাঁচান এবং সেখানে এক দুই জন নয়, দলবদ্ধভাবে তারা চাঁদা নিচ্ছেন। আমরা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি এই ব্যাপারে ক্লাবের লোক জনের সংগে মিটিং করার জন্য। যদি দেখা যায় যে কোন ক্লাব পুলিশের নির্দেশ অমান্য করেছে তা হলে আমরা পূজা বন্ধ করে দেব এবং রেজিস্ট্রেশান কেটে দেব। তাহলে জনসাধারণের দুঃখ হতে পারে, কিন্তু এটা আমরা চলতে দিতে পারি না।

দ্বিতীয় হচ্ছে যেসব জায়গায় চাঁদা তোলা হবে তার জন্য ক্লাবের চিঠি নিয়ে যেতে হবে যাতে দেখা যায় যে নির্দিষ্ট ক্লাব থেকে চাঁদা তুলতে এসেছে। এর অন্যথা হলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং পুলিশ থেকে নোটিশ দেওয়া হবে যে, যে টাকা নেওয়া হয়েছে সেটা ফেরত দিতে হবে। এর কারণ হলো যে, একই লোক যাতে ক্লাবের নামে ২।৩।৪ বার করে টাকা তুলতে না পারে। রাস্তার সুতার উপর টেবিল বসিয়ে যাতে কোন রকম চাঁদা তোলা না হয় সেজন্য বিলোনীয়া, অমরপুর, উদয়পুর রোডে সি, আর, পি, মোবাইল ডিউটি দেবে। সি, আর, পিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে রাস্তার সুতার উপর টাকা তুলতে গিয়ে জুলুম বন্ধ করা হয়।

মি; স্পীকার—গত ১-১০-১৯৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য, শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নের বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন :— বিষয় বস্তু :—

গত ৭ই জুলাই, ১৯৮৫ ইং ভোর বেলায় সোনামুড়া মহকুমার জুমের ঢেপায় নিজ বাড়ীতে সি. পি. আই (এম) উপ-প্রধান অতুল ভৌমিক কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক নিহত হওয়া সম্পর্কে ,”

আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে উপরোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৮-৭-৮৫ ইং (৭-৭-৮৫ ইং নহে) সকাল অনুমাণ ৬টার সময় পশ্চিম জুমের ঢেপা সাকিনের শ্রীঅতুল ভৌমিক ঘুম হইতে উঠিয়া গোয়ালঘর হইতে গুরু বাহির করিতে ছিলেন। এমন সময় 'এ' গ্রামের সর্বশ্রী (১) খোকন দেবনাথ, (২) গৌরাঙ্গ সূত্রধর, (৩) কাঁলা-চাঁদ দে, (৪) রনজিত দেবনাথ, (৫) গোপাল দেবনাথ ও (৬) প্রহ্লাদ দেবনাথ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি (মোট অনুমাণ ১০।১২ জন) রামদা, লাঠি ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শ্রীঅতুল ভৌমিককে তাহার বাড়ীতে দুই দিক থেকে আক্রমণ করে এবং তাহারই বেগুন ক্ষেত্রে তাহাকে ফেলিয়া উপরোক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীঅতুল ভৌমিককে কুপিয়ে হত্যা করে। উক্ত ঘটনা মৃত অতুল ভৌমিকের স্ত্রী শ্রীমতি প্রভারানী ভৌমিকের অভিযোগ ক্রমে ভারতীয় দণ্ড বিধির আইনের ১৪৮।১৪৯।৪৪৭।৩০২ ধারায় সোনামুড়া থানায় ৫ (৭)৮৫ নং মকোদ্দমা রুজু করা হয়।

পুলিশ তদন্ত কালেএ' গ্রামের শ্রীগৌরাঙ্গ সূত্রধরকে বিগত ১২৭।৮৫ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। ক্রমাগত পুলিশী তল্লাসীর ফলে গত ২৪।৭।৮৫ ইং-এ গ্রামের (১) শ্রীখোকন দেবনাথ, (২) শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (৩) শ্রীকাঁলা চাঁদ দে (৪) শ্রীপ্রহ্লাদ দেবনাথ এবং ২৫।৭।৮৫ ইং পূর্ব জুমের ঢেপা গ্রামের শ্রীবিমল শীল, শ্রীরতন দত্ত এবং গত ২৭।৭।৮৫ ইং তারিখে শ্রীঅনিল দেবনাথ মাননীয় সোনামুড়া আদালতে আত্ম সমর্পণ করেন।

ধৃত শ্রীগৌরাঙ্গ সূত্রধর বর্তমানে জামীনে মুক্ত আছেন। অন্যান্য আসামীগণ এখনও জেল হাজতে আছেন। ঘটনার তদন্ত চলিতেছে। মৃত ব্যক্তি সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক এবং ধৃত ব্যক্তিরা কংগ্রেস (আই) সমর্থক বলে জানা যায়।

শ্রীমতিলাল সরকার – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যারা অতুল ভৌমিককে খুন করে তারা সবাই কংগ্রেস (আই) সেবা দলের লোক এবং জুমের ঢেপায় যে সরকারী ফলের বাগান আছে, তার কোন এক গোপন আস্তানায় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে এবং সুযোগ পেলেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত লোকদের খুন করছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এই রকম একটা খবর পেয়ে আমি নিজেই সেখানকার সরকারী ফলের বাগানে গিয়েছিলাম এবং সেখানকার ভারপ্রাপ্ত ও অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছি, কিন্তু এরকম কোন খবর কেউ আমাকে দিতে পারে নি।

শ্রীমতিলাল সরকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং সেখানকার উপজাতি কংগ্রেস (আই) সমাজদ্রোহীরা অস্ত্র শস্ত্র-ও নিয়ে এ এলাকার লোক-

জনদের বাড়ীতে গিয়ে ১০১ টাকা, ১০১ টাকা চাঁদা দেওয়ার দাবী করছে, আর তা না হলে তাদের হাতে যারা চাঁদা দেবে না, তারা হতাহরিত হবে, এই রকম ভয়ভীতি দেখা দিচ্ছে। আর অতুল ভৌমিক সেই এলাকার এসব সমাজদ্রোহীদের হাতে যাতে লোকজন অত্যাচারিত হতে না পারে, তার জন্য গ্রামবাসীদের হয়ে বিরোধীতা করায়, ওরা অতুল ভৌমিককে খুন করেছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ঐ এলাকায় ছোট একটা সংখ্যালঘুর লোকজন রয়েছে এবং তাদেরকেই এসব সমাজদ্রোহীরা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হয়। বর্তমানে সেখানে পুলিশ হস্তক্ষেপ করায় সেখানে শান্তি বিরাজ করছে।

শ্রী মতিলাল সরকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই মৃত অতুল ভৌমিক জুমের চেপা এ্যাপেক্সের চেয়ারম্যান ছিলেন, তাতে সেখানকার এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোকের অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায়, তারা অতুল ভৌমিককে নানা অসুবিধার মধ্যে ফেলে বেকাদায় ফেলার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতেও তাদের কার্যসিদ্ধি না হওয়ায়, তাকে খুন করার চেষ্টা করে। এবং সমাজদ্রোহীদের দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে খুন করানো হয়, যাতে মুনাফাখোরদের, কালোবাজারিদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এসব তথ্য এখন আমার হাতে নাই।

## CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার : এখন দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। তাই আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার কর্তৃক আনীত নিম্নে বর্ণিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :

গত ২১শে সেপ্টেম্বর, মোহনপুর ব্লকাধীন ব্রাহ্মনপুষ্করিণী গ্রামের বাসিন্দা জশকুমার দাস প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১২-৯-৮৫ ইং তারিখ বেলা ২-৩০ মিঃ সিধাই থানাধী ব্রহ্মনন পুষ্করিণীর মৃত জয়কুমার দাসের স্ত্রী শ্রী মতিঅর্চনা দাসের একটি অভিযোগ সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮-১৪৯-৪৪৮-৩২৬-৩০৭ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়।

দেখা যায় যে গত ১৯-৯-৮৫ ইং সকাল অনুমান ১১-৩০ মিঃ সময় সিধাই থানাধীন ব্রাহ্মন পুস্করিণী সাকিনের সর্বশ্রী ১) হরেন্দ্র দাস, ২) চন্দ্রোদয় সরকার, ৩) রবীন্দ্র সরকার, ৪) পবিত্র সরকার, ৫) যতীন্দ্র সরকার, ৬) আনন্দ সরকার ও ৭) সুশীল সরকার দা, বল্লম, তীর, ধনুক নিয়া বে-আইনীভাবে শ্রী চন্দ্রোদয় সরকারের বাড়ীতে জমায়েত হইয়া ব্রাহ্মণ পুস্করিনী সাকিনের শ্রী রাজ বিহারী দাসের বাড়ী আক্রমণ করিয়া রাজ বিহারী দাসে ভাই জয়কুমার দাসকে বর্শা ও দা দ্বারা রক্তাক্ত জখম করিয়া খুন করে। উক্ত বিবাদীরা শ্রীরাজ বিহারী দাস ও তাহার স্ত্রীকে মারাত্মক ভাবে রক্তাক্ত জখম করে।

ঘটনার তদন্তে জানা যায় যে পারিবারিক কলহ মৃত জয়কুমার দাসের লাকড়ী চুরির ব্যাপারে আপত্তি করায় আক্রোশমূলেই উক্ত ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় পুলিশ আসামীদের বাড়ী তল্লাসী করিয়া আসামীদের কাহাকেও পায় নাই। তবে নিম্নে বর্ণিত ২ জন আসামী ঘটনায় জখমপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমানে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। পুলিশ উক্ত আসামীদের গত ২২-৯-৮৫ইং গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাহারা হাসপাতালে পুলিশ পাহাড়ায় রক্ষিত আছে। (১) শ্রী চন্দ্রোদয় সরকার, (২) শ্রীআনন্দ সরকার।

ঘটনার সময় নিম্ন বর্ণিত দুই জন মারাত্মক জখমপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমানে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন, ও আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

(১) শ্রীরাজ বিহারী দাস, (২) শ্রীমতী সারদা দাস, পতি শ্রীরাজ বিহারী দাস।

বাকী বিবাদীগণকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ তল্লাসী অব্যাহত আছে।

মৃত জয়কুমার দাস ও বিবাদীরা প্রো কংগ্রেস সমর্থক বলিয়া জানা যায়। তদন্ত চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার—আজই আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নে বর্ণিত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তু:—

'গত ২১শে সেপ্টেম্বর সিধাই থানাধীন বড়জুস গ্রামের এস, এফ, আই, কর্মী প্রদীপ দত্তের প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হওয়া সম্পর্কে'।

নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে সিধাই থানাধীন বড়জোস গ্রামের শ্রীপ্রদীপ দত্ত, পিতা শ্রীচূরামণি দত্ত একটি

পেয়ারা বাগান তাদের গ্রামের শ্রী কৃষ্ণ দত্তের পুত্র মিহিরজিৎ দত্তের নিকট বিক্রি করেন। শ্রী মিহিরজিত দত্ত বাগান পাহাড়া দেওয়ার জন্য সেখানে একটি অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করেন। কিছু দিন পর এই শ্রী মিহিরজিত দত্তের স্থায়ী ঘর হইতে একটি টু-ইন-ওয়ান, ১টি পাঁচ ব্যাটারী টর্চ লাইট, এবং কিছু কাঠের টুকরো চুরি যায়। এই চুরি যাওয়া জিনিসের খুঁজে শ্রী মিহিরজিত দত্ত, প্রদীপ দত্ত, ও শ্রী নারায়ণ দত্তের বাড়ী তল্লাসী করেন। এই ঘটনার ৪-৫ দিন পর শ্রী প্রদীপ দত্ত শ্রী মিহিরজিত দত্তের নিকট চুরি যাওয়া টু ইন ওয়ান এবং চর্ট লাইট দেখিতে পান। এই নিয়া তাহাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর শ্রীপ্রদীপ দত্ত শ্রী মিহিরজিত দত্তকে আক্রমণ করে বলিয়া প্রকাশ। এই ঘটনায় শ্রী মিহিরজিত দত্তের পিতা শ্রী কৃষ্ণ দত্ত অসন্তোষ্ট হইয়া শ্রী প্রদীপ দত্তকে ক্ষমা চাইতে চাইতে বলে।
গত ২১-৯-৮৫ইং তারিখ সকাল অনুমান ১১-১৫ মি: এর সময়ে বড়জুস গ্রামের নারায়ণ দত্ত, পিতা মৃত আমোসেনা দত্ত শ্রী প্রদীপ দত্তের মৃতদেহ রক্তাক্ত জখম অবস্থায় দেখিতে পান। শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দত্তের অভিযোগটি সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১২০ (বি) ৩০২ ৩৪ ধারায় নথিভূক্ত করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ গত ২১-৯-৮৫ই তারিখে বড়জুস গ্রামের (১) শ্রী কৃষ্ণমোহন দত্ত, পিতা নবকিশোর দত্ত, (২) শ্রী রঞ্জিত দত্ত, পিতা কৃষ্ণমোহন দত্ত এবং (৩) শ্রী মিহিরজিত দত্ত, পিতা কৃষ্ণমোহন দত্তকে গ্রেপ্তার করেন। শ্রীমিহিরজিত দত্ত গত ২৩/৯/৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সি, জে, এম, আদালতে আত্মসমর্পন করেন ধৃত ব্যক্তিরা সবাই জেল হাজতে আছে। ধৃত ব্যক্তিদের কোন রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায় নাই। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

মি: স্পীকার :—আজই আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাই আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নে বর্নিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

বিষয় বস্তু হলো : 'গত ১৯-৯-৮৫ ইং এর ভোর রাতে একদল দুস্কৃতিকারী কর্তৃক রাধা-কিশোরপুর থানা এলাকাধীন তৈহুরচক্ গ্রামের বামফ্রন্ট কর্মী কম: বাঁশী জমাতিয়া ওরফে বশিষ্ঠ জমাতিয়াকে গুলি করেও কুপিয়ে হত্যা করা সম্পর্কে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ১৯-৯-৮৫ ইং তারিখ সকাল বেলায় শ্রীবশিষ্ঠ কুমার জমাতিয়া (বাঁশী) তৈহরচুং থানা রাধাকিশোর-পুর, তাহার বাড়ী হইতে কাজে বাহির হইয়া যান। রাত্র প্রায় ১ টা থেকে ২-৩০ মি: মধ্যে তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্ত্রী শ্রীমতি রাধা কুমারী জমাতিয়াকে ঘরের দরজা খুলিতে ডাক দেন। তাহার স্ত্রী দরজা খুলিতে যাইতেছেন, এমন সময় ঘরের বাহিরে একটি

বন্দুকের গুলির শব্দ এবং তাহার স্বামীর চিৎকার শুনিতে পান। দরজা খোলা মাত্র তাহার স্বামী প্রতিবেশী শ্রী উপেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ীর দিকে দৌড়াইতেছেন। বন্দুকের গুলির শব্দে এবং শ্রী বশিষ্ঠ কুমার জমাতিয়ার চিৎকারে গ্রামবাসীগণ শ্রী উপেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ীতে জমায়েত হন। তিনিও সেই বাড়ীতে যান এবং তাহার স্বামীকে রক্তাক্ত আহত অবস্থায় দেখিতে পান। শ্রী বশিষ্ঠ জমাতিয়া কোমড়ে গুলিবিদ্ধ হন এবং বাম কাঁধে ও চোখে দারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন। শ্রী বশিষ্ঠ জমাতিয়া তাহার স্ত্রী ও অপর উপস্থিত সকলকে জানায় যে ৩/৪ জন লোক তাহার ঘরের দরজার কাছে বন্দুক ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। আক্রমণকারীদের মধ্যে তৈহরচুং গ্রামের শ্রী গৌরাঙ্গ কিশোর জমাতিয়াকে চিনিতে পারিয়েছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। তাহারা তাকে হত্যা করার জনাই আক্রমণ করিয়াছেন বলে তিনি বলেন। আহত শ্রী বশিষ্ট জমাতিয়াকে ঐ রাত্রেই গ্রামবাসীগণ মহারাণি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়া যান। সেখান হইতে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাহাকে ২০/৯/৮৫ ইং সকাল সাড়ে ৭টার সময় আগরতলা জি, বি. হাসপাতালে প্রেরণ করেন। জমাতিয়া সেই দিনই জি, বি. হাসপাতালে মারা যান।

এই ঘটনাটি রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬/৩০৭/৩৪ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫/(ক) ধারায় নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্ত কালে পুলিশ শ্রী গৌরাঙ্গ কিশোর জমাতিয়াকে গত ২০/৯/৮৫ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করেন এবং সে বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—অন্য অপরাধীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

তদন্তে প্রকাশ পায় শ্রী বশিষ্ঠ জমাতিয়া এলাকায় চুরি ডাকাতি এবং দুষ্কৃতিকারীদের দমন করিতে পুলিশকে সহায়তা করিতেন। উহাতে স্থানীয় দুষ্কৃতিকারীগণ তাহাকে সুনজরে দেখিতেন না।

পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত শ্রী গৌরাঙ্গ কিশোর জমাতিয়া প্রকাশ করে যে শ্রী প্রকাশ নোয়াতিয়া সাং কৃষ্ণচন্দ্র পাড়া এবং শ্রী দৈদা কুমার জমাতিয়া আং মির্জা কিছু দিন পূর্বে দেওয়ান ছড়ার এক বাড়ী হইতে এক জোড়া গরু চুরি করে। কিন্তু শ্রী বৈশিষ্ঠ জমাতিয়া এই চুরি যাওয়া গরু গত ১৯,৯, ৮৫ইং তারিখ মালিককে ফেরত দিতে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। ফলে তাহারা শ্রী জমাতিয়াকে আক্রমণমূলকভাবে গত ১৯/২০ সেপ্টেম্বর রাতে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে।

শ্রী বশিষ্ঠ কুমার জমাতিয়া, সি, পি, আই, এম সমর্থক একজন সক্রিয় কর্মী।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে, এই দুষ্কৃতকারীরা 'লামা কৌতাল' যেটি উপজাতি যুব সমিতির আশ্রয় পুষ্ট সংগে লামা কৌতালের যুক্ত আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি আগেই বলেছি ঘটনার তদন্ত চলছে, এটা খুব দুঃখজনক—ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং এই হাউসের পক্ষ থেকেও আমরা শ্রী জমাতিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কারণ শ্রী জমাতিয়া এইসব সমাজ বিরোধীদের দমন করার জন্য সব সময় চেষ্টা করে আসছিলেন। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে যারা চুরি ডাকাতি ইত্যাদি করে তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়েই তিনি নিজের জীবন দিয়েছেন সেজন্য আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। তবে মানীয় সদস্য যে তথ্য দিলেন পুলিশ সে ব্যাপারে তদন্ত করছে—পুলিশ দেখবে তাদের তদন্ত করে সংগে লামা কৌতালের সংযোগ আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য মহোদয়া কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হল :—

''গত ৩রা সেপ্টেম্বর এয়ার পোর্ট থানাধীন পটুনগর গ্রামের বাসিন্দা ঝর্ণা সরকার মধ্য রাত্রিতে খুন হওয়া সম্পর্কে।''

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী – গত ৩রা সেপ্টেম্বর এয়ারপোর্ট থানাধীন পটুনগর গ্রামের বাসিন্দা ঝর্ণা সরকার মধ্য রাত্রিতে খুন হওয়া সম্পর্কে—

গত ৩/৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ইং তারিখ রাত্রি ৩-৩০ মিঃ এর সময় এয়ারপোর্ট থানাধীন পটুনগর সাকিনের মৃত খোকন ঘোষের পুত্র শ্রী নারায়ণ ঘোষ থানায় আসিয়া এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, ঐ দিন রাত্রি অনুমান ১-৩০ মিঃ এর সময় তাহার মেয়ে শ্রী মতি ঝর্ণা ঘোষ –শ্রীমতি ঝর্ণা সরকার নহে—যখন ঘরের বাহিরে যায় তখন ঐ সাকিনের শ্রী গোপাল শীলের পুত্র শ্রী নির্মল শীল তাহার মুখে চাপা দিয়া নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিলে শ্রী মতি ঝর্ণা ঘোষ চিৎকার করিয়া উঠিলে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন ঘর হইতে বাহিরে আসে এবং দেখে যে শ্রীমতি ঝর্ণা ঘোষ রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মাটিতে পরিয়া আছেন এবং তিনজন লোক বাড়ীর পশ্চিম দিকে দ্রুত বেগে পলাইয়া

যাইতেছে। তাহার অভিযোগ মূলে এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ভারতীয় দণ্ডবিধির উপর ৩২৬ ধারামতে মোকদ্দমা নং ২ (৯) ৮৫ নথিভুক্ত করে তদন্ত সুরু করেন। আহত শ্রীমতি স্বর্ণা ঘোষকে তৎক্ষনাৎ চিকিৎসার জন্য নরসিংগড় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয় এবং এ' দিন রাত্রে সেখান হইতে তাহাকে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গত ৪, ৯, ৮৫ ইং ভোর অনুমান ৫-৩০ মিঃ এর সময় শ্রীমতি স্বর্ণা ঘোষ মারা যান। পুলিশী তদন্তে প্রকাশ পায় যে এ সাকিনের মৃত শরত শীলের পুত্র শ্রী গোপাল শীল ও তাহার দুই পুত্র শ্রী নির্মল শীল ও শ্রী অমর শীল (উভয়েই) ছাত্র) এবং মৃত উপেন্দ্র ঘোষের পুত্র শ্রী সত্যবান ঘোষ এই ঘটনাটি সংঘটিত করিয়াছে। তদন্তকালে ক্রমাগত পুলিশী তল্লাসীর ফলে গত ১২, ৯, ৮৫ইং প্রথমোক্ত তিন জন এবং গত ১৮.৯, ৮৫ইং তারিখ শেষোক্ত আসামী আগরতলার মাননীয় সি, জে, এম, এর আদালতে আত্মসমর্পন করে। গত ১৬.৯, ৮৫ইং তারিখ হইতে তিন দিনের জন্য প্রথমোক্ত তিন জন আসামীকে আদালতের আদেশে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং শেষোক্ত আসামীকে পুলিশ ২ দিনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাহাদের জবানবন্দী অনুসারে ঘটনার নিকটবর্তী জংগল হইতে ঘটনায় ব্যবহৃত ছুড়িটি উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে উক্ত চার জন আসামীই জেল হাজতে আছে। তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য—স্যর পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শ্রীমতি স্বর্ণা সরকার একটি ১৭ বছরের মেয়ে যাকে নিয়ে এই ঘটনাটি ঘটছে সেই ঘটনার বেশ কিছু দিন আগে থেকেই গোপাল শীলের পুত্র নির্মল শীল এবং উপেন্দ্র ঘোষের পুত্র সত্যবান ঘোষ এই গ্রামের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে আসছে। এবং যখন স্বর্ণা সরকারকে খুন করা হল সেই খবর এয়ার পোর্ট থানায় জানানোর পরেও পুলিশ ঠিক সময়ে আসে নাই।

মিঃ স্পীকার—আমাদের হাউসের সময় শেষ হয়ে গেছে.....

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—এটা বলার প্রয়োজন আছে উকে বলতে দিন।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য—সেই সত্যবান ঘোষ পুলিশের কনষ্টেবল......

মিঃ স্পীকার—এই ক্ল্যারিফিকেশান দ্বিতীয় বেলায় অধিবেশনে হবে এবং আরও একটি নোটিশ আছে সেটিও এর পর হবে। সভার কাজ অদ্য বেলা ২ ঘঃ ০০ মিঃ পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

## AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয়া সদস্যা গৌরী ভট্টাচার্য্যকে অনুরোধ করছি উনার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন জিজ্ঞাসা করার জন্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য :— ইহা কি সত্য যে, সময়মত পুলিশকে খবর দেওয়া সত্বেও পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় নাই?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয়া সদস্যা যে অভিযোগ করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশকে আগে বলা হয়েছিল, কিন্তু এই সম্পর্কে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় নাই। তবে আমি হাউসের কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, এই ব্যাপারে আমরা তদন্ত করে দেখব। উচ্চ পর্য্যায়ে তদন্ত করার ব্যবস্থা নেব।
শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য :— ইহা কি সত্য যে, এই ঘটনার দিন বিশালগড় থেকে কিছু কংগ্রেস (আই) দুস্কৃতকারী গাঁও প্রধানের বাড়ীতে যায় এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করে। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ৮ জন কংগ্রেস (আই) দুস্কৃতকারীকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। ওদেরকে থানা থেকে নিয়ে আসার জন্য গাঁও প্রধান থানায় ছুটে যায় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উচ্চপর্য্যায়ে এই বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখব। মামলায় যারা আসামী নিশ্চয় তদন্তক্রমে এদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
মিঃ স্পীকার :— একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি হলো "গত ১১ই জুন সোনামুড়া বিভাগে লক্ষণঢেপা বাজারে স্বপন শীল হরিপদ বৈষ্ণব এবং অর্জুন দেবনাথের খুনের ঘটনা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।
শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— গত ১১ই জুন ১৯৮৫ ইং তারিখ সোনামুড়া থানাধীন লক্ষণঢেপায় পর পর ৩টি ঘটনায় শ্রী স্বপন শীল, শ্রী হরিপদ বৈষ্ণব এবং শ্রী অর্জুন দেবনাথ দুস্কৃতিকারী-দের আক্রমণে নিহত হন :

ঘটনাগুলি নিম্নরূপ :—

গত ১১ ৬-৮৫ ইং যুব কংগ্রেস (ই)র ডাকে ২৪ ঘণ্টা ত্রিপুরা বন্ধের দিনে সকাল অনুমান ১০-৩০ মিঃ হইতে ১১টার মধ্যে জুমের ঢেপা গ্রামের শ্রী স্বপন শীল সহ ১০/১২ জনের যুব কংগ্রেস (ই) সমর্থক লক্ষণ ঢেপা বাজারে আসেন। দোকান খোলা দেখে তাহারা দোকানদারদেরকে ভয় দেখাইয়া দোকান বন্ধ করিতে আদেশ দেয়। কয়েকজন দোকানদার দোকান বন্ধ করেন, কিন্তু শ্রীযোগেন্দ্র দেবনাথ তাহার মিষ্টির দোকানের দরজা বন্ধ করিয়া কাজ করিতে থাকেন। তখন যুব কংগ্রেস (ই) সমর্থকগণ তাহার দোকানের দরজায় লাঠি দিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই দেখিয়া বন্ধ বিরোধী সমর্থকগণ বাজারে সমবেত হয় এবং যুব কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের এই ব্যবহারে বাধা দেন। ফলে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। বন্ধ বিরোধীদের আক্রমণে শ্রীস্বপন শীল মাথায় গুরুতর

আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সাথে সাথে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হন এবং ঐ দিনই তিনি জি, বি, হাসপাতালে মারা যান। নিহত স্বপন শীল একজন শ্রমিক এবং যুব কংগ্রেস (ই) সমর্থক ছিলেন। এই ঘটনাটি সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্ত কালে পুলিশ কলি-রাম গ্রামের শ্রীমণীন্দ্র দেবনাথ এবং শ্রী আশুতোষ দেবনাথকে ১৫/৭/৮৫ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করেন। ধৃত ব্যক্তিরা সি, পি' আই (এম) এর সমর্থক বলিয়া জানা যায়। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ১১/৬৮৫ ইং তারিখ অনুমান অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়। ঘটনায় প্রকাশ প্রায় ৪০/৫০ জন দুষ্কৃতকারী দা, লাঠি ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লক্ষণ ডেপার প্রধান শ্রীগোপাল দেবনাথের বাড়ী আক্রমণ করে। দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে একজন শ্রীখোকন দেবনাথ হাতে রাম দাও নিয়া শ্রীগোপাল দেবনাথের উত্তরের ভিটির ঘরে প্রবেশ করিয়াই উপস্থিত লক্ষণ ঢেপা গ্রামের শ্রীঅর্জুন দেবনাথকে রামদাও দিয়া আঘাত করে এবং সংগী শ্রীকালাচান দে লাঠি দিয়া শ্রীঅর্জুন দেবনাথকে মারিতে থাকে। শ্রীঅর্জুন দেবনাথ আহত অবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকে দৌড়াইতে থাকে। শ্রীখোকন দেবনাথ, শ্রীকালা চাঁদ দে এবং অন্যান্য দুষ্কৃতকারীরা শ্রীঅর্জুন দেবনাথকে ধাওয়া করিয়া প্রধান শ্রীগোপাল দেবনাথের বাড়ীর দক্ষিণে ধান ক্ষেতে ফেলিয়া কুপাইয়া এবং লাঠির আঘাতে খুন করে। দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে শ্রীদুলাল দে ও শ্রীমনি লাল দে নামে ২ ব্যক্তিও আহত হন। এই অভিযোগটি সোনা-মুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩৩৬/৩০২ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তে পুলিশ এই ঘটনার জড়িত সন্দেহে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেন। তাহাদের নাম এবং গ্রেপ্তা-রের তারিখ নিম্নে দেওয়া গেল :—

| ধৃত ব্যক্তিদের নাম | গ্রেপ্তারের তারিখ |
|---|---|
| ১) শ্রীনিমাই মহন্ত, সাং লক্ষণ ঢেপা | ১১/৭/৮৫ ইং |
| ২) নারায়ণ মহন্ত সাং ঐ | ঐ |
| ৩) মনীগোপাল দেবনাথ সাং ঐ | ১৪/৬/৮৫ ইং |
| ৪) রবীন্দ্র দেবনাথ সাং ঐ | ঐ |
| ৫) স্বপন ঘোষ সাং ব্যানার্জী বাগান | ঐ |
| ৬) সাধন পাল সাং ঐ | ঐ |
| ৭। কালা চাঁদ দে সাং জোমের ঢেপা | ২৪/৭/৮৫ইং |
| ৮। রণজিত দেবনাথ, সাং লক্ষণ ঢেপা | ঐ |

৯। প্রফুল্ল দেবনাথ, সাং ঐ ২২/৭.৮৫ইং

১০। প্রহ্লাদ দেবনাথ সাং ঐ ১৯/ /৮৫ইং

১১। শ্রী খোকন দেবনাথ সাং লক্ষণ চেপা গত ২৪/৭৮৫ইং তারিখ সোনামুড়া আদালতে আত্মসমর্পন করে।

ধৃত ব্যক্তির মধ্যে ৬জন (১ নং, ২ নং ৭ নং ৯ নং ১০ নং এবং ১১ নং ব্যক্তিগণ বর্তমানে জেল হাজতে আছেন। ৪ জন (৩ নং ৪ নং ৫ নং এবং ৬ নং ব্যক্তিগণ) আদালতে হইতে জামীনে মুক্তি পাইয়াছেন। ১ জন ধৃত ব্যক্তি শ্রী রণজিত দেবনাথ আদালত হইতে খালাস পায়। মৃত ব্যক্তি এবং আহত ব্যক্তিগণ সি, পি, আই (এম) পার্টির সমর্থক বলিয়া জানা যায়। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে ঐ দিনই বেলা প্রায় ৩, ৩০ মিঃ-এর সময় অনুমান ৫০/৩০ জন লোক লাঠি বল্লম হাতে নিয়া লক্ষণ চেপা বাজার সংলগ্ন শ্রী হরিপদ বৈষ্ণবের বাড়ী আক্রমণ করে লাঠির আঘাতে এবং দায়ের আঘাতে তাহাকে খুন করে। দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে কলিরাম গ্রামের শ্রী অমল্য দেবনাথকে সনাক্ত করা হয়। এই ঘটনায় একটি অভিযোগ সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/ ৩০২ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়। পুলিশ তদন্তকালে কলিরাম গ্রামের শ্রী অমূল্য দেবনাথকে গত ১৯/৬/৮৫ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করেন। এই হত্যাকাণ্ডেও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলিয়া অনুমান হয়। তিনটি ঘটনাই সি, আই, ডি-র তদন্তাধীণ আছে এবং তদন্ত কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

শ্রী নকুল দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন সা-র, গত ১১ই জুন যুব কংগ্রেস (আই) এই বন্ধ আহ্বান করে। বন্ধ যাতে পালন করা হয় সেই জন্য তারা বাজারের মানুষকে ভয়ভীতি দেখায় এবং শেষ পর্য্যন্ত বাজার আক্রমণ করে। তখন জনসাধারণ মিলিত হয়ে তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টা করলে এই সংঘর্ষ বাঁধে। তারপরে গোপাল দেবনাথ ও অর্জুন দেবনাথকে খুন করে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত আসামীর নাম বলেছেন ওরা ছাড়া আরও লোক জড়িত আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী:— মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনাগুলি খুবই উদ্বেগজনক। বার বার সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি উত্তেজনা কমিয়ে আনার জন্য। বন্ধ যে কোন দল ডাকতে পারে, পালন করতে পারে। কিন্তু বন্ধ পালন করতে গিয়ে এভাবে এক জনের বাড়ীতে ঢোকে খুন করা, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ঠিক নয়। আমি মাননীয় বিধায়কদেরকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে তারা যেন সরকারকে সাহায্য করার মনোভাব গ্রহণ করেন।

পায়ের জোরে বন্ধ পালন করতে গিয়ে যদি এইভাবে এক জনের বাড়ীতে গিয়ে লুট চালায়, তাহলে এটা খুবই দুঃখজনক। এ ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে জন্য সর্ব দলের বিধায়কদের আমি অনুরোধ করব এই ব্যাপারে শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশকে সাহায্য করার জন্য। ২য়তঃ, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, পুলিশকে আপনার তথ্যগুলি দিন। পুলিশ নিশ্চয়ই আরো আসামী আছে কিনা তা দেখবে। আমি বলেছি, ২৫।৩০ জন দুস্কৃতকারী ছিল।

শ্রী নকুল দাস :— স্যার, এই ঘটনার পরে ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নরেশ ভট্টাচার্য্য ঘটনা স্থলে যায় এবং যে নামগুলি আমি এখানে বলেছি তারাও একটি একটি আলাদা জীপে করে যায়। দাগী আসামী যারা আছেন তাদেরও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রী ভট্টাচার্য্য দুয়ের ঢেপায় নামেন। তাঁর অবস্থানকালেই বাড়ী বাড়ী ঢুকে এবং এই বলে শাসিয়ে থাকে যে, পুলিশকে এই সব জানালে খুন করা হবে। এটা কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নরেশ ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতেই নয়েছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নরেশ ভট্টাচার্য্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন এ তথ্য জানা আসে। তাছাড়া মাননীয় সদস্য আর যে সব কথা এখানে বলেছেন তা জানা নেই।

শ্রী রসিক লাল রায় :—গত ১১, ৬, ৮৫ইং সন্ধ্যা দেপায় যে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে তা প্রথমে কে করেছে এবং কিভাবে ঘটেছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?
শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সব তথ্যই আমি হাউসের কাছে দিয়েছি।

## LAYING OF A COPY OF THE CORRIGENDUM TO THE REPLY OF UNSTARRED QUESTIGN NO. 88 ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Speaker :— Now the item of Buisness before the House is the "Laying a copy of the corrigendum to the reply of the Un-starred Question No' 88 which was laid on the Table of the House on 30.9.85."

I would request the Hon'ble Chief Minister to lay the reply of the Un-Starred Question No. 88 before the House.

Shri Nripen Chakraborty : Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Corrigendum to the reply of the Un-starred

Question No. 38 which was laid on the Table of the House on 30.9.85.

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS
ANNEXURE-"C"

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য সূচী হলো :— লেয়িং অব দি রিপ্লাইস টু দি পোস্টপন্ড কোয়েশ্চানস্। গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের পোস্টপন্ড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫৮ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার *২৩৮ এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোস্টপন্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার *২৩৮-এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করছি।

মি: স্পীকার :— গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৮ এবং পোস্টপন্ড আনস্টর্ড কোয়েশ্চান নাম্বারস্— ২৭, ৪০, ৪৫, ৪৯ এবং ৫১ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

এখন আমি মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত পোস্ট-পন্ড স্টার্ড এবং আন-স্টার্ট কোয়েশ্চানস,-এর উত্তর পত্রগুলো সভায় টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী খগেন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি পোস্টপন্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার *৩৯৮ এবং পোস্টপন্ড আন-স্টার্ড কোয়েশ্চানস্ ২৫, ৪০, ৪৫, ৪৯ এবং ৫১ এর উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করছি।

মি: স্পীকার :— গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ণ দাস মহোদয়ের পোস্টপন্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার *১০৬ এবং মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়ের ( বর্তমান মন্ত্রী ) পোস্টপন্ড আন-স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

এখন আমি মাননীয় মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত পোস্টপণ্ড স্টার্ড এবং আন-স্টার্ট কোয়েশ্চান-দ্বয়ের উত্তর পত্র গুলো সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী বাদল চৌধুরীঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, * ১০৬ এবং পোস্টপণ্ড আন—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩ এর উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় যে সমস্ত পোস্টপণ্ড স্টার্ট এবং আন—স্টার্ড কোয়েশ্চানস্—এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করা হয়েছে সে গুলির প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

PRESENTATION OF REPORTS

OF THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

মিঃ স্পীকারঃ— সভার পরবর্ত কার্য্য সূচী হলোঃ—পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চল্লিশতম এবং একচল্লিশতম প্রতিবেদন দুইটি সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি এখন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনদ্বয়ের প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির চল্লিশতম এবং একচল্লিশতম প্রতিবেদনদ্বয় এই সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস্ কমিটির প্রথম প্রতিবেদনটি সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি এখন ঐ কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত প্রতিবেদনটির প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য।

( মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত )

যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা এখনও আসেননি তাই পরবর্ত্তী সময়ে করার জন্য হাউসে জানাব।

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকে এই সভায় পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির যে রিপোর্টদ্বয় পেশ করা হয়েছে, সেগুলির প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় যা বলতে চাইছিলেন তা এখন বলতে পারেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল হাফানিয়ার সামনে এক বাস অ্যাকসি-ডেন্টে তিনজন আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ফলে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ ত্রিপুরায় বাস চলছে না। কাজেই এই সম্পর্কে আমি হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিবৃতি দাবী করছি।

মিঃ স্পীকার :—এভাবে আনা যায় না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—ঘটনাটি হঠাৎ করে ঘটেছে। আজকেই সেশান শেষ কাজেই এভাবে ছাড়া আনার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া, এই যে ঘটনা ঘটবে তাতো আগে থেকে জানা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—রুলে পারমিট করছে না। তবু ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ বলে সে বিষয়ে খুব সংক্ষেপে বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার আপনি যখন আদেশ করেছেন আমি বিবৃতি দেব। তবে আমি আশা করব, মাননীয় সদস্যগণ অযথা উত্তেজনার সৃষ্টি করবেন না। ঘটনা যা ঘটেছে তা হচ্ছে গত ২, ১০ ৮৫ইং তারিখ অনুমান ১০টার সময় ৯নং টাউন বাস টি আর এস ৬৩১ বিশালগড় হইতে আগরতলা আসার পথে জুট মিলের ২নং গেটের নিকট একটি রিক্সাকে ধাক্কা মারে। ফলে ৩ জন শ্রমিক আহত হয়। এই ঘটনার পর বাসটি দ্রুত বেগে আগরতলা অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং সিদ্ধি আশ্রমের নিকট রাস্তা থেকে ড্রেনে পড়িয়া যায়। এই ঘটনার পর গাড়ীর যাত্রী এবং স্থানীয় লোকজন উত্তেজিত হয়ে গাড়ী-টিকে আগুন লাগাইয়া দেয়। আমতলী থানাতে খবর পৌঁছামাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে রওয়ানা হয়ে যান এবং ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে খবর পাঠান। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী ঘটনা স্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্বে আনে।

জুট মিল নিকট সংগঠিত ঘটনাটি আমতলী থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৭৯/৩৩৮ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে জানা যায় এই টাউন বাসটির মালিক অচিন্ত্য ভৌমিক এবং চালকের নাম শ্রীসুকুমার চৌহান। গাড়ী চালক বর্ত্তমানে পলাতক আছে।

আহত তিন ব্যক্তির নাম ১) শ্রীস্বপন দাস, জুট মিলের কর্মী, ২) শ্রীহরিপদ দেবনাথ, জুট মিলের কর্মী এবং ৩) শ্রীপরিমল দাস, জুট মিলের কর্মী।

আহত শ্রী পরিমল দাসের অবস্থা গুরুতর এবং অন্য দুই জনের অবস্থা উন্নতির দিকে। তাহারা জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

টাউন বাসটিতে আগুন দেওয়ার ঘটনাটি থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২রা অক্টোবর সন্ধ্যা হইতে দক্ষিণ দিকে গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়, কারন গাড়ীর চালক গাড়ী চালাইতে চায় না।

অদ্য ৩, ১০, ৮৫ইং সকাল প্রায় ৭ টার সময় একদল মোটর কর্মী সমিতির (কং আই) সমর্থক বটতলাতে স্বাভাবিক গাড়ী চলাচলে বাধা প্রদান করে। অবশ্য আহাদের এই অবরোধ সত্বেও পুলিশ রাস্তা চলাচলের জন্য মুক্ত করেন। কিন্তু গাড়ীর চালক গণ মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সাথে দেখা না হওয়া পর্যান্ত এই দিকে গাড়ী চালাইতে অসম্মতি হয়।

বটতলা হইতে আমতলী পর্যান্ত স্পর্শকাতর বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী পুলিশ চৌকি বসান হয়েছে। একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ টহলদারি অব্যাহত আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

স্যার আজকে এ্যাসেমব্লীতে আসার আগে তাদের একটি প্রতিনিধি দল শ্রী গোপাল করের (কংইর নেতা) নেতৃত্বে আমার সংগে সাক্ষাৎ করেন। আমি তাদের বলি যে খুব ভয়ংকর একটা উত্তেজনার প্রচেষ্টা চলছে। যে সময়ে রাষ্ট্রপতি আসবেন সে সময়ে উদ্দেশ্য মূলক ভাবে কেউ এটা করছেন। আপনারা এতে সহায়তা না করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনুন এবং আমার ডাকে সারা দিয়ে তারা গাড়ী চলাচলে অব্যাহত রেখেছেন এবং যতটুকু খবর পেয়েছি আজ বেলা ১২ টা সময় থেকে আবার গাড়ী চলাচল শুরু করেছে।

## MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF THE SELECT COMMITTEE

Mr. Speaker : -- I would now call Shri Samar Choudhury, Miniser, Chairman of the select Committee to move his motion for extension of time for presntation of the Report of the Select Committee.

Shri Samar Choudhury :— Mr. Speaker Sir, I beg to move—

"That the time for presentation of the Report of the Select Committee on" the Tripura Agricultural workers' Bill, 1984" as referred by the House on 17.9.84, be extended upto the next Session of the Assembly.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Samar Choudhury, Minister, Chairman of the Select Committee—

"That the time for presentation of the Report of the Select Committee on the Tripura Agriculture worker's Bill, 1984 as referred by the House on 17.9.84, be extenden upto the next session of the Assembly."

( The Motion was put to voice vote and carried )

## MOTION FOR EXTENSION OF THE TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF THE PRIVILEGES COMMITTEE.

Mr. Speaker :— I would now call Shri Rudreswar Das to move his motion for extension of the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges on behalf of Shri Keshab Majumdar, Chairman of the Committee or Privileges.

Shri Rudreswar Das :— Mr. Speaker Sir, I beg to move –
"That the House is informed that prima-facie of the qnestion of alleged breach of privilege raised by Sri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A. against the Editor 'SYANDAN' as referred to the Committee on Privileges on 12-3 1984 has been determined by the Committee and other aspects of the case is still under examination.

I. Therefore, beg to move "that the time for presentation of the Repot of the Committee on Privileges in respect of the aforesaid case be extended upto thenext session of the Assembly."

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Srhi Rudreswar Das—

"That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of privilege raised by Shri Bidya Chandra Deb Barma, MLA against the Editor "SYANDAN" be extended upto the next Session of the Assembly."

( The motion was put to voice vote and carried )

## PRESENTATION OF REPORT OF THE COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED TRIBES.

Mr. Speaker :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো-ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস কমিটির প্রথম প্রতিবেদনটি সভার সামনে উপস্থাপন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি যেহেতু তিনি অনুপস্থিত থাকায় প্রথম বেলায় রিপোর্টটি উপস্থাপন করতে পারেন নি তাই এখন যেন সভায় রিপোর্টটি পেশ করেন।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস কমিটির প্রথম প্রতিবেদনটি এই সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকে এই সভায় যে সমস্ত কমিটি রিপোর্টস পেশ করা হয়েছে, সেগুলির প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

Mr. Speaker :— সভার পরিবর্ত্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে

## GOVERNMENT BILLS

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হচ্ছে—

"The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly ( Tripura ) ( Fifth Amendment ) Bill, 1985 ( Tripura Bill No. 10 of 1985 )

সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি পার্লামেন্টারী এফেয়ারস মন্ত্রী মহোদয়কে সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker :— Sir, I beg to move—

"That the Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura ) (Fith Amendment) Bill 1985 (Tripura Bill No. 10 of 1985 ) be taken into consideration."

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কি এর উপর কোন বক্তব্য রাখবেন ?

শ্রী অনিল সরকার :— না স্যার।

মিঃ স্পীকার :— কোন মাননীয় সদস্য ইচ্ছা করলে এর উপর বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমি এর উপর আলোচনা করতে চাই। আজকে এই

যে সেলারীজ এ্যান্ড এ্যালাউন্স বিলটি আনা হয়েছে এটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত, এর সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক সেই। কারন বছর আগে আমি যখন একটি প্রাইভেট মেম্বারস বিল এম, এল, এদের ২০০ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য আনি, তখন এই বামফ্রন্ট সরকার আমার ঐ বিলটির তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এটা হচ্ছে জোতদার জমিদারদের একটা চক্রান্ত। কারন যেখানে লোক খেতে পাচ্ছে না, সেখানে এম, এল, এদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবী অযৌক্তিক। তাহলে ১৯৮৪ থেকে ৮৫ সালের মধ্যে এই এক বৎসরের মধ্যে প্রাইস ইনডেকস এমন কি বৃদ্ধি পেয়েছে যার জন্য মেম্বারদের বেতন ২০০ টাকা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব আনতে হলো? ১৯৭২ ইং সাল থেকে ৮৪ ইং সাল পর্যান্ত যেখানে মুল্য মান প্রচণ্ড ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও একটা প্রস্তাব আনাকে উনারা অযৌক্তিক মনে করেছিলেন, আজ এক বৎসরের মধ্যে এমন কি পরিবর্ত্তন হলো যাব জন্য এম, এল, এদেব বেতন ২০০ টাকা বৃদ্ধি করতে হলো? কাজেই আমাদের ভাবতে হবে এটা উদ্ধেশ্য প্রনোদিত।

কাজেই তাদের বেতন শুধু বৃদ্ধি করলে কথা উঠবে এতএব এম. এল এদের কিছু বাড়িয়ে দাও, তোমরাও নাও, আমরাও কিছু নেই কারন যাতে এম, এল, এদের মুখ খুলতে না পারে এই হচ্ছে অবস্থা। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী মহোদয় আমাকে বলেছেন যে আমরা তো ১২৫ টাকা কারেন্টের বিলের জন্য পাই, কিন্তু তাতেও হয় না, আমর তো আরও কিছু টাকা লাগে প্রতি মাসে, কেমন করে চলি, এটা কি হয়? এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি অথচ তাদের কুলায় না ১২৫ টাকা ইলেট্রিক বিল পেয়েও। তাঁরা ফ্রি এ্যাকমডেশ্যান পাচ্ছেন, যারা নিজের বাড়ীতে থাকেন তারাও ভাড়া পাচ্ছেন অথচ এম এল, এদের তাদের আর কোন সুযোগ সুবিধা নেই। মন্ত্রীরা একজিকিউটিভ হিসাবে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্বেও আমাদের থেকে ৩/৪ গুণ বেশী, এরপরও তাদের কুলাচ্ছে না, আরও বাড়াতে হবে। কাজেই আমরা এটাই দেখতে পাই যে ৪৭ জন যে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে বছরে হয়তো সরকারকে যে বায় ভার বহন করতে হবে তার সঙ্গে মন্ত্রীদের মধ্যে তফাৎটা খুব নগন্য, কাজেই উদ্দেশ্য মুলকভাবে এই যে এখানে আনা হয়েছে এটা জন-স্বর্থের পরিপন্থী। হ্যাঁ, আমারা এটাকে গ্রহণ করতে পারতাম যদি সত্যিকারের এম, এল, এদের চাহিদা, অভাব-অভিযোগ এটার পরিপ্রেক্ষিতে বিলটা রচিত হতো। সেটা কি? প্রত্যেক এম, এল, এদের তাদের কতকগুলি দায়িত্ব থাকে, তার নিজস্ব এলাকাতে আসা-যাওয়ার জন্য বা তাঁর সে এলাকাগুলিতে যোগাযোগ করার জন্য নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় প্রত্যেক রাজ্যে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এবং অন্যান্য রাজ্যে সবখানেই যেখানে স্টেট ট্রান্সপোর্ট আছে বা রাজ্যে পরিবহনের ব্যবস্থা আছে সেখানে এম, এল, এরা বিনা পয়সায় শুধু আইডেনটিটি কার্ড দিয়ে পাশ হিসাবে ব্যবহার করে তাঁরা সারা রাজ্যে ভ্রমন করতে পারেন। অথচ মিঃ স্পীকার স্যার,

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই টি, আর, টি, সি ত্রিপুরা রাজ্যে একটা পরিবহন ব্যবস্থা আছে এবং ভি, আই, পিদের জন্য দুটি সীট আছে কিন্তু এই সীট কাদের জন্য, এখনও সেটা অনুধাবন করতে পারলাম না। এটা নাকি এম, এল, এদের অগ্রগন্য পাওয়ার কথা। এখানে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী আছেন, ২৪ ঘন্টা আগে টিকিট কাটতে গিয়েও আমাকে টিকিট দেওয়া হয় নি, তারপর মাননীয় মন্ত্রীকে টেলিফোন করে আমাকে টিকিট নিতে হয়েছে। শুধু তাই নয় স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখের কথা ঐ টি, আর, টি, সি, আমাকে টিকিট দেয় না, আমি ভি, আই. পি সীট কখনও চাই না, আমি এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে কাজ করি না। আমি শান্তির বাজার যাওয়ার জন্য যখনই যাই তারা আমাকে ঠাট্টা করে আমার সামনে বলে, এই এম, এল, এদের ভি, আই, পি সীট দিস্ না, আমাকে ৩৭/৩৮ নাম্বার সীট দেয় এতে আমার কোন আপত্তি নেই। এটা দুঃখজনক যে, যারা বিধায়ক, যারা জনসাধারণের প্রতিনিধি তাদের নিম্নতম কতগুলি সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। আজকে সারা ভারতবর্ষে অন্যান্য এম, এল, এরা রেলগাড়ীতে ভ্রমন করে ভারতবর্ষকে দেখেন, আমাদের সংস্কার, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই সুযোগের জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছিলাম, যে আমি জানতে পেরেছি আপনারা এটা করতে পারেন। কারন সারা ভারতবর্ষে প্রতিটি রাজ্যে, প্রত্যেকটি বিধান-সভায় এই ধরনের ব্যবস্থা আছে যে এম, এল, এরা ভ্রমন করার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। আমরা যখন অনেক রাজ্যে যাই, এমন কি গত বার যখন পি. এ, সি, টিম ওয়েস্ট বেঙ্গলে গিয়েছি তখন তাঁরা আমাদের কথা শুনে অবাক হয়ে গেছেন, বামফ্রন্ট সদস্যারা তাঁরাই অবাক হলেন। তাঁরা বললেন সে কি একটা রেলের সুযোগ, ভারত সরকারের একটা প্রতিষ্ঠান সেখানে ভ্রমন করে ভারতবর্ষ দেখার সুযোগ পাবেন না এটা কি হয়? আপনারা মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন। অথচ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এটা করছেন না, কেন না বিধায়করা যদি জানতে পারেন ভারতবর্ষের সংস্কার, সংস্কৃতি, তার উন্নয়নের গতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন তাহলে তো সমস্ত কিছু বুঝতে পারা যাবে। কাজেই তাদের অন্ধকারে রেখে দাও- তাদেরকে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হোক। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীরা বিরাট কোয়ার্টারে বাস করেন আর এম. এল. এরা তাঁদেরকে ভাড়া দিয়ে কোয়ার্টারে থাকতে হয়. অনেক সময় লাইট-বাল্ব আমাদের নিজেদের কিনতে হয়। আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাজ্যে যখন বিধান-সভার অধিবেশন চলে তখন অন্ততঃ এম, এল, এরা বিনা পয়সায় থাকার সুযোগ-সুবিধা পান। এমন কি কয়েকটা রাজ্যে বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের কথা বলবো, সেখানে সারা বছরের জন্য তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততঃ অধিবেশন চলাকালে মেম্বারদেরকে বিনা পয়সায় থাকার ব্যবস্থা করলে রাজ্য সরকারের এমন কোন আর্থিক ক্ষতি হবে না যার জন্য রাজ্য সরকার অচল হয়ে

যাবে। আরোও অনেক সুযোগ-সুবিধা যেটা স্বাভাবিক নিয়মে অন্য রাজ্যের বিধান-সভার সদস্যরা ভোগ করে থাকেন এই সমস্ত সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। শুধু ২০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে এই সুযোগের প্রলেপ দেওয়া যাবে না। আমাদের বেতন-ভাতা আইনে বলা হয়েছে যে এম, এল, এরা ফাষ্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসারে সমান টি, এ, পাবেন। কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি? একজন ফাষ্ট ক্লাশ গেজেটেড অফিসার যত পান তার অর্ধেক আমরা পাই. লেখাতে এক রকম আর কাজে এক রকম, এটা তো সংস্কার করা যেতে পারে। কারন আমাদের মিথ্যা কথা লিখতে হয় টি, এ, বিলে যে ফুল ট্যাকসি ৬০ টাকা দিয়ে আমরা নাকি রিজার্ভ করেছি এই মিথ্যা কথা না লিখলে আমরা টি, এ, বিলও পাই না, এটা কে কি বাস্তব সম্মত করা যেত না। কাজেই এই যে উদ্দেশ্য প্রনোদিত বিল এটা জনস্বার্থ বিরোধী, এটা বামফ্রন্ট সরকার তাদের যে ঘোষিত নীতি তার পরিপন্থী, জনগণের কল্যানের পরিপন্থী। তাঁর একবার চিৎকার করেছিলেন কংগ্রেস আমলে যখন ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল, তখন তাঁরা বলেছিলেন এটা জনস্বার্থ বিরোধী। আজকে কোন জনস্বার্থে এই ২০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে? কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জনস্বার্থ বিরোধী বিলকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার, মিনিষ্টার এবং এম, এল, এদের বেতন-ভাতা সম্পর্কে যে বিল এনেছেন সেই বিলকে আমি তীব্রতর ভাবে বিরোধীতা করছি। তার কারন হচ্ছে মিঃ স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকার-এর যে আদর্শ সেই আদর্শ থেকে আজকে কোথায় গিয়ে পেঁছেছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ জন সাধারণকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন? মিঃ স্পীকার স্যার, গরীব-মেহনতি মানুষের কথা চিন্তা না করে কি বলে আজকে মিনিষ্টার এবং এম, এল, এদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করলেন, এই কি সরকারের নীতি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিগত সাড়ে ৮ বছরের আগের কথা চিন্তা করুন তখন উনি বিধান-সভায় কি বলেছিলেন? যখন কংগ্রেসের আমলে ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল তখন তিনি চিৎকার করেছিলেন কেন? আজকে কোন্ নীতি, কোন আদর্শের ভিত্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ লোককে ফাঁকি দিয়ে এম, এল, এদের, মিনিষ্টারদের ভাতা বৃদ্ধি করলেন? মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই রকম একটা বিল আনতে সাহস করেছেন বিধান-সভায়, আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র রাজ্য, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে চিৎকার করেন, ত্রিপুরা

রাজ্যের শিল্পের আয়ের দ্বারা ত্রিপুরা চলে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ দিচ্ছেন সেই অর্থ থেকে ত্রিপুরা রাজ্য পরিচালিত হাত পারছে না। মিঃ স্পীকার স্যার, এই মিনিস্টার এবং এম, এল, এদের ভাতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের কত টাকা ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু এদিকে গরীব-মেহনতি মানুষ অভাবে হাহাকার করছে। এই বুর্জোয়া চিন্তা-ধারা আজকে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এসে পৌঁছেছে।

আজকে মাননীয় স্পীকার স্যার, এম, এল, এদের ভাতার জন্য ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৩০ বৎসরের শাসনে চীৎকার করেছেন। ইলেক্শানের আগে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন জনগণের কাছে, কিন্তু আজকে তারা কি কি করছেন? আজকে তারা এম, এল, এ ভাতা বৃদ্ধি করছেন। তাদের যে আলগা রোজ-গার ছিল সেটা আজকে কোথায় গেল ? তাতে বোঝা গেল তাদের যে নবকার কালো-বাজারীর সরকার, মুনাফাখোরদের সরকার। ভাবতে লজ্জা হয় কংগ্রেস সরকারের আমলে ৬৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করত এখন বামফ্রন্টের আমলে তা দাঁড়িয়েছে ৮৩ শতাংশ। মুনাফালুটের চেষ্টা করছে। তাদের আদর্শ কোথায় ? তাদের আদর্শকে বিক্রী করে নেতৃত্বের লোভে আজকে বিধানসভাতে এই বিল এনেছেন। এর বিরোধীতা করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে বিল এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মূলতঃ বিধায়কদের বেতন ভাতা ইত্যাদি যে বিল এইটা কংগ্রেস আমলে তৈরী হয়েছিল এবং তখন রাজ্যের মধ্যে শিক্ষক, কর্মচারীর ভাতার প্রশ্নে সংঙ্গে যুক্ত, তাদের যে বেতন কাঠামো সেদিক চিন্তা করে এই ভাতা অনেক বেশী ছিল। আজকে আমাদের রাজ্যে সামগ্রিকভাবে শিক্ষক কর্মচারী অংশে মানুষ যারা আছেন তাদের যে বেতনের কাঠামো সেই তুলনায় বিধায়কদের বেতন ভাতা তা অতি নগণ্য। বিষয়টা বেতন ভাতার সঙ্গে হিসাব করে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে, চাই না। কারণ এইটা করা উচিত হবে না। আমরা যারা কাজ করি জনগণের জন্য কাজ করি। আমাদের যা দরকার তা চাওয়া হলেই দেওয়া হবে না। আমাদের কাজ করতে গেলে ন্যূনতম যা দরকার তাই দেওয়া হবে। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা এই বিলটি নিয়ে কৌতুক করছেন, লাফালাফি করছেন, বিরোধীতা করছেন। তাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা একজন বলুন ত এই টাকাটা নেবেন না? তাহলেই বুঝব আপনারা যে কথাটা বলছেন সেটা যুক্তিযুক্ত এবং আপনাদের ধন্যবাদ জানাব। এরপরের যে বিল মন্ত্রীদের বেতন নিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীরাই ১০ পারসেন্ট

তাদের বেতন থেকে সরকারের ঘরে জমা দিচ্ছেন। আমরা এই পার্টির যারা কাজ করি, তারা জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করি আমাদের কাজ হচ্ছে অগনিত মানুষের মধ্যে তাদের জীবনের প্রতিষ্ঠাতা জাগিয়ে তোলা, তাদের মধ্যে বিপ্লবের জাগরণ করে তোলা। যারা মাঠে ময়দানে কাজ করেন, আমরাও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করি, আমাদের পার্টির যারা কমরেড আছেন তারা অগনিত মানুষের সঙ্গে কাজ করেন, তাদের আমরা ১০০ টাকা ২০০ টাকা করে দেই। যেটুকু না পেলে না চলে সেইটুকুই আমরা নেই। ভারতবর্ষের মধ্যে একটিই পার্টি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, এর মধ্যে তারাই সেই সেক্রিফাইস করে জনগণের কাজ করেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করেন এবং আমরাও করি। সেজন্য আমাদের ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্য শ্যামাচরনবাবু বেতন ভাতা নিয়ে আগে বিলও এনেছেন, বিরোধী দলের সদস্যরা এর জন্য আগে অনেকবার বলেছেন। এখন তারা সমর্থন করছেন না। কারণ এখানে যদি ২০০ টাকা না বাড়িয়ে যদি ২ হাজার টাকা বাড়ানো হত তাহলে উনারা সমর্থন করতে না। রেল ভাড়া ফ্রী করা হয় নি, টেলিফোন নেওয়া হল না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে ত ট্রেন ভাড়া ফ্রী শুধু একা নয়, বউ নিয়ে চলতে পারেন। সেই দিল্লীতে আমরা কি দেখতে পাই? এটা কি সমাজতন্ত্র? প্লেইন তাদের জন্য ফ্রী। এম, পি.রা হচ্ছে ভারতবর্ষের জামাই। শ্রীমতী গান্ধী, রাজীব গান্ধী দেশটাকে আজ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। মহারাষ্ট্রের দিকে যদি তাকাই, উত্তর প্রদেশের দিকে যদি তাকাই, বিহারের দিকে যদি তাকাই, আজকে সেখানে যদি কোন এম, এল, এদের মন্ত্রীত্বে নেওয়া যাচ্ছে না। কাজেই তাদের বেতন ভাতা এমন করেন যাতে এইটা তাদের মনে না আসতে পারে তারা মন্ত্রী না। তাদের নামে বেনামে বিভিন্নভাবে টাকা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আমি এখানে কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কথা তুলে ধরছি না। পত্র-পত্রিকায় এই কেলেঙ্কারীর কথা বহু আছে। এই ৩৭-৩৮ বছরের শাসনে দেশ কোথায় যাচ্ছে তা জনগণ বুঝতে পারছে। কাজেই এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে বিল এনেছেন এম, এল, এদের বেতন ভাতা ২০০ টাকা বৃদ্ধি, আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং এইটাকে যারা বিরোধীতা করবেন আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব তারা যেন এইটা ঘোষণা দেন তারা বর্দ্ধিত টাকা নেবেন না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউজে মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রী এবং এম-এল-এ-দের ভাতা বাড়ানোর জন্য যে—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এম-এল-এ-দের ভাতার উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রী জওহর সাহা :—যে বিল এনেছেন আমি সেটাকে বিরোধিতা করছি। আজকে

যারা ট্রেজারি বেঞ্চে আছেন তারা যখন বিরোধী আসনে ছিলেন তাদের সেদিনের চেহারা আর আজকের চেহারার মধ্যে যদি ফটো তুলে রাখা যেত তাহলে বুঝা যেত যে কি পার্থক্য। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্নীতি তাদেরকে কতটা গ্রাস করেছে। এই বিধান সভায় তারা কংগ্রেস আমলে বেশী সোচ্চার ছিলেন। কংগ্রেসের দুর্নীতি তারা তুলে ধরেছেন কিন্তু তাতে অনেক অসত্য তথ্য তারা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন। সবচেয়ে যে দাবী নিয়ে তারা বেশী সোচ্চার ছিলেন তা হল কংগ্রেস মন্ত্রী এবং এম, এল, এ-দের সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে শাস্তনম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। আজকের মাননীয় মন্ত্রীরা সে সময়ে বিরোধীদলে ছিলেন এবং আজকে তারা শাসক হয়েছেন। তাদের দাবী অনুযায়ী এবং শাস্তনম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা মন্ত্রী আছেন এবং যারা নির্বাচিত সদস্য আছেন তাদের সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি শুনেছেন এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে দুর্নীতি সম্পর্কে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে তারা সম্পত্তিশালী হয়ে উঠেছেন। আমি বলতে চাই যে এম-এল-এ হউক, মন্ত্রী হউক, প্রধান হউক, যে কেউ হউক তাকে নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তনম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে। তাহলে যারা জনসাধারণের কথা বলে বিধানসভায় বা অন্যত্র নির্বাচিত হন তাদের মুখোস খুলে যাবে। আমার মনে হয় না তাহলে তারা তাদের মুখ রাখতে পারবেন বলে। যদি রাখতে পারেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাদেরকে অভিনন্দন জানাব। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন গত ১ তারিখে কর্মচারীদের ডি, এ, নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কর্মচারীরা কোন ডি, এ, পাওনা নাই। কিন্তু আমরা জানি, কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। তারা বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কোন টাকা দিচ্ছেন না কর্মচারীদের ডি, এ, ইত্যাদি দেওয়ার জন্য এবং বেকারদের জন্য। যেখানে টাকা দেওয়া হয়না বলে প্রচার করা হয় সেখানে এম, এল, এ-দের ভাতা বাড়ানোর জন্য যে বিল আনা হয়েছে তা কি উচিত হয়েছে ? আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার কোন বোকামী করেন নাই। তাহলে হাউসে যে বিল আনা হয়েছে তা কোন্ উদ্দেশ্যে? শাসক দলের মধ্যে মন্ত্রীদের সাথে এম, এল, এ-দের যে কোন্দল তাতে এম, এল এ-রা বলছে মন্ত্রীরা এসব সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু এম, এল, এ-রা পাচ্ছেনা তারজন্য এই বিল আনা হয়েছে। কর্মচারীদের কথা চিন্তা করে আমি মনে করি, ওনারা যে বিল এনেছেন সে বিল ফিরিয়ে নেবেন। কর্মচারীদের আর্থিক দাবী-দাওয়ার কথা চিন্তা করে, বেকারদের কথা চিন্তা করে আমাদের এম, এল, এ-দের ও মন্ত্রীদের যে ভাতা আছে তা থেকেও কমিয়ে দেওয়া হউক। তাই বিলকে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য ট্রেজারি বেঞ্চের কাছে আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

**শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী The Salary Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly ( Tripura ) ( fifth Amendment ) Bill, 198৭ যে বিল এনেছেন আমি সেটার বিরোধীতা করছি। এই বিলের একটি ধারায় বিরোধীদলের দলের নেতাকে একই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। সেখানে বিরোধীদলের নেতার মর্যাদাকে খাট করে দেখান হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করে বলছি পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের দলেরই শাসন চলছে সেখানে বিরোধীদলের নেতার কি স্টেটাস আর অন্য রাজ্যে কি স্ট্যাটাস অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে এটাকে এত খাটো করার কি অর্থ ?) এটা গণতন্ত্রের প্রশ্ন, এটা গণতন্ত্রের মর্যাদার প্রশ্ন। যেখানে সারা ভারতে, এমনকি সারা বিশ্বে এই পদটাকে কেবিনেট পর্যায়ের মর্যাদা দেয় অথচ এই ত্রিপুরা রাজ্যে এটাকে খাটো করে দেখান হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলছি, যে সমস্ত প্রিভিলেইজ রয়েছে বিরোধী দলের নেতার সে সমস্ত যেন দেওয়া হয় জন-স্বার্থের প্রশ্নে, ত্রিপুরার জনগণের প্রশ্নে কারণ ত্রিপুরায় নিপীড়িত নির্যাতিত যারা হচ্ছে তাদের পাশে তাঁকে দাঁড়াতে হয়। সে কারণে আমি এই বিলের বিরোধীতা করছি এবং অন্য রাজ্যের কথা বিবেচনা করে দেখার জন্য অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য শ্রী যাদব মজুমদার। মাননীয় সদস্য উপস্থিত না থাকায় এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :** মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে, বিল এম, এল, এ, দের বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধি জনিত বিল আনা হয়েছে তারজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না কারণ গত কয়েক মাস আগে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যখন এই ধরণের একটি প্রস্তাব এনেছিলেন তখন আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ধনিক পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। মাননীয় শ্রী শ্যামাচরণ বাবুর বক্তব্য ছিল যে, মেমবারসদের অনেক সময় দূর গ্রামাঞ্চলে যেতে হয় এবং তারজন্যও তাদের গাড়ীভাড়া দিতে হয় তারপর কোথায় গিয়ে হয়ত বা টেলিফোন করতে হল তারজন্যও তাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে। সে হিসেবে এম, এল, এ,-দের বেতন ভাতা বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন আমাদের পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে, আগে আমাদের একটা শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত

করেছিলেন কিন্তু আজকে তারা কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেছেন ? আজকে দেখা যায় যে, এই সি, পি, আই, এম, পার্টির মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আমরা শুধু ত্রিপুরায় কেন পশ্চিমবাংলায়ও দেখছি যে, এ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ লোককে সি, পি, এম, দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। কাজেই এই যে পরিবর্তন এই বিলের মধ্যে ও দেখা যাচ্ছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

এখানে এম, এল, এ, দের এবং মন্ত্রীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে তাতো ভালই হয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি গ্রামের যে হাজার হাজার কৃষক রয়েছেন, যারা দেশের অর্থনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের একটা বয়স সীমা পার হবার পর যদি তাদের একটা পেনসন বা বার্ধক্য ভাতা দেওয়া যেত তাহলে গ্রামাঞ্চলের শত শত কৃষক উপকৃত হতেন। তাছাড়া গ্রামের যে বিভিন্ন গাঁও সভার মেমবারসরা রয়েছেন তাদেও যদি একটা বেতন বা ভাতা দেওয়া যেত তাহলেও অনেক উপকৃত হতেন। কিন্তু রাজ্যের মেহনতী শ্রমজীবী কৃষকের সরকার বামফ্রন্ট সরকার তো সে ধরনের কোন চিন্তাই করছেন না। গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক চাষী এবং গাও সভার মেমবারসদের যদি একটা ভাতার ব্যবস্থা করা হতো তবে আমি আরো বেশী খুশী হতাম। এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনেক বেশী ধন্যবাদ জানাতে পারতাম। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। মিঃ চেয়ারম্যান : ( শ্রী কেশব মজুমদার )। মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায়।

শ্রী রসিক লাল রায় : মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিল The Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura)(fifth Amendment) Bill, 1985 উথ্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

স্যার, এইখানে আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার বাস্তবকে সহজে মানতে চায় না। কয়েকমাস পূর্বে আমাদের তরফ থেকে মাননীয় বিধায়ক শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যখন এই ধরণের একটা বিল সভায় উথ্থাপন করে পাশ করতে চেয়েছিলেন তখন আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা এর বিরোধিতা করেছিলেন। অথচ আজকে তারা সেই প্রস্তাব নিয়ে হাউসে হাজির হয়েছেন। কাজেই বামফ্রন্ট এর সদস্যদের আমরা এক ধরণের সুবিধাবাদী বলে চিহ্নিত করতে পারি। আজকে এম, এল, এ, দের এবং মিনিস্টারদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির কেন প্রয়োজন তার অনেক কারণ আছে। আমি এ সম্পর্কে উদাহরনস্বরূপ বলছি।

কিছুদিন আগে বামফ্রন্ট সদস্যদের একটা রমরমা ব্যবসা ছিল কিন্তু বিরোধী দলের সদস্য-দের জন্য তাদের সে ব্যবসা বন্ধ হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বি, ডি, সি, এবং গাঁও সভার কাজ-কর্ম যে কনট্রাকটারদের দিয়ে করানো হতো তার একটা মোটা অংশ বখরা মাননীয় বাম-

ফ্রন্ট সদস্যদের ছিল। আমি এখানে নাম বলছিনা। তবে চ্যালেঞ্জ করলে সেটা দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এখন আমাদের তৎপরতার ফলে তাদের সেই ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে পড়েছে। আগে যখন তাদের ব্যবসা ছিল তখন তাদের হাতে প্রচুর পয়সা ছিল, তাই তারা মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ বাবুর আনীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল কিন্তু আজকে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের হাতের পয়সা কমে গিয়েছে, তাই তারা তাদের বেতন বৃদ্ধি করবার জন্য মাননীয় বামফ্রন্ট সরকারের উপর চাপ দিয়েছেন যে, যদি তাদের বেতন ভাতা না বাড়ানো হয় তবে তারা আর বাঁচবেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাদের বাঁচাবার জন্যই এই হাউসে এই বিল আনতে হয়েছে।

কিছুদিন আগে মাননীয় শ্যামা চরণ বাবু যখন এই বিলটি এনেছিলেন তখন তারা বলেছেন যে, বিরোধী দলের সদস্যরা যেখানে নিজেদের বেতন ভাতা বাড়াবার জন্য চিৎকার করছেন তখন ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা ত্রিপুরার গরীব সাধারণ জনসাধারণের জন্য চিন্তা করছেন। কিন্তু আমরা তখন বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই এই দাবী করেছিলাম এবং বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম। তখন বামফ্রন্ট সরকার বাস্তবকে স্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু আজকে তারা সেটা করতে বাধ্য হয়েছেন এবং তার প্রমাণ এই বিল উত্থাপন।

তারপর যখন এম, এল, এ, সাহেবরা বলতে আরম্ভ করবেন যে মিনিষ্টাররা বেশী পাচ্ছেন, আমরা কম পাব কেন? তাই এটা করা হয়েছে। তবে গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে অপোজিশান পার্টির যে স্ট্যাটাস্ অন্যান্য স্টেটে আছে এবং যে প্রিভিলেজেস অন্যান্য রাজ্যে দেওয়া হয়, কেন সেটা ত্রিপুরাতে দেবেন না? কেন আপনারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে সুরু করেছেন? পশ্চিমবংগে দিচ্ছে, অন্যান্য স্টেটে দিচ্ছে, কেন ত্রিপুরাতে দেবেন না? ত্রিপুরা রাজ্যে অপোজিশান পার্টি এইভাবে বঞ্চিত হবে, এটা কোন গণতন্ত্র? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ রাখি তাঁরা যেন এই বিষয়ের উপর একটু দৃষ্টি দেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রী কেশব মজুমদার) মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, এখানে মাননীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয় হাউসে স্যালারী, অ্যালাউন্স অ্যাণ্ড পেনসান অব মেম্বারস্ অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী (ত্রিপুরা) (ফিফথ অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৫ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৮৫) নামে যে বিলটি এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

সমর্থন করছি এই কারণে যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় দেখা যাবে যে আমরা ত্রিপুরা

রাজ্যে যে স্যালারী আণ্ড অ্যালাউন্সেস্ পাচ্ছি সেটা অনেক কম। এই পূর্বাঞ্চলে যে ৭টি রাজ্য আছে সেগুলির তুলনাতেও অনেক কম। নাগাল্যাণ্ডে এম, এল, এ রা গাড়ী পান। আমাদের তো গাড়ী নেই। কাজেই এটা বুঝতে হবে যে কতটা আমরা নেব। এক বছর আগে এই বিলের উপর আলোচনা হয়েছে। এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে নেঅক। যেটা ন্যূনতম, যেটা না দিলে চলে না সেটাই নিতে হবে। আমরা অনেক কম নিচ্ছি। আমাদের মন্ত্রীরা পরিস্কার ঘোষণা দিয়েছেন যে টেন পারসেন্ট তাঁরা বেতন কম নিবেন। আমাদের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে আমরা ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে আমাদের পার্টিতে দিয়ে দেই। কাজেই আমরা এখানে যেটা দাবী করছি সেটা অযৌক্তিক নয়। এই বলেই বিলের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, এখানে সদস্যদের জন্য যে স্যালারী অ্যাণ্ড অ্যালাউন্সেস বিল এনেছেন এটাকে আমি বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে এক বছর আছে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যখন একটা বিল এনেছিলেন তখন বর্তমানের স্বাস্থ্য মন্ত্রী সমর চৌধুরী বলেছিলেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি বলেছিলেন—আজকে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কোন স্টেজে দাঁড়িয়ে এই বিলটা এনেছেন। বুর্জোয়া, বিচ্ছিন্নতাবাদের চিন্তাধারা যাদের আছে তারাই এই বিল উত্থাপন করতে পারে। জানিনা পার্লামেন্টারী মিনিষ্টার কোন বুর্জোয়া চিন্তাধারা নিয়ে আজকে এই বিলটি পেশ করেছেন। এটা এম, এল, এ, দের বেতন বৃদ্ধির না পার্টির ফাণ্ড বৃদ্ধি ? কোনটা। আজকে দেখা যাচ্ছে যে পার্টির কোনদলের ব্যাপারটা ঢাকতেই এটা নিয়ে আশা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কারা পান কারা পান না এবং আমাদের না দিলে আমরা থাকব না এরকম একটা জিনিষ এই কিছু দিনের মধ্যে দেখা দিয়েছে। আজকে দেখা যায় যে, অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করানো হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও তো অসুস্থ। আজকে হঠাৎ করে কাকে যে কোন সময় অসুস্থ বানিয়ে দেবেন জানি না। আজকে এম, এল, এ রা চারশ 'টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু পঞ্চায়েত সদস্যরা একটা পয়সাও পান না। তাদের জন্য কেন ধরা হয় না ? তাদের ১০০ টাকা করেও তো দিতে পারতেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি দাবী রাখছি যে অর্থমন্ত্রী এখনো ঘোষণা করুন যে, পঞ্চায়েত সদস্যদের ১০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। তাঁরা বলেছেন যে কংগ্রেসী রাজ্যে সদস্যরা বেশী টাকা নেন কারণ তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। আপনারা কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন ? জানি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কবে আবার মার্কসকে বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসের নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। আগে সি, পি, আই, ছিলেন, পরে হলেন সি, পি, এম, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসেও ঢুকতে পারেন। এই চার বছরে আমি এম, এল,

এ, হোস্টেলে ২১টা বালব্ কিনেছি। আবার রেন্টও দিতে হয়, সিট রেন্ট। এটা কি এম, এল, এ,-এর বেতন ভাতা বৃদ্ধির মধ্যে পড়ে? এমন কি সুইপারের কাজটা পর্য্যন্ত আমাদের করতে হয়। হয়ত সুইপারকে দিয়ে তাঁরা মন্ত্রীর কাজ করাবেন আর এম, এল, এ—দের দিয়ে সুইপারের কাজ করাবেন। যার যা কর্তব্য সেই কর্তব্য শিখতে হবে। সেটা করতে হবে।

**শ্রী মতিলাল সরকার :**—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এম. এল, এ, কে দিয়ে সুইপারের কাজ করাবেন। এতে মনে হয় সুইপারের কাজটাকে অবমাননা করা হচ্ছে।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা**— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা কারও কাজকে ছোট করে দেখার প্রশ্ন নয়, কিংবা কাউকে অবমাননা করার প্রশ্নও নয়। আমি বলেছি যে যার যার কর্তব্য করতে হবে, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা রাখতে হবে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একদিন এখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমরা মন্ত্রীরা ১০ পারসেন্ট বেতন কম নিই। আমার সন্দেহ আছে ১০ পারসেন্ট কম নেন কিনা। তাঁরা পার্টির ফান্ডে দিতে পারেন। আর একজন সদস্য সুনীল কুমার চৌধুরী বলেছেন যে আমরা যেটা বেশী নেব সেটা পার্টির ফান্ডে দিয়ে দেব।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :**— আমার সন্দেহ যে তারা টেন পার্সেন্ট কম নেন কিনা। এটা তারা পার্টির ফান্ডে জমা দেন', একথাটা মাননীয় সদস্য সুনীল কুমার চৌধুরী ও নকুলবাবু স্বীকার করছেন যে পার্টির ফান্ডে জমা দেওয়ার জন্যই তারা এটা করেছেন। তাহলে তো দেখছি এটা কোন এম, এল, এ-র স্বার্থের জন্য নয়, এটা তাদের পার্টি ফান্ডকে বৃদ্ধি করার জন্যই। কাজেই আমি এজন্য মাননীয় সদস্যদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা এত দিন পরে হলেও, এটা স্বীকার করেছেন। সেজন্যই বলছিলাম, যে, এই বিলটা জন স্বার্থে এখানে উত্থা ন করা হয় নি। তাই আর একটু বিচার বিবেচনা করে, বর্জোয়া চিন্তা ধারা ত্যাগ করে, সুষ্ঠ চিন্তাধারা নিয়ে এই বিলটাকে এখানে উত্থাপন করুন এবথা বলে, এই বিলের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**শ্রী অনিল সরকার :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বিধায়কদের স্যালারিজ এ্যান্ড এ্যালাউন্সেস এবং পেনসন ইত্যাদি বিষয়ে যে বিলটি এই হাউসের সামনে এনেছি, তাকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার জন্য এই হাউসের সব সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি। এভাবে বিধায়কদের বেতন ভাতা বিভিন্ন সময়ে বাড়ানো হয়েছে, এটা নতুন কোন কথা নয়। বামফ্রন্ট সরকার এটা করে ভাবে যে মার্কসবাদী আদর্শ বদল করে, শ্রেণী স্বার্থের দিক ঝুঁকছেন বলে, যারা খুসী হয়েছেন, তারা খুসীথাকুন, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। প্রথম ১৯৭২ সালের ২০শে মার্চ বিধায়কদের স্যালারী ছিল ৩৫০ টাকা, আর ডি,

এ. ছিল ২৫ টাকা, ১৯৭৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বরে সেই স্যালারী হল ৪০০ টাকা, আর ডি, এ, হল ৩০ টাকা লীডার অব দি অপোজিশনের বেতন ছিল ৭৫০ টাকা। তখন যিনি লীডার অব দি অপোজিশন ছিলেন, তিনি তার বিরোধীতা করেছিলেন এবং সেই বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি সেটা গ্রহণ করেন নি। তারপর ১৯৮০ তে আমরা যে এলাম, তখন লীডার অব দি অপোজিশনের স্যালারী যেটা ছিল ৭৫০ টাকা, সেটাকে বাড়িয়ে করলাম ১২৫০ টাকা, আর এখন সেটাকে আরও বাড়িয়ে করলাম ১৪৫০ টাকা। সে যা হউক, শ্যামা বাবু বলেছেন, আমরা যখন পাবলিক ইন্টারেস্টে বা জনস্বার্থে বাড়াতে বলেছিলাল তখন তোমরা সেটার বিরোধীতা করেছে, এখন কেন তোমরা সেটা করছ ? ভাবটা এমন, যখন আমরা বলেছিলাম বাড়াতে, তখন বাড়ালে না, এখন তো ঠিকই সেটা করছ, এই নিয়ে তিনি তো অনেক বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। মাননীয় সদস্যরা তো এম, এল, এ হোসটেলে থাকেন, ডেইলি মাত্র ১ টাকা দিতে হয়। আজকের দিনে এর চাইতে আর কত কম ভাড়ায় এটা সম্ভব। আর মেম্বার্সদের যেখানে ছিল ৪০০ টাকা, সেটা সব বাড়িয়ে করা হল ৬০০ টাকা, এবং ডি, এ, যেখানে ছিল ৩০ টাকা, সেটাকে বাড়িয়ে করা হল ৪৫ টাকা। শ্যামা বাবু আরও বলছেন মেম্বার্সদের জন্য রেল-ফেয়ার হ্যাঁ, এটা পরবর্ত্তী সময়ে আমরা করতে পারি কিনা, ভেবে দেখব। তাতেও শ্যামা বাবু খুব খুসী হতে পারেন নি, ভাবটা এমন যে আমি যখন বিয়ে করতে চেয়েছিলাম তখন বরং আমাকে বিয়ে দিলেন না, কাজেই আমি এখন আর বিয়েই করব না। তারপর সুধীর বাবু বলেছেন স্টেটাসের কথা, কিন্তু স্টেটাসের আর কি বাকি আছে ? লীডার অব দি অপোজিশন আগে যেটা বিল ছিল ১২৫০ টাকা, এখন সেটাকে করা হল ১৪৫০ টাকা, মিনিস্টারের সমান, এছাড়া কনভেন্স চার্জ যেটা দরকার, সেটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর যদি পুলিশ চান তো, সেটাও দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি তো ক্যাটিগরিকেলী এর সম্পর্কে কিছু বল্লেন না, যদি বলতেন তবে হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারতাম। মেম্বার্সদের জন্যও আমরা ২০০ টাকা বাড়িয়েছি। গত এক বছরের মধ্যে জিনিস -পত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, সেটা আপনাদের সবারই নিশ্চয় জানা আছে। এই কয়েক দিন আগে আমি ১৯৮৪-৮৫ সালের জন্য যে প্রাইস রিপোর্ট দেখেছি, তাতে দেখা গেছে যে ১৯৮৪-৮৫ সালেই ৮'৫ পার্সেন্ট প্রাইস বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে। ইতি-মধ্যে কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে, ন্যূনতম ওয়েজ যেটা, সেটাকে ১০ টাকা করা হয়েছে। বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির সংগে সামঞ্জস্য রেখে আমরা এগুলি করছি, আর এটাও প্রয়োজন বলেই আমরা করছি। তবু, তারা খুব বেশী খুসী হতে পারেন নি। মনোরঞ্জন বাবু প্রথমে এটাকে সমর্থন করেছেন এবং তারপরে বলেছেন যে, প্রধানদের তো কিছু করা হল না। একজন মেম্বার তো বলেই ফেলেছেন আরও ১০০ টাকা করে দেওয়া হউক। এখানে না হয় আপনাদের সরকার নেই, কিন্তু আর সব জায়গাতেই তো আপনাদের সরকার আছে, সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানদের ভাতা দেওয়া সম্পর্কে কোন আদর্শ বা

মডেল আছে কিনা, সেটা কিন্তু কেউ বল্লেন না। আমরা তো দেখছি যে সারা ভারতের মধ্যে এমন কিছু নেই। আর একজন বলেছেন যে দুর্নীতিতে সব ভরে গিয়েছে। আমরা চেলেঞ্জ করছি, একটা উদাহরণ দিন, প্রমাণ করুণ, তাহলে আমরা সেটা স্বীকার করে নেব। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, মনে রাখবেন এটা ভজন লালের হরিয়ানা নয়, বা আমরা বিহারের মন্ত্রীও নই।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, এখানে উনি ভজনলালের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যিনি এখানে উপস্থিত নেই, তার সম্পর্কে কিছু বলা অনুচিত। কাজেই আমি আবেদন করবো, তার এই উক্তি প্রসিডিংগস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :— এটা তো একটা প্রাসঙ্গিক উক্তি মাত্র।

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, ভজনলাল কি একজন যুধিষ্ঠির? তিনি হয়তো তাদের আদর্শ হতে পারেন। কাজেই এই সম্পর্কে আমরা কি বুঝব? স্যার, জ্ঞানপাপীদের এই রকমই হয়। আসল কথা হল যেটা আমরা দিতে পেরেছি, তাতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু কম দিয়েছি বলেই তাদের যত আপত্তি। তাই আমি শ্যামা বাবু, সুধীর বাবুদের বলছি যে পরিস্থিতিতে আমরা এটা দিয়েছি, এটাই আপনারা দয়া করে গ্রহণ করুন, দোহাই আপনারা রাগ করবেন না, ১লা সেপ্টেম্বর থেকে আপনারা যদি এটা না নেন, তাহলে ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনেক অমর্যাদা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলটি ভোটে দিচ্ছি। সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল, 'The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly ( Tripura ) ( Fifth Amendment ), Bill, 1985 ( Bill No. 10 of 1985 ) be taken into consideration, ( The motion was put to vote and Passed )

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১, এবং ২ ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

( উক্ত ধারাগুলি ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় )

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—"বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের শিরোনামাটি ধ্বনি ভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা গৃহীত হয়।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly ( Tripura ) ( Fifth Amendment ) Bill, 1985 ( Tripura Bill No. 10 of 1985 ).

পাশ করার জন্য উত্থাপন। আমি মাননীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রী অনিল সরকার :—Mr. Speaker Sir, I beg to move "that the Salary, Allowances and pension of Members of the Lagislative Assembly (Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 10 of 1985) be passed."

Mr. Speaker :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয় কতৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি ইহা এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Fifth Amendment) Bill No. 10 of 1985)" পাশ করা হউক ।,'

উক্ত বিলটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Third Amendment Bill, 1985 (Tripura) Bill No. 11 of 1985) এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— Mr. Speaker Sir : I beg to move that "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Third Amendmnt) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 11 of 1985)" be taken into consideration. Mr. Speaker Sir, আমি মনেকরি না এই বিলটি সমর্থনের জন্য কোন বক্তব্য রাখার দরকার আছে। তবু স্বাভাবিকভাবে এখানে প্রশ্ন আসে মন্ত্রীদের আমরা বেতন ভাতা বাড়াচ্ছি কেন ? এর আগেও এম, এল, এ, দের ভাতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে যে বিলটি আমরা গ্রহণ করলাম, যদিও সেটির রেফারেন্স এই সম্পর্কে আনা ঠিক হবে না. তবু এই এম, এল, এদের ভাতা বাড়ানোর সম্পর্কে যে চিন্তা ধারা এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন সেই সম্পর্কে কিছু বলার দরকার আছে। যে ভাবে এটা উপস্থিত করেছেন যে কারও আয় বাড়ান হয় নাই শুধু এম. এল, এদের ও মন্ত্রীদের আয় আমরা বাড়াচ্ছি এটা ঠিক নয়। আমরা ২২ লক্ষ মানুষের আয় গত ৮ বছর যাবত বাড়িয়েছি... সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম হতে পারে কিন্তু বেড়েছে। এটা ঠিক যে তুলনায় সব চেয়ে কম বেড়েছে মন্ত্রী এবং এম, এল এ, দের সেজন্য আমি দুঃখিত। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সেটা সংগত। যে ভাবে আমরা এম, এল, এ-দের হোস্টেল পরিচালিত করছি তাতে সব অংশের এম, এল, এদের ভোগতে হচ্ছে এটা ঠিক। অন্যান্য রাজ্যের এম, এল, এ,রা যে সব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে সেগুলি আমাদের এখানে নেই। একজন আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, আমাদের এখানে মন্ত্রীদের বাড়ীতেও ফ্রীজ নাই। অথচ

আমাদের অফিসারদের বাড়ীতে ফ্রীজ আছে।

টেলিভিশান—মন্ত্রীদের বাড়ীতে টেলিভিশান নাই, কিন্তু অফিসাদের বাড়ীতে দুইটা তিনটা করে টেলিভিশান আছে। আপনারা একটা পর্দা পাল্টাতে পারে না, ফার্নিচার কিনতে পারে না। আমার বাড়ীটির অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা। আমি বলেছি, বর্ষার সময় জল পরে অন্য কোথাও একটা বাড়ী ভাড়া করে নেওয়ার জন্য। যে কোন সময়ে একসি-ডেন্ট হতে পারে। কত বছর হয়েছে এটা তৈরী করা হয়েছিল—মুখ্যমন্ত্রীরতো একটা বাস ভবন ছিল। সেখানে এম, এল, এ-দের জন্য হোস্টেল করতে হয়েছে। আমরা সবই করতে পারি কিন্তু আমরা করি না। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্ম্মা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাব জবাব দেওয়া দরকার—আছে বলে আমি মনে করি না। তিনি সন্দেন প্রকাশ করেছেন যে, আমরা টেন পারসেন্ট বেতন ভাতা কম নিই সেই ব্যাপারে তিনি চেলেঞ্জ করেছেন। এটা দুঃখজনক একজন এম, এল, এ,র পক্ষে এই রকম সন্দেহ প্রকাশ করাটা। আমরা ক্ষমতায় এসেছি ৮ বছব হয়েছে কত লক্ষ টাকা আমরা কম নিয়েছি মাননীয় সদস্যের যদি মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহালে এ, জি, র কাছে দরখাস্ত কবলেই তিনি দেখতে পারবেন। মিঃ স্পীকাব স্যার, আমরা ছোট বেলার একটা কথা মনে পরল। আমার পাড়ার একটা ছেলে রেলের চাকরী পেয়েছিল বেতন মাত্র ২০ টাকা বেতন খুব কম, কিন্তু উপরী আছে। উপরীটা কি জিনিষ সেটাকে আমি তখন বুঝতাম না, উপরীটা কংগ্রেস বাজত্বে এসে বুঝতে পারলাম। স্যার, একজন এম, পি, তার অন্য কোন আয় নাই, তিনি কি করে নির্বাচনের সময় ৩ লাখ থেকে ৫ লক্ষ টাকা খরচা করেন মিজোরাম আমাব একজন বন্ধু, তিনি আমাকে বললেন যে, সেখানকার একজন এম, এল, এ তিনি ইলেকশানের সময় ১ লাখ থেকে ৩ লাখ টাকা খবচা করেন। আমি জিজ্ঞাস করলাম এত টাকা উদের দেয় কে? তিনি আমাদেব বললেন হে, স্যার, আপনারা বুঝবেত না দুই বছরে তাঁরা যা খরচা করেন তার ডাবল আয় হয়ে যায়। এই ভাবে কংগ্রেসী এম, পি, এম, এল, এ, মিনিস্টার্স এমন কোন জায়গা নেই যেখানে উপরী পাওনা নাই।

রাজ্যের বামফ্রন্টের এম, এল, এ দের কোন উপরী আছে এটা আমার জানা নাই। বিরোধী দলের মেম্বারদেব থাকলে থাকতে পারে। আগে ছিল বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য উপরী রোজগার হত। আমি নাম করতে পারছি না, কংগ্রেসের আমলের একজন মন্ত্রীর সন্ত্রীর হাতে টাকা দিলে চাকুরী হয়ে যেত। মাননীয় সদস্য সুধীর বাবুর সেটা জানা থাকার কথা। কংগ্রেস আমলে বাসের ট্রাকের পার্মিটের জন্য ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে দিলে পার্মিট ইস্যু হয়ে যেত আমাদের এম, এল, এ, বা মন্ত্রীদের এই উপরীর কোন ব্যবস্থা নেই। আজকে আমাদের একজন ক্লাশ থ্রী এমপ্লয়ি যে বেতন পায় আমাদের

এম, এল, এ-রা তা পাচ্ছেন না। আজকে টাকার দাম হয়েছে ১৪ পয়সা। আমি আমাদের আয় ৬ গুণ বাড়াতে পারি নাই। কাজেই আমি আশা করব এই যে এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে হাউস তাকে সমর্থন জানাবেন। আর পঞ্চায়েত প্রধানদের ১০০ টাকা করে বাড়ান হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে পঞ্চায়েত মেম্বারদের কেন বাড়ান হচ্ছে না, আমি এটা বুঝতে পারি না, যে মেম্বারদের বি. ডি, সি, এর মিটিং যেতে হয় না। তাদের বি, ডি, ওর অফিসে গিয়ে উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি করতে হয় না। এইসব চিন্তা করে আমরা তাদের ভাতার ব্যবস্থা করি নাই। তারা নিজেদের এলাকার মধ্যে ভলিন্টারী সার্ভিস দেয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সবাইকে সমান মর্য্যাদা দিয়েছি। এম, এল, এদের ভাতা যেমন বাড়ানো হয়েছে মন্ত্রীদেরও তাই বাড়ানো হয়েছে এবং আন্যান্য জায়গায় একই হারে বাড়ানো হয়েছে। বিরোধী সদস্যদেরকে আমি অনুরোধ করছি তারা যেন মানুষকে বিভ্রান্ত না করেন।

**মিঃ স্পীকার :**— শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে মন্ত্রীদের ভাতা ও বেতন বৃদ্ধি করার জন্য এখানে বিলটা এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। তবে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমরা দেখেছি গত আট বছরে মন্ত্রীদের যে পারফরমেন্ট তাতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই কিছু কিছু মন্ত্রীকে তিনি ছাঁটাই করেছেন। আর কিছু কিছু মন্ত্রীর কাছ থেকে দপ্তর কেড়ে নিয়েছেন। এছাড়া আরও কিছু মন্ত্রীর দপ্তর আছে-যেমন শিল্প দপ্তর সেখানে জুটমিলে পাঁচ কোটি টাকা লোকসান দেখানো হয়েছে। মাননীয় টি, আর, টি, সি মন্ত্রীরও কোটি কোটি টাকা গচ্ছা যাচ্ছে, কৃষি মন্ত্রীর অবস্থাও তাই এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবস্থা এত ভাল যে হাসপাতলাগুলিতে ঢোকা যায় না। ঔষধ নাই। রোগী নিয়েও রাজনীতি। বনধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে মন্ত্রীদের পারফরমেন্স বিচার করলে দেখা যায় এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাবাসীকে হতাশ করেছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস এম, এল, এ, ও এম, পিদেরকে কটাক্ষ করেছেন। মাননীয় শিল্পীমন্ত্রী চেলেঞ্জ করেছেন। কিন্তু তারা কি একটা হিসাব করেছেন যারা মন্ত্রী হয়েছেন, এম, এল, এ হয়েছেন তাদের আগে কি ছিল এবং এখন কি পরিমাণ সম্পদ বেড়েছে? সাত বছর আগে পেটের মাপটা কি ছিল এখন কি হয়েছে? তারা সাত বছরে নামে এবং বেনামী কত সম্পদ বাড়িছেন এবং এখন কত আয় বাড়িয়েছেন? এখানে প্রথম সারিতে যারা আছেন তারা মন্ত্রী, দ্বিতীয় সারিতে দুই চার জন্য চেয়ারম্যান আছেন। তারা কত ডান বাম করে রোজগাড় করেন তা তদন্ত করলে দেখা যাবে। কাজেই এখানে যতই গলা চেঁচিয়ে বলুন না কেন, ত্রিপুরা বাসী আপনাদেরকে আর বিশ্বাস করবে না।

**মিঃ স্পীকার :**— শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের ভাতা বৃদ্ধির জন্য যে বিল এই হাউসে উপস্থিত করেছেন তার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেলেঞ্জ করেছেন যে, আমাদের মন্ত্রী এম, এল, এ, কেউ ই দুর্নিতির সংগে যুক্ত নয়। তার উপর আমি এই কথা বলতে চাই যে, শান্ত নমু কমিশন সুপারিশ করেছিল যে মন্ত্রী ও এম, এল, এ, সহ কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দিতে হবে। তাহলে এই সরকার কেন এই কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকর করলেন না? জরুরী অবস্থার সময়ে দুর্নীতির অভিযোগে কিছু কর্মচারীর চাকুরী গিয়েছিল। এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদেরকে আবার পুনর্বহাল করল। সেই কর্মচারীরাই আজ জনপ্রতিনিধি হয়েছেন। তাদের মন্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়েদেরকে চাকুরী দিয়েছেন।

পরবর্ত্তীকালে তারা জন প্রতিনিধি হয়েছেন বা মন্ত্রী হয়েছেন, কিংবা যাদের স্ত্রী ছেলে-মেয়ের নিকট আত্মীয়ের বিভিন্ন কারনে চাকুরী গিয়েছিল, পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর তাদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটা কি দুর্নীতির মধ্যে পড়ে না? রাজ্য সরকার কি এই ধরণের সিদ্ধান্ত নেন নি? আমি সে দিকে যাচ্ছি না। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এবং আমি আশা করব, জন স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে মন্ত্রীদের কিছু পাইয়ে দেবার যে মানসিকতা, যে মানসিকতা নিয়ে এই বিল আনা হয়েছে তা পুনরায় বিবেচনা করে এই বিল প্রত্যাহারের জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ॥

মিঃ স্পীকার : — কেউ বক্তব্য রাখতে চাইলে রাখতে পারেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এক মিনিট বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—এক মিনিট, ঠিক আছে বলুন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, অর্থনৈতিক দিকটি বিচার করলে এ ধরণের বিল আশা করা যায় না। এখানে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখা হয়েছে, কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী সভা থেকে বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভা ১০ পারসেন্ট বেতন কম নিচ্ছেন। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, কংগ্রেস আমলের মন্ত্রী সভার কলেবর কত ছিল? আর বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার কলেবর কত? কংগ্রেস আমলের মন্ত্রীরা এক মাসে কত পেতেন, আর বামফ্রন্টের মন্ত্রী এক মাসে কত পান? আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এটা কি পারফরমেন্স ভাল করার জন্য আনা হয়েছে? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে জনসাধারণ বুঝতে পারবেন তাদের প্রতি বাস্তব জনদরদ কত-খানি আছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার .—স্যার, আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—কিছু আছে বলুন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে সেলারিজ অ্যাণ্ড অ্যালাউন্সেস অব মিনিস্টার (ত্রিপুরা) (থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৫ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮৫) পেশ করেছেন, সে বিল কে আমি পুরোপুরি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, জিনিসপত্রের দাম খুবই বেড়ে গেছে। যারা মন্ত্রী হয়েছেন, যাঁরা রাজ্য পরিচালনা করেন, তাঁরাও মানুষ, সমাজের মধ্যেই থাকেন। কাজেই মনুষ্য সমাজের যত সমস্যা আছে সবই তাঁদের মধ্যেও বর্ত্তায়। সেই কারণেই তাঁদের জন্য যেহেতু আলাদা কোন বাজার নেই যেখানে জিনিসপত্রের দাম কম সেই কারণে আপনারা কেন বিরোধীতা করছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন বাবু যা বলেছেন তাতে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। এখানে বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে, কর্মচারীদের ডি. এ. দেওয়া হচ্ছে না। আমি মনোরঞ্জন বাবুর কাছে জানতে চাই, একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী যিনি মনোরঞ্জন বাবুর বয়সী আছেন তারা কত পান, আর এই বিধানসভার যারা সদস্য আছেন তারা বেতন কত পান? তারা কি মন্ত্রীদের থেকে কম পান? তাদের জন্য যদি ডি. এ.-এর প্রশ্ন এসে যায়, তাহলে তাদের থেকে কম পাওয়া সত্বেও কেন মন্ত্রীদের বেতন বাড়ান যাবে না? কাজেই এখানে বিরোধীতা করার প্রশ্ন কেন আসছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপজাতি যুব সমিতি থেকে বলা হচ্ছে, কেন আগে বলা সত্বেও বাড়ান হয় নি? আমি মাননীয় সদস্যদের বললে চাই, কেন আপনারা জিনিসপত্রের দাম একই জায়গায় রাখতে পারছেন না? এই শ্যামাচরণ বাবুরা কিম্বা সুধীর বাবুরা বলুন না, জিনিস পত্রের দাম কমিয়ে দিতে। তাহলে, মন্ত্রীরা কিংবা এম এল এ আমরা যারা আছি আমরা বেতন নেব না। এমনওতো জায়গা আছে যেখানে ৬,০০০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন নিচ্ছেন। তাঁদের কমিয়ে দিতে পারবেন। সুতরাং বিরোধী তো করতেই করতে হবে এই মানসিকতার পরিবর্তন করার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমি এখানে যা বলছি তা অযৌক্তিক নয়। বামফ্রন্টের যেহেতু সব অংশের মানুষের প্রতি দরদ আছে, যেহেতু সব অংশের মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন না, সে জন্য কংগ্রেস আমলে মন্ত্রীরা যা পেতেন তার চেয়ে ১০ পারসেন্ট কম নিচ্ছেন। কাজেই আমি মনে করি, তারা বিরোধীতা না করে সমর্থন করাই উচিত। আর এই কারনেই আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সব সন্দেহ বা প্রশ্ন উপস্থিত করছেন আমি নিশ্চয়ই তার মধ্যেই আমার বোধ সীমাবদ্ধ

রাখব। মাননীয় সদস্য শ্রী মজুমদার বলেছেন, পারফরমেন্সের কথা। হ্যাঁ, আমরা ভাল পারফরমেন্স করার পক্ষে। এই সরকার সব সময়ই নিজেদের সমালোচনা করে আরো ভালভাবে কাজ করার জন্য চেষ্টা করছে। এর জন্য ছাঁটাই করতে হয় না। ভারতে মাত্র একজন লোক আছেন যিনি কোন মুখ্যমন্ত্রীকে ছাঁটাই করতে পারেন এবং কোন এম, এল, এ-কে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে পারেন। ভারতবর্ষের মধ্যে সম্ভবতঃ একটাই দল আছে এবং তার মধ্যে একজন লোকই আছেন যিনি ছাঁটাই করতে পারেন। বাম-ফ্রন্টের মধ্যে তা নেই। তারা ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারেন। কোন মন্ত্রী যদি মনে করেন স্বাস্থ্যের কারনে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত আমরা তা গ্রহণ করি। একজন করেছেনও। আর একজন মন্ত্রীও পদত্যাগ করেছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি। খুব শীঘ্রই আপনারা নিমন্ত্রন পাবেন যখন আমরা নতুন মন্ত্রী গ্রহণ করব সে সময়ে। কাজেই যদি কোন মন্ত্রী স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করেন আমরা তা বিবেচনা করে থাকি, সুযোগ দিয়ে থাকি কাজ কর্মের উন্নতির জন্য। এর মধ্যে যদি কেহ উদ্দেশ্য আরোপ করেন তাহলে সেটা নিজেদের কালো চশমার জন্যেই দেখে থাকেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন সদস্য এখানে বলেছেন, মন্ত্রী বা এম. এল, এদের দুর্নীতি আছে কিনা। বিশেষ করে তিনি মন্ত্রীদের কথা বলতে চেয়েছেন। শান্তনম কমিশনের রিপোর্ট অনুসরণ করে তাদের সম্পর্কে একটা তথ্য সংগ্রহ করে সরকারের কাছে উপস্থিতি করেন আই, বি, এর কাছে উপস্থিত করেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন, পার্লামেন্ট এটা গঠন করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

সেখানে প্রাইম মিনিস্টারের নামটি বাদ। সমস্ত বিরোধী পক্ষের এম, পিরা প্রস্তাব করার পরেও সে নামটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি। এখানে আমরা কোন আয়ুগ গঠন করতে পারি নি, তবে একটা সেল আছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে কেউ সেই সেলের মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত করতে পারেন। সেই সেলে আমরা বিচার বিভাগের একজন প্রাক্তন অফিসার এবং একজন শিক্ষা বিভাগের অফিসারকে নিয়েছি, তাদের কাছে আপনারা অভিযোগ উপস্থিত করতে পারেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কোন কিছু বলার সুযোগ আমরা দেব না। তারপর একজন মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন আগের মন্ত্রীরা কত পেত এবং এখন কত পাচ্ছে? আমি মাননীয় বিধায়ককে বলছি ৬ দিয়ে ভাগ করুন, আমার কাছে জবাব চাইবেন না। তাঁরা যে বেতন পেতেন তার ছয় গুণ অথবা তিন গুণ আমরা পাচ্ছি কিনা সেটা হিসাব করে আজ না পারেন পরবর্তী সময়ে উপস্থিত করবেন আমরা দেখব। আমার মনে আছে এই বিধান সভায় একটা বিতর্ক উঠেছিল দুই লক্ষ টাকা উনারা চেয়েছিলেন মন্ত্রীদের বাড়ীর পর্দা এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি কিনবার জন্য। আজকের নয়, তখনকার দুই লক্ষ

টাকা এবং তা আমরা তুলে নিতে বলেছিলাম। আমি বলতে চাইছিলাম না, কারন প্রতিবেশী বন্ধুরা একেবারে রাজ্য কমিটির শীর্ষে উঠে আছেন, কিন্তু তাঁর বাড়ীটি তো সরকারী টাকায় সাজিয়ে নিয়েছেন। আমি তাঁকে নোটিশ দিয়েছিলাম যে, এই জিনিষগুলি আমি খুলে নিয়ে আসব। কারন এগুলি সরকারী সম্পত্তি। কই এখন তো বিরোধী দলের বন্ধুরা ইন্টারাপশান করছেন না, কোন জবাব দিচ্ছেন না। কি ধরণের দুর্নীতি করা হত তখন। কাজেই এটা বুঝতে হবে সরকারী টাকায় নিজের বাড়ী ঘর সাজানোর জিনিস ফেরৎ দেন না। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যে বই নিয়েছেন তার টাকা আমাকে দিতে হয়েছে। একখানি বইও আমি মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে খুঁজে পেলাম না, কিন্তু হাজার হাজার টাকা দিতে হয়েছে বইয়ের দোকানকে। আসবাব পত্র ফেরৎ দেন না, বই ফেরৎ দেন না। আমার মনে পড়ে বিভিন্ন রেকর্ডে মুখ্যমন্ত্রীর যা কিছু সম্পত্তি ছিল, একটা সম্পত্তিও ফেরৎ দেন নি। আরেকজন যিনি মস্তবড় সম্পাদক হয়েছেন, তিনিও তো সরকারী সম্পত্তি ফেরৎ দেন নি। তিনিও এক সময় মন্ত্রী ছিলেন। জেল খানায় তার নামে কয়েক হাজার টাকা জিনিষের বিল আছে, সে বিল এখও তিনি ফেরৎ দেন নি। আমি আরো বলব, কেউ চেলেঞ্জ করবেন যে কংগ্রেস কি রকম আকারের সাবসোত্রা। স্যার, হিন্দীতে যাকে বলে সাবসোত্রা সেই সাবসোত্রাদের চেহারা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাইছিলাম না। আমাকে বাধ্য করা হয়েছে এই সব কথা বলার জন্য, তাই আমি দুঃখিত। কারন তারা এখন বাছাই করা কংগ্রেস ( আই ) বাছাই করা সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁদেরকে অসম্মান করার জন্য আমি এই সব কথা বলছি না। স্যার, আমি আশা করব এই সংশোধনী বিলটি সবাই সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা শেষ হলো। এখন সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"The Salaries and allowances of Ministers ( Tripura ) ( Third Amendment ) Bill, 1985 ( Tripura Bill No. 11 of 1985) বিবেচনা করা হউক।"

( প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয় )।

মিঃ স্পীকার : – আমি বিলের ধারাগুলি ভোটের দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং ২ নং ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( উক্ত ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয় )

মিঃ স্পীকার : – এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো— "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশ গণ্য করা হউক।"

( বিলের শিরোনামাটি ভোটে দেওয়া হয় এবং উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। )

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য হলো - "The Salaries and Allowances of Ministers ( Tripura ) ( Third Amendment ) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 11 of 1985)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House -

"That the Salaries and Allowances of Ministers ( Tripura ) ( Third Amendment ) Bill, 1985 ( Tripura Bill No. 11 of 1985 )" be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—
"The Salaries and Allowances of Ministers ( Tripura ) ( Third Amendment ) Bill, 1985 ( Tripura Bill No. 11 of 1985 ) পাশ করা হউক।"

( আলোচ্য বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয় )

## GOVERNMENT RESOLUTION.

Mr. Speaker :— Next item of Business of "Government Resolution." I would request the Hon'ble Chief Minister to move his Resolution

Shri Nripen Chakraborty :— I beg to move my Resolution before the House is that—

"Whreas estate duty in respect of agricultural land is now regulated in the State of Tripura by the Estate Duty Act, 1953 ( 34 of 1953 ) passed by Parliament :—

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the Estate Duty Act, 1953 shall case to apply to the Levy of estate duty in respect of Agri- cultural land, situate in the State, passing on the death of the deceased occuring on or after the 16th day of March, 1985.

Now therefore, this Assembly hereby resolves in pursuance of Article 252 of the Constitution, that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended by Parliament to provide for the aforesaid matter."

মিঃ স্পীকার :— স্যার, এটা খুব একটা বড ব্যাপার নয়। এই যে এস্টেট ডিউটি এ্যাক্ট এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী এটা প্রযোজ্য, তেমনি ত্রিপুরাতেও প্রযোজ্য। তাব ৫নং ধারা অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তার যে সম্পত্তি থেকে যায় কৃষি জমি সমেত মূল্যরূপে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সম্পত্তি কর দেওয়া হয় এবং এই বিধান ত্রিপুরাতেও আছে। ভারতীয় সংবিধানে ২৫২নং ধারাতে বলা হয়েছে দুই বা ততোধিক রাজ্যে বিধান মণ্ডলীর নিকট প্রতীয়মান হয় যে কার্য্য-সূচী ভুক্ত কোন বিষয় সংসদ কর্ত্তৃক গৃহীত আইন দ্বারা অনুমোদিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এ রাজ্যে বিধান মণ্ডলীর যারা সদস্য রয়েছেন তারা যদি এ সম্পর্কে সংকল্প গ্রহন করেন তবে সংসদে গৃহীত সম্পত্তি কর আইনটি এ রাজ্যে কার্যকরী করা যাবে এবং সেন্ট্রাল এস্টেটের আওতা থেকে স্টেটের আওতায় চলে আসতে পারবে। আমরা সারা ভারতবর্ষের সিদ্ধান্তে দেখেছি ১৯৮৫ইং সালের ১৬ই মার্চ-এর পরে যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হবে তাদের স্বত্ব কৃষি জমির উপর কোন আয় কর ধার্য্য হবে না এবং বিষয়টি আমরা কৃষি কার্য্যসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব। সংবিধানের ২৫২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য বিধানসভা কর্ত্তৃক গৃহিত সম্মতিসূচক সংকল্প ছাড়া সংসদীয় বিষয় আইন প্রনয়ন করতে পারেন না। কাজেই এই প্রস্তাবটি আমরা এনেছি যাতে সংসদ সদস্য এই আইনটি সংশোধন করতে পারেন। আমি আশা করব এটা যেহেতু বিতর্কিত বিষয় না, তাই সমস্ত মাননীয় সদস্যগণ সবাই এটা সমর্থন করবেন।

Now I am putting the resolution to vote. The question before the House is the Resolution as moved by the Hon'ble Chief Minister as follows :—

"WHEREAS estate duty in respect of agricultural land is now regulated in the State of Tripura by the Estate Duty Act, 1953 ( 34 of 1953 ) passed by Parliament.

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the Estate Duty Act, 1953 shall cease to apply to the levy of estate duty in respect of agricultural land. situate in the State. passing on the death of the deceased occurring on or after the 16th day of March, 1985.

Now THEREFORE, this Assembly hereby resolves In pursuance of Article 252 of the Constitution that the Estate Duty Act, 1953 ( 34 of 1950 ) may be amended by Parliament to provide for the aforesaid matter."

( THE RESOLUTION WAS PASSED )

সর্ট ডিসকাশান অন্ মেটার অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—সর্ট ডিস্কাশন অন্ মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স"।

আজকের কার্য্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশ্যান্ নোটিশ আছে নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় এবং মানীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"পাটের দাম নিম্ন গতি হওয়ায় জে, সি' আই-এর ভূমিকা এবং কৃষকদের আর্থিক সংকট সম্পর্কে"।

প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমাব চৌধুরী আলোচনা করবেন। তার আলোচনা শেষ হবার পর মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহাশয় নোটিশটির উপর আলোচনা করবেন। আমাদেব হাতে ৪৫মি: সময় আছে, এর মধ্যে আলোচনা শেষ করতে হবে। আমি প্রথমে শ্রীসুনীল কুমাব চৌধুরী মহাশয়কে আহবান করছি।

শ্র সুনীল কুমার চৌধুরী :—আমার ডিস্কাশ্যানটি হলো পাটের দাম নিম্নগতি হওয়ার জে, সি, আই-এর ভূমিকা এবং কৃষকদের আর্থিক সংকট সম্পর্কে।"

প্রথমতঃ যেটা আমরা দেখি ত্রিপুরা রাজ্যে পাট এখন খুব বেশী উৎপাদন হয় না। আমাদের এখানে উৎপাদিত ফসল হচ্ছে মেস্তা সর্বাধিক। পাট প্রায় ৩১ হাজার বেলের মতো হয়, আর মেস্তা প্রায় ৬৯ হাজার বেলের মতো হয়। মোটামুটি ১ লক্ষ পাটজাত দ্রব্য ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত হয়। এই উৎপাদনের মধ্যে পাটের ক্ষেত্রে আমরা জে, সি, আই-এর যে নির্ধারিত তালিকা যেটা ঘোষণা করেছে তাতে আমরা দেখি যে ৮টি গ্রেড আছে। ১ নাম্বার গ্রেড হচ্ছে ২৯৫ টাকা, ২ নাম্বার গ্রেড হচ্ছে ২৭৫ টাকা, ৩ নাম্বার গ্রেড হচ্ছে ২৫৫ টাকা, ৪ নাম্বার গ্রেড হচ্ছে ২৩৫ টাকা, ৫ নাম্বার গ্রেড হচ্ছে ২১৫ টাকা- ৬ নাম্বার গ্রেড হচ্ছে ২০৫ টাকা, ৭ নাম্বার গ্রেড হচ্ছে ১৮৫ টাকা এবং ৮ নাম্বার গ্রেড হচ্ছে ১৭৫ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে সর্ব নিম্ন মূল্য যেটা নির্ধারণ হয়েছে সেটা হচ্ছে ১৭৫ টাকা আর সর্ব উচ্চ দাম যেটা পাটের সেটা হলো ২৯৫ টাকা। এখন এই যে ৮টি গ্রেড, এই গ্রেডেশ্যানটা কে ঠিক করেছে এটা সম্পর্কে কোন নির্দেশ কোন জায়গায় নেই এবং এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখি সমস্ত জায়গায় কৃষকরা এইভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। জিনিষ সেখানে কিনছেন কোন গ্রেড নেই, এটা ওদার ইচ্ছা মতো করেন, এটাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এই রকম কোন ব্যবস্থা সেটা হয়ে উঠে নি। সে জন্য

আমি আবার আর একটা জিনিষ বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে মেস্তা, এই মেস্তাকে ৬টা গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে টপ্‌ ২৪০ টাকা ৫০ পয়সা, স্পেট ক্লিব ২১৫ টাকা, ৫০ পয়সা, মিড ২২০ টাকা ৫০ পয়সা, বটম ১৯৫ টাকা, ৫০ পয়সা. একস্‌ বটম ১৭৫ টাকা ৫০ পয়সা। এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বনিম্ন যেটা বললাম মেস্তা সেটা হচ্ছে ১৭৫ টাকা পয়সা থেকে শুরু করে সব উচ মূল্য যেটা ২৪০ টাকা, ৫০ পয়সা। এখানে এই জিনিষটা আমি যেটা বলেছিলাম যে কোন গ্রেডেশনের ব্যবস্থা এখানে নেই কিন্তু এটা না থাকার ফলে কৃষকরা স্বাভাবিক ভাবে এখানে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কারন কিভাবে কিনতে হবে, কি ভাবে গ্রেডেশ্যান করতে হবে এটা হচ্ছে মর্জি মাফিক, যিনি কিনছেন উনার মর্জি মাফিক। এই পাট, মেস্তা এটা হচ্ছে জে, সি, আই-এর আমরা যতটুকু জানি এটার এজেন্ট হচ্ছে এ্যাপেক্‌স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এই কো-অপারেটিভের সমস্ত জায়গায় ল্যাম্পস্‌ এবং পেক্‌সকে টাকা দিতে হবে এটাই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নীতি বলে ঘোষিত হয়েছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে দেখেছি সে সমস্ত জায়গায় এখনও পাট কেনা শুরু হয় নি, যে পাট বাজারে এসেছে সেটাও কেনা শুরু হয় নি। একেই তো হচ্ছে গত বছর আমরা যেটা দেখেছি কুইন্টাল প্রতি এক হাজার পর্যান্ত পাট বিক্রি হয়েছে। মেস্তাও ঠিক তাই ৬০০ টাকা থেকে আরম্ভ করে ৮।৯শ টাকা কুইন্টাল কাজেই সে ক্ষেত্রে গত বছরের যে দাম সেই দামের তুলনায় এই বছরের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে অস্বাভাবিক মনে হয় কারন গত বছরের মূল্য-সূচক যেটা ছিল সেই মূল্যসূচক থেকে আজকে যেটা নাকি মূল্য-সূচক বেড়েছে সেটা প্রায় সাড়ে ৮ গুণ ১।২ গুণ নয়। কাজেই এই জিনিষটা বুঝতে হবে সাড়ে ৮ গুণ যেখানে দাম বেড়ে গেল, সেখানে পাটের দাম কোথায় বাড়বে. তা বাড়া তো দূরের কথা এটা আরও কমে গেল, অস্বাভাবিক কমে গেল। এটা সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি আন্দোলন হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে কৃষক সভার পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি যে দিল্লীতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে ২৪শে সেপ্টেম্বর এগ্রিকালচার মিনিস্টারের কাছে, সেখানে দেখানো হয়েছে উৎপাদিত খরচ যেটা হয়েছে ১ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করতে প্রায় ৪৫০ টাকার মত খরচ হয়। কাজেই সেখানে ওরা দাবী করছে ৪৫০ টাকা যেখানে খরচ হয়, সহায়ক মূল্য যদি কৃষককে দিতে হয় তাহলে ৬০০ টাকা পাটের দাম দিতে হবে পার কুন্টাইল। সেখানে আমরা দেখছি সর্ব-নিম্ন মূল্য ত্রিপুরা রাজ্যে ধার্য্য হয়েছে সেটা জে, সি, আই এর মাধ্যমে এ্যাপেকস্‌ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সেটা হচ্ছে ১৭৫ টাকা আর সর্ব উচ্চ যেটা সেটা হচ্ছে ২৯৫ টাকা। উৎপাদন যে খরচ তার চেয়ে অর্ধেকের কাছাকাছি এটা বুঝতে হবে।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, আজকে ত্রিপরা রাজ্যে কৃষকদের অবস্থা এটা বুঝতে হবে। আমাদের এই দিকটা আলোচনা করতে হবে এবং আরও একটা জিনিষ আমরা দেখেছি এই ভাবে

আস্তে আস্তে উৎপাদন বেশী হয়ে যাওয়ার ফলে সারা ভারতবর্ষে পাট জাতীয় অনেক কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে. তাতে প্রায় ৮০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে কারন সেখানে উৎপাদন হচ্ছে না। সেখানে যদি উৎপাদন করা হতো তাহলে বিশ্বের বাজারে পাটের চাহিদা বা বস্তাব চাহিদা নেই এটা ঠিক নয়, পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা আছে বিশ্বের বাজারে। কিন্তু চক্রান্ত করে যারা পুঁজিপতি তার একটাব পর একটা বন্ধ করে ১/২ নয় ২০ টা কারখানা বন্ধ করেছে. ফলে ৮০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে, আজকে তারা একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে, অনাহারের মধ্যে নিমজ্জিত এটা দেখতে হবে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা পাট কল আছে, আমরা পাট কলের দাবী করছি এখানেও পাট কম নয়। আমি যেটা হিসাব করে দেখলাম যে প্রায় ৩১ হাজার বেলের মতো রাট উৎপাদিত হয়েছে, মেস্তা উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ৬০ বেলের মতো, ২টা মিলিয়ে হচ্ছে ১ লক্ষ বেল। তাহলে এখানে আর একটা পাট কল করতে কোন অসুবিধা হয় না। সেই পাট কলের চাহিদা পূরণ করেও আমরা আরও পাট বাইরের বাজারে দিতে পারি, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও এখানে পাটকল করা হচ্ছে না। পাট কল করলে হয়তো আমাদের কৃষকরাই আরও একটু বেশী মূল্য পেতে পারতো। আমরা দেখেছি পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট যেখানে সর্ব উচ্চ এবং সর্ব নিম্ন ২৯৫ টাকা এবং ২৮৫ টাকা করেছেন। সেই ক্ষেত্রে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই মূল্য নির্ধারণ করতে পারি পারি।

......আমি যদি করতে যাই তাহলে যেই ক্ষয় ক্ষতিটা হবে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার দিবে না। যদি না দেন তাহলে টাকা আসবে কোথা থেকে? পশ্চিমবংগ সরকারের ত ইনকাম আছে। আমাদের সেই ইনকাম নেই। আমাদের নির্ভর করতে হয় সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের উপর। কাজেই আমাদের ঘাটতি হবে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে সাবসিডাইজ করতে হবে। ২১৫ টাকার নীচে কোন অবস্থায়ই কৃষকদের থেকে পাট কেনা হবে না। এইটা বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা দিয়েছে জে, সি, আই-এর সংগে পরামর্শ করেই। মেস্তা ১৮০ টাকা ৫০ পয়সা করে দেওয়া হয়েছে। জে, সি, আই, এপেক্স মার্কেটিং কোপারেটিভের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটাও আজও দেওয়া হয় নি। আমরা জানি গত ২৩ তারিখে সেপ্টেম্বর মাসের, ল্যাম্পসের যে চেয়ারম্যান বিরোধী দলের সদস্য অজু মগ চেয়ারম্যান। সেখানে আজও পাট কেনা হয়নি। নানা অজুহাত হচ্ছে টাকা ওরা পায়না। এইটা কি বিশ্বাস করতে হবে? একটা ল্যাম্পসের মাধ্যমে ১৫-২০ কুইন্টাল পাট কিনতে পারে না। এইটা কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? আজকে বিভিন্ন জায়গায় এই রকম হচ্ছে যেসব জায়গায় ল্যাম্পসের প্যাকসের মধ্যে বিরোধী দলের লোকেরা চেয়ারম্যান হয়ে বসে আছেন। কাজেই এইটা আলোচনার মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এইটা আলোচনা

করতে গিয়ে অবিলম্বে সমস্ত ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলিকে টাকা দিয়ে যাতে অতি সত্বর তারা পাট খরিদ করতে পারেন সেদিকে নজর দেবেন রাজ্য সরকার, এই আশা রেখে এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে আলোচনা হচ্ছে পাট এবং মেস্তা চাষীদের সম্পর্কে। তাতে বলা হয়েছে যেটা চাষীদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এইটা সকলে অবগত আছেন। পাটের দাম নির্ধারণ করেন জে, সি, আই। আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রীয় সরকার আজকে শ্রেণীগত দিক থেকে ধনিক শ্রেণীক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে। তারা সবসময়ই ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে। তারা কলের মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। যারা শ্রমিক তাদের দিকে তাকায় না। এই যে ২৯৫ টাকা ধরা হয়েছে তা যারা পাট উৎপাদন করেন তার অনেক বেশী লাগে। এই যে অবস্থা সেই অবস্থায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি জে, সি, আই সেখানে কি ভূমিকা পালন করছে। পাট চাষীদের কাছ থেকে পাট কিনছেন না। প্রতি বৎসরই দেখতে পাই পাট চাষীদের কাছ থেকে মহাজনরা পাট কিনে নেয়। তারা জলের দরে পাট বিক্রি করে দেয়। যখন বাজারে পাট উঠছে তখন বলছে কৃষকরা অগ্রসর হচ্ছে না। নানা কায়দা করছে। সুপরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত করছে। কাজেই এইটা বুঝতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা পশ্চিম বাংলার পাটচাষীরা সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা আন্দোলনের সামিল হয়েছে। কাজেই এই যে অবস্থা তার পরিবর্তন হওয়া দরকার। কারন এখানে যে অর্থকরীর প্রশ্ন তাতে চাষীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। গত বৎসর যেখানে উৎপাদন কম ছিল যার ফলে তারা দাম বেশী পায় নাই। এই বৎসরে তারা উঠে পড়ে নেমেছে। তারা ভেবেছেন সেই দামটা তারা পেয়ে যাবেন কিন্তু তাদের সেই আশায় গুড়ে বালি। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সেই আশাকে নির্মূল করে দিয়েছে। কাজেই আজকে এখানে যে দাবী উঠেছে এইযে দাম এই দাম অনেক কম জে, সি, আই, ঘোষনা করেছে। পাট চাষীরা যখন ল্যামস এবং প্যাক্সের কাছে পাট নিয়ে যায় সেখানে যদি তাদের একটি স্যামপুল না থাকে তাহলে তারা কি দরে পাট বিক্রী করবে বুঝবে কি করে? কাজেই এইভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আজকে জে, সি, আই ন্যাক্কারজনক ভূমিকার ফলেই তাদের এই ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছে। মহাজনেও কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আজকে মেস্তা উৎপাদন করেন জুমিয়ারা। তাদেরও এই একই অবস্থা। তারা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই জিনিসগুলির পরিবর্তন হওয়া দরকার। এইজন্য সারা ভারতবর্ষে দাবী উঠেছে শুধু ত্রিপুরায় নয়। আমরা দেখেছি পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন সংগঠন তারা পশ্চিমবাংলায় বন্ধ ডেকেছে। গ্রাম বাংলায় বন্ধ আজকে ত্রিপুরা থেকেও দাবী উঠেছে। আমরাদাবী করছি পাটের দাম আরও বাড়াতে হবে,

মেস্তা ৪০০ টাকা করে ঘোষণা করতে হবে। তারা যাতে কোন অবস্থায়ই বঞ্চিত না হয়। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের যে নীতে এই নীতির ফলে তারা দিন দিন দুরবস্থার দিকে চলছে। আজকে কৃষকরা যাতে সহায়ক মূল্য পেতে পারে তার জন্য এইটার দরকার আছে । এবং তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— (শ্রী কেশব মজুমদার) মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের হাতে সময় খুব কম, যে সময় আছে তাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিতে হবে। তাই যারা আলোচনা করবেন তারা যেন ৪ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : মিঃ চেয়ারম্যান কিছু সময় বাড়ান হউক।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রী কেশব মজুমদার) :— মাননীয় সদস্য, আমাদের হাতে সময় নাই।

মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের স্বার্থে জড়িত। আমরা আমাদের দলের থেকে একটা প্রস্তাব এনেছিলাম, কিন্তু সেটা এডমিট করা হয়নি। আমরা আমাদের প্রস্তাবে মেস্তার দাম কুইন্টাল প্রতি ৩০০ টাকা আর সুতি ৩৫০ টাকা কুইন্টাল প্রতি চেয়েছিলাম। ত্রিপুরা রাজ্যের যারা পাট চাষী তারা হয় ভূমিহীন নয় জুমিয়া। তাদের পক্ষে সমতলে চাষ করা সম্ভব হয় না। তাই তারা পাহাড়ে পাট চাষ করেন। তাদের সবচেয়ে বড় অর্থকরী উৎপাদন হচ্ছে এই পাট। সমতলে যারা চাষ করে তারাও প্রান্তিক চাষী কাজেই তারাও তাদের পরিবারের আর্থিক ঘাটতি মেটাবার জন্য পাট চাষ করতে হয়। অনেক কৃষকের হয়ত সমতলে জমি চাষ করে খোরাকী চলে কিন্তু পরিবারের লোকজনের চিকিৎসা, ছেলেমেয়ের পড়াশুনা এবং অন্যান্য খরচ এই পাট চাষ দিয়ে মেটাতে হয়। কাজেই এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার মনে হয় তারা এটাকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন সেটা ঠিক না, আজকে আমাদের পাট চাষের উপর একটা মিছিল আছে এবং সদস্যরা সেখানে চলে গেছেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, গতবার ত্রিপুরা রাজ্যে যখন হঠাৎ করে পাটের দাম ৩৫০ টাকা হয়ে যায় তখন ত্রিপুরার পাট চাষীরা ভাবল যে এবারও পাটের দাম পাওয়া যাবে, এতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এটা একটা বিরাট পেরণা

জুগিয়েছিল। তারজন্য পাট চাষীরা এবার বেশী পরিমাণে পাট চাষ করেছিল এবং ভেবেছিল যে একেবারে পূজোর সময় অন্তত: তারা তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে একটা জামা দিতে পারবে কিন্তু সে আয় তাদের বিফল হল। অনেক পাট চাষী টাকা না থাকায় গরু বিক্রী করে, শূকর বিক্রী করে করে বা লোন নিয়ে এবার বেশী পরিমাণে পাট চাষ করেছে। সে কারণে এবার রাজ্যে পাটের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে।

এই পাট চাষ করবার জন্যে উপজাতি কৃষকরা তাদের ঘরের শূকর বিক্রি করে অর্থের যোগাড় করেছেন। কাজেই আজকে পাটের দাম যদি সর্বনিম্ন ৩০০ টাকা না করা হয় তাহলে পাট চাষীদের এক বিরাট ক্ষতির সম্মুখে পড়তে হবে এবং ফলে গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ( শ্রী কেশব মজুমদার ): মাননীয় সদস্য রসিক লাল রায়।

শ্রী রসিক লাল রায় : মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী এবং শ্রী গোপাল দাস পাটের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য জে, সি, আই.—এর উপর চাপ সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে দাবী করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি দু একটি কথা বলতে চাই।

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, একটা জিনিস আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, এই জে, সি, আই সারা ভারতবর্ষের যে ৩১টি রাজ্য রয়েছে সে সব রাজ্য থেকে একই দামে পাট কিনছে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্যের অবস্থা আলাদা। কারন এখানে পাট চাষ করতে হলে যে খরচ পড়ে সেটা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। তাই আমি রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করব যে, রাজ্য সরকার যেন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে পাটের দাম কম পক্ষে ৩০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা করেন এবং জে, সি, আই, যে রেট দেন সে রেটের পর যা বাকি থাকবে তা রাজ্য সরকার যেন ভর্তুকী হিসাবে কৃষকদের দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্য সরকার যে, ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে পাট কিনছেন সেখানেও অনেক দুর্নীতি রয়েছে। যেমন আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

প্যাকস্ এবং ল্যাম্পেস্ বা কো অপারেটিভ থেকে কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে, অমুক দিন থেকে পাট কিনা হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে চাষীরা বাজারে গিয়ে দেখলেন যে ল্যাম্পস্, প্যাকস বা কো অপারেটিভ-এর লোকেরা আসেন নি। ফলে

বাধ্য হয়ে তাদের কম দামে মধ্যস্থ কারবারী বা ফড়িয়াদের নিকট বিক্রি করতে হয়। আবার দেখা গেল হয়তো ল্যাম্পস্ প্যাক্স এর লোকেরা হয়তো পাট কিনছেন কিন্তু রাত্রি সাতটার পর তারা কৃষকদের জানিয়ে দিলেন যে তারা আর পাট কিনবেনা। ফলে বাধ্য হয়ে কৃষকদের ফড়িয়াদের নিকট ন্যায্যমূল্য থেকে কম মূল্যে অন্ততঃ ২০।২৫ টাকা কম দরে বিক্রি করতে হয়। আর ও আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, রাত্রি নয়টার পর দেখা যায় যে, ঐ ফড়িয়ারা ঐ ল্যাম্পস্ বা প্যাক্স-এর নিকট মাল বিক্রি করে দিচ্ছেন। সুতরাং এই দুর্নীতি সরকারকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। তা না হলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হবেন। আর পাটের সর্বনিম্ন দাম যাতে কমপক্ষে ৩৫০ টাকা করা হয়, প্রয়োজন হলে সরকারী ভর্তুকী দিয়েও করা হয়, সেই দাবী করেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: চেয়ারম্যান ( শ্রী কেশব মজুমদার ): মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী . মি: চেয়ারম্যান স্যার’ আজকে এই আউসে মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী এবং শ্রী গোপাল দাস যে, প্রস্তাব পাটের দাম নিম্নমুখী হওয়ায় জে, সি, আই এর ভূমিকা এবং কৃষকদের আর্থিক সংকট সম্পর্কে - উথাপন করেছেন সে প্রস্তাব আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

মি; চেয়ারম্যান স্যার, আমি এইখানে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই যে, জে সি, আই-এর মাধ্যেমে পাট কিনেন কারা - এই সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই যে এই জে সি আইকে গঠন করেন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে পাট ক্রয় করবার জন্যে কিন্তু আমরা দেখছি যে, এই জে, সি, আই, যে দরে পাট ক্রয় করেন সেটা চাষীদের পাট উৎপাদনে যে খরচ পড়ে তার তুলনায় অনেক কম পড়ে। অথচ দেখা যাচ্ছে বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাটের মূল্য বৃদ্ধি করবার জন্য, কিন্তু দাবী করা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সে দাবীতে প্রত্যাখান করছেন। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার—কংগ্রেসী সরকার যে, এই পাটচাষীদের দাবী মানছেন না তার কারন কি ? কারন আমাদের প্রথমে দেখতে হবে এই কংগ্রেসী সরকার এর যারা রয়েছেন তারা কাদের প্রতিনিধি। তারা সেই পাট কলের মালিক বা শিল্প পতিদের প্রতিনিধি। কাজেই পাটকলের মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পাটচাষীদের দাবীকে মানা যায় না। অথচ মি: চেয়ারম্যান স্যার; এই পাটচাষীদের পাট উৎপাদনের জন্য যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীদিতে হয় তা কল্পনাও করা যায় না। বীজ বপন করার পূর্বে জমিকে চাষ করে প্রস্তুত করা, তারপর বীজ বপন করা, এরপর আগাছা ইত্যাদি নিড়ানী দিয়ে সে পাট গাছগুলিকে বড করতে হয়, তারপর সে পাট গাছগুলি বড় হলে সেগুলিকে কেটে নিয়ে নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে সেগুলিকে কয়েকদিন জলের নিচে ডুবিয়ে রাখতে হয় যাতে করে পাটগাছগুলির বাইরের আবরন পঁচে যেতে পারে। এই পঁচা

পাট গাছ থেকে পাট সংগ্রহ করতে হয়। যখন এই অবস্থা থাকে তখন চাষীদের এত অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে একটা প্রচণ্ড দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ করতে হয়। তারপর তারা সে পাট বাজারে নিয়ে গিয়ে যদি ন্যায্য দাম না পান এ হলে পাট চাষীদের অবস্থা কি হবে ? অথচ আমরা দেখি যে, এই পাট চাষীদের নিকট থেকে কিনে নিয়ে বিদেশের বাজারে রপ্তানী করে ভারত সরকার প্রতি বছরে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছেন। তার একটা হিসেব দিলেই সেটা পরিস্কার ভাবে বুঝা যাবে। ১৯৮২-৮৪ইং বছরে এই পাট রপ্তানী করে কেন্দ্রীয় সরকার ২৮৫ কোটি টাকা উপার্জ্জন করেছেন। ১৯৮৪-৮৫ইং সনে পাট রপ্তানী থেকে আয় হয়েছে ২৯৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। কাজেই প্রতি বছর এই পাট রপ্তানী থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। অথচ পাট চাষীদের আয় আর বাড়ছেনা বরং আগের তুলনায় এবং বর্তমানে যে খরচ পড়ে তার তুলনায় সেটা অনেক কমে গেছে।

গত বছর এই জে সি আই পাট কিনেছে ১০ লক্ষ বেইল আব এইবার ওারা সিদ্ধান্ত করেছে যে তাবা মাত্র ২ লক্ষ বেইল পাট কিনবে। এটা কার স্বার্থ বহন করছে ? এই পাট রপ্তানী করে যেখানে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার বছরে কোটি কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা উপার্জ্জন করছে। আর পাটকলের মালিকরা বছরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা ভোগ করছে সেখানে পাটের দাম এত নিম্ন মুখী হবে কেন ? তাই আজকে দেখা যায় যে, পশ্চিমবাংলার পাট চাষীরা তাদের পাটের সর্ব নিম্ন দর প্রতি কুইন্টাল ৪০০ টাকা কমপক্ষে ৬০০ টাকা সর্বাধিক করবার জন্য আন্দোলনে নেমেছেন। প্রয়োজন বোধে আমাদের রাজ্যের পাট চাষীরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন। তবে আমরা আশা করছি কেন্দ্রিয় সরকার পাট চাষীদেব আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে পাটের দাম বাডাবেন, এই আশা করেই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান ( শ্রীকেশব মজুমদার ) : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী : মিঃ চেয়াবম্যান স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**সমস্ত কৃষক নারী পুরুষ নির্বিশেষে এখানে বিধান সভার সামনে জমা হয়েছে। মুখ্য মন্ত্রীর কাছে তারা স্মারকলিপি পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রীর কাছে দেওয়ার জন্য। তারা ৪০০ টাকা করে মেস্তা পাট এবং ৬০০ টাকা করে সুতী পাটের কুইন্টাল প্রতি দাম চায়। কৃষি পন্য কমিশন যে দাম সুপারিশন করে থাকেন, তারা এত নীচে করেছেন যে সেই দামের পরিবর্তন করতে হবে। ৪০০ টাকা মেস্তা এবং ৬০০ টাকা সুতি পাটে কুইন্টাল করতে হবে। আসাম, পশ্চিমবংগ ত্রিপুরা—যেখানেই**

পাট উৎপাদন হচ্ছে সেখানেই এই দাম] করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রাটের 'দাম স্থির করতে গিয়ে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করছেন না। তারা এটাও পরীক্ষা করছেন না যে কৃষকদের উৎপাদন খরচ কত হবে। কৃষি দপ্তরের এক্সপার্টরা পরীক্ষা করেন দেখেছেন যে ৪০০ টাকার নীচে কিছুতেই সুতি পাটের উৎপাদন খরচ নামানো যায় না। যদি কম খাটুনি দিতে হয় তা হলেও ৩৫০ টাকার নীচে কিছুতেই নামানো যায় না। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য ২১৫ টাকা করে দিয়েছেন কুইন্টাল ডবলিউ ফাইভকে ভিত্তি করে এবং মেস্তা পাটের দাম ১৮০'৫০ টাকা কুইন্টাল করে দিয়েছেন! এমনভাবে দাম ঠিক করে দেওয়া হয়েছে যে কৃষকদের কাছে এটা শুধু ক্ষতিকারকরন কৃষকের মাথায় বারি দেওয়া অথচ পাটের কলের মালিকদের বিদেশে রপ্তানী করার জন্য সুবিধা করে দিচ্ছেন। তাদের কেন্দ্রীয় সরকার সাবসিডি দিচ্ছেন কোটি কোটি টাকা। গত বছর পশ্চিম বংগে পাটের দাম হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। এই ত্রিপুরাতেও ৫০০ টাকার নীচে ছিল না। জুট মিল মালিকদের তো তাতে ক্ষতি হয় নি। ২০টা, মিল দাবী করেছে যে তাদের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকেরা দেখেছে যে ক্ষতি হয় নি, বরং লাভ হয়েছে। জুটমিল ক্লোজার করে দিয়েছে। সমস্ত কৃষকেরা এবং শ্রমিকেরা দাবী তুলেছে জুটমিল খোলার জন্য।

একটু আগে আমি দেখে এলাম যে, কৃষকেরা দাবী করেছে যে, জুটমিলগুলিকে ন্যাশনেলাইজড করা হোক। ৭০ শতাংশ জুটমিল চালু রাখার জন্য কৃষকদের কাছ থেকে পাট কিনতে হয়। আমাদের মাত্র একটা জুট মিল ত্রিপুরা রাজ্যে। তারা খুব বেশী হলে ১ লক্ষ কুইন্টাল পাট নেন। গত বছর ভাল দাম পেয়ে কৃষকরা আশা করেছিল যে তারা এবারও একটা ভাল দাম পাবে। তাই তারা এ বছর বেশী করে উৎপাদন করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার ভূমিহীন কৃষকদের ভূমি দিচ্ছেন।

সেই ভূমিতে তারা পাট উৎপাদন করেছে। সেই পাটের যদি তারা ন্যায্য দাম না পায় তা হলে তাদের চলবে কি করে? জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বামফ্রন্ট সরকার আলোচনায় বসলেন জুট কর্পোরেশনের সংগে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে আলোচনায় বসলেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্র জুট কর্পোরেশনের নিম্নতম দাম ঠিক করে দিলেন। পশ্চিমবাংলার জুলাই মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্রশেখর, প্রাক্তন মিনিস্টারের সাথে চুক্তি হলো যে- যে দাম ঘোষণা করেছে সেই দামের উপর ২৫ টাকা বেশী দিয়ে সারা ভারতবর্ষে পাট কিনবে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন নিম্নতম দামে। পশ্চিম বাংলার কৃষকেরা লড়াই করে বাধ্য করলো জে সি, আই, কে ২৪৮ টাকা দাম করাতে। কেন আসামে এক রকম দাম, কেন বিহারে এক রকম দাম, কেন ত্রিপুরাতে এক রকম দান আর কেনই বা পশ্চিমবঙ্গে এক-রকম দাম হবে? এমন কি পশ্চিম বাংলায় এক অঞ্চলের সংগে আর এক অঞ্চলের দামের

তারতম্য হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী চন্দ্রশেখর যে দাম ঘোষণা করেছেন সেই ঘোষণা কোথায়? সেই ২৫ টাকা দেওয়া হচ্ছে না। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার যখন বললো বাজারে বাজারে জে, সি, আই, দোকান খুলুন, জে, সি, আই, বলল যে আমি ৮টার বেশী দোকান খুলব না। তখন বামফ্রন্ট সরকার প্যাকস, ল্যামপস্ ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে ১৫৮টি দোকান খুলবেন বলে মনস্থ করেছেন। এর মধ্যে ৭৮টা খোলা হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শেষ না হওয়া অবধি আমি হাউসের সেনস্ নিয়ে হাউসের সময় বাড়িয়ে দিলাম।

শ্রী সমর চৌধুরী—ত্রিপুরার সুতি পাট সামান্য এলাকায় উৎপাদন হয়। এখন মরশুম শেষ হয়ে যাচ্ছে সুতি পাট বাজারে আসার। এখন মেস্তা উঠতে শুরু করেছে। পুজার পরেই ব্যাপকভাবে মেস্তা উঠবে। এর মধ্যে ৭৮টি দোকানের মাধ্যমে ৯ হাজার কুইন্টাল পাট কেনা হয়ে গেছে, শুধু মাত্র সোসাইটির মধ্যেমে। জুট কর্পোরেশন হাজার পাঁচেক কুইনটাল কিনেছে। আমরা আশা করব যে আরও ব্যাপকভাবে আরও দোকান খুলে আমরা পাট কিনতে পারব। অন্ততঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত দামে কিনতে পারব। কিন্তু কৃষককে বাঁচাব কি করে? কৃষককে লাভ দেব কি করে? সেই দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায্য দাম দিতে হবে। পাটের মিনিমাম প্রাইস বাড়াতে হবে। বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাতে একটা দেওয়া হয়। সেখানে দেখতে পাচ্ছি ব্যাপকভাবে সমস্ত এনালিস্টরা খুশী হয়ে বিভিন্ন ধরণের বিবৃতি দিতে শুরু করেছেন। এবার খুব ভাল মরশুম। কেন্দ্রীয় সরকার দাম কমিয়ে দিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে শতকরা ৩৩ শতাংশের বেশী পাট কিনতে হবে না। সুতরাং ৩৩ শতাংশের বেশী যদি জে, সি, আই, কিনতে নাও পারে তাহলে আমাদের প্রচুর মুনাফা হবে। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা এবং বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন রিপোর্টে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে আলোচনায় আমরাও কৃষক আন্দোলনের এক সুরে সুর মিলিয়ে বলতে চাই আবার এটা পুনর্বিবেচনা করা হোক। পশ্চিমবঙ্গে এক দিনের শ্রমিক ধর্মঘট করে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে অবিলম্বে এটা রূপায়িত করতে হবে।

পশ্চিমবংগে কয়েক কোটি মানুষ এক দিনের ধর্মঘট করে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে পাটের দাম অবিলম্বে পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের কৃষি মন্ত্রী মাননীয় বুটা সিং স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ, এটা বিবেচনা করা হচ্ছে, শীঘ্রই ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু আমি বলতে চাই, এত দেরী কেন? এক্ষুনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে মেস্তার দাম প্রতি কুইনটাল ৪০০ টাকা, আর পাটের দাম প্রতি কুইনটাল ৬০০ টাকা করা

হল এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অবিলম্বে এটা ঘোষণা করা হউক। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত গ্রামের মানুষের সংগে শহরের শ্রমিকেরাও এজন্য একত্রিত হয়েছে। আমরা জানি যে, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ১০টি জুট মিল বন্ধ হয়ে আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছে যে বন্ধ জুট মিলগুলি অবিলম্বে খুলতে হবে এবং মিলগুলি খুলে পাট কেনার ব্যবস্থা করতে হবে, আর তাহলেই জুট মিলগুলির আরও বেশী পাটের প্রয়োজন হবে। তবু সেই জুট মিলগুলি কেন খোলা হচ্ছে না। আমরা বলব, জুট মিলগুলি খোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে এবং সেগুলিকে চালু করতে হবে, সেগুলি চালু করে কৃষকদের সমস্ত পাট কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের পাটের জন্য ন্যায্য দাম দিতে হবে এবং কৃষকদের তাদের ন্যায্য পাটের দাম পাইয়ে দিতে হবে। সহায়, ১৯৭৮ সালে কমিটি অব পাবলিক আণ্ডার-টেকিংস, তাদের একটা রিপোর্ট পেশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিছু সুপারিশ করেছিলেন, তাদের সুপারিশ ছিল কৃষি পণ্য কমিশন যেভাবে দাম ঠিক করে, সেটা অনেক সময় সঠিক হয় না, সেজন্য কৃষকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নেওয়ার দরকার আছে। ভারতবর্ষে এত গণ সংগঠন আছে, কৃষকদের এত আন্দোলন হচ্ছে, আমি জানি একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ৫২ লক্ষ কৃষক কৃষকসভার সদস্য, আর আমাদের ত্রিপুরাতে সেই সংখ্যা হচ্ছে ৩৬ হাজার, তাছাড়া উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কৃষকসভা সংখ্যা ৪৫ হাজার। কেন এই সমস্ত গণসংগঠন থেকে প্রতিনিধি নেওয়া হচ্ছে না। কেন এই সব গণসংগঠনদের মূল্য দেওয়া হচ্ছে না? কেন একটা জুট করপোরেশান তৈরী করে, সেই এর সমস্ত ব্যবস্থা করবে? তারাতো একচেটিয়া পুঁজিপতি যারা আছে, জুট ব্যারণ যারা আছে, তাদের কিভাবে লাভ হবে, তাদের ইণ্ডাস্ট্রিকে কিভাবে বাড়াবে, সে দিকেই তাদের দৃষ্টি। কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট তৈরী করছে, তাতে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে পাবলিক সেক্টারের পরিকল্পনাগুলি খাটো করে, প্রাইভেট সেক্টারের পরিকল্পনাগুলিকে বড় করছে, ফলে এর বিনিময়ে এ্যাক্সপোর্টের জন্য সমস্ত টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কৃষকদের সংগে তারা নেই, তারা কৃষকদের কোন স্বার্থই দেখছে না। উল্টো কৃষকদের শোষণ করে, কৃষকদের ধ্বংস করার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। আজকে এই পথ থেকে তাদের সরে আসতে হবে। শুধু মুখের কথায় বা মুখের প্রতিশ্রুতিতে কোন কাজ হবে না, আমরা এর আগেও অনেক প্রতিশ্রুতির কথা জানি যেগুলি কোন সময়ে বাস্তবায়িত হয় নি। তাই কাজের মাধ্যমে সেটা দেখাতে হবে। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, কেন্দ্র একটা কাজের সরকার আছেন, কিন্তু গত দুই মাস ধরে কৃষকেরা যে এত আন্দোলন করছে, এত হরতাল করছে, কই তাদের জন্য তো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। কেন কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করছেন যে, পাটের দাম পরিবর্তন করা হল? তাই, স্যার আমরা বলতে চাই যে এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরাতে পাট কেনার ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার যে ভূমিকা নিয়েছেন, বামফ্রন্ট সরকার যে সহযোগীতা সম্প্রসারিত করেছেন, কৃষকদের

প্রতিনিধি যারা বিভিন্ন সোসাইটিগুলিতে আছেন, তারা আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পাট কেনার জন্য যে সচেষ্ট হয়েছে এবং তার মধ্যে ব্যাপকভাবে টাকা যোগান দেওয়ার জন্য জুট কর্পোরেশানকে বাধ্য করতে হবে, পাটের দাম বাড়াতে হবে, কৃষকদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে সেই সংগে সংগে সমস্ত জুট মিলগুলিতে জাতীয়-করণ করতে হবে। তাদের ন্যায্য দাম, তাদের লাভ জনক দাম দিতে হবে। আর এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ যে পথে কৃষকদের সাহায্য হতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার সেই উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে কৃষকেরা তাদের দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আমি এই আবেদনই রাখব যাতে গ্রামের কৃষক সমাজের উন্নতির জন্য তারাও যেন সহযোগিতা করেন, তারা যেন ফরিয়াদের পক্ষে না থাকেন। এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ, আলোচনা শেষ হল। এই সভা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্যরা যে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

এই হাউস অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 14

Name of the Member Shri Subodh Chandra Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state-

১) ইহা কি সত্য যে ভূমি পুন জরীপের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীরা ধর্মনগরের উত্তর পদ্মবিল, দক্ষিণ পদ্মবিল ও ইন্দ্রুরাইল মৌজা এলাকায় ভূমিহীনদের ৩০/৪০ বছরের দখলীয় খাস ভূমি দখলদার হিসাবে উক্ত ভূমিহীনদের নামে রেকর্ড করছেন না ?

২) সত্য হইলে এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

Minister-in-Charge of Revenue Deptt.

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 21

Name of M. L. A. —Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কোন রাস্তায় নতুন করে টি, আর, টি, সি, বাস

রুট চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) আগরতলা ভায়া রানীর বাজার হইয়া বুরাখাঁ পর্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩) থাকিলে কবে নাগাদ ঐ রুটে বাস চালু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

৪) না থাকিলে তাহার কারন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী।

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কোন রাস্তায় নতুন T. R. T. C. বাস রুট চালু করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২) আগরতলা ভায়া রানীর বাজার বুরাখাঁ পর্য্যন্ত T. R. T. C. এর বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) উক্ত রাস্তায় T. R. T. C. বাস সার্ভিস চালু করার কোন প্রস্তাব T. R. T. C. কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন নাই। কারন বুরাখাঁর রাস্তা বড় বাস চলাচলের উপযোগী নহে।

Admitted Starred Question No. 25.

Name of Member :— Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State :—

ক) যে ১৮৯ জন ভূমিহীনকে ভূমিবন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করছেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তদনুযায়ী তাদের খাসভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে কিনা ?

খ) যদি এখনও দেওয়া না হয়ে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত দেওয়া হবে ?

উত্তর

Minister in-Charge of the Revenue Deptt Revenue Minister

ক) এখনও ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই।

খ) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ্যালটমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Admitted Question No. 31.

Name of M. L. A :— Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transpart Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর থেকে জম্পুই হিল ও দামছড়া পর্যান্ত টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়ার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা ?

২। করে থাকলে তাহার ফলাফল কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী :

১। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ত্রিপুরার সর্বস্তরে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি কল্পে পরিবহন দপ্তরের ২৭.২.৮৫. তারিখের পত্র নং এফ, ১৬ (৩)—ট্রেন্স ৮৪ দ্বারা যোগাযোগ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীতও ডাইরেক্টর, টেলি-কমিউনিকেশন, এন, ই, কাউন্সিল এর সাথে দাম ছড়া ও অন্যান্য এলাকায় টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার জন্য পরিবহন দপ্তরের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে।

২। কেন্দ্রীয় সরকার এবং ডাইরেক্টর, টেলি কমিউনিকেশন, এন, ই, কাউন্সিল হইতে আমাদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

ADMITTED STARRED OUESTION. 61

Name of the member :—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১) ৩০-৬-৮৫ ইং পর্য্যন্ত কতজন বর্গাদারের নাম রেকর্ড করা হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব):

২) উক্ত সময় পর্য্যন্ত জমির মালিক মামলা করে কতজন বর্গাদারকে বর্গাস্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করেছেন;

উত্তর

Minster-in-charge of Revenue Deptt-Revenue Ministe.

১) রেকর্ডকৃত বর্গাদারদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

সদর— ১২৪২
খোয়াই—২৮২
সোনামুড়া—৩৭০
কৈলাশহর—৩৩৭
কমলপুর—১৫১০
ধর্মনগর—৩৯৯
উদয়পুর— ৬৬৩
অমরপুর—৩৫
বিলোনীয়া—৩১৯
সাব্রুম—৭২

মোট:—৪২২৯

২) ৭ জন।

Admitted Starred Question No.—65.

Name of the Member :— Sri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১) সরকারী প্রচার দপ্তর হইতে কি কি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে ( পত্রিকার নাম সহ আলাদা আলাদা হিসাব )

২) প্রকাশিত সরকারী পত্রিকা ত্রিপুরার বাইরে পাঠানো হয় কিনা ?

৩) যদি হাঁ হয় তার কোন কোন রাজ্যে কত সংখ্যা পাঠানো হয় তাহার হিসাব ,

উত্তর

প্রচার দপ্তর হইতে ইংরেজী, বাংলা, মনিপুরী, ত্রিপুরী ( ককবরক ) ও চাকমা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, হিসাব নিম্নরূপ :—

১। নতুন ত্রিপুরা ৩০০০ কপি ২। কগতুন ( ককবরক ) ১৫০০ কপি সাপ্তাহিক

৩। ত্রিপুরা চে (মৈথি) ১০০০ কপি ৪। ত্রিপুরা চে (বিষ্ণুপ্রিয়া) ১০০০ কপি ৫। ত্রিপুরা সদর (চাকমা) ১০০০ কপি ৬। ত্রিপুরা টুডে (ইংরেজী) ২০০০ কপি — পাক্ষিক

৭। ত্রিপুরা সংবাদ (দেয়াল পত্রিকা) ৩০০০ কপি — মাসিক

হ্যাঁ।

রাজ্য ভিত্তিক পাঠানো প্রকাশনার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল:

নতুন ত্রিপুরা (বাংলা)

পশ্চিমবঙ্গ—১০৪, আসাম—১৩, অরুনাচল প্রদেশ—১, মেঘালয়—১, দিল্লী—২।

কগতুন (ককবরক)

পশ্চিমবঙ্গ—৩, আসাম—৯, মহারাষ্ট্র—১, মেঘালয়—১।

ত্রিপুরা চে (মৈথি)

মণিপুর—১৫৬, বিহার—১, আসাম—৮০, মেঘালয়—২, পশ্চিমবঙ্গ—৭, উত্তরপ্রদেশ—২, দিল্লী—১, মিজোরাম—১, বাংলাদেশ—১।

ত্রিপুরা চে (বিষ্ণু প্রিয়া)

উত্তরপ্রদেশ—১, আসাম—১৭৮, মণিপুর—৪, মেঘালয়—২১, নাগাল্যাণ্ড—৪, গুজরাট—১, পশ্চিমবঙ্গ—৪, অরুণাচল প্রদেশ—১, কর্ণাটক—১।

ত্রিপুরা সদক (চাকমা)

দিল্লী—১, আসাম—৪, অরুণাচল প্রদেশ—৭, পশ্চিমবঙ্গ—২, মিজোরাম—১২।

ত্রিপুরা টুডে (ইংরাজী)

তামিলনাড়ু—৭৩, রাজস্থান—১০০, আন্দামান—২, উড়িষ্যা—৩০, অন্ধ্রপ্রদেশ—৬৩, বিহার—৭১, গোয়া—৫, পাঞ্জাব—২৬, মণিপুর—১১, মধ্যপ্রদেশ—৪৯, জম্মু ও কাশ্মীর—১০, হিমাচল প্রদেশ—৬, গুজরাট—৪৫, লাক্ষাদ্বীপ—১, নগরহাবেলী—১, মিজোরাম—১, সিকিম—১, কেরালা—১২৪, পশ্চিমবঙ্গ—১৫০, মহারাষ্ট্র—৭৭, উত্তর প্রদেশ—১০৯ কর্ণাটক—৩৫, দিল্লী—২৪১, আসাম—৪৩, পণ্ডিচেরী—৩, চণ্ডীগড়—৪, অরুণাচল প্রদেশ—৩ নাগাল্যাণ্ড—২, মেঘালয়—৮, হরিয়ানা—১৩।

ত্রিপুরা সংবাদ (দেয়াল পত্রিকা)

পশ্চিমবঙ্গ—৫৭, দিল্লী—১।

## Admitted Starred Question No. 90

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১) ১৯৮৫ সালের জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা কত, (মহকুমা কুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) ঐ সকল ভূমিহীনদের মধ্যে কত পরিবার দীর্ঘদিন যাবত খাস ভূমি দখল ও চাষাবাদ করিতেছে,(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩) উক্ত ভূমিহীনদের দখলীয় যানভূমির মালিকানা সত্ব না দেওয়ার কারণ কি ?

৪) অমরপুরে বীরগঞ্জ রাঙ্গামাটি, বামপুর, দেববাড়ী গাংকাং এবং অমরপুর নোটিফায়েড এলাকার কয়েকশত ভূমিহীনদের দখলিকৃত যানভূমি মালিকানা সত্ব দেওয়ার ব্যপারে ১৯৭৮ সালে জরীপ Allotment দেওয়ার জন্য সরকারী পর্যায়ে প্রস্তাব দেওয়া সত্বেও আজ পর্যান্ত ঐ সকল খাস ভূমির দখলদারদের মালিকানা সত্ত্ব না দেওয়ার কারণ কি,

৫) কবে নাগাদ ঐ সকল প্রস্তাবকৃত দখলদারদের মালিকানা সত্ব দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt.—Revenue Minster,

রেজিষ্টকৃত ভূমিহীন পরিবারের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| সদর— | ২৮,২১২ | ধর্মনগর— | ১১,১১১ |
| খোয়াই | ১৫,০২০ | উদয়পুর | ৮৫৭৭ |
| সোনামুড়া | ১৪,৩৮৯ | অমরপুর | ১০,২২৮ |
| কৈলাশহর | ১৪,৪১৬ | বিলোনীয়া | ৯,১৯২ |
| কমলপুর | ১১,৩৩১ | সাব্রুম | ৬,৫৩৬ |

২ এবং ৩) উহাদের মধ্যে কত পরিবার খাস ভূমি দখল করিত তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় বিস্তারীত তদন্ত সাপেক্ষ। তবে যাহাদের দখলে যারা ভূমি আছে তাহারা ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার উপযুক্ত হইলে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবারের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| সদর | ১০,৪৯২ | কমলপুর | ৪,৩৩৫ |
| খোয়াই | ৫,৫৩৪ | ধর্মনগর | ৭,৭১৯ |
| সোনামুড়া | ৩,০৩৪ | উদয়পুর | ৩,৩৫৯ |
| কৈলাসহর | ১০,০৮৫ | বিলোনীয়া | ১০,০৯৮ |
| অমরপুর | ২,৭৬৯ | সাব্রুম | ৩,১০০ |

৪) বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ২৪৬টি ক্ষেত্রে এ্যালটমেন্ট দেওয়ার জন্য সরকারী অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ১৯৯টি এ্যালটমেন্টের প্রস্তাব মহকুমা এ্যালটমেন্ট কমিটি সম্প্রতি অনুমোদন করিয়াছেন।

৫) উক্ত ২৪৬টি ক্ষেত্রে এ্যালটমেন্টের আদেশ দেওয়া হইতেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No.—115.

Name of the Member :—Sri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

১। পশ্চিম ত্রিপুরা মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থার (F. F. D. A West Tripura) ফিসারী লোন স্কীম ও কয়েকটি স্থানে প্রশিক্ষন দান কর্মসূচী ছাড়া সারা বছর আর কোন্ কোন্ কর্মসূচী কোথায় চালু আছে ?

২। উক্ত এফ. এফ. ডি. এ (West Tripura)'র জন্য নিযুক্ত গাড়ীটি প্রতিদিন কত ঘন্টা সংস্থার চেয়ারম্যানের কাজে ও কত ঘন্টা সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয় ?

১। সমগ্র পশ্চিম ত্রিপুরা জিলায় মৎস্যচাষীদের মৎস্য চাষের জন্য ঋণ ন্যাস সম্পর্কিত প্রকল্পের কাজ এবং বিভিন্ন স্থানে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ দান সম্পর্কিত প্রকল্পের কাজ এবং বিভিন্ন স্থানে মৎস্য চাষী ও ঋণ গ্রহীতাদের আধুনিক মৎস্য চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও সংস্থাকে যেসব অত্যাবশকীয় কর্মসূচী অনুসরণ ও রূপায়ন করিতে হয় তাহা এইরূপ :—

ক) মৎচাষীদের মৎস্যচাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও মাছ ধরার জাল ভর্তুকিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা,

খ) বিনামূল্যে ও ভর্তুকিতে উপযুক্ত মৎস্যচাষীদের মধ্যে মৎস্য প্রজননের জন্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা,

গ) মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য মৎস্য চাষীদের বিশেষ সহায়তা করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করা

ঘ) ঋণপ্রাপ্ত প্রত্যেক মৎস্যচাষী ঋণের টাকা যথাযথ ব্যবহার করিতেছেন কিনা এবং কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। কিনা এবং তাহার জন্য গ্রাম প্রধানের মারফত যোগা-যোগ করা এবং সম্ভবস্থলে মৎস্যচাষীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা,

২। গাড়ীটি সর্বক্ষণ সংস্কার কাজেই ব্যবহৃত হয়।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 192

Name of the Member : Sri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fishery Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট মিনিব্যারেজগুলিতে মৎস্যচাষের জন্য সম্পূর্ণ আর্থিক ভর্তুকিতে বিভিন্নভাবে সুযোগসুবিধা দিয়ে রাজ্যের উপজাতি মৎস্যচাষীদের আর্থিক উন্নতির সহায়তা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

## A N S W E R.

১। বর্ত্তমানে মিনিব্যারেজগুলিতে প্রথম বৎসরের জন্য বিনামূল্যে মাছের চারা পোনা বিতরণ করা হচ্ছে যাতে উপজাতি দখলকার মাছের চাষে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তার আর্থিক উন্নতি হয়।

২। এই কর্মসূচী এখনই চালু আছে। অতএব নূতন করে কার্য্যকরী করার প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

## Admitted Starred Question No.123.

Name of the Member : Sri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fishery Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় রেজিষ্ট্রিকৃত ফিসারী কো-অপারেটিভের সংখ্যা কত ? (৩১-৭-৮৫ইং পর্য্যন্ত) ;

২। উক্ত ফিসারী কো-অপারেটিভগুলির মধ্যে বর্তমানে কোন কোন ব্লকে কতগুলির কাজকর্ম সঠিকভাবে চলছে ?

৩। ১৯৮৫-৮৬ইং সনের আর্থিক বৎসরে উক্ত ফিসারী কো-অপারেটিভের মাধ্যমে রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে রেজিষ্ট্রিকৃত ফিসারী কো-অপারেটিভের সংখ্যা ১২০ টি।

২। বিভিন্ন ব্লকে এবং ব্লক বহির্ভূত এলাকায় যে সকল ফিসারী কো-অপারেটিভের কাজ বর্ত্তমানে চলছে তাহার সংখ্যা নিম্নরূপ :- ব্লক/ব্লক বহির্ভূত এলাকার নাম ফিসারী কো-অপারেটিভের সংখ্যা

| | |
|---|---|
| কুমারঘাট | ৬ |
| ছামনু | ৫ |
| সালেমা | ৫ |
| পানিসাগর | ৩ |
| কাঞ্চনপুর | ২ |
| মোহনপুর | ৯ |
| খোয়াই | ৩ |
| তেলিয়ামুড়া | ২ |
| বিশালগড় | ১৬ |
| জিরানিয়া | ৬ |
| মেলাঘর | ৫ |
| আগরতলা পৌর এলাকা | ৪ |
| মাতারবাড়ী | ১৩ |
| বগাফা | ৩ |
| রাজনগর | ১১ |
| সাতচাঁদ | ৬ |
| অমরপুর | ৬ |
| ডম্বুরনগর | ৩ |
| মোট | ১০৮ |

৩। ১৯৮৫-৮৬ইং সনে এ পর্য্যন্ত কোন ফিসারী কো অপারেটিভ সোসাইটিকে কোন টাকা দেওয়া হয়নি।

Admitted Starred Queastion No. 124.
Name of the Member : Sri Rudreswar Das
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fishery Department be pleased to state—

১। ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মৎস্যজীবিদের মধ্যে বিনামূল্যে নাইলন সূতা বিলি করার কোনরূপ সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে, এ বিষয়ে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, আছে।

২। মৎস্যজীবিদের মধ্যে বিনামূল্যে নাইলন সূতা বিলির উদ্দেশ্যে ব্লক ভিত্তিক তালিকা তৈরী করা হচ্ছে। এই তালিকার ভিত্তিতে ১৯৮৫ ৮৬ ইং সনে সূতা বিতরন করা হবে।

ADMITTED STARRED QUESTION. NO 125

Name of the Member : Sri Rudreswar Das.

Will the Hon 'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

১। রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং খাসভূমিতে যে সমস্ত জলাশয় আছে তাহা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মৎস্যজীবি ও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এই রকম কতগুলি জলাশয় মৎস্যজীবি ও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ৮২টি জলাশয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ইজারা দেওয়া হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 135.

Name of the Member :—Shri jawhar Shaha, M. L. A.
Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১। অমরপুর মহকুমায় ১৯৮৫ সালের ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত সিলিং বহির্ভূত ভূমির পরিমাণ কত, (গাঁওপঞ্চায়েত ও শহরের পৃথক হিসাব)

২। উক্ত শিলিং বহির্ভূত ভূমিতে কতগুলি পরিবার বসবাস করিতেছে; এবং

৩। যে সমস্ত পরিবার উক্ত শিলিং বহির্ভূত ভূমিতে বসবাস করিতেছে তাহাদেরকে দখলিকৃত ভূমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হইবে কিনা;

৪। যদি দেওয়া হয় তবে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৫। না দেওয়া হলে তাহার কারণ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department Revenue Minister.

১। ১৪৭.৪৮ একর, শহর এলাকায় শিলিং বহির্ভূত কোন ভূমি নাই।

২। ৯৫টি পরিবার।

৩। প্রত্যেক পরিবারকেই ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 200

Name of M. L A—Shri Rasik Lal Roy

Name of Minister-Minister-in-charge of L. S. G. Department

প্রশ্ন

১। (ক) ইহা কি সত্য যে দোমোহনী নোটিফায়েড কমিটির মেয়াদ আরও তিন বৎসরের জন্য Extension করা হয়েছে?

(খ) সত্য হইলে তাহার কারণ?

উত্তর

১। (ক) দোমোহনী নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির ২য় পর্যায়ে নিযুক্তির ... মেয়াদ ১৯৮৫ ইং সনের ৬ই জুলাই তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায়।

(খ) বঙ্গীয় পৌর আইনের নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী বর্তমান বছরের ৭ই জুলাই হইতে নূতন কমিটি পুনর্গঠন করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 22

Name of M. L. A. Syed Basit Ali.

Name of Minister—Minister-in-charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর শহর উন্নয়নে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন?

২। উক্ত শহরের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা তরান্বিত করার ব্যপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। কৈলাশহর শহর এলাকা উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার উক্ত শহরকে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং জন-প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীগণকে নিয়া নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটি সরকার প্রদত্ত অনুদানের সাহায্যে শহরের রাস্তাঘাট এবং নর্দমা নির্মাণ ও সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহ। রাস্তা ঘাট বৈদ্যুতিকরন, বাজার উন্নয়ন, টাউন হল, শ্মশান ঘাট, রিকসা ষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ, ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ প্রভৃতি কাজ হাতে নিয়েছেন। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ঋণের সাহায্যে একটি হকার্স কর্ণার নির্মাণের কাজ শুরু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, কৈলাসহর শহরকে উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত কার্য্য রূপায়নে অধুনা কেন্দ্রীয় সরকার ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিতে সম্মত হইয়াছেন। উক্ত প্রকল্প অনু-যায়ী নিম্নলিখিত কাজ সম্পন্ন হইবে।

১। কৈলাশহরে বে-সরকারী যানবাহনের জন্য বাস ষ্টেশন নির্মাণ ও উন্নয়ন।

২। T. R. T. C-র জন্য Terminal Bus Station নির্মাণ ও উন্নয়ন।

৩। শহরের রাস্তা ঘাট উন্নয়ন।

৪। বৌলাপাশাতে একটি নূতন বাজার স্থাপন।

৫। বৌলাপাশাতে একটি হরিজন কলোনী নির্মাণ।

৬। কাচারঘাটে অনগ্রসর শ্রেণীর লোকের জন্য একটি কলোনী নির্মাণ।
সপ্তম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯০৬৫৮৭ইং সনে ভূমিহীন দুর্বলতর শ্রেণীর লোকের জন্য ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০টি বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ও UNICEF-এর অর্থানুকুল্যে সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্বলতর শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলাকে নির্বাচিত করা হইয়াছে এবং উক্ত জেলার অন্য ২টি শহরসহ কৈলাশহর শহরকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

২। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কৈলাশহর শহরের জল নিস্কাশনের সামগ্রিক পরিকল্পনা রূপায়ন সম্ভব হয় নাই। HUDGO হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া শহরের জল নিস্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রকল্প স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা তৈরী করান হইয়াছে এবং উক্ত প্রকল্প শীঘ্রই HUDCO কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইবে। ইহা ছাড়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নিম্ন বর্ণিত নর্দমাগুলি খনন ও সংস্কার করিয়াছে।

ক) কৈলাশহর শহরে কাঁচা নর্দমা খনন।

খ) পূর্ব গোবিন্দপুর এবং কাজীর গাঁও এলাকায় পাকা নর্দমা নির্মাণ।

গ) গোবিন্দপুর এবং কাজীর গাঁও এলাকায় ১৯৮৪-৮৫ সনে কাঁচা নর্দমা নির্মাণ করা হইয়াছে।

ঘ) শহর এলাকার একাংশ ও কৈলাশহর বাজার এলাকাতে পাকা Drain নির্মাণ।

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরা জিলার কলাশহর বিভাগের সঙ্গে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের সঙ্গে আকাশ পথে যাতায়াত ব্যবস্থা পুনর্বার চালু করার বিষয়ে কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন কি?

২) করিয়া থাকিলে তাহার ফলাফল কি?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী

১) হ্যাঁ আগরতলা কমলপুর কৈলাশহর রুটে বায়ুদূত সার্ভিস পুনরায় চালু করিবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৩/১১/৮৪ ইং তারিখের এক ব্যক্তিগত পত্র মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অ-সামরিক পরিবহন মন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,

২) এই যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে Ashok Ghalot রাষ্ট্রমন্ত্রী গত ৮/৩/১৯৮৫ ইং তারিখের পত্রে জানান যে কলিকাতা—কৈলাশহর রুটে বায়ুদূত বিমান পরিবহন পুনঃবার 'DORNIER' Aircarat দ্বারা চালু করার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO 262

Will of thé Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত লাটিয়াছড়া ও বড়জলা মৌজায় ১৯৮০ সন হইতে ১৯৮৫ সনের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে কত জনের ভূমি নামজারী করা হইয়াছে।

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department Revenu Minister

উত্তর

১) লাটিয়াছড়া— (ক) উপজাতি—৬৮ জন
(খ) অ-উপজাতি—২৮ জন

২) বড়জলা— (ক) উপজাতি—১১১ জন
(খ) অ-উপজাতি—৩৫৭ জন

Admitted Starred Q.No :—966

Name of the member :— Sri Buddha Debbarma,

Will the Hon'ble minister-in-Charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism- Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি বিষয়ক ও পর্যটন দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রিপুরা কগতুন সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা কত ?

২। কিসের ভিত্তিতে এবং সমাজের কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছে পত্রিকাটি বিতরণ করা হয়।

৩। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১। কগতুন পত্রিকার সাপ্তাহিক প্রচার সংখ্যা ১৫০০ কপি।

২। মহকুমা ও ব্লক স্তরের অফিসার তাদের এলাকায় কগতুন পত্রিকার চাহিদা অনুযায়ী তালিকা পাঠান। তাছাড়া পত্রিকা সম্পাদকের তত্বাবধানে তালিকা ঠিক করা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি বা সংস্থা পত্রিকা পাওয়ার জন্য আবেদন করিলে উহাও সময় সময় বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা, ট্রাইবেল প্রধান, উচ্চ, এবং মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এস, ডি, ও, বি, ডি: ও, ট্রাইবেল স্টুডেন্ট (আবাসিক যারা থাকেন) তথ্য কেন্দ্র, উপতথ্য কেন্দ্র, লাইব্রেরী এবং মহকুমা স্তরে ও টি, ডি, ব্লকে দপ্তরের যে জনসংযোগ আধিকারিকগণ আছেন তাদের কাছে ঐ এলাকার বিতরণের জন্য পাঠানো হয়।

৩। আছে।

Starred Question No.—277

Name of M. L. A. : Sri Nagendra Jamatia.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। উদয়পুর হইতে গন্ডাছড়া বাজার পর্যন্ত TRTC বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না .

২। থাকিলে, কবে নাগাদ তাহা চালু করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী :

১। উদয়পুর হইতে গন্ডাছড়া বাজার পর্যন্ত TRTC বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—290

Name of the Member :— Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing and Stationery Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা সরকারের গেজেট বন্টনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি নীতির কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না ; এবং

২। যদি হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি কি ?

ANSWER

Minister, Printing & Stationery Department.

১। নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO, 305

Name of the Member : - Shri Fayzur Rahaman, M L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার ইছাই লালছড়া তহশীলের ৪টি কবর খলার জায়গা বিভিন্ন লোকের নামে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে;

২। সত্য হলে উক্ত এ্যালটমেন্ট বাতিল করে কবর খলার নামে পুনরায় রেকর্ডভুক্ত করা হবে কিনা ?

### ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE REVENUE DEPTT. REVENUE MINISTER.

কবরখলা হিসাবে রেকর্ডভুক্ত ভূমিতে কোন এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন ওঠে না।

## Admitted Starred Question No. 309

Name of Member :— Shri Fayzur Rahaman, M L. A.

Will the Hon'b'e Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to State

১। রাজ্যের যে সমস্ত মহকুমার ওয়াকফ সম্পত্তি এখনও গেজেট নটিফিকেশন হয় নাই সেই সকল সম্পত্তি কত দিনের মধ্যে গেজেট নটিফিকেশন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

### ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. Revenue Minister

১। একমাত্র সদর মহকুমার ওয়াকফ সম্পত্তির নোটিফিকেশন বাকী আছে। এই মহকুমায় জরীপ কার্য্য চলিতেছে। জরীপের কাজ শেষ হইলেই নোটিফিকেশন করা হইবে।

Admitt. S. Q. No :— 307

Name of Member :— Sri Fayzur Rahamam.

Will the Hon'ble Minister—in Charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to State

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। আগামী আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মোট কয়টি তথ্য কেন্দ্র, উপতথ্য কেন্দ্র লোক রঞ্জন শাখা এবং কয়টি পল্লীবেতার গোষ্ঠি খোলা হবে বলে আশা করা যায় ? | আগামী আর্থিক বৎসরের পরিকল্পনা রচনার সময়ে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। |

Admitted starred Q. No. 314

Name of the M. L. A.: -Shri Diba Chandra Hrankhal, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমানে রাজ্যে উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তর জমি ফেরৎ দেওয়ার কাজ বন্ধ হয়ে আছে ?

২। সত্য হয়ে থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Rev. Deptt. Revenue Minister.

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Q. No. - 315

Name of Member : Sri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state.

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। অল ইণ্ডিয়া রেডিও, আগরতলা কেন্দ্র থেকে পৃথক মিটার বেণ্ডে ত্রিপুরার সমস্ত প্রোগ্রামের অর্ধ সময় ব্যাপি উপজাতিদের প্রোগ্রাম চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট | এমন কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে নাই। |

কোন প্রকারের আবেদন করিবেন কিনা ?

২। হলে তাহা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়। — প্রশ্ন উঠে না।

৩। না করা হলে তার কারণ? — প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Q. No. 342.

Name of M L. A. — Shri Matilal Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর – কুমারঘাট রেল পথের নির্মাণকার্য কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে রাজ্য সরকার তা অবগত আছেন কিনা ?

২। ঐ কাজ কবে পর্যন্ত সম্পন্ন হবে এমন তথ্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পেয়েছেন কিনা ?

৩। এই কাজের এত বিলম্বের কারণ কি তাহা রাজ্য সরকার অবগত আছেন কিনা ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী:—পরিবহনমন্ত্রী,

১। ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল পথের নির্মাণ কার্যের শতকরা ৪০ ভাগ (চল্লিশ) ১৫।৩।৮৫ ইং তারিখে শেষ হইয়াছে।

২। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ এই বিলম্ব হওয়ার কারণ।

প্রশ্ন

Admitted starred question No. 352

Name of Minister-Minister-in-charge of L. S. G. Department

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কাজের সুবিধার্থে নোটিফায়েড এরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। থাকিলে কোন কোন এলাকাকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কুমারঘাট, তেলিয়ামুড়া, মেলাঘর ও মনুবাজার এলাকাকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted unstarred question no—4 ANNEXURE 'B'

Name of the Member— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Honourable Minister-in.Charge of ICA F. Deptt.be Pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি উপতথ্য কেন্দ্র পল্লীবেতারগোষ্ঠী ও লোকরঞ্জন শাখা খোলা হবে বলে আশা করা যায়। (তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। খোয়াই মহকুমার সোনাতোপা ও পংডমুড়া গ্রামে লোকরঞ্জন শাখা খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

এই বছর কোন উপতথ্য কেন্দ্র ও পল্লীবেতারগোষ্ঠী খোলার প্রস্তাব নাই।

১০০'টি লোকরঞ্জন শাখা খোলার প্রস্তাব রয়েছে।

কোথায় কোথায় লোকরঞ্জন শাখা খোলা হবে তা এখনও ঠিক হয় নাই

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO—7.

Name of the Mamber :—Shri Subodh Chandra Das,

Will the Hon'bte Minister-in.Charge of the Revenue Departmnt be Pleased to State.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে মে পর্যন্ত ধর্মনগরের কোন কোন রেভিনিউ মৌজায় ভূমি পুনজরিপের কাজ শেষ হয়েছে: এবং

২। ১৯৮২ইং সন হইতে উক্ত সময়ের মধ্যে কোন মৌজায় মোট কতটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে মোট কি পরিমাণ ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

Minister.in.Charge of TheRevenue Departmen:

১। ৬টি মৌজায় যথা :— ১) বীরচন্দ্রনগর, ২) রানীবাড়ী, ৩) করাইছড়া, ৪) বাগাইছড়া, ৫) নীবনছড়া এবং ৬) পশ্চিম হাফলং।

২) ভূমি বন্দোবস্তের সংখ্যা ও পরিমান নিম্ন তালিকায় দেওয়া হইল—

ভূমিহীন ও গৃহহীন

| মৌজার নাম | ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা | ভূমির পরিমাণ | পরিবারের সংখ্যা | ভূমির পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১) বীরচন্দ্র নগর | ৭ | ২.০১ | ১৫ | ৩৫.০৮ |
| ২) করাইছড়া | — | — | ৫ | ১১.৮২ |
| ৩) বগাইছড়া | — | — | ৬ | ১৭.১২ |
| ৪) নবীন ছড়া | ৯ | ৫.০২ | ৩১ | ৮১.০০ |
| ৫) পশ্চিম হাফলং | ৪ | ০.৫৯ | ২৫ | ৪৩.৪২ |
| ৬) রাণীবাড়ী | ৩ | ০.৬০ | ৩ | ০.৬০ |
| | ২৩ | ৮.২২ | ৮৫ | ১৯০.০৪ |

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 12

**Name of the Member :—** Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be Pleased to State.

১। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় জাতি এবং উপজাতি ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা কত। ( আলাদা আলাদা হিসাব )

২। ঐ সকল ভূমিহীন পরিবারদের মধ্যে কতজন জাতি এবং কতজন উপজাতি ভূমিহীন পরিবারকে ১৯৮২ সন থেকে ৩১/৫/৮৪ পর্যন্ত ভূমি বন্দোবস্ত বা পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ,

৩) যাহারা ভূমিহীন হিসাবে আজও পুনর্বাসন বা জায়গার বন্দোবস্ত পান নাই তাদেরকে ভূমি বন্দোবস্ত বা পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

Minister in Charge of Rev, Deptt —Revenue Minister

১।

| | পরিবারের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | জাতি | উপজাতি |
| ১। | ১৩,৪৬৬ | ৩৫,২০৭ |
| ২। | ১,৩৪১ | ১১,৫৭৯ |

৩। উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Unstarred Q. No—13.

Name of the Member :— Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Information Cultural Affairs & Toursm be Pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে তথ্য কেন্দ্র ও উপতথ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত?

২। এই কেন্দ্রগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত:

৩। কল্যাণপুর উপতথ্য কেন্দ্রটিকে তথ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

৪। থাকিলে কবে নাগাদ উহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৫। না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১। তথ্য কেন্দ্র ১১টি। উপতথ্য কেন্দ্র ৪১টি।

২। সারা রাজ্যে বিভিন্ন মহকুমায় অবস্থিত। (এ কেন্দ্রগুলির অবস্থিত ঠিকানা সঙ্গে গাঁথিয়া দেওয়া হল।)

৩। আছে।

৪। চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যেই কার্যকর করার চেষ্টা চলছে।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

NAME & ADDRESSES OF SUB-INFORMATION CENTRE

SADAR SUB-DIVISION

1. Sachindra Kr. Saha, Secretary, mandaibazar Sub-Information Centre, PO. Mandaibazar, Agartala, West Tripura.

2 Sri Haradhan Saha, Secretary Champaknagar Sub-Information Centre, P O. Champaknagar, Agartala, West Tripura.

3. Sri Nagendra Ch. Deb, Secretary, Madhupur Sub-Information Centre, P.O. Madhupur Agartala, West Tripura.

4. Sri Nandadulal Das, Secretary, Debipur Sub-Information Centre, P.O. Debipur, Agartala, West Tripura.

5. Sri Bishnupada Deb, Secretary Bikramnagar Sub-Information Centre. P.O. Shekerkote, Agartala, West Tripura.

6. Sri Jaharlal Mallik, Secretary, Nripendranagar Colony, Sub-Information Centre, P.O. Bodhjungnagar, Agartala, West Tripura.

7. Sri Dipu Sutradhar, Secretary, Kalagachia Bazar, Sub-Information Centre, P.O. Sidhai, Agartala, West Tripura.

8. Sri Dhirendra Ch. Paul, Secretary Tulabagan Sub-Information Centre P.O. Uttar Debendranagar, Agartala, West Tripura.

9. Sri Subrata Chakraborty, Secy. Jampaijala Sub-Information Centre P.O. Jampaijala, Agartala, West Tripura.

10. Sri Ajit Bhowmik, Secretary, Durganagar Sub-Information Centre P.O. Krishnakishorepur, Agartala, West Tripura.

11. Sri Babuchand Singha, Secretary, Baidyardighi Sub-Information Centre, P.O. Chandranagar, Agartala, West Tripura.

12. Sri Gouranga Podder, Secretary, Raghunathpur Sub-Information Centre. P.O. Bishalgarh, Agartala, West Tripura.

13. Sri Gobinda Datta, Secretary, Kalinagar Sub-Information Centre, PO. Ranirbazar, Agartala, West Tripura.

14. Sri Subhash Dey, Secretary, Kheyerpur Sub-Information Centre PO. Old Agartala, West Tripura.

15. Sri Janna DebBarma, Secretary Baldakhal Sub-Information Centre PO. Old Agartala, West Tripura.

16. Sri Binoy Debnath, Secretary Chesrimai Sub-Information Centre PO. Dakhin Charilam, Agartala ( Sadar ) West Tripura.

17. Sri Patita Paban Deb Barma Secretary, Hazamara Sub-Information Centre, PO. Kalachara, Tea Estate, Sadar (Agartala) West Tripura.

18. Sri Pulin DebBarma, Secretary Barkathalia Sub-Information Centre, PO. Barkathalia, Sadar, (Agartala) West Tripura.

19. Sri Dhirendra Sarkar Secretary Sachindranagar Colony Sub-Information Centre, PO. Sachidranagar Sadar, (Agartala), West Tripura.

20. Sri Ranendra Das Gupta, Secretary, Mohanpur Sub-Information Centre, PO. Mojlishpur, Sadar (Agartala), West Tripura.

21. Sri Bikram Deb Nath, Secy. Nalgaria Sub-Information Centre, PO. Ranirbazar Sadar (Agartala) West Tripura.

22. Sri Arabinda Chakraborty, Secy, Jagaharimura Snb-Information Centre, PO. Jagaharimura Sadar (Agartala), West Tripura.

23. Sri Bhusan Sarkar Secretary, Narayanpur Sub-Information Centre, PO. Airport, Sadar (Agartala), West Tripura.

24. Sri Kajal Goswami, Secretary, Bishramganj Bazar Sub Information, Centre, PO. Bishramganj, Sadar (Agartala), West Tripura.

Sadar Sub-Division.

25. Sri Harisankar Shil, Secretary, Vidyasagar Sub-Information Centre. Po. & Vill. Jogendranagar, Sadar ( Agartala ), West Tripura.

2 . Sri Pradesh Ch. Roy, Secretary, Golaghati Sub-Information Centre, PO. Golaghati, Sadar ( Agartala ), West Tripura.

27. Sri Santosh Saha, Secretary, Malaynagar Sub-Information Centre, PO. Renters Colony, Sadar ( Agartala ), West Tripura.

28. Sri Bhupati Deb Barma, Secretary, Takarjala Sub-Information Centre, PO. Takarjala, Sadar ( Agartala ) West Tripura.

29. Sri Amaresh Bhattacharjee, Secy. Dakshin Barjala Sub-Information Centre, PO. Barjala, Sadar ( Agartala ), West Tripura.

30. Sri Nihar Choudhury, Secretary, East Pratapgar. Sub-Information Centre, PO. East Pratapghar. Sadar, ( Agartala ) West Tripura.

31, Sri Santi Ranjan Bhowmik, Secy. Natunnagar Sub-Information Centre, PO. Natunnagar, Sadar, ( Agartala ), West Tripura.

32. Sri Bimal Ghosh, Secretary, Kamalghat Sub-Information Centre, P O, Kamalghat, Sadar ( Agartala ), West Tripura.

33. Sri Sunil Deb, Secretary, Gandhigram, Sub-Information Centre, PO. Gandhigram, Sadar, (Agartala) West Tripura,

34. Sri Subodh Sutradhar, Secy, Berimura Sub-Information Centre. PO. Berimura, Sadar ( Agartala ) West Tripura.

35. Sri Sunil Kapali, Secretary, Lankamura Sub-Information Centre, PO. Lankamura, Sadar, ( Agartala ) West Tripura,

36 Sri Ajit Debnath, Secretary, Kobrakhamar Sub-Information Centre, PO, Durganagar, Sadar, ( Agartala ) West Tripura.

Sadar Sub-Division.

37. Sri Gopal Ch. Roy, Secretary, Katlamara Sub-Information Centre, PO. Simna, Sadar, (Agartala) West Tripura.

38. Sri Surjya Singh, Secretary, Narayan Khamar sub-Information Centre. PO shekerkote, sadar, ( Agartala ) West Tripura

39. sri Rabi Ranjan Chatterjee, secretary Abhoynagar, sub Information Centre, PO. Abhoynagar. sadar, ( Agartala ) West Tripura.

40. sri Pradip Kr. Bhowmik, secy. Amtali sub-Information Centre, PO. Amtali, sadar, ( Agartala ) West Tripura,

41 sri Janardhan singha, secretary, Gopinagar, sub-Information Centre, PO. Kaikalia, sadar, ( Agartala ) West Tripura.

42 sri swadesh Chakraborty, secretary, Bhattapukur, sub-Information Centre, PO. Arundhutinagar, sadar, ( Agartala ) West Tripura

43 Sri Chandandas Niyogi, Secy, Kalikapur Sub Information Centre, PO, Ramnagar, Sadar, ( Agartala ) West Tripura.

44 Sri Kalipada Das, Secretary, Joypur sub-Information Centre, PO. Agartala, sadar, West Tripurr.

45 sri Joydeb Roy, secretary, Arundhutinagar sub-Information Centre, P. O. Arundhutinagar, sadar, ( Agartala ) West Tripura.

46. sri Drishna Ch. saha, secretary, Lalsinghmura sub-Information Centre PO Lalsinghmura sadar, (Agartala) West Tripura.

47. Sri Dual Bhattacherjee, Secy. East Badharghat Sub-Information PO. Sidhi Ashram, Sadar (Agartala) West Tripura,

48. Sri Ashok Chakraborty. Secy. Dukli Sub Information Centre, PO. Madhuban, Sadar (Agartala), West Tripura.

49. Sri Harimohan Deb Nath, Secretary, Ishanpur Sub-Informa-Centre, PO. Ishanpur, Sadar (Agartala), West Tripura.

50. Sri Nikhil Ch Saha Secretary, PO. Bimangarh, Sub-Information Centre, PO. Bimangarh, Sadar (Agartala), West Tripura.

51. Sri Sankar Chakraborty, Secy. Lembuchera Sub-Information Centre, PO. Meghlipara, Sadar (Agartala), West Tripura.

52. Sri Sukhendu Chakraborty, Secretary, Sub-Information Centre, Mohanpur, Sadar (Agartala), West Tripura.

53. Sri Jogendra Ch. Das, Secy. Banisangha Sub-Information Centre, PO. Old Agartala, Sadar (Agartala), West Tripura.

54. Sri Prasanna Deb Barma, Secy. Patnibazar Sub-Informaton Centre, PO. Patnibazar Sadar, (Agartala) West Tripura.

55. Sri Keshab Bhattacherjee, Secy. Ranirbazar Sub-Information Centre, PO Ranirbazar, Sadar (Agartala) West Tripura.

56. Sri Amulya Deb Nath, Secy. Charilambazar Sub-Information Centre, PO. Charilam, Sadar (Agartala). West Tripura.

57. Sri Baishak Ch. Deb Barma Secy. Baishak Ch. Para Sub-Information Centre, PO. Lefunga, Sadar (Agartala), West Tripura.

58. Sri Ram Ch. Deb Barma Secy. Chankhol Sub-Information Centre, PO. Sanamurabazar, Sadar (Agartala), West Tripura.

59. Sri Satya Priya Choudhury, Secy, Gabardi Sub-Information Centre, PO. Gabardi, Sadar (Agartala), West Tripura.

60. Sri Sushenlal Singha, Secy. Ranjitnagar Sub-Information Centre, PO. Gabardi, Sadar (Agartala), West Tripura.

61. Sri Nepal Ch. Shil, Secretary, West Pashamighat Sub-Information Centre, PO. Agartala, Sadar, West Tripura.

62. Sri Bhajan Chakraborty, Secy. Rampur (Gangail Road) Sub-Information Centre, PO. Ramnagar, Sadar, (Agartala), West Tripura.

63. Sri Bishnupada Acherjee, Secy West Pratapgarh Sub-Information Centre, PO. Arundhutinagar, Sadar, Agartala, West Tripura.

64. Sri Tapash Bhattacharjee, Secy, North Badharghat Sub-Information Centre, PO. Arundhutinagar, Sadar (Agartala), West Tripura.

65. Sri Jagat Deb Barma, Secretary, Dhariathal Sub-Information Centre, PO. South Charilam, Sadar (Agartala), West Tripura.

66. Shri Subhas Bhattacharjee, Secy. Bhati Abhoynagar Sub-Information Centre, PO. Bhati Abhoynagar, Sadar (Agartala), West

67. Sri Tapash Chakraborty, Secy. Amtali P. L. Home Sub-Information Centre, PO. Amtali Sadar (Agartala) West Tripura.

68. Sri Jatindra Ch. Shil Secretary, Noagaon Krishnanagar Sub-Information Centre, PO. Noagaon, Krishnagar, Sadar, (Agartala), West Tripura.

69. Sri Dilip Deb Nath, Secretary, Harinadola Sub-Information Centre, PO. Konaban, Sadar (Agartala), West Tripura.

70. Sri Pradip Kr. Bhowmik, Secy. Khas Madhupur Sub-Information Centre, PO Madhupur, Sadar, (Agartala), West Tripura.

71. Sri Narayan Ch. Day, Secy. Chandinadura Sub-Information Centre. PO. Chandinamura, Sadar, (Agartala), West Tripura.

7?. Sri Bipul Chakraborty, Secy. Tribani Sangha Sub-Information Centre, PO. Arundhutinagar, (Agartala), West Tripura.

74. Sri Budhi Deb Barma, Secy. Ashigarh Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Ashigarh, Vill. Chanai Sardar Para, Sadar (Agartala), West Tripura.

75. Sri Kharendra Deb Barma, Secy. Vrigudas Bari Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. & Vill. Vrigudas Bari, Sadar (Agartala), West Tripura.

76. Sri Harichandra Deb Barma Secy. West Barjala Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Sachindranagar, Colony, Sadar (Agartala), West Tripura.

77. Sri Khir Mohan Sen, Secy. Secretary, Radhakishorenagar Gaon Sabha, Sub-Informa ion Centre, PO. Khas Noagaon via Khayerpur, Sadar, (Agartala), West Tripura.

78. Sri Bandhudas Satnami, Secy. Meglipara Gaon Sabha, Sub-Informarion Centae. PO. & Vill. Meglipara. Sadar (Agartala) West Tripura.

79. Sri Bhanu Lal Ghosh, Secretary, Tulakona Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. & Vill : Dupcherr Sadar (Agartala), West Tripura.

80. Sri Swapan Deb Barma, Secretary, Radhamohnpur Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Birendranagar, Vill Dashrambari, Sadar (Agartrla) West Tripura.

81. Sri Puniram Deb Barma, Secretary, Patni Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Gopinagar, Patnibazar, Sadar (Agartala) West Tripura

82. Sri Sunil Ch. Biswas. Secretary, Lax-unga Gaon Sabha, Sub Information Centre, PO. Taberia, Vill. Chaumati, Sadar (Agartala) West Tripura.

83. Sri Surya Kr. Das, Secretary Taranagar Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Mohanpur, Vill. Jagatpur, Sadar, West Tripura.

84. Sri Phani Bhusan Deb, Secy. Mohanpur Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Mohanpur Vill. Jagatpur, Sadar, West Tripura.

85, Sri Ranjit Modak, Secretary, Bijoynagar Gaon Sabha, Sub-Infornmation Centre, PO. Tarapur Vill. Bijoynagar, Sadar. West Tripura.

86. Sri Manindra Deb Barma Secretary, Kambuckcrr Gaon Shbha Sub-Information Centre, PO. Subhal Sing, Vill. Kambukcherra Sadar (Agartala), West Tripura.

87. Sri Ganga Ch. Deb Barma, Secy. Saratchoudhury Para Gaon Sabha. Sub-Information Centre, PO. Panchabati, Vill, Madhyabari, Sadar (Agartala), West Tripura.

88. Sri Ramesh Paul, Secretary, Laxmibil Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. & Vill. Purba Laxmibil, Sadar (Agartala) West Tripura.

Sadar Sub-Division.

89. Sri Ranjit Deb Barma. Secretary Rajghat Sub-Information Centre. PO. Kamalghat, Sadar ( Agartala ) West Tripura.

90 Shri Renu kr. Deb Barma, Secretary, Srinagar Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Srinagar via Anandanagar, Sadar (Agartala) West Tripura.

91. Sri Dhirendra Debnath Secy, Ramcharra Gaon Sabha Sub-Information Centre, PO. Lalsinghmura, Sadar ( Agartala ) West Tripura

92. Sri Surendra Deb Barma, Secy. Rangmala Gaon Sabha, Sub-Infomation Centre, PO. Ramnagar ( Bishalgarh Sadar (Agartala) West Tripura.

93 sri Nani Gopal Kr. Secretary, Gopinagar Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Nabasantiganj Bazar, Vill. Gopinagar Sadar (Agartala) West Tripura.

94. Sri Nripendra Sarkar, Secretary Charipara Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. & Vill Charipara, Sadar ( Agaɹtala ) West Tripura,

95. Sri Sarada Debnath, Secrtary Brajapur Gaon Saba, Sub-Information Centre PO. & Vill Brajapur, "adar (Agartala) West Tripura

96. Sri Aswini Kr. Deb Barma Secretary. Mohanpur Gaon Sabha Sub-Information Centre, PO. & Vill Nabasantiganj Bazar, Sadar (Agartala) West Tripura.

97. Sri srish ch· saha, secretary, Mantala gaon sabha· sub-information centre· po. kalacharra. Vill Mantala colony, sadar (Agartala) West Tripura,

98. Sri Amulya Kr, Banik, secretary, Champamura Gaon Sabha, Sub-Information centre, PO. Nehal chandranagar, Vill Ghaniamara, Sadar (Agartala) West Tripura.

99. Sri Banamali Das, Secy. Ghaniamara Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Nehal Chandra nagar Vill, Ghaniamara, sadar (Agartala) West Tripura.

100. Sri Harekrishna debnath Secy. Kamalasagar Gaon Sabha, Sub-Information Centre PO & Vill Kamalasagar Sadar (Agartala) West Tripura.

101. Sri Paresh Ch. Das, secretary, Aralia Gaon sabha sub·Information Centre, PO. & Vill Aralia, via College Tilla, sadar (Agartala) West Tripura.

102. Sri Niranjan Roy. secretary. Pandabpur Gaon sabha, sub Information Centre, PO. Rayermura, Vill, Pandabpur, sadar (Agart la) West Tripura.

103. Sri Sachindra sutradhar, se y. Madhubon Gaon sabha, sub-Info - mation centre, PO. & Vill Madh - ban, sadar (Agartala) West Tripura

104. Sri Sudhindra Roy, secretary, Arabinda sangha, sub-Information cent e. PO. A. D. Nagar, sadar (Agartala) West Tripura.

## SONAMURA SUB-DIVISION

1. Md. Abdul Rahim, Secretary, Sonamura Ga n Saba, Sub-Information Centre, P.O. Rabindranagar, Sonamura, West Tripura.

2. Sri Haradhan Banik, Secretary, Bairagibazar Sub-Information Centre, P.O Jumerdhepa, ona u a, West Tripura.

3. Sri Raimohan Shil, Secretary, irvoypur Gaon Sabha, Sub Information Centre, P.O. Bashpukur, Sonamura, West Tripura.

4. Sri Arabinda Debnath, Secretary, Dhanpur Sub:Information Centre, P.O. Dhanpur, Sonamura, West Tripura,

5. Sri Khirmohan Debnath, Secretary, Durlovnarayan Gaon Sabha, Sub-Information Centre P. O Dhulovnarayan, Sonamura, West Tripura.

6. Sri Nirmal Sarkar, Secretary, Kalamcherra Sub-Information Centre, P. O. Kalamcherra, Sonamura, West Tripura.

7. Sri Gopal Debnath, Secretary, Laxmandhepa Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O. Jumerdhepa, Sonamura, West Tripura.

8. Sri Abul Kasem, Secretary, Kulubari Sub Information Centre, P.O. Kulubari, Sonamura, west Tripura.

9. Sri Subhas Deb, secretary, Bhabanipur sub-Information centre, P.O, Bhabanipur, Sonamura; west Tripura.

10 Sri Sukumar Laskar, secretary Rangamati sub-Information centre, P.O. Khedaban, sonamura west Tripura.

11. Sri Bisnupada Tripura, secretary, Jagatrampur sub-Information centre, P.O. Kathalia, sonamura, west Tripura.

12. Sri Jaladhar shil, secretay, Mayarani sub-Information centre, P.O. Nalchar, sonamura, west Tripura.

13. Sri Dhirendra Ch. saha, secretary, Badoal gaon sabha, sub-Information centre, P.O. Bardowal, sonamura, west Tripura.

14. Sri Anukul Dhar, secretary, Kamalnagar sub-Information centre, P.O. Kamalnagar. sonamura, west Tripura.

15. Md. Ali Ahemed, secretary, Bashpukur gaon sabha, sub-Information centre, P.O. Bashpukur, sonamura, west Tripura.

16. Sri Sukhomoy Nandi, secretary, Machima sub-Information centre, P.O. Dhanpur, sonamura, west Tripura.

17. Md. Majul Islam. secritary, Kalshimura gaon sabha, sub-Information centre, P.O. Boxnagar, Vill: Kalshimu a, sonamura, west Tiripura,

18. Sri Tapan Chakraborty, secretary, Aralia sub-Information centre, P.O. sonamura, west Tripura.

19. Sri Dulal Behari sengupta, secry, Kathalia sub-Information centre, Po. Kathalia, sonamura, west Tripura

20. Sri Nagendra Das, secretary, Khas Chowmahani sub-Information centre, PO. Khas chowmahani, sonamura west Tripura.

21. Sri Manik paul, secretary, Kalikrishnnanagar sub-Information ceetre, P O. Kalikrishnnanagar, sonamura, west Tripura.

22. Sri Tapan Bikash paul, secretary' Boxnagar sub-Information centre, PO. Boxnagar' sonamura, west Tripura.

23. sri Kanai Lal Dey, secretary, Matinagar sub-Information centre P.O. Matinagar. sonamura west Tripura.

24. Sri Sukhendu Bikash Majumder, Secy. paharpur Sub-Information Centre,
P.O. Jatrapur, Sonamura, West Tripura-

25. Sri Mukul Kanti Deb, Secy. Bagmara Sub-Information Centre. P.O. Bagmara, Sonamura, West Tripura.

Khowai Sub-Division.

1. Sri Krishnamani Reang, Secy. Atharamura Gaon Sabha, Sub-Infomation Centre, P.O. 37-Miles Khowai, West Tripura.

2. Sri Haridas Deb Barma, Secy. Badlabari Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Pramodenagar, Khowai, West Tripura.

3. Sri Narendra Deb Barma, Secy. Sriramkhora Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O. North Maharanipur Khowai, West Tripura.

4. Sri Rabi Deb Barma, Secretary, Ramdayalbari Gaon Sabha, Sub-Information Centae, P.O- Ramdayalbari, Khowai, West Tripura.

5. Sri Hira Lal Sarkar, Secretary, South Ghilatali Gaon Sabha Sub-Informatioh Centre. P.O. Ghilatali bazar Khowai, West Tripura.

6. Sri Sachimohan Sarkar Secy. Dwarikapur Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O. Dowarikapur Khowai. West Tripura.

7. Sri Jiten Das, Secretary, Uttar Krishnanagar Gaon Sabha, Sub-Information Centre,
P.O. Krishnanagar. Khowai West Tripura.

8 Sri Jyotirmoy Bhattacherjee, Secretary, East Teliamura Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O. Teliamura, Khowai, West Tripura.

9. Sri Sukumar Ghosh, Secretary, Banbazar Gaon Sabha, sub-Information Centre, P.O. Banbazar, Khowai, West Tripura.

10. sri sitesh ch. Deb, Secretary, Purba Champacherra Gaon sabha, sub-Information Centre, P. O. Champakhour Khowai, west Tripura.

11. sri Haradhan Telenga, secy, Asharambari Gaon sabha, sub-Information centre, P O Asharambari, Khowai, west Tripura.

12. sri Joy Kr. singha, secretary, Gournagar Gaon sabha, sub-Informatioh centre, P. O. samatal Padmabil, Khowai, west Tripura.

13. sri Gouranga Bhowmik secy. west singhicherra Gaon sabha, sub-Information centre, P. O. singcherra, Khowai west Tripura,

14. sri Banikanta Deb Barma, secy. Purba Rajnagar Gaon sabha, sub-Information centre, P. O. Tulashikar Khowai, west Tripura,

15. Sri Kalicharan Deb Barma, secretary, Karanjicherra Gaon sabha, sub-Informat on centre, P. O. west Karangicharra, Khowai, west Tripura.

16. sri Umesh Deb Barma, secy. Purba Bachaibari Gaon sabha, sub-Information centre, P. O. Purba Bachaibari, Khowai, west Tripura.

17. sri sushil Deb Barma, secy. North Maharanipur sub-Division centre, P. O. Maharanipur, Khowai, west Tripura.

18. Sri Pran singh Orang, secretary, Pramodenagar sub-Information centre, P. O. Tulshikar, Khowai, west Tripura.

19. Sri Sachindra Deb Barma, Sec-retary, Champahour Sub-Information centre, Po. Champahour, Khowai, West Tripura.

20. Sri Gaya charan Deb Barma, Secy, East Bachaibari Sub-Infomation Ceutre, Po. Bachaibari, Khowai, West Tripura.

21. Sri Monohar DebBarma Secretary, Tuichindri Sub-Information Centre, Po. Hawaibari, Khowai West Tripura.

22. Sri Chitta Ranjan choudhury, Secy Brahmmacherra Sub-Information Centre, Po. Brahmmacherra, Khowai West Tripura,

23. Sri Nitai Sarkar, Secretary, Khasiamongal Sub-Information Centre, Po. Khasiamongal, Khowai, West Tripura.

24. Sri Harendra Deb Barma, Secretary, Chankhota Sub-Information Centre, Po. Chankhola Bazar, Khowai, West Tripura.

15. Sri Manindra Dey Secretary, Sonatala Sub-Information Centre, Po. Sonatala Bazar, Khowai, West Tripura:

26. Sri Aghore Biswas, Secretary, Paharmura Sub-Information Centre, Po' Paharmura, Khowai, West Triputa.

27. Sri Gopal Deb Barma, Secretary, Sankraibari Sub-Information Centre, Po. Chankhola Bazar, Khowai, West Tripura.

28, Sri Taramohan Deb Barma, secretary. Hatkata Bazar Sub-Information centre, P.O. Padmabil, Khowai West Tripura.

29. Sri Radhacharan Debbarma, Secretary, Behalasbari Sub-Information Centre, P,O Behalibari, Khowai, West Tripura.

30. Sri Narayan Ch. Deb, Secy, Maharanipur Sub-Information Centre, P.O. Chakmaghat, Khowai West Tripura.

31. Sri Milan Acherjee, Secretary Chakmaghat Sub-Information Centre, P,O. Chakmaghat Khowai West Tripura.

32. Sri Kartik Majumder, Secy, Baisgaria Sub-Information Centre P O Teliamura, Khowai, West Tripura.

33. Sri Nibaran Ch. Paul, Secy, Ghilatali Sub-Information Centre, P.O. Ghilatali. Khowai West Tripura,

34. Sri Lalit Mohan Paul, Secy, Totabari Sub-Information Centre, P.O. Tatabari, Khowai, West Tripura.

35. Nepal sarkar Secretary, Moharcherra Bazar, Sub-Information Centre, P.O. Moharcherra Khowai, West Tripura.

36. Sri Brajendra Sarkar, Secy, Ajagar Tilla Sub-Information Centre, P.O. Sonatala Bazar, Khowai, West Tripura.

37. Sri Ram Bahadur Debbarma. Secretary, Tulashikar Bazar Sub-Information Centre, P.O, Tulashikar Khowai, West Tripura.

38, Sri Satya Rn. Debbarma, Secretary, Ampura Sub Information Centre, P.O, Bharat Sardar Para, Khowai, West Tripura.

39. Sri Ganga Debbarma, Secy, East Ramchandraghat Sub Information Centre, P,O Ramchandraghat, Khowai, West Tripura.

40. Sri Pradip Kr. DebBarma, Secy. Ratanpurbazar Sub-Information Centre. PO. Ratanpur, Khowai, West Tripura.

41. Sri Biswanath Dhubey, Secy. Tripura Tea Workers Union, Kalyanpur Bazar, Committee Sub-Information Centre, PO. Kalayanpur, Khowai, West Tripura.

42. Sri Chandra Sarkar, Secretary, Tripura Tea Workers Union, Khowai Bazar, Committee Sub-Information Centre, PO. Khowai, West Tripura.

43. Sri Raesh Ch. DebBarma, Secy. Padmabilbazar Sub-Information Centre, PO. Samatal Padmabil, Khowai, West Tripura.

44. Sri Kripesh Bhattacherjee, Secy. Kalyanpur Sub-Information Centre, PO. Kalyanpur, Khowai, West Tripura.

UDAIPUR SUB-DIVISION.

1. Sri Dilip Kr. Majumder, Secty. Dudpuskarini Goan Sabha, Sub-Information Centre, PO. Duppushkarini, Udaipur, South Tripura.

2. Sri Narendra Kr. Debnath, Secty, Gangacharra Sub-Information Centre, P.O. Gangacharra, Udaipur, South Tripura.

3' Sri Babul Bhowmik, secretary, Holakhet sub-Information centre, p.o. Holakhet, Udaipur, south Tripura.

4. Sri Sreebash Debnath,-secretary, Dhuptali, Gaon sabha sub-Information centre, p.o. Dhuptali, Udaipur, south Tripurn.

5. Sri Kanailal Kalai, secretary, Chagharia Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O. Chagharia, Udaipur, South Tripura.

6. Sri Chandralila Jamatia, Secty, Laxmipati Gaon Sabha, Sub-Inmation Centre, P.O. Pitra, Udaipur. South Tripura.

7. Sri Madan Mohon Marsum, Secty, Uttar Barmura Gaon Sabha Sub-Information Centre, P. O. Uttar Barmura, South Tripura,

8. Sri Manmohan Jamatia. Secty, Uttar Brajendranagar Gaon Sabha Sub-Information Centre, p.o. Kilabazar, Udaipur, South Tripura.

9. Sri Parimal Das, Secretary, Inchacherra Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O, Ichacherra Udaipur, South Tripura.

10, Sri Sudhangshu Biswas, Secty, Tainani Gaon Sabha, Sub-Information Centre. P,O. Tainani, Udaipur, South Tripura,

11. Sri Sarenbashi Marsum, Secty, Kachigang Gaon Sabha, sub-Information centre, P,O. Atharabhola, Udaipur South Tripura.

12. Sri Matilal Acharjee, Secty, Chandrapur village, Sub-Information Centre, P.O. Chandrapur, Udaipur South Tripura.

13. Sri Gunadhar Debbarma, sect, Brahmmacherra Gaon sabha, sub-Information Centre, P O. Brahmmacherra Udaipur, south Tripura

14. Anath Bandhu Debnath, sect, West Khopilong Gaon sabha sub-Information Centre, P.O, Khopilong, Udaipur, south Tripura.

15. Sri Haripada Debnath, sect, Gakulpur Gaon sabha, sub-Information Centre, P.O. Gakulpur, Udaipur, south Tripura,

16, sri Brajendra Das, secty, Kushamare Gaon sabha, sub-Information Centre, P,O, Kushamare, Udaipur, south Tripura.

17, sri Rabidra Kishore Jamatia, secty, Purba khupilong Gaon sabha, sub-Information Centre, P.O. Khopilong- Udaipur, south Tripura,

18. sri Madan Bhowmik, secty, Dhajanagar Gaon sabha, sub-Information Centre, P,O. Gakulpur, Udaipur, south Tripura,

19. sri Garnndra Marak, secty, Kalaban Gaon sabha, sub-Information Centre. P,O, Kalaban, Udaipur south Tripura,

20. Sri swapan Kr. Jamatia secty, south Brajendranagar Gaon sabha sub-Information Centre P,O, pitra, Udaipur south Tripura,

21. Sri Nanigopal Dey, Secretary, Matabari Sub-Information Centre P.O. Matabari, Udaipur, south Tripura.

22. Sri Tarani Majumder, Secy, Murapara Gaon sabha, Sub-Information Centre, P.O. Murapara, Udaipur, South Tripura

23. Narayan Jamatia secty, south Baramura Gaon sabha, sub-Information centr , p.o. pitra, Udaipur, south Tripura.

24. sri Upendra Kr. Jamatia, secty, south Maharani Gaon sabha, sub-Information centre, p. o. Maharani bazar, Udaipur, south Tripura.

25. Sri Shyam ... ar Debnath, secty, sighati G...n sabha, sub-Information centr , p. . Kishoreganj, Udaipur, south ...

26. Sri Sunil Ch. ... secty, Banduar Gaon sabha, sub-information centre, p.o. R. K. Pur, Udaipur, south Tripura.

27. sri Subhash ... ır, secty, Pitra sub-Inform... ntre, p.o. pitra, Udaipur, s... ipura.

28. Sri Dilip Datta, secretary, Bagma sub-Information centre. p.o. Bagma, Udaipur south Tripura

29. Sri Nanigopal Goswami, secy, Tulamura, sub-Information centre P. O. Tulamura, Udaipur south Tripura.

30. Sri Chakradhar Reang, secretary, Chandrapur R. F. Gaon sabha sub-Information centre, p. o. Abani Reang Para ( Dataram-bazar ), Udaipur, south Tripura.

31. Sri Prafulla Kr. Debnath, secty, Garjanmurn Gaon sabha, sub-Information centre, p.o. Garjanmura, Udaipur, south Tripura.

32. Sri Sachin Ranjan Dey, secretary, Khilpara sub-Information centre, p.O. Khilpara, Udaipur, south Tripura.

33. Sri Aaradhan Ch. Das, secretary, samukcherra Gaon sabha, sub-Information centre, P. O. samukcherra, Udaipur south Tripura.

34. Sri Babul Bradra, secretary, salghara sub-Information centre, p.o. salghara, Udaipur. south Tripura.

35. Sri Manigosa Jamatia, secretary, Killa sub-Information centre p. o. Killa, Udaipur, south Tripura.

36. Sri Suresh Biswas, secretary, Garjee, sub-Information centre, p.o. Garjee, Udaipur south Tripura.

37. Sri Dhirendra Paul, secretary, Maharani sub-Information centre, p.o. Maharani, Udaipur south Tripura.

38. Sri sadhan Das, secretary, palatana sub-Information centre, p.o. palatana, Udaipur, south Tripura.

39. Sri parth sarathi Datta, sect, Chanban sub-Information cenre, p.o. R. K. pur, souih Tripura.

40. sri Ambicapada Jamatla, sect, Atharabhola sub-Information centre, p.o. Atharabhola Udaipur, south Tripura.

AMARPUR SUUB DIVISION.

1. sri Subodh Barman, secretary, Ichachari Gaon sabha, sub-Information Centre, P. O. Jalaya, Amarpur, south Tripura.

2. sri surja Majumde, secretary, Bampur sub-Information Centre, P.O. Bampur,, Amarpur, south Tripura.

3. Sri Sukumar kalai, Sedretary, Taidubazar sub-Information Centre, Taidubazar, Amarpur South Tripura.

4. Sri Natukrishna Dhar, secty, South Chelagong sub-Information Centre, P. O. Chelagang, Amarpur south Tripura.

5. Sri Harendra Reang, secretory, south karbook Gaon sabha, sub. Information Centre, P. O. Karbook Amarpur, south Tripura.

6. Sri Mritunjoy Guha, secretary, Ampi sub-Information Centre, P. O. Ampi, Amarpur, south Tripura.

7. Sri Umakanta Kalai, sectre, Baishyamanipara sub-Information on Centre, P. O, Ampibazar, Amarpur, south Tripura.

8. Sri Babi Ch. Reang, secretary. Simvua sub-Information Centre, P. O. Karbook, Amarpur. south Tripura.

9. Sri Dhananjoy Jamatia, sect. Chechuabazar sub-Information Centre, P. O. Ampi, Amarpur, south Tripura.

10. Sri Jaleham Reang, secretary, Jagabandhupara sub-Information Centre, P. O. Jagabandhupara, Amarpur, south Tripura.

11. Sri Samiran chakrabarty, sect. Jatanbari sub-Information centre, P. o. Jatanbari, Amarpur, south Tripura.

12. sri Amritalal saha, secretary, Ramnagar (Kalajari) sub-Information Centre, p. o. Bulongbassa Amarpur, south Tripura.

13. sri Anil Chakradorty, sect. pragatishil (Raishyabari) sub-Information centre, p. o. Raishyabari, Amarpua, south Tripura.

14. sri Kamala kanta sarma, sect. Tirthamukh sub-Information center p. o. Tirthamukh, Amarpur, south Tripura.

SABROOM SUB-DIVISION.

1. Sri Dasharath Choudhury, sect. Kalacherrabazar sub-Information centre, p. o. satchand, sabroom. south Tripura.

2. Sri Biswajit Bhowmik, sect. Ghorakappa sub-Information centre p. o. satchand, sabroom, sonth Tripura.

3. Sri Nantu Debnath, secretary, Harina sub-Information centre, p. o. Harina, sabroom, south Tripura.

4. Sri Arjun Debnath, secretary, Jalefa sub-Information centre, p. o. Jaleefa, sabroSm, south Tripura.

5. Sri Birendra Tripura, Secretary Betaga Gaon sabha, sub-Information Centre, PO, Chalitachari, sabroom, south Tripura.

6. Sri Kaidhan Tripura, secty. Harbatali sub-Information Centre PO. Harbatali sabroom south Tripura.

7 Sri Manindra Biswas, secty Magurcherra Gaon sabha, sub In formation Cent-e, PO. Manubazar, subroom, south Tripura.

8. Sri Pati Mohan Roy, Secretary, Satchandbazar sub-Information Centre, PO. satchand, sabroom, south Tripura.

9. Sri sankar Datta, secretary. srinagar, sub-Information Centre, PO. srinagar, sabroom, south Tripura.

10. Sri Mihir patari, secretary, sce. samarendragahj sub-Information Centre, PO, samarendraganj, subroom, south Tripura

11. sri Mongchai Mog, secretary, Baisnabpur Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Baisnabpur, sabroom, south Tripura.

12. Sri Parimal Baidya, Secretary, Garifa Gaon Sabha. Sub-Information Centre, PO. Manubazar, sabroom, south Tripura.

13. Sri Nutan Tripura, secretary, Barabill Gaon sabha, sub Infoɹmation Centre, PO. Siladhari, sabroom, south Tripura,

14. Sri Arun Chandra Chakma, sect. Barabill Gaon sabha, sub Information centre, po. silachari sabroom, south Tripura.

15. Sri Kusumlal Choudhury. sect. Bagmara Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Rupaichari, sabroom, south Tripura.

16. Sri Chandrabilash Chakma, Kaptali Gaon sabha; sub-Information Centre, PO. Chorakappa, sabroom, south Tripura.

17. Sri Birendra kr. Tripura. sect. Bishnupur Gaon sabha, sub-Information Centre. PO. Bishnupur, sabroom, south, Tripura.

18. Sri Ugya Mog, secrerary, Uttar Mauu Bankul Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Bishnupur, sabroom, south Tripura.

19. Sri Jagadish Bhowmik, secretary, Krishnanagar sub-Information Centre, PO. Sreenagar, subroom, south Tripura.

20. Sri Gautam Bhowmik, secretary, Brajendranagar Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Brajendranagar, sabroom, south Tripura.

21. Sri Aswini Kr. Choudhury sect. south Manu Bankul Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Rupaichari, sabroom, south Tripura.

22. Sri Gayadhan Tripura, secty West ludhv Gaon sabha sub-Information Center, PO. West Ludhu, saubroom, south Tripura.

23. Sri Bholanath Datta, secretary Manubazar Gaon sabha, sub Information Centre, PO. Manubazar, subroom, south Tripura

24 Sri Makhanlal Bhowmik, secretary, sonaichari Gaon sabha sub.Information Cent,e, PO. sonaichari bazar, sabroom, south Tripura.

25, Sri Hariprasanna Majumder, see Harina Gaon sabha, sub-Information Centre, PO, Harina, sabroom, south Tripura.

Belonia Sub-Division,

1. Sri Amalendu Chakraborty, Secy. Harshyamkh sub-Information Centre, PO. Hrisoyamukh, Belonia, south Tripura.

2. Sri Narendra Paul, Secretary, Motai sub-Informatiou Centre, PO. Motai, Belonia, south Trspura.

3, Sri Ram Kr, Reang, secretary Laxmicherra sub-Information Centre, PO, Laxmicherra, Belonia, south Tripura.

4. Sri Balaram Debnath, Secretary East Bagafa Sub-Information Centre, Po. Bagafa Ashram. Be lonia south Tripura.

5. Sri Manik Majumder, Secretary Lowgang sub-Information Centre, Belonia, south Tripura.

6. Sri Sukhan Raujan Mura Singh, Secretary, patichari sub-Infotmation Centre, patichari, Belonia south Tripura.

7. Sri Brajeudra Chakraborto, Secy. West pillak sub-Information Centre. po. West pillak, Belonia, south Tripura.

8, Sri Sudhir Debnath, secretary, Birchandra Manu Gaon sabha, sub-Information Centre. po. Birchandaamanu, Belonia, south Tripura.

9. Sri Jogendra Kr. Baidya, secy. East Pipariakhola Gaon sabha sub-Information Centre, po. Barpathari, Belonia, south Tripura.

10. Sri Nani Gopal Kr. Secretary North Bharat Chandra Nagar Goan sabha, sub-Information centre P.O. Subhasnagar, Belonia, south Tripura.

11. Sri Dulal Sen, seccretary, Muhuripur sub-Information centre Po. Muhuripur, Belonia, south Tripura.

12. Sri Nimai Debnath, secretary. Maicherra sub-Information centre, PO. Maicherra, Belonia, south Tripura.

13. Sri Brikhyandhay Reang secy. Debipur sub-Information centre PO, Kathaliacherra, Belonia, south Tripura.

14. Sri Babul Baishnab. secretary, Rajapur sub-Information centre, PO, Takmacherra, Belonia, south Tripura.

15. Sri Jahar Kanti Chakraborty, secy. south Bharatchandranagar sub-Information centre, PO. S. B.-nagar, Belonia, south Tripura.

16. Sri Milan Kar ( Prrdhan ), secretary, Debdaru subrInformation centre, PO. Debdaru, Belonia, south Tripura.

17. Sri Surjya Reang, secretary, Kathaliacherra sub-Information centre, PO. Kathaliacherra, Belonia south Tripura.

18, Sri Swapan Biswas, seeretaty East Charakbari Gaon sabha, sub-Information centre, PO, Bailhora, Belonia, south Tripura.

19. Sri Paritosh paul, secretary, Paikhola Gaon sabha, sub-Information centre, PO Paikhola, Belonia, south Tripura,

20. Sri Bichitra Mohau Nandy, secy. Chittamara Gaon Sabha, sub-Infomation centre, PO. Chittamara, Belonia, south TrlPura.

21, Sri Jatinqro Kr. Das, secretary, Kamalpur Gaon sabha, sub-Information centre, PO. Anandapur, Belonia, south Tripura.

22. Sri Chatiamani Deb Barma, secy. Takmacherra Gaon sabha, sub Information centre, PO. Takmacherra, Belonia, south Tripura.

23. Sri Keshab ch. Baidya, secretary, south sonaichari Gaon sabha, sub-Information centre, PO. south sonaichari, Belonia, south Tripura.

24. Sri Sukumar Malla, secretary, Krishnanagar Gaon sabha, sub-Information centre, po. K. nagar, Belonia, south Tripura.

25. Sri Samir Banerjee, secretary, Rajnagar Gaon sabha, sub-Infortion centre, po. Rajnagar, Belonia south Tripura.

26. Sri Kanti Roy, secretary, Srirmapur Gaon sabha, sub Information centre, Ekinpur, Belonia south Tripura.

27. Sri Chandi Charan TtiPura, secy. North sonaichari Gaon sabha, sub Information centre, po. Sarasima, Belonia, south Tripura.

28. Sri Amal Mallia, secretary, West Charakbai Gaon sabha, sub-Iuformation centre, po. Baikhora, Belonia, south Tripura.

29. Sri Radheshyam Sarkar, Secre-lary. West Piporiakhola Gaon Sabha, Sub-Information Ceutre, P. O. Abhcynagar, Belonia, south Tripura.

30. Sri Manik Mahajan, secretary, Abhoynagar Gaon sabha, sub-Infor mation Centre, P.O. Nalua, Belonia south Tripura.

31. Sri Birendra Deb Nath, secre-tary, Radhanagar Gaon sabha, sub-Information Centre, P. O. Radh-anagar, Belonia south Tripura

32. Sri Jadav ch. Das, secretary, North srirampur Gaon sabha, sub-Information centre, po. sidhinagar-Belonia, south Tripura.

KAILASHAHAR SUB-DIVISION.

1. sri Rabindranath Dey, secretary, paiturbazar snb-Informatiou centre P.O. Kailashahar, North Tripura,

2. sri Masid Ali, secretary. Babur-bazar sub-Informaliou Centre North Tripura.

3. sri Parech Ch. Nag, secretary, Iranibozhr sub-Information Centre Iranibazar, Kailashahar. Kailash-ahar. North Tripura.

4. sri Gouranga Roy, secretary, Dhumacherra sub-Information Centre, P.O. Dhumacherra, Tripura (N)

5, sri Jaharbrata saha, secretary, West Chamanu sub-Information Centre, p o. Chamanu, Kailash-ahar North Tripura.

6. sri Dilip Chatterjee, secretary, Mainama sub-Information Centre, p o. Mainama, Kailashonar, Nerth Tripura.

7. sri Kalendra Chakma, secretary Lalcherra sub-Information Centre, Lalcherra, Kailashahrr, North Tripura,

8. sri swapan Kr. Baishnab, secre-tary, Manikpur sub-Information Centre, p o. Manikpur, Kailash-ahar, North Tripura.

9. sri sri Nilmani Dey, secretary, Asram palli sub Information Cen-tre, p. o. Kumarghat, Railashahar. North Tripura,

10. Sri Mani singh, secretary, Betcherra sub-Information centre p.o. Betcherra, Kailashaha, orth Tripura.

11. Sri Manidra kr. Das, secretary 82 Milles sub-Information centre, p o. kanchanbari, kailashar North Tripura.

12. Sri Nitai Dey, secretary, kan-chanbari sub-Information centre, p.o. kanchanbari, kailashar, North Tripura.

13. Sri Haripada Singha, secretary krishnanagar ( Assam basthi ) sub-Information centre, Tegharia, kailashahar, North Tripura.

14. Sri Subhash Rn. Debnath, secretary, saiderpara sub-Infor-Centre, p.o. Gakulnagar, kaila-shahar, North Tripura.

15. Sri Umesh Ch. Paul, secretaly, Assam Basti sub-Information centre, p.o. Fatikroy, kailashahar, North Tripura.

16. Sri Surja kanta Das, secretary, Manughai sub-Information centre, p.o. Manughat, Kailashahar, North Tripura.

17. Sri Basanlal Chakma, secretary, Durgacherra sub-Information centre, p. o. Chailegta, North Tripura.

18. Sri Kajal Debbarma, secretary, Nepal Tilla Bazar, sub-Information centre, p.o. Nepaltilla via Kanchanpur, North Tripura.

19. Sri Rajendra Dhar, secretary Masli sub-Information Centre, p.o. Masli, North Tripura.

20. Sri Subhash Banik, secretary, Fatikroybazar sub-Information centre, p.o. Fatikroy, North Tripura.

21. Sri Mukul Das, secretary, Karamcherra, sub-Information center P.o. Dulugaon via Kailashaha, North Tripura.

22. Sri Radhamohan singha sub-Information Centre, p.o. Dulugaon via Kailashaha, North Tripura

23. Sri samarjit singh, secretary, Jaraitali sub-Information eentre, p.o. Jarailtali, North Tripura.

24. Sri Hemanta Debbarma, secretary, sambrucherra, sub-Information centre, p.o. sambrucherra, North Tripura.

25. Sri Dhirendra lal Malakar, secty. Katalia sub-Information Ceutre, P. O. Gakulnagar, North Tripura.

26. Sri Hmuthanga Darlong, secretary, Darchai sub-Iuformation Centre, P, O. Darohai Via Kumarghat, Kailashahar Block. North Tripura.

27. Sri Naithanga Darlong, secretary, Deuracherra Goan Sabha, Sub-Information Centrc, P. O Deuracherra, North Tripura.

28. Sri Gayasur Reang, Secretary, Labancherra Goan Sabha, Sub-Information Centre, P,O, Laldinga, North Tripura.

29. Sri Demodar Reang, Secty. Karatlcherra Goan Sabha, Sub-Information Centre, PO. Dhumacherra. North Tripura.

30. Sri Nilchandra Karbari, Secretary, Dalucherra Goan Sabha, Sub-Information Centre, PO.— Lalcherra, North Tripura.

31. Sri Rupa Mohan Tripura, Secretary, Uttar Longtharai Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Chamanu North Tripura.

32. Sri Kanai Ranjan Paul, Secretary, Bhagabannagar Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Bhagabannagar, North Tripura.

33. Sri Saktiroy Reang, Secretary, Mahidhar Goan Sabha Sub-Information Centre, PO. Manikpur North Tripura.

34. Sri Bhagyamani Roaja, Secretary, Joychandrapara Goan Sabha, Sub-Information Centre, P. O. Chailengta, North Tripura.

35. Sri Shasanka Chakma, Secretary, East Chamanu Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O. Chamanu, North Tripura.

36. Sri Sukhamoy Datta, Secty. West Malli Gaon Sabha, Sub-Informatioh Centre, PO. Masli, North Tripura.

37. Sri Mahenra Singh, Secty Masauli Goan Sabha, Sub-Information Centre, P O. Masauli, North Tripura.

38. Sri Gandhi Kr. Tripura. Secty. Jaircherra Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O. Manu, North Tripura.

39. Sri Paresh Ch. Sarkar, Secty. Gainama Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Chailengta, North Tripura.

40. Sri Amal Bhattacharjee, Secty. Manu Goan Sabha, Sub-Information Centre, PO. Manu, North Tripura.

41. Sri Jatindra Kr. Dey Secty. East Kanchanbary Goan Sabha, Sub-Information Centre, PO. Betcherra, North Tripura.

42. Sri Phanindra Kr. Das. Secty. Pabiacherra, Sub-Information P.O. Kumarghat, North Tripura.

43. Sri Bhudev Bhattacharjee, Secty. Gakulnagar, Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Gakulnagar, Kailasahar, North Tripura.

44. Sri Nil Kanta Dey, Secty. East Ratacherra Goan Sabha, Sub-Information Centre, P.O. Ratacherra, Kailashahar, North Tripuru.

45. Md. Yunus Mia Khadim, Secty. Rangauti Gaon sabha sub-Information Centre, P.O. Rangauti, Kailashahar, North Tripura.

46. Sri Rajmohan Debbarma, secretary, singirbil Gaon sabha, sub-Information Centre P.O. Jarailtali Kailashahar North Tripura.

47. Sri Anil Kr. Roy, Secretary, Kaulikura Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Sonamukh T. E., Kailashahar, North Tripura.

48. Sri Binode Reang, Secretary, East Betcherra Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O. Betcherra, Kailashahar, North Tripura

49. Sri Bilashmani Debbarma, Secretary, Rajkandi Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Ganganagar, Kailashahar, North Tripura.

50. Sri Bishnudeb Kaire, Secretary, Rangrung Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P. O. Srirampur, Kailashahar, North Tripura.

51. Sri Akshoy Debbarma, Secretary, Dhanbilash Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P. O. Dhanbilash Kailashahar, North Tripura.

52. Sri Amalendu Kr. Dutta, Secty. West Ratacherra Gaon Sabha, Sub Information Centre, P.O. Emrapura, Kailashahar North Tripura.

53. Bijoy Roy, Secretary, Sonaimuri Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O, Natingcherra, Kailashahar, North Tripura.

54. Sri Almash Ali, Secretary, Ichabpur Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Noorpur, Kailashahar, North Tripura.

55. Sri Mohan Dighar, Secretary, Manuvalley Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P. O. Manuvalley, Kailashahar, North Tripura,

56. Sri Mathura Mohan Sarkar, Secretary, Dudepur Gaon Sabha, Sub-Information Centre, P.O. Dudebur, Kailashahar, North Tripura.

57. Sri Nripendra Malakar, Secretary, Laxmipur Gaon Sabha, Sub Information Centre, P.O. Noorour, Kailashahar, North Tripura.

58. Sri Jitendra Das, secretary, Jalai Gaon sabha, sub-Information Centre, P.O. sunamukhi, T. E, Kailashahar, North Tripura.

KAMALPUR SUB-DIVISION.

1. sri sankar Banaj, secretary, Mahabir Tea Estate sub-Information Centre, P.O. Mahabir, Kamalpur North Tripura.

2. sri pradip Roy, secretary, Kalachari ub-Information Centre Vill. Kalachari, P. O. Manik Bhander, Kamalpur North Tripura

3. sri Tamujuddin, secretary, Manik Bhander, sub-Information Centee, P.O. Manik Bhander, Kamalpur North Tripura.

4. sri Ratikanta Das, Secretary, Mayacherra Sub-Information Centre, Vill. Maracherra P.D. Maracherra Kamalpur North Tripura.

5. sri Tambak singha. Secretary, Halhuli Sub-Information Centre Vill. Halhuli, P.O Singhibil, Kamalpur, North Tripura.

6. Sri Paresh Biswas, secretary, dabara Gaon sabha, Sub-Information Centre, Vill: Card salema Colony P.O. Salema, North Tripura.

7. Sri Dhar Ch. Debbarma, secty, East Dalucherra Sub-Information Centre, P O. Salema North Tripura.

8. Sri Adhir Deb, Secretary, Santirbazar, Sub-Information Centre, Kataluhama Gaon Sabha P.O. Santirbazar, Kamalpur North Tripura.

9. Sri Gouranga Biswas, Secretary Kamalcherra Gaon Sabha Sub-Information Centre, Raipasa P.O. Kamalcherra, Kamalpur North Tripura.

10. Sri Chandan Tripura, Secy. Chakmapra Gaon Shaba, Sub-Information Cenre, PO. Harincherra, Kamalpur, North Tripura.

11. Sri Judharam Reang, Secty. Karnamunipara Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Harincherra, Kamalpur, North Tripura.

12. Sri Dhani Singha, Secretary, Kuchinnala Gaon Sabha, Sub-Informaton Centre, PO. Kuchinnala, Kamalpur, North Tripura.

13. Sri Manindra Debbarma, Secretara, Kulai R. F. Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Kulai, Kamalpur, North Tripura.

14. Sri Badal Dhar, Secretary. Noagaon Gaon Sabha, Sub-Information Centre, Vill. Noagaon, PO. Kamalpur, North Tripura.

15. Sri Upendra Sangma, Secty. Kachucherra Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Salema, North Tripura.

16. Sri Narendra Namasurdra, Secretary, Machuria Gaon Sabha, Sub Information Centre, Vill. Machuria, PO. Dhubbari, North Tripura.

17. Sri Mahananda Namasudra, Secretary, Bamancherra Gaon sabha, Sub-Information Centre, Vill. & PO. Baman cherra, Kamalpur, North Tripura.

18. Sri Sudhir Das, Secretary,
Chankap Gaon Sabha,
Sub-Information Centre,
PO. Chankap, Kamalpur,
North Tripura.

19. Sri Adhir Malakar, Secty.
Baralutma Gaon Sabha,
Sub-Information Centre,
PO. Baralutma, Kamalpur,
North Tripura.

20. Sri Suresh Sharma, Secretary,
Kanchanpur, Gaon Sabha,
Sub-Information Centre
PO. Ambassa, North Tripura.

21. Bibhisan Namasudra, Secty.
West Dalucherra Gaon Sabha,
Sub-Information Centre,
PO. Salema, North Tripura.

22. Sri Bishyaday Reang, Secty.
Tatuiya Gaon Sabha,
Sub-Information Centre.
PO. Haricherra, Kamalpur,
North Tripura.

23. Sri Narendra Deb Barma,
Secretary, Mayachari Gaon Sabha,
Sub-Information Centre,
P.O. Kamalpur, North Tripura.

24. Sri Satya Rn. Biswas, Secty,
Halahali, Gaon Sabha,
Sub-Information Centre,
PO. Halahali, Kamalpur,
North Tripura.

25. Sri Distaram Reang, Secy.
Harimangalpara Gaon Sabha,
Sub-Information Centre,
PO. Haricherra Kamalpur,
North Tripura.

26. Sri Kajal Deb, Secretary,
Balaram Gaon Sabha,
Sub-Information Centre,
PO. Balaram, Kamalpur,
North Tripura.

27. Sri Prania Deb Barma, Secty.
Apareshkar Gaon Shaba,
Sub-Information Centre.
PO. Apareshkar, Kamalpur,
North Tripura.

28. Sri Tarani Debnath, Secretary,
Kulai Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Kulai, Kamalpur,
North Tripura.

29 Sri Kamaljoy Reang, Secty.
Sidhipara Gaon Sabha, Sub-Information Centre. PO. Harincherra,
Kamalpur, North Tripura.

30. Sri Takiroy Debbarma, Secty.
West Nalicherra Gaon Sabha,
Sub-Information Centre,
P.O. Kulai, Vill. West Nalicherra,
Kamalpur, North Tripura.

KAMALPUR SUB-DIVISION

31. Sri Krishnaroy Debbarma,
Secty. Lambucherra Gaon Sabha,
Sub-Information Centre. P.O. Lambucherra, Kamalpur, North
Tripura.

32. Sri Sashi Mohan Debbarma, Secty. Srirampur Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Manikbhander, Kamalpur, North Tripura.

33. Sri Dilip Das, Secretary, Chhota Surma Sub-Information Centre. Vill. & PO. Chota Surma, Kamalpur, North Tripura.

BHARMANAGAR SUB-DIVISION

1. Sri Arabinda Debnath, Secy. Tilthai Sub-Information Centre, Vill. & PO. Tilthai, Dharmanagar, North Tripura.

2. Sri Subodh Nath, Secretary, Bargool Sub-Information Centre, Kadamtala. Dharmanagar, North Tripura.

3. Sri Satish Chakraborty, Secty. Sreepur Sub-Information Centre, PO. Dewanpasa, Dharmanagar, North Tripura.

4. Sri Haradhan Chakraborty, Secty. Bagapassa Sub-Information Centre, PO. Bagapassa, Dharmanagar, North Tripura.

5, Sri Bijan Kr. Nath, Secretary, Dighalbak Sub-Information Centre, PO. Hurua, Via. Dharmanagar, North Tripura.

6. Sri Gouranga Dhar, Secretary, Churaibari Sub-Information Centre, PO. Churaibari, Dharmanagar, North Tripura.

7. Sri Tarun Singh, Secretary, Rajbari Sub-Information Centre, PO. Dharmanagar, North Tripura.

8. Sri Surendra Debnath, Secty. Roa Sub-Information Centre, PO. Roa Dharmanagar, North Tripura.

9. Sri Bikramjoy Reang. Secty. Laljuribazar, Sub-Information Centre, PO. Kanchanpur (Lungai) Dharmanagar, North Tripura.

10. Sri Zosanlora, Secretary, Belianchip Sub-Information Centre, PO. Jampai, Dharmanagar, North Tripura.

11. Sri Sura Chandra Singh, Secty, Kameswar Mission Tilla Sub-Information Centre, PO. Kameswar, Dharmanagar, North Tripura.

12. Sri Sailendra Debnath, Secty. Ramnagar Bazar Sub-Insormation Centre, PO. Ramnagar, Dharmanagar, North Tripura.

13. Sri Nilkamal Paul, Secretary, Ragna Sub Information Centre, PO. Raghana, Dharmanagar, North Tripura.

14. Md. Abdul Suban, Secretary, Ichaibaruakandi Sub-Information Centre, PO. Ichaisonapur, Dharmanagar, North Tripura.

15. Sri C. Thuaniluaia, Secty, Vanghmun Sub-Information Centre, PO. Jampai, Dharmanagar, North Tripura,

16. Sri Manabendra Chrkraborty, Secty. Machmara Sub-Information Centre, PO. Machmara, Dharmanagar, North Tripura.

17. Sri Aditya Debbarma, Secty. Uttar Rajnagar, Sub-Information Centre, PO. Rajnagar, Dharmanagar, North Tripura.

18. Sri Sailaram Reang, secty. Dasamani Gaon Sabha, Sub Information Centre, PO. Satnala, Dharmanagar, North Tripura.

19. Sri Amiya Bhusan Chakraborty, secty. Anandasagar, Gaon Sabha, Sub-Information Centre, Anandabazar, Dharmanagar, North Tripura.

20. Sri Amulya Sutradhar, Secty. Uttar Padmabil Sub-Information Centre, PO. Padmabil, Dharmanagar, North Tripura.

21. Md. Abdul Uahid, secretary Kurti Sub-Information Centre, PO. Kurti, Dharmanagar, North Tripura.

22. Sri Gopal Sukla Baidya, Secty. Ranibari Sub-Information Centre, PO. Ranibari, Dharmanagar, North Tripura.

23. Sri Ganesh Choudhury, Secty, Jail Road Sub-Information Centre, PO. Dharmanagar, North Tripura.

24. Sri Joy Chandra Reang, Secty. Tritharoy Reang Choudhury, Para, Sub-Information Centre, PO. Satalbazar, Dharmanagar, North Tripura.

25. Sri Umakanta Nath. Secty. Uptakhali Sub-Information Centre, P O. Uptakhali, Dharmanagar, North Tripura.

26. Sri Ajoy Roy, Secretary. Damcherra Sub-Information Centre, PO Damcherra, Dharmanagar, North Tripura.

27. Sri Bijoy Mohan Singha, Secty. Bamunia Sub-Information Centre, PO. Sarala, Via. Kadamtala, Dharmanagar, North Tripura.

28. Sri Jiban Krishna Debnath, Secty. Anandabazar, Sub-Information Centre, PO Rajnagar, Laxmipur, Dharmanagar, North Tripura.

29. Sri Nalini Mohan Debnath, Secretary. South Masmarra Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Ramguna, Dharmanagar, North Tripura.

30. Sri Rengmani Halam, Secty. Rahumcherra Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Dahumcherra Dharmanagar, North Tripura,

31, Sri Nityananda Debnath, Secty. Ganganagar Gaon Sabha Sub-Information Centre, PO. Ganganagar, Dharmanagar, North Tripura.

32. Sri Bijit Behari Purkaystha, Secy. Pratyekroy Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO, Ichaisonapur, Via. Dharmanagar, North Tripura.

33. Sri Dhananjoy Ch. Das, Secty. Pekucherra Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Pekucherra, Painisagar, Dharmanagar, North Tripura.

34. Sri Rajat Chakraborty, Secty. Brajendranagar Gaon sabha, Sub-Information Centre, PO, Sarala, Dharmanagar, North Tripura.

35. Sri Rambali Reang, Secty. Manu Chailengta Gaon Sabha, Sub-Information Centre, PO. Satnala, Dharmanagar, North Tripura.

36. Sri Dulal Banik, secretary, North I 'asda Gaon Sabha sub-Information Centre, PO. I asda, Dharmanagar, North Tripura.

37. sri Lalfamkhima sailo, secty. Sabual Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. sibal Via. Kanchanpur, Dharmanagar, North Tripura.

38. sri Haridash singh, secty. sanicherra Gaon sabha, sub Information Centre, PO. Sanicherra, Dharmanagar, North Tripura.

39. sri Birendra Kr. singha, secty. Ramnagar Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Ramnagar, Dharmanagar, North Tripura.

40. sri Rabindra Kr. Bhattacharjee, secty. North Hurua Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Kalacherra, Dharmanagar, North Tripura.

41. sri Abdul Khalek Choudhury, secty. Kadamatala Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Kadmatala, Dharmanagar, North Tripura.

42. sri sonaram Reang, Secretary, Nabincherra Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Nabincherra, Dharmanagar,

43. sri Manada Charan sarkar, secty. Uttar Masmara Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Krishnatilla, Kanchanpur Block, Dharmanagar, North Tripura.

44. sri Neitungram Halam, secty. Jaithangbari Gaon sabha, sub-Information Centre, PO. Bagpassa, Dharmanagar, North Tripura.

45. sri Rashamoy sharama, secty. south Padmabil sub-Information Centre, PO. Padmabil, Dharmanagar, North Tripura.

45. Md. Abdul Motion, secty. Ichailacherra sub-Information Centre, PO. Inchailacharra, Dharmanagar, North Tripura,

## ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO, 14

Name of Member :— Shri Subodh Ch. Das M' L, A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Fishery Department be Pleased to State :—

১। ১৯৮৪ সনের প্রবল বন্যায় পানিসাগর ব্লকের মোট কতটি মিনিব্যারেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;

২। ক্ষতিগ্রস্ত মিনিব্যারেজগুলির মধ্যে মোট কতটি কোন গাঁওসভায় অবস্থিত? এবং

৩। এর মধ্যে কতটি ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে মে এর মধ্যে মেরামত করা হয়েছে?

## ANSWER

১। ১৯৮৪ইং সনের বন্যায় পানিসাগর ব্লকের অধীনে মোট ১৮২টি মিনি-ব্যারেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২। ক্ষতিগ্রস্ত মিনি-ব্যারেজগুলির গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| গাঁওসভার নাম | ক্ষতিগ্রস্ত মিনি-ব্যারেজের সংখ্যা, |
|---|---|
| হাপলং | ১২ |
| বালিছড়া | ২২ |
| জৈথাং | ৫২ |
| পানিসাগর | ১৫ |

| | |
|---|---|
| তিলথৈ | ১৩ |
| গঙ্গানগর | ৭ |
| পেকুছড়া | ৭ |
| উপ্তাখালি | ৬ |
| নর্থপদ্মবিল | ১ |
| সাউথ পদ্মবিল | ২ |
| বালিধুম ( এ. ডি, সি, | ৪৫ |
| মোট | ১৮২ |

৩। ১৯৮৫ইং মে এর মধ্যে ১২৭টি মিনি-ব্যারেজ মেরামত করা হয়েছে।

## ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 15

Name of Member: Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Fisheries Department be Pleased to State.

১। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে সরকার মোট কত টাকা অনুদান হিসাবে দিয়েছেন;

২। ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে কোন কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে সরকার আর্থিক অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন ?

## ANSWER

১। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে নিম্নবর্ণিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে ৪,২০০০·০০ টাকা হারে মোট ১,৫৫,৪০০·০০ টাকা পরিচালন ভর্তুকী হিসাবে অনুদান দেওয়া হইয়াছে :—

সমিতির নাম

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

কমলাসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

মেলাঘর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বিক্রমনগর | ,, | ,, | ,, | ,, |
| চেবরী | ,, | ,, | ,, | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শান্তি নগর | ,, | ,, | ,, | ,, |
| রাণীর বজোর | ,, | ,, | ,, | ,, |
| কলকলিয়া | ,, | ,, | ,, | ,, |
| বিশালগড় নিউমার্কেট | ,, | ,, | ,, | ,, |
| খোয়াই | ,, | ,, | ,, | ,, |
| জনকল্যাণ | ,, | ,, | ,, | ,, |
| আগরতলা | ,, | ,, | ,, | ,, |
| তেলিয়ামুড়া | ,, | ,, | ,, | ,, |

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

| অম্পি | মৎস্যজীবি | সমবায় | সমিতি | লিঃ |
|---|---|---|---|---|
| অমরপুর ক্ষুদ্র | ,, | ,, | ,, | ,, |
| মালবাসা | ,, | ,, | ,, | ,, |
| চেলাগাং | ,, | ,, | ,, | ,, |
| নতুন বাজার | ,, | ,, | ,, | ,, |
| মির্জাপুর | ,, | ,, | ,, | ,, |
| রাজনগর | ,, | ,, | ,, | ,, |
| মৎস্যজীবি কল্যাণ | ,, | ,, | ,, | ,, |
| কলাবাড়িয়া | ,, | ,, | ,, | ,, |
| মাগঙ্গা | ,, | ,, | ,, | ,, |
| মুড়া পাড়া | ,, | ,, | ,, | ,, |

সমিতির নাম

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

| খাওয়া বিল | মৎস্যজীবি | সমবায় | সমিতি | লিঃ |
|---|---|---|---|---|
| যুবরাজ নগর | ,, | ,, | ,, | ,, |
| মনুঘাট | ,, | ,, | ,, | ,, |
| দুধপুর | ,, | ,, | ,, | ,, |

| দেবীছড়া ও ছনকাপ | মৎস্যজীবি | সমবায় | সমিতি | লিঃ |
|---|---|---|---|---|
| মৎস্যজীবি কল্যাণ | | ,, | ,, | ,, |
| ছৈলেংটা আদর্শ | ,, | ,, | ,, | ,, |
| প্রগতি মৎস্যজীবি | | ,, | ,, | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| নব জাগরণ ,, | | ,, | ,, | ,, |
| পানিসাগর প্রাথমিক | ,, | ,, | ,, | , |
| জুরিভেলী আদর্শ | ,, | ,, | ,, | ,, |
| চালিতাছড়া | ,, | ,, | ,, | ,, |
| জনকল্যাণ | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ধর্মনগর | ,, | ,, | ,, | ,, |

২। ১৯৮৫-৮৬ইং সনে ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটিসহ মোট ১১টি ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে শেয়ার ক্যাপিটেল এবং ১১৮টি রেজিস্ট্রিকৃত ফিসারম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটি পরিচালন ভর্তুকী হিসাবে অনুদান দেওয়া প্রস্তাব আছে। কোন কোন সোসাইটিকে অনুদান দেওয়া হইবে তাহা সত্বরই স্থির করা হইবে -

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 19

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha, M. L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be Pleased to State :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ সালের আগষ্টের ভয়াবহ বন্যায় অমরপুর মহকুমার কতটি পরিবারের গবাদি পশু মারা গিয়েছিল ;

২। এই সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোন ঘোষণা দিয়েছিলেন কিনা ;

৩। দিয়ে থাকলে তাহা কিরূপ ?

৪। ৩০।৬।৮৫ইং পর্যন্ত ঐ মহকুমায় বন্যায় উপরোক্ত সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত কতটি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ;

৫। অবশিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত পরিারদের কবে নাগাদ উক্ত আর্থিক সাহায্য দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Minister-in-Chrrge of the Rev. Deptt Revenue Minister

১। ৪৬৪টি পরিবার।

২। [illegible]।

৩। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সমস্ত পরিবারের গবাদি পশু (মহিষ ও গরু) বিগত ১৯৮৩ সনের বন্যায় মারা গিয়াছিল যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি গবাদি পশুর জন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভর্তুকী বাবৎ সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা অনুদান পাওয়ার যোগ্য। এই অনুদান ডি, আর. ডি এর সুপারিশক্রমে ব্যাঙ্ক ৫০০ ঋণ মঞ্জুর করিলে পর সরকারী অনুদান প্রদান করা হয়।

৪। ৮৯ টি পরিবার।

৫। ডি, আর, ডি এর সুপারিশক্রমে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করিলে সরকারী ভর্তুকীর টাকা দেওয়া হইবে।

## ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 29

Name of the Member :— Sri Tarani Mohan Singha, M. L. A.

Will the Hon'hle Minister-in-Charge of the Revenue Department be Pleased to state :

১। গত ১৯৮৩ইং হইতে ১৯৮৫ইং পর্যন্ত বন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যে কি পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে ও কত লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। বন্যায় যে সকল কৃষকের ফসল নষ্ট হইয়াছে তাদের কি কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং যে সকল লোক মারা গিয়াছে তাদের পরিবার বর্গকে আর্থিক কিরূপ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তার বিবরণ।

৩। বন্যাত্রাণের জন্য উপরোক্ত বৎসরগুলিতে রাজ্য সরকার হইতে কত টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদানের কত টাকা খরচ করা হইয়াছিল তার আলাদা হিসাব।

### উত্তর

Minister-in-Charge of the Rev. Deptt—Revenue Minister

১। ১৯৮৩ইং সনের আগষ্ট মাসে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের পরিমাণের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| বিভাগ | যে পরিমাণ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (মঃ টনে) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | আউশ চাউল | আমন চাউল | আমন ধানের চারা | জুম চাউল | অন্যান্য ফসল |
| ১) ধর্মনগর | ১৮২০ | ৮৭৮ | ৭ | — | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২) | কৈলাসহর | ৮১২৫ | ৩৬৪০ | ২২৫ | — | — |
| ৩) | কমলপুর | ২৯৬৫ | ১৫৫২ | ৪ | — | — |
| ৪) | খোয়াই | ৩৮০৯ | ১৫০৩ | ১৯ | ৪ | — |
| ৫) | সদর | ২৫৬১ | ১১৯০ | ৪৭.৫ | ২০ | — |
| ৬) | সোনামুড়া | ২৪০৫ | ২০১২ | ২১২.৫ | — | — |
| ৭। | উদয়পুর | ৩৩১৫ | ৪৮৬৫ | ১৮৫ | — | — |
| ৮। | অমরপুর | ১৪৫৫ | ৩০০৮ | ২৮ | ২৩ | — |
| ৯। | বিলোনীয়া | ২৩৪০ | ৩২৫৪ | ৮৬ | ৩৪ | — |
| ১০। | সাব্রুম | ৮৩২ | ৬৮২ | ১ | — | — |
| | | ২৯,৬২৭ | ২২,৫৮৪ | ৮১৫ | ৮১ | — |

১৯৮৪ইং সনে মে ও জুন মাসে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ফসলের পরিমাণ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক্ষতির পরিমাণ মেঃ টন হিসাবে

| মহকুমার নাম | বরোধান | আউস ধান | জুম ধান |
|---|---|---|---|
| ১। খোয়াই | ১৪৬৩ | ১০০১ | ১৬৩ |
| ২। সদর | ৪৬৯৭ | ৭৭৬ | ১২ |
| ৩। সোনামুড়া | ৯৮১ | ৫৭৫ | ৪৭ |
| ৪। উদয়পুর | ৯৯০ | ৬৯৫ | ২২ |
| ৫। অমরপুর | ৪৬৬ | ১০৫ | ৬৯ |
| ৬। বিলোনীয়া | ৪৬৭ | ৩৭৬ | ১৭ |
| ৭। সাব্রুম | ৩০ | ২০ | ১০ |
| ৮। কমলপুর | ২২৮ | ১৫০ | ১১০ |
| ৯। কৈলাসহর | ১৪৫৫ | ৪৭০ | ১৫৪ |
| ১০। ধর্ম্মনগর | ৬২৭ | ৫৫৭ | ৯৩ |
| | ১১,৪০৪ | ৪,৯৯৫ | ৭২৭ |

ক্ষতির পরিমাণ মেঃ টন

| মহকুমা | আমনধান | পাট | ক্ষতিগ্রস্ত আমন বীজের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১। খোয়াই | ৭৫ | ১১৭ | ৪.২৫ |
| ২। সদর | — | ৫৬ | ২ |
| ৩। সোনামুড়া | ৯৭ | ২০ | ১০.৮ |
| ৪। উদয়পুর | — | ১০৮ | ৪০ |
| ৫। অমপুর | — | ৬৮ | |
| ৬। বিলোনীয়া | — | — | — |
| ৭। সাব্রুম | — | ১৪ | — |
| ৮। কমলপুর | — | ২৫ | — |
| ৯। কৈলাসহর | — | ১১০ | — |
| ১০। ধর্ম্মনগর | — | ৯ | — |
| | ১৭২ | ৫২৭ | ৯৫.৩ |

| মহকুমা | বীজতলায় ক্ষতিগ্রস্ত বীজের পরিমাণ ( আউস ) | সব্জী | তিল |
|---|---|---|---|
| ১। খোয়াই | ৫৫ | ৪৭২ | — |
| ২। সদর | ১৬ | ৩৪৮ | ৭ |
| ৩। সোনামুড়া | ১ | ৩২০ | ২ |
| ৪। উদয়পুর | ১০ | ১০০ | ১০ |
| ৫। অমরপুর | ৩২ | ৯৪ | ১৬ |
| ৬। বিলোনীয়া | ১৫ | ১৬ | ১৮০ |
| ৭। সাব্রুম | — | ১০ | ৫ |
| ৮। কমলপুর | ১৪০ | ১৬০ | ২৪ |
| ৯। কৈলাসহর | ২০০ | ২৯০ | — |
| ১০। ধর্ম্মনগর | ১৯০ | ৩২০ | — |
| | ৬৬২ | ২১৩০ | ২৪৪ |

ক্ষতিগ্রস্ত পরিমান মেঃ টনে

| মহকুমা | মেস্তা | পাচাবোড়া | বাদাম |
|---|---|---|---|
| ১। খোয়াই | — | — | — |
| ২। সদর | ১৩ | — | — |
| ৩? সোনামুড়া | — | — | — |
| ৪। উদয়পুর | — | — | — |
| ৫। অমরপুর | — | — | — |
| ৬। বিলোনীয়া | — | ১০ | — |
| ৭। সাব্রুম | — | — | ৩ |
| ৮। কমলপুর | — | — | ৯৬ |
| ৯। কৈলাশহর | — | — | — |
| ১০। ধর্মনগর | — | — | — |
| | ১৩ | ১০ | ৯৯ |

১৯৮৫ ইং সনের মে ও জুন মাসে বন্যায় যে পরিমান ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| বিভাগের নাম | যে পরিমান ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মেঃ টন হিসাব | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | আউশ ধান | বোরো ধান | জুম ধান | বীজতলার আমন বীজ | বীজতলার আউশ বীজ |
| ১। খোয়াই | ৭৫.৬০ | ২২৫,০ | ৫২,০ | ৬,০ | ১০ |
| ২। সদর | ৩৩০.২ | ৫৪,৫ | ৫৩,০ | ৫,৪ | — |
| ৩। সোনামুড়া | ৩৯.৪ | — | ৭,৫ | — | — |
| ৪। উদয়পুর | ২৫৮,৪ | ২৬,৫ | ১০২,৪ | ১,০ | — |
| ৫। অমরপুর | ১৫,৫ | ৫,৫ | ৪১,৫ | ০,২ | ১,৬ |
| ৬। বিলোনীয়া | ৫০,৯ | ৬২,৫ | ২৬,৭ | ১,৮ | — |
| ৭। সাব্রুম | ৭৭,০ | ৫৭,০ | ৩৩,০ | — | — |
| ৮। কমলপুর | ১৫৫০,০ | — | ১৩৫৬,০ | — | ১০৮,০ |
| ৯। কৈলাসহর | ৩৪৫০,১ | ৯৬,৫ | ২৬৮,০ | ১০,৮০ | ২৮,০ |
| ১০। ধর্মনগর | ২১১৮,১ | ১৪,৮ | ১৫৪,৫ | — | ৫৯,৬ |
| | ৮৬৪৯.৮ | ৫৪২.৩ | ২০৯৪.৬ | ১২২.৪ | ২০৭.২ |

১৯৮৫ইং সনের বন্যায়

যে পরিমাণ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (মে, টনহি সাবে

| বভাগের নাম | পাটওমেস্তা | সব্জী | তিল | ইক্ষু | খারিজ | খারিজ | ডালবীজ | তৈলবীজ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। খোয়াই | ৭১,০ | ১০৮,০ | ৩,৬ | — | — | — | | |
| ২। সদর | ৩৬,০ | ৩১,০ | ০,৯ | — | — | — | | |
| ৩। সোনামুড়া | ১৫,০ | ১১,৫ | ৫,৭ | — | — | — | | |
| ৪। উদয়পুর | ৩৮,৬ | ৩৩,৯ | ৪,৫ | — | — | — | | |
| ৫। অমরপুর | ১২,০ | ৮,৭ | ০,১ | — | — | — | | |
| ৬। বিলোনীয়া | ৪,৯ | ১০,২ | — | ৮'৮ | — | — | | |
| ৭। সাব্রুম | ৩৫'০ | ৩০'০ | — | ৫০'০ | — | — | | |
| ৮। কমলপুর | ৪৫০'০ | ৫০০'০ | — | ৩৬০'০ | ৬৫,০ | ৬৭,০ | | |
| ৯। কৈলাশহর | ২৭০'৯ | ১৬৫'০ | ১৯'০ | ৫৪৪'০ | ১২'২ | ৮'৭ | | |
| ১০। ধর্মনগর | ৬১'৮ | ৩৭৩'০ | ৫'১ | — | — | — | | |
| | ৯৯৫.২ | ১২৮১'৩ | ৪৯'০ | ৯৬২.৮ | ৭৭.২ | ৭৫.৭ | | |

১৯৮৫ইং সনের বন্যায়

| | পাট | তুলাবীজ | ভুট্টা | ফল | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। খোয়াই | — | ২০'০ | — | — | ২'৮ |
| ১। সদর | — | — | — | — | — |
| ৩। সোনামুড়া | — | — | — | ২৮'০ | — |
| ৪। উদয়পুর | — | — | — | — | — |
| ৫। অমরপুর | — | — | — | ২০'০ | — |
| ৬। বিলোনীয়া | — | — | — | ২৭৪'২ | ৩'০ |
| ৭। সাব্রুম | ৬০'০ | ৫'০ | — | ৬০'০ | — |
| ৮। কমলপুর | — | — | — | — | — |
| ৯। কৈলাসহর | — | ১১'০ | — | — | — |
| ১০। ধর্মনগর | ১৫'৪ | — | ০'৭ | — | ১৭'০ |
| | ৭৫.৪ | ৩৬.০ | ০.৭ | ৩৮২.২ | ২২.৮ |

১। ১৯৮৩ ইং হইতে ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত বন্যায় যে সকল ব্যাক্তি মারা গিয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

| | ১৯৮৩ | ১৯৮৪ | ১৯৮৫ |
|---|---|---|---|
| ধর্মনগর মহকুমা | ১৩ | ১১ | — |
| কৈলাসহর ,, | ১১ | ১১ | ১ |
| কমলপুর ,, | ২ | ২ | — |
| উদয়পুর ,, | ১ | ১ | — |
| অমরপুর ,, | ৮ | ৮ | — |
| বিলোনীয়া ,, | — | — | ২ |
| সোনামুড়া ,, | — | ১২ | (বজ্রাঘাতে ও — বৃক্ষপতনে) |
| সদর ,, | ৪ | ৫ | — |
| খোয়াই ,, | ৩ | ১ | ৭ |
| | ৪২ | ৫২ | ১০ |

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

২। কৃষি বিভাগ হইতে উপরোক্ত বৎসর গুলিতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারকে বিভিন্ন সময়ে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

১। প্রতিটি ১০ কেজি হারে অনধিক ৫০ টাকা মূল্যের উচ্চ জমির আউস ধানের মিনিকিট বিতরন।

২। প্রতিটি ১০ কেজি হারে অনধিক ৫০ টাকা মূল্যের উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের মিনিকিট বিতরন।

৩। প্রতিটি ২ কেজি হারে অনধিক ২৫ টাকা মূল্যের, মাসকলাই/তেলী কাউনি বীজের মিনিকিট বিতরন।

৪) প্রতিটি ১৫ কেজি হারে অনধিক ১৫০ টাকা মূল্যের চীনা বাদামের মিনিকিট বিতরন।

৫) প্রতিটি ২ কেজি হারে মুগ বীজের মিনিকিট বিতরন।

৬) অনধিক ৩০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন জাতের সব্জি বীজের মিনিকিট।

৭) প্রতিটি ৫০০ কাটিং হারে জুম চাষীদের জন্য টেপিওকা মিনিকিট এবং তৎসঙ্গে চারা রোপনের জন্য মজুরী বাবদ নগদ ৫৫ টাকা।

৮ ) পানের কোরজ নির্মানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ পান চাষীদের ৫০০ টাকা হারে নগদ সাহায্য ।

৯ ) ১২½ গণ্ডা জমিতে চাষ করার মত ১০ কেজি গমের বীজ ও প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশক ঔষধ বিতরন ।

১০ ) ১২½ গণ্ডা জমির জন্য প্রয়োজনীয় ডাল বীজ সার ও কীটনাশক ঔষধ বিতরন ।

১১ ) ১২½ গণ্ডা জমির জন্য প্রয়োজনীয় মূলা, বেগুন, লংকা, বাধাকপি, বিলাতী বেগুনের বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধ বিতরন ।

১২ ) ৩ গণ্ডা জমির জন্য ৫০ কেজি আলুর বীজ, প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশক ঔষধ বিতরন ।

১৩ ) ৬¼ গণ্ডা জমির জন্য ২½ কুইন্টাল আয়ের বাজন প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশক ঔষধ বিতরন ।

১৪ ) ১২½ গণ্ডা জমির জন্য ১০ কিলোগ্রাম বোরো ধানের বীজ সার ও কীটনাশক ঔষধ বিতরন ।

১৫ ) গম বীজের উপর শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকী প্রদান ।

১৬ ) আলু বীজে প্রতি কিলোগ্রামে ৩০ পয়সা ভর্তুকী প্রদান ।

১৭ ) ৮ সেঃ মিঃ যইতে ৩০ সেঃ মিঃ পরিমিতি বালুর স্তর সরাইয়া জমি চাষের উপযোগী করিয়া তোলার ব্যবস্থা করা সরকারী বিধান অনুযায়ী কোন পরিবারের ১ জনের মৃত্যু হইলে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়া হয় এবং একের অধিক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যান্ত অনুদান দেওয়া হয় ।

৩ । ক ) ১৯৮৩ সনের ত্রাণ কার্য্য বাবদ খরচের হিসাব নিম্নরূপ :—কেন্দ্রীয় অনুদান হইতে ২,৭৪,৮৫,৮৫০,০৬ পঃ এবং রাজ্য সরকারের তহবিল হইতে ৪৮,৯০,০০০ টাকা ।

খ ) ১৯৮৪ সনের ত্রাণ কার্য্য বাবদ খরচের হিসাব নিম্নরূপ :—কেন্দ্রীয় অনুদান হইতে ২,৩৭,৬৯,৭৮০,৫৬ পঃ রাজ্য সরকারের তহবিল হইতে ১৮,০০,০০০ টাকা ।

গ ) ১৯৮৫ সনের ত্রাণকার্য্য বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এখন পর্যান্ত অগ্রিম অনুদান রূপে ১ ( এক ) কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে । রাজ্য সরকার এ পর্য্যন্ত ৫২,৮৭,৫৩৫, ৪০পঃ মঞ্জুর করিয়াছে ।

## UN-STARRED QUESTION NO. 35

Name of M. L. As 1) Sri Jawhar Saha
and
2) Sri Matilal Saha.

Will the Hon'bie Ministei-in-Charge of the Transport Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ১৫ই জুলাই ১৯৮৫ইং পর্যন্ত টি আর টি সি বাস ও ট্রাকের সংখ্যা কত, (পৃথক পৃথক হিসাব),

২) এর মধ্যে বর্তমানে কতটি সচল আছে, (বাস ও ট্রাকের পৃথক হিসাব)

৩) সম্প্রতি উক্ত সংস্থার কোন বাস বা ট্রাক নিলামে বিক্রি করা হয়েছে কি না,

৪) হয়ে থাকলে বাস ও ট্রাকের সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব)

৫) নিলামে বিক্রি হয়ে থাকলে উহাদের বিক্রয় মূল্য কত (পৃথক পৃথক হিসাব)

৬) উক্ত বিক্রিত গাড়ীগুলির ক্রয় মূল্য কত ছিল (বাস ও ট্রাকের পৃথক হিসাব)

৭) ১৯৮৫-৮৬ সালে কোন নূতন বাস ও ট্রাক কেনা হয়েছে কি না, (পৃথক হিসাব)

৮) হয়ে থাকলে তার সংখ্যা (বাস ও ট্রাক আলাদা আলাদা) এবং

৯) উক্ত নূতন বাস ও ট্রাকের ক্রয়মূল্য কত ?

১০) ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এই সকল বাস ও ট্রাক চলাচলের জন্য মোট কত লিটার ডিজেল ও মবিল খরচ হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীঃ—পরিবহন মন্ত্রী।

১) ১৯৮৫ সালের ১৫ই জুলাই পর্যন্ত বাস ও ট্রাকের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| বাস | ট্রাক |
|---|---|
| ১১৭টি | ৪৯টি |

এর মধ্যে ২টি বাস ও ১২টি ট্রাক Condemnation-এর প্রস্তাব আছে।

২) জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৬৫টি বাস ও ২৫টি ট্রাক সচল ছিল।

৩) হ্যাঁ, বিক্রি করা হয়েছে।

৪) ৪৩টি বাস ও ৩টি ট্রাক বিক্রি করা হয়েছে।

৫) ২৩টি করে লট করে ২টি লটে মোট ৪৬টি গাড়ী (বাস ও ট্রাক একত্রিতভাবে) নীলামে বিক্রি হয়েছে। প্রতি লটে মোট টাকা ৮,০৫,২৫৯'৫০ করে বিক্রি হয়। ২টি লটে মোট টাকা ১৬,১০,৫১৯'০০ হলো বিক্রয় মূল্য।

(বাস ও ট্রাক একত্রিতভাবে বিক্রি হওয়ায় আলাদা হিসাব দেওয়া হয় নাই)।

৭) এই গাড়ীগুলি কিনতে মোট টাঃ ৪৮,৬২,৭৫৭—৫৯ খরচ হয়েছিল।

বাসের ক্রয়মূল্য মোট টাঃ ৪৭,০২,৮৭৮—৫৯

ট্রাকের ক্রয়মূল্য মোট টাঃ ১,৫৯,৮৭৯—০০

৭) হ্যাঁ, কেনা হয়েছে। ১৯৮৫ইং সনে মোট

৮) ২০টি বাস (chassis) ক্রয় করা হয়েছে।

৯) নূতন ২০টি বাস chassis-এর ক্রয়মূল্য টাঃ ৪৩,৮৪,৯৭৪=০০ এবং ৫টি ট্রাক chassis এর ক্রয়মূল্য টাঃ ১১,৬০,২০৬'৬২ প্রঃ।

১০) ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৮৫ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত ঐ বাস ও ট্রাক চলাচলের জন্য আনুমানিক মোট ১৭৮০ কিলোলিটার Diesel এবং ৩৭'৫ কি, লি, Mobil খচর হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No:—38

Name of Member:— Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

২। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট কত জন তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রী পাঠরত আছেন (শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র ছাত্রীর হিসাব)

২। উক্ত তপশিলী জাতির কতজন ছাত্রছাত্রীকে এমন পর্যন্ত বুক প্রচণ্ড, বুক বাংক থেকে বই (ছাত্রাবাসের বাইরের ও ভিতরের ছাত্রছাত্রী) ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে (বিভাগ বিভিক হিসাব)

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ঐ সব ছাত্র-ছাত্রীদের বুক গ্রাণ্ড, বুক ব্যাংক, ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদির জন্য সর্ব মোট কত টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে; এবং

৪। এখন পর্য্যন্ত মোট বরাদ্দের কত অংশ ব্যায় করা হয়েছে;

৫। গত চার বছরে উক্ত খাতে মোট কত বরাদ্দ ছিল এবং তার কত অংশ ব্যয় করা হয়েছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৮৬৯১৩ জন তপশিলী ছাত্রছাত্রী পাঠরত আছেন। নিচে শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্রছাত্রীর হিসাব দেওয়া হল :—

প্রথম শ্রেণী—২৬, ১৪৯ জন,
দ্বিতীয় শ্রেণী—১৪, ১৭৩ ,,
তৃতীয় শ্রেণী—১২, ৬৫৫ ,,
চতুর্থ শ্রেণী—১০, ২১৩ ,,
পঞ্চম শ্রেণী—৩, ৭৮৯ ,,
ষষ্ট শ্রেণী—৪,৭৯৭ ,,
সপ্তম শ্রেণী—২,৫০০ ,,
অষ্টম শ্রেণী—২, ৭৩৩ ,,
নবম শ্রেণী—২,০৭৬ ,,
দশম শ্রেণী—১, ৬৯৩ ,,
একাদশ শ্রেণী—৯৭২ ,,
দ্বাদশ—শ্রেণী—৬৬৭ ,,
উচ্চ শিক্ষা রত—৭০৬ ,,

২। স্কুল শিক্ষা অধিকর্তার বিদ্যালয় সমূহে পাঠরত ছাত্রছাত্রী বুক প্রাপ্ত, বুক বুক ব্যাংক হইতে বই এবং ষ্টাই পেণ্ড বাবদ ১৯৮৫—৮৬ সালের এ পর্যন্ত যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাহা নিম্নে দেওয়া হল:—

(ক) বুক গ্রাণ্ড পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ৯,৫০, ১৮৭ উত্তর ত্রিপুরা জেলা ১, ৭১, ০৬৫,, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ১ ৭৮৮, ৯৬২ (প্রকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সংগ্রহাধীন আছে,

২। ক) ষ্টাইপেণ্ড :—

| | |
|---|---|
| পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা— | ৯, ০১, ১৩০ টাকা |
| উত্তর ত্রিপুরা জেলা— | ২, ৮৭, ৭৬০, |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা— | ৩, ৯৫, ২২০, |

উক্ত ষ্টাইপেণ্ড পেয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পশ্চিম ত্রিপুরা ৬৫৭৯ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ১৯৬০ জন, এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় ২৩৫৯ জন।

গ) উক্ত শিক্ষায় পাঠরত ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী স্টাইপেণ্ড পেয়েছেন।

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বুক গ্রাণ্ড, বুক ব্যাংক এবং স্টাইপেণ্ড ইত্যাদির জন্য মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা।

৪॥ এখন পর্যন্ত মোট বরাদ্দের ৩৩„৭৩ অংশ পর্যান্ত ( ১৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ১১০ টাকা ) ব্যয়িত হয়েছে।

৫। বৎসর ভিত্তিক গত চার বৎসরের বরাদ্দ এবং ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

( টাকা লক্ষের হিসাবে )

| ১৯৮১-৮২ | | ১৯৮২-৮৩ | | ১৯৮৩-৮৪ | | ১৯৮৪-৮৫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বরাদ্দ | খরচ | বরাদ্দ | খরচ | বরাদ্দ | খরচ | বরাদ্দ | খরচ |
| ২৭·৯১ | ২৭·৭৩ | ৩৮·৮০ | ৩৭·৯২ | ৪৭·৯১ | ৪৬·১৯ | ৪৫·২৬ | ৪২·৮১ |

## ADMITTED-UNSTARRED QUESTION NO. 39.

Name of the Member :— Shri Len Prasad Malsai M, L, A,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be Pleased to state:

১) কাঞ্চনপুরে একটি সাব-ডিবিশন ( সিভিল ) খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; ( ২ ) থাকিলে কবে নাগাদ সেই কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

Minister in-Charge of the Rev. Deptt -Revenue Minister

১) এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩। রাজ্যের কোথাও নতুন কোনসাবিডিভিশন খোলার প্রস্তাব নাই।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO: 65

Name of the Member :— Shri Basit Ali M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State.

১) ১৯৮৩-৮৪ সালের বন্যায় ত্রিপুরায় মোট কতটি পরিবারের গো-মহিষাদি ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে, তার সংখ্যা ;

২) উপরোক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে কোন আর্থিক সাহায্য অদ্যবধি প্রদান করা করা হইয়াছে কিনা ;

৩। হইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ কত ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Rev. Deptt.—Revenue Minister

১) ১৬৬৩টি পরিবার ।

২) হ্যাঁ।

৩] ১, ৩২, ০১৮ টাকা।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION. 68

Name of the Member :—Shri Basit Ali, M L A

Will the Honble Minister-in-charge of the Revenue Department be Pleased to state :—

১। ১৯৮৫ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কৈলাসহর সাব-ডিভিসনে gratuitons relief বাবত মোট কত টাকা কতটি পরিবারকে প্রদান করা হয়েছে তার হিসাব।

২। উক্ত উপকৃত পরিবারের মধ্যে দুই টাকা বা পাঁচ টাকা মঞ্জুরীকৃত অর্থ পাইয়াছেন, এমন পরিবারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Rev, Deptt—Revenue Minister

১) উক্ত সময়ের মধ্যে মোট টাঃ ৩৪,৭৩০,০০ ১৫৮৪টি পরিবারকে প্রদান করা হইয়াছে।

২) দুই টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় নাই তবে পাঁচ টাকা করে ১২১টি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 70

NAME OF THE MEMBER :—SHRI KALI KUMAR DEBBARMA

Will the Hon'bile Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৮ইং সন হইতে ১৯৮৫ইং সনের ২৯শে আগস্ট পর্যন্ত চাকমাঘাট মাছের পোনা উৎপাদন কেন্দ্রের কি পরিমান পোনা উৎপাদন করা হয়েছে, (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। সেই পোনাগুলি কোন কোন স্থানে বিলি করা হয়েছে,

৩। উক্ত সময়ে পোনা উৎপাদন করার জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ( বছর ভিত্তিক হিসাব ) এবং

৪। পোনা বিক্রয় করে কত টাকা আয় হয়েছে ( বৎসর ভিত্তিক হিসাব )?

১। ১৯৮৪ ইং সন হইতে ১৯৮৫ ইং সনের ২৯শে আগস্ট পর্যান্ত চাকমাঘাট পোনা উৎপাদন কেন্দ্রে মোট ১৩, ৩৪, ০০০ সংখ্যক মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে এবং তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব:—

| বৎসর | পোনা উৎপাদনের সংখ্যা |
|---|---|
| ১৯৭৮—৭৯ | ৩৮,০০০ |
| ১৯৭৯—৮০ | ৫৭,০০০ |
| ১৯৮০—৮১ | ৩, ০১, ০০০ |
| ১৯৮১—৮২ | ২,৮০, ০০০ |
| ১৯৮২—৮৩ | ১,২১ ০০০ |
| ১৯৮৩—৮৪ | ৪, ০০,০০০ |
| ১০৮৪—৮৫ | ৫০, ০০০ |
| ১৯৮৫—৮৬ (২৯ শে আগস্ট পর্য্যন্ত | ৮৭,০০০ |
| | মোট:—১৩,৩, ০০০ |

১। ঐ সকল উৎপাদিত মাছের পোনা তেলিয়ামড়া ও অন্যান্য ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গাঁওসভার মৎস্য চাষীদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে এবং ইহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

| বৎসর | উপকৃত মৎস্য চাষীর সংখ্যা | গাঁও সভার সংখ্যা | পোনা বিতরণের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৮-৭৯ | ৪৭ | ১০ | ৩৩.৬০০ | ৪.৪০০ সংখ্যক পোনা অন্যান্য ব্লকে নেওয়া হয়েছে। |
| | | | | — |
| ১৯৭৯-৮০ | ১৯৮ | ১৬ | ৫৭,,০০০ | — |
| ১৯৮০-৮১ | ৩৪৫ | ১৩ | ২,৫৯,৯৭০ | ৪১,০৩০ সংখ্যক পোনা অন্যান্য ব্লকে দেওয়া হয়েছে। |
| ১৯৮১-৮২ | ৩৩০ | ২৯ | ১,৮০,০০০ | — |
| ১৯৮২-৮৩ | ৩৭৮ | ২৪ | ১,২১,০০০ | |
| ১৯৮৩-৮৪ | — | — | — | — |
| | | | | বন্যায় ৪,০০,০০০ মাছের নষ্ট হয়। |
| ১৯৮৪-৮৫ | ১০০ | ১৯ | ৫০,০০০ | — |
| ১৯৮৫-৮৬ | ১৭৪ | ১৫ | ৮৭,০০০ | |
| মোট :— | ১,১৭২ | ১৩৬ | ৮,৮৮,৫৭০ | |

৩। ১৯৭৮ইং সন হইতে ১৯৮৫ইং সনের ২৯শে আগষ্ট পর্যান্ত মাছের পোনা উৎপাদন করিতে যে ব্যয় হয় তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

| বৎসর | বাৎসরিক ব্যয় |
|---|---|
| ১৯৭৮-৭৯ | টা: ১,৪৫১·০০ |
| ১৯৭৯-৮০ | টা: ২.৪৯০·৯৫ |
| ১৯৮১-৮১ | টা: ১,৮৩৬·০০ |
| ১৯৮১-৮২ | টা: ২,৫১৩·১০ |
| ১৯৮২-৮৩ | টা: ২,৫১৩·৯৯ |
| ১৯৮৩-৮৪ | টা: ২,০৩৭·৬২ |
| ১৯৮৪-৮৫ | টা: ২,০৬১·৬০ |
| ১৯৮৫-৮৬ (২৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত) | টা: ৫,৫৬১·৪০ |
| | মোট :— ২০,৪৬৩·৩৬ |

৪। ১৯৭৮—ইং সন হইতে ২৯শে আগষ্ট ১৯৮৫ইং সন পর্য্যন্ত মাছের পোনা বিক্রয় বাবদ আয়ের হিসাব বৎসর ভিত্তিক এরূপ:—

| বৎসর | আয় |
|---|---|
| ১৯৭৮-৭৯ | টা: ১,৪৩৭.০০ |
| ১৯৭৯৭৮০ | টা: ২,১৫৬.৬৪ |
| ১৯৮০-৮১ | টা: ৯,০০০.০০ |
| ১৯৮১-৮২ | টা: ৮,৪০০.০০ |
| ১৯৮২-৮৩ | টা: ৪,৯১৮.৭২ |
| ১৯৮৩-৮৪ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আয় হয় নাই |
| ১৯৮৪-৮৫ | টা. ৩,৭৫০.০০ |
| ১৯৮৫-৮৬ ( ২৯শে আগষ্ট '৮৫ পর্য্যন্ত ) | টা: ৬,১০০.০০ |
| | মোট :— টা: ৩৫,৭৬২.৩৬ |

Admitted Unstarred Question No 76

Name of the Member : Shr Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Information Culturol Affairs & Tourism Department be State :

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত তথ্য সংস্কৃতি এবং পর্যটন বিভাগের মাইক ও পোষাক বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট ভাড়া বাবত সরকারের কত টাকা আদায় হয়েছে ( বছর ভিত্তিক হিসাব )

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন টাকা বকেয়া পড়ে আছে কিনা,

৩। থাকিলে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দলের নিকট কত টাকা বকেয়া পড়ে আছে তার বছর ভিত্তিক হিসাব।

৪। উক্ত টাকা আদায়ের জন্য এ পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

মাইক ভাড়ার বছর ভিত্তিক হিসাব

| | |
|---|---|
| ১৯৮২-৮৩ইং | ৬০৫ টাকা |
| ১৯৮৪ইং | — |
| ১৯৮০-৮৫ইং | |
| আগষ্ট পর্যন্ত | ৬০৫ টাকা |

পোষাক ভাড়ার ভিত্তিক হিসাব

| | |
|---|---|
| ১৯৮২.৮৩ইং | ৮,০৯০ টাকা |
| ১৯৮৩-৮৪ইং | ৭, ৩২০ টাকা |
| ১৯৮৪-৮৫ইং | ৩, ৬৮০ টাকা |

( আগষ্ট পর্যন্ত )

প্রশ্ন উঠে না।
বকেয়া নাই।
প্রশ্ন উঠে না।

Un-starred Question No. 81

Name of M. L. A. :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Cnarge of the Transport Department be Pleased to State—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সিতে শ্রমিক কর্মচারীদের মোট সংখ্যা কত ?

২) ১৫ই আগষ্ট ( ১৯৮৫ ) পর্য্যন্ত কতটি পদ শূণ্য আছে ?

৩) কবে নাগাদ এ সকল শূণ্য পদ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

৪) ১৯৮৫ সাল থেকে ১৫।৮।৮৫ সময় পর্য্যন্ত DRW পদে কতজন কন্টিজেন্ট কর্মী কাজ করছেন ?

৫) কবে নাগাদ তাদেরকে রেগুলার করা হবে বলে আশা করা যায়।

৬) এই সকল ব্যক্তিরা কোন্ শ্রমিক কর্মচারী সংস্থায় ও কোন্ কোন্ পদে নিযুক্ত আছেন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী

১) ১৯৮৫ইং সালের ১৫ই আগস্ট পর্য্যন্ত TRTC-তে শ্রমিক কর্মচারীর মোট সংখ্যা ৮২৫ জন।

২) ১৯৮৫ইং সালের ১৫ই আগস্ট পর্য্যন্ত শূণ্য পদের মোট সংখ্যা—৩২৬টি, বিস্তারিতভাবে নিম্নরূপ :—

| | ST | SC | GL. |
|---|---|---|---|
| Class—Il—১০টি | ৪ | — | ৬ |
| Class—III ২৭২টি | ৯২ | ২৭ | ১৫৩ |
| Class—III—৪৪ টি | ২৪টি | ৮ | ১২ |
| ৩২৬টি | ১২০ | ৩৫ | ১৭১ |

এই সংখ্যা Direct quota এবং Promotion qucto মিলিতভাবে ৩২৬টি এবং ইহা নিয়ে আলাদাভাবে দেখানো হইল—

Direct quota—১৮৪টি

Promotion qurta—১৪২টি

মোট—৩২৬টি

৩) প্রয়োজন ভিত্তিক পদগুলি পর্য্যায়ক্রমে পূরণ করা হইবে। সঠিক তারিখ এমনই দেওয়া সম্ভব নয়, প্রমোশনের ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীরা প্রমোশনের Precondition (acording to RIRules) fulfill করিলে প্রমোশন দেওয়া হইবে।

৪) ১৯৮৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্য্যন্ত ২৬ জন কর্মী DRW পদে কাজ করিতেছেন।

৫) বিভিন্ন কারণে নির্দিস্ট তারিখ এখন বলা সম্ভব নয়।

৬) কে কোন Union-এর অন্তর্ভুক্ত বলা সম্ভব নয়। তবে এই ২৬ জন নিম্নলিখিত কাজে নিযুক্ত আছে :—

1) SWeeper—৩ জন
2) Clener—৪ জন
3) washer of Vehide—৯ ,,
4) Bus Conductor——২ ,,
5) Water Carrier—১ ,,
6) Painter— ১ ,,
7) Helper to Mechanic—১ ,,
8) Helper to Welding—১ ,,

মোট—২৬ জন

## ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 83

Name of the Member: Shri Kali Kumar Deb Barma, M, L, A,

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Reve nue in nue Department be Pleased to State:

১) রাজ্যর কোন সাবডিভিসনে কত একর ভূমি রিসেটেলম্যাণ্টের আওতায় এসেছে।

২) খোয়াই সাবডিভিশনের সোনাছড়া, কাকড়াছড়া' আটারমুড়া এলাকায় উক্ত কাজ রারম্ভ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Rev.Deptt-Revenue Minister

১) রিসেটেলমেন্ট এখন করা হচ্ছে না। তবে রেকর্ড অব রাইটস রিভিসন করা হচ্ছে এবং এর আওতা ভুক্ত ভূমির মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

| | |
|---|---|
| সদর | ২,২১,৫০৮.৮৩ একর |
| খোয়াই | ১,৫৪,৭৪০'০২ ,, |
| সোনামুড়া | ৪৭,৬০৮'১৯ ,, |
| কমলপুর | ২,৩০,৬১৪'৭৫ ,, |
| কৈলাসহর | ১,৩১,১৯১'৮৩ ,, |
| ধর্মনগর | ১,০৩,৯৭৪'৪৪ ,, |
| উদয়পুর | ১,৬১,৩৩৯'৭৭ ,, |
| বিলোনীয়া | ১,৩৮,৪৯৫'৮৩ ,, |

২) এই মৌজাগুলির পুনঃ জরীপের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে।

## ANNEXYRE—"C"

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 106 ( POSTPONED )

Name of ihe Mamber:— Narayan Eas, M,L,A,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Fisheries Department be Pleased to State :—

১. রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে মৎস্যসমবায় সমিতিগুলি ১৯৮৪—৮৫ আর্থিক বৎসরে কত টাকার মাছ বিক্রয় করিয়াছে;

২) ডম্বুর জলাশয় ও রুদ্রসাগর সমবায় সমিতিতে উপরোক্ত সময়ে মোট কত টাকার মাছ বিক্রয় হইয়াছে।

৩) ১৯৮৪-৮৫ বৎসে রুদ্রসাগর ও ডম্বুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে রাজ্য সরকার কত টাকা ঋণ দিয়াছেন. এবং

৪) উক্ত ঋণ কি কি বাবদে খরচ করা হইয়াছে?

ANSWER

১) ১৯৮৪—৮৫ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলি মোট ৮, ৯২, ৩৪১, ৫২ টাকার মাছ বিক্রয় করিয়াছে।

২) উক্ত সময়ে ডম্বুর জলাশয় হইতে মোট ১,৫১,৯৫৬, ৩৬ টাকার এবং রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি কর্তৃক মোট ১,৮৯,১৯১,৫০ টাকার মাছ বিক্রয় হইয়াছে।

৩) ১৯৮৪ – ৮৫ইং সনে রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে রাজ্য সরকার কোন ঋণ দেন নাই। ডম্বুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি নামে কোন সমিতি নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Quesrion No. 238 (Postponed)

Name of Member :—Shri Monoranjan, Majumder

Will the Honble Minister in-charge of the co-oporative Department be Pleased to state :–

১। রাজ্যের সমস্ত ল্যাম্পস্, প্যাকস এবং শাখাগুলির কিনা ;

২। থাকিলে লাম্পস্ প্যাকসগুলিতে চুরি ও অগ্নিদগ্ধের ঘটনার জন্য ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর নিকট এ পর্যন্ত কতগুলির ক্লেইম দায়ের করা হইয়াছে,

৩। ল্যাম্পস এবং প্যাকস এ চুরি ও অগ্নিদগ্ধের ঘটনা কোন তদন্ত হয়েছে কিনা এবং

৪। হয়ে থাকিলে কতগুলি চুরিতে দোষীদের ডিটেকট্ করা হইয়াছে,

ANSWER

Minister in-charge of the Co-operatve Department.

১। রাজ্যের ল্যাম্পস, প্যাকস এবং শাখাগুলির মধ্যে অনেকের ইনস্যুরেন্স আছে,

২। ল্যাম্পস এবং প্যাকসগুলিতে চুরি ও অগ্নিদগ্ধের ঘটনার জন্য ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর নিকট এ পর্যন্ত ১০৫টি ক্লেইম দায়ের করা হইয়াছে,

৩। চুরি ও অগ্নিদগ্ধের ঘটনার মধ্যে কিছু তদন্ত হইয়াছে এবং কিছু তদন্ত চলিতেছে। এবং

৪। ১টি চুরির ক্ষেত্রে দোষী ডিটেকট করা হইয়াছে। বাকীগুলি তদন্তাধীন বিচারাধীন আছে।

## ADMITTed STARRED QUESTION NO, 398 (POSTPONED)

Name of Member :— Shri Samir Kumar Nath, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ক) ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত ১৯৮৪ সনের বন্যায় সর্বমোট কতজন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে মোট কত টাকা বন্টন করা হয়েছে ( তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব )

খ) ধর্মনগরে বন্যা দুর্গতের মধ্যে ত্রানের টাকা বন্টনের কাজ শেষ হয়েছে কিনা।

২। উক্ত ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

## ANSWER

Minister in charge of the Revenue Department : Revenue Minister.

১। ক) ১৯৮৪ সনের বন্যায় মোট ৫৬, ১৫০টি পরিবারের মধ্যে মোট ৯৫, ১৭, ৭৫৩, টাকা ১৪ পয়সা বন্টন করা হয়াছে।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

| পশ্চিম ত্রিপুরা | টাকার পরিমান | পরিবারের সংখ্যা |
|---|---|---|
| সদর | ৩২,৪৯,৪৬২,৭৬ | ২৪, ৭৭৯ |
| সোনামুড়া | ১, ৪২, ১৬৯, ৫৫ | ১, ৩১৭ |
| খোয়াই | ৩, ৭৩, ৭৬৮, ০০ | ১, ৭৮০ |

| দক্ষিন ত্রিপুরা | টাকার পরিমান | পরিবারের সংখ্যা |
|---|---|---|
| উদয়পুর | ৫,১৯, ০৫৯,৮৫ | |
| অমরপুর | ২,৪৫,০০০,০০ | ৮,৯৯৫ |
| বিলোনীয়া | ৯০,০০০'০০ | |

| উত্তর ত্রিপুরা | টাকার পরিমান | পরিমানের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ধর্মনগর | ১৯,০৪,৭৯২,৪৮ | ৯,০৫০ |
| কৈলাশহর | ১৫,৪২,২৫২,৫০ | ৯,১২০ |
| কমলপুর | ৫,০৭,২৫০,০০ | ১,৭০৯ |

খ) গ্রামের কাজ শেষ হইয়াছে।

২। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ৭,৩০,০১,০০০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

Un-Starred Question No. 25 (Postponed)

Name of the member :— shri Tarani Mohan sinha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত (১৯৮৩ইং ৩১শে অক্টোবর) কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি?

২) যদি দিয়ে থাকেন তবে কোন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কি প্রকারের সাহায্য দিয়েছেন (দফাওয়ারী হিসাব টাকার পরিমাণ সহ)

Answer

Minister in charge of the Revenue Department : Revenue Minister.

১) হ্যাঁ।

২) নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল :—

ত্রিপুরা সরকার ওয়াকফ বোর্ডকে নিয়ে বর্ণিত টাকা বিভিন্ন সময়ে মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৯৭৯-৮০ — ১৬,০০০ টাকা

১৯৮০-৮১ — ১৯,৬০০ টাকা

১৯৮১-৮২ — ৫৫,০০০ টাকা

১৯৮২-৮৩ — ১,৮৫,০০০ টাকা

১৯৮৩-৮৪ — ৪,৬০,০০০ টাকা

| | | |
|---|---|---|
| উদয়পুর বুদ্ধ বিহার—কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর | ১৯৮২-৮৩ | ৩০'০০০ |
| শাখামণি বুদ্ধ বিহার— কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর। | ঐ | ১০'০০০ |
| জেতাবন বুদ্ধ বিহার—কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর। | ঐ | ১০'০০০ |
| অজন্তা বুদ্ধ বিহার – ছামনু, কৈলাশহর | ঐ | ১০'০০০ |
| শান্তিময় বুদ্ধ বিহার—ছামনু, কৈলাশহর। | ঐ | ১০'০০০ |
| শক্তি মন্দির—মেংত্রাই | ঐ | ২'৮৯৫ |
| ভূবনেশ্বরী কালীবাড়ী— | ১৯৮৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে | ৬০'০০০ |
| গোলাসিংবাড়ী মন্দির অমরপুর | ১৯৮৩-৮৪ | ৫০০ |
| রতননগর মন্দির—অমরপুর | ঐ | ৫০০ |
| কুরমা মন্দির— অমরপুর | ঐ | ২'০০০ |
| মালেবাসা মন্দির—অমরপুর | ঐ | ৫০০ |
| বন্দরঘাট মন্দির—অমরপুর | ঐ | ৫০০ |
| মহাদেব মন্দির—বিলোনীয়া | ঐ | ১'০০০ |
| বুদ্ধ মন্দির – বিলোনীয়া। | ঐ | ১'০০০ |

Admitted Un-Starred Question No. 40 (Postponed)

Name of the Member: Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Revenue Deptt. be pleased to state :—

১। রাজ্যে রেকর্ডভুক্ত মোট বর্গাচাষীর (share croper) সংখ্যা কত।

২। এদের মধ্যে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩র অক্টোবর পর্যন্ত কতজন।

৩ বর্গা স্বত্বের প্রশ্নে অমীমাংসিত বিরোধের সংখ্যা কত।

৪। আদালতে বিচারাধীন বিরোধ নিস্পত্তির প্রশ্নে সরকার থেকে বর্গাদারদের কোনরূপ সাহায্য করা হয় কি।

উত্তর

Minister in-charge of the Revenue Deptt-Revenue Minister.

১। ৪, ৮৯৫ জন

২। ৪ ৩৫৮ জন

৩। ৭১ টি

৪। হ্যাঁ।

Admitted starred Question No 43 (Postponed)

Name of Member :—Shri samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কত পরিমাণ কি জাতীয় মাছের (Fingerling ) ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে সরকারী প্রকল্পে তৈরী করা হয়েছে।

২। উক্ত সময়ে কত সংখ্যক মাছের পোনা রাজ্যের কোন ব্লকে কত সংখ্যক Beneficiary-কে সরবরাহ করা হয়েছে ; এবং

৩। বাজারে মাছের দাম নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। সরকারী প্রকল্পে বিভিন্ন ব্লকে ও ব্লক বহির্ভূত এলাকায় বিভিন্ন জাতের যে পরিমান চারা পোনা ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে উৎপাদিত হয়েছে তার হিসাব নিয়ে দেওয়া হল

চারা পোনা উৎপাদনের পরিমাণ (সংখ্যায়)

| ব্লক ও ব্লক বহির্ভূত এলাকার নাম | ১৯৮৩-৮৪ | | | ১৯৮৪-৮৫ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বড় মাছ | সাইপ্রিনাস কার্পিও | মোট | বড় মাছ | সিলভার কার্প | সাইপিনাস কার্পিও | মোট |
| ১। সাতচাঁদ | ৮,৩৫০ | ৭৩,৮০০ | ৮২,১৫০ | ৯,৭০৫০ | — | ২,৬১,০০০ | ৩,৫৮,০৫০ |
| ২। মাতারবাড়ী | ২,৪১,১২৫ | ৭,৫৮,৭০০ | ৯,৯৯,৮২৫ | ৩,৯৩,২০০ | — | ২০,৭০০ | ২৪,৬৫,৯০০ |
| ৩। অমরপুর | ৮,৮৮,৫০০ | ১,৪৪,'০০ | ১০,৩২,৫০০ | ২,৯৮'২৫০ | — | ৫,১৬'৫০০ | ৮,১৪'৭৫০ |
| ৪। উদয়পুরনগর | ৫,০০'০০০ | — | ৬,০০'০০০ | ১,০০'০০০ | — | ২,০৪'০০০ | ২,০৪;০০০ |
| ৫। মোহনপুর | ৪,২৯'০০০ | ৪,৮০'০০০ | ৯০,৯,০০০ | ১,৮৭,৮০০ | | ৪০,৪০০৪,০৪,৯০০ | ৬,৩৩,১০০ |
| ৬। সদর ব্লক বহির্ভূত এলাকা | ২,৬৯,০০০ | ৪,৮৫,২০০ | ৭,৫.২০০ | ২,৯৪,৭০০ | ১,২০,৪০০ | ১,৫৪,৬০০৫, | ৫,৬৯,৭০০ |
| ৭। জিরানীয়া | — | — | — | — | ৬২,০০০ | ৮৩,৬০০ | ১,৪৫,৬০০ |
| ৮। খোয়াই | — | ৯৮,০০০ | ৯৮,০০০ | — | — | ৩,২২,০৫০ | ৩,২২,০০০ |
| ৯। তেলিয়ামুড়া | — | — | — | — | — | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ |
| ১০। কুমারঘাট | ৫৯,২৭৫ | ২,২০,২২ | ২,৭৯,৪৯৬ | ৪,১১,৫৫৫ | — | ১,৪৩,৩০৫ | ৫,৫৪,৮০০ |
| ১১। সালেমা | ৬৯,৬৪০ | ১,০৮,৬৮০ | ১,৭৮,৩২০ | ৬৫,৮৪০ | — | ২,৮৫,০০০ | ২,৫০,৮৪০ |
| ১২। পানিসাগর | ৪,০৪,০০০ | ২,২৫,০০০ | ৬,২৯,০০০ | ৩,৬০,০০০ | — | ২,৫০,০০০ | ৬১০,০০০০ |
| ১৩। কাঞ্চনপুর | ১,৫০,০০০ | ৩০,০০০ | ১,৮০,০০০ | ৫০,০০০ | — | ১,০০,০০০ | ১,৫০,০০০ |
| মোট :— | ৩০,১৮,৮৯০ | ২৬,২৩,৬০১ | ৫৬,৪২,৩৯৫ | ২২,৫৮.৩৯৭ | ২,২২'৮০০ | ৪৬,৪৭'৬৩৫ | ৭১,২৮'৮৩০ |

২) উক্ত সময়ে বিভিন্ন ব্লক বিভিন্ন ব্লক এবং বহির্ভূ'ত এলাকায় যে পরিমান মাছের চারা পোনা যত সংখ্যক মৎস্যচাষীকে সরবরাহ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

| ব্লক ও ব্লক বহির্ভূ'ত এলাকার নাম | ১৯৮৩-৮৪ সরবরাহ কৃত মোট পোনার সংখ্যা | মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ১৯৮৪-৮৫ সরবরাহ কৃত মোট চারা পোনার সংখ্যা | মৎস্যচাষীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১। সাতচাঁদ | ১,০৭,০০০ | ২১৩ | ৫,১৯,০০০ | ১,০১৯ |
| ২। বাগাফা | ৪,৪১.৫০০ | ৮৮৩ | ৫,০০,০০০ | ১,০০০ |
| ৩। রাজনগর | ১,৮৪,০০০ | ৩৪০ | ৫,৬৩,৭৫০ | ৯৮৬ |
| ৪। মাতারবাড়ী | ৬,৪৭,৫০০ | ১,২৯৫ | ৮,১২,৫০০ | ১,৪৯৬ |
| ৫। অমরপুর | ১,১০,৫০০ | ২২০ | ৫,২৭,৩৫০ | ৮৫৯ |
| ৬। ডম্বুরনগর | ৬,৮০০ | ১৪ | ১৪,০০০ | ৪৮ |
| ৭। খোয়াই | ৩,১৭,৭১১ | ৩৭১ | ৩,৮৩,০০০ | ৯০৫ |
| ৮। তেলিয়ামুড়া | ১,৩২,৫০০ | ২৬৫ | ৮৩,৬০০ | ২০৪ |
| ৯। মোহনপুর | ২,৭৮,৪০০ | ২৬১ | ৩,৩৫,৩০০ | ৭৪৪ |
| ১০। জিরানীয়া | ৩,৪১,৭০০ | ৫৬৪ | ১,৫১,৩৫০ | ৭৬১ |
| ১১। সদর ব্লক বহির্ভূ'ত এলাকায় | ৫২,৬৪০ | ৭৯, | — | — |
| ১২। বিশালগড় | ৪,৬০,৩০০ | ৭৭২ | ২,১৭,২০০ | ৫৪৩ |
| ১৩। টাকারজলা | — | — | ৫১,৪০০ | ১১৭ |
| ১৪। মেলাঘর | ৩,৮২,৫০০ | ৬২৬ | ২,২৩,৩০০ | ৪৬৮ |
| ১৫। কাঞ্চনপুর | ১,১৭,০০০ | ২৭৫ | ১,২৬,০০০ | ২৫৬ |
| ১৬। পানিসাগর | ৩,৪১,০০০ | ৭১১ | ৪,২৩,০০০ | ১,১০৭ |
| ১৭। কুমারঘাট | ২,৬৮,৯৪৬ | ৪৮৯ | ৫,০৫,২১০ | ১,১৪০ |
| ১৮। ছামনু | ৪৫,৫৮০ | ৯২ | ১,৪৬,৪২০ | ৩৬৬ |
| ১৯। সালেমা | ১,৭৪,২৬০ | ১৬৪ | ২,৪৩,০১০ | ২৬৬ |
| মোট :— | ৪৪,১৭,৩৩৭ | ৭,৬৩৪ | ৫১,৫২,০৯০ | ১২,২৭৭ |

১। বাজারে মাছের দামের উর্দ্ধগতি রোধ করার জন্য নির্ধারিত মূল্যে গোমতী জলাধারের মাছ বাজারে বিক্রী করার ব্যবস্থা সরকার করেছেন।

এছাড়া, বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেওয়া সরকারী জলাশয়গুলির মাছ ও সরকার নির্ধারিত মূল্যেবিক্রী করা হয়।

Un-Starred Question No. 45 (postponed)

Name of the Member :— Shri Taranimohan sinha,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮৪ইং এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ?

২) যদি দিয়ে থাকেন তবে কোন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কি প্রকারের সাহায্য দিয়েছেন ( বিভাগ ভিত্তিক হিসাব )

Answer

Minister in charge of the Revenue Department :— Revenue Minister.

১) হ্যাঁ।

২) নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল :

ত্রিপুরা সরকার ওয়াকফ বোর্ডকে নিম্নে বর্ণিত টাকা বিভিন্ন সময়ে মঞ্জুর করিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| ১৯৭৯-৮০ | ১৬,০০০ টাকা |
| ১৯৮০-৮১ | ১৯,৬০০ ,, |
| ১৯৮১-৮২ | ৫৫,০০০ ,, |
| ১৯৮২-৮৩ | ১,৮৫,০০০ ,, |
| ১৯৮৩-৮৪ | ৪,৬০,০০০ ,, |

| | | |
|---|---|---|
| উদয়পুর বুদ্ধ বিহার কাঞ্চনপুর ধর্মনগর | ১৯৮২-৮৩ | ৩০,০০০ টাকা |
| সাধামণি বুদ্ধ বিহার কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর | ঐ | ১০,০০০ ,, |

| | | |
|---|---|---|
| জেতাবন বুদ্ধ বিহার কাঞ্চনপুর ধর্মনগর | ঐ | ১০,০০০ ,, |
| অজন্তা বুদ্ধ বিহার ছামনু কৈলাসহর | ঐ | ১০,০০০ ,, |
| শান্তিময় বুদ্ধ বিহার ছামনু কৈলাসহর | ঐ | ১০,০০০ ,, |
| সাক্ত মন্দির সেংত্রাই | | ২,৮৯৫ ,, |
| দৈত্যেশ্বরী কালীবাড়ী | ১৯৮৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে | ৬০ ,, |
| গোলা সিং বাড়ী মন্দির অমরপুর | ১৯৮৩-৮৪ ঐ | ৫০০ ,, |
| রতননগর মন্দির অমরপুর | ঐ | ৫০০ ,, |
| কুরমা মন্দির অমরপুর | ঐ | ২,০০০ ,, |
| মালবাসা মন্দির অমরপুর | ঐ | ৫০০ ,, |
| বন্দর ঘাট মন্দির অমরপুর | ঐ | ৫০০ ,, |
| মহাদেব মন্দির বিলোনীয়া | ঐ | ১,০০০ ,, |
| বুদ্ধ মন্দির বিলোনীয়া | ঐ | ১,০০০ ,, |
| কালী মন্দির কৈলাসহর | ঐ | ২,৭৬০ ,, |

UN STARRED QUESTION NO—49 ( Postponed )

Name of the member :—Shri Jawhar Shaha M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Minister be Pleased to State.

১) ১৯৭৮ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ইং সালের ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে

কত পরিমাণ বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২) উক্ত জমি উদ্ধারের ফলে কত পরিবার অ-উপজাতি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

৩। কত পরিবার উপজাতি পরিবার উপকৃত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৪) অমরপুর মহকুমায় বে-আইনী জমি হস্তান্তরের ফলে কতটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে এখন পর্যন্ত ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয় নাই। এবং

৫। কবে নাগাদ ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

## ANSWER

Minister In-Charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১) সদর মহকুমা — ২৯৪'৩৭ একর
খোয়াই মহকুমা — ৬৪৯'২৮ একর
সোনামুড়া " — ১৫'৭১ "
উদয়পুর " — ১৭৫'৪৬ "
অমরপুর " — ৩২৯'৯৫ "
বিলোনীয়া " — ২৪৯'৫৯ "
সাব্রুম " — ১৬৭'৩৩ "
ধর্মনগর " — ২৪১'২৪ "
কমলপুর " — ৩১৫' ৪ "
কৈলাশহর " — ২৪০'০০ "

২) সদর মহকুমা — ৭১৬ পরিবার
খোয়াই " — ৪৪৮ "
সোনামুড়া " — ৫ "

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| উদয়পুর | ,, | — | ১৩৩ | ,, |
| অমরপুর | ,, | — | ১৯৭ | ,, |
| বিলোনিয়া | ,, | — | ১৪০ | ,, |
| সাব্রুম | ,, | — | ৬০ | ,, |
| ধর্মনগর | ,, | — | ৭৭ | ,, |
| কমলপুর | ,, | — | ৪২২ | ,, |
| কৈলাশহর | ,, | — | ১৬৮ | ,, |

৩) সদর মহকুমা — ৪৪৪ পরিবার

| | | |
|---|---|---|
| খোয়াই ,, | ৩৯৫ | ,, |
| সোনামুড়া ,, | ৪ | ,, |
| উদয়পুর ,, | ১৫৯ | ,, |
| অমরপুর ,, | ২৫ | ,, |
| বিলোনীয়া ,, | ২৫৮ | ,, |
| সাব্রুম ,, | ১৪৯ | ,, |
| ধর্মনগর ,, | ৫৬ | ,, |
| কমলপুর ,, | ২১০ | ,, |
| কৈলাশহর ,, | ১৭৮ | ,, |

৪) ৫২টি পরিবারকে ক্ষতি পূরণ দেয়া হয় নাই।

৫) উপযুক্ত ফাণ্ড না থাকায় সকলকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ক্ষতি পূরণের টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে বাকি পরিবারকে ক্ষতি পূরণের টাকা দেওয়া হইবে।

Un-starred Question No—15 (Postponed)

Name of the Member :—Shri Jahar Saha.

**Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt be pleased to state :—**

১। ১৯৭৭ইং থেকে ১৯৮৩ইং সনের ১লা নভেম্বর পর্যন্ত অমরপুর মহকুমার কোন কোন গাঁও সভার কত পরিবার ভূমিহীনদের খাস ভূমির দখলদার মালিকানা স্বত্ব (Allotmeht) সরকারীভাবে জরিপ করা সত্ত্বেও বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে না ?

২। উক্ত খাস ভূমির দখলদারদের মালিকানা স্বত্ব (allotment) না দেওয়ার কারণ কি ?

৩। কবে নাগাদ উক্ত ভূমিহীনদের দখলকৃত খাস ভূমির মালিকানা স্বত্ব (allotment) প্রদান করা সম্ভব হবে।

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. Revenue Minister.

১। মোট ২৬৭৯ টি আবেদন বিবেচনাধীন আছে। গাঁওসভার নাম নিম্নে দেওয়া গেল—

১। রীরগঞ্জ— ১৫৫টি পরিবার
২। রাংকং— ৩২ ”
৩। দেবারী—৫৪ ”
৪। রাজকং—৪০ ”
৫। রামপুর—১২৮ ”
৬। রাঙ্গামাটি—১০৩ ”
৭। পশ্চিম সরবং—৯৬ ”
৮। দক্ষিন ছনগং—১৪ ”
৯। ছেছুয়া—১০ ”
১০। গামাইছড়া—৭ ”
১১। অম্পিনগব – ১৬০ ”
১২। তৈড়ুডেপা—১৭ ”
১৩। পূর্ব তৈড়ুলং—১১ ”
১৪। দক্ষিন তৈড়ু—৭ ”
১৫। দলক—১২ ”
১৬। পশ্চিম ডুলুমা—২৬ ”
১৭। ডুলুমা—৩৯ ”
১৮। কুরমা—৩১ ”
১৯। দক্ষিণ চেলাগাং - ২৬ ”
২০। উত্তর একছরী—১২৩ ”

২৪। উত্তর চেলাগাং—২
২৫। নূতন বাজার—১২৭
২৬। লেবাছড়া—৬
২৭। পূর্বমানিকা দেওয়ান ৬৩
২৮। পশ্চিমমানিকা দেওয়ান—১১৩
২৯। পূর্ব কববুক—১০৭
৩০। দক্ষিন কববুক—৩৮
৩১। ইছাছরী – ১৪২
৩২। গণ্ডাছড়া – ৬৬
৩৩। সাবমা—৭৯
৩৪। জগবন্ধুপাড়া—১২৭
৩৫। দলপতি—১০০
৩৬। লক্ষীপুব —১০২
৩৭। বতননগর—২৩
৩৮। তৈছমা—৩৫
৩৯। বাইমা —১৩৬
৪০। পত্তাছড়া—১২৯
৪১। রামনগর—৩৪

২১। লাউপং—৪২ ,,

২২। একছরী—৭২ ,,

২৩। পশ্চিম করবরুক—৪৫ ,,

২। উপরোক্ত ২৬৭৯ টির মধ্যে ২০৪৮ টি এ ডি সি-র অনুমোদনের জন্য, ৫১২ টি এলটমেন্ট কমিটির অনুমোদন ও বনদপ্তরের ছাড়পত্রের জন্য জমা আছে। বাকিগুলি বাতিল করা হইয়াছে।

৩। এ ডি সি-র অনুমোদন ও এলটমেন্ট কমিটির অনুমোদন এবং বনদপ্তরের ছাড়পত্র পাইলেই এলটমেন্ট বিবেচনা করা হইবে।